بسم الله الرحمن الرحيم

হক্ব অলী আউলিয়া তথা

হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ

পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত
বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্

১ম খন্ড

প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে
ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকি-
(ঈমান, নামাজ, রোযা, হজ্ব ও যাকাতসহ সুন্নতের আলোকে মহিলা-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল জুমআ ও ঈদের খুত্বাহ্সহ)



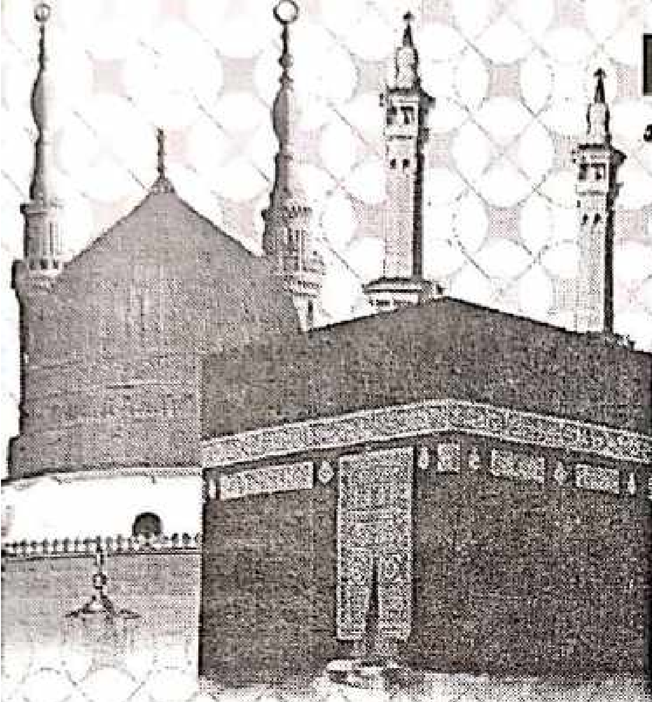
অলিয়ে কামিল-মুকাম্মিল
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির
আলহাজ্ব ড. মুফ্তী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলী সিদ্দীকি
সিদ্দীকিয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র, মস্জিদে কু'বা- কলেজ রোড, বগুড়া।

Scanned with CamScanner

হক্ব অলী আউলিয়া তথা

হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ

পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত
বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্



১ম খন্ড

প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে

ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকি-
(ঈমান, নামাজ, রোযা, হজ্ব ও যাকাতসহ সুন্নতের আলোকে মহিলা-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাস্'য়েল জুমআ ও ঈদের খুত্বাহসহ)

সংকলনেঃ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা সাংবাদিক জেলা প্রতিনিধি,
ইন্টারনেটে সমগ্র বিশ্বে তাফসীরকারক, ক্বেরাত ও বক্তৃতায় জাতীয়
পুরস্কারপ্রাপ্ত, ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক- অলিয়ে কামিল-মুকাম্মিল
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির

আলহাজ্ব ড. মুফ্তী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকি

ট্রিপল টাইটেল, বিএ অনার্স (ফোর্থ স্ট্যান্ড) এম এ (ফোর্থ স্ট্যান্ড), পেশ ইমাম ও খতীব, মস্‌জিদে কু'বা, কলেজ রোড, বগুড়া, কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুফতী বোর্ড খেলাফত কায়েম ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা মহানগরী। নবী, সাহাবী ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, ইসলামের ছদ্মবেশ হুজুরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকরী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ এবং সকল হক্কানী অলীদের দরবার তথা ফুরফুরা, মেদিনিপুর, বশিরহাট, শর্ষিণা, আমশহর, ঠেঙ্গামারা, ঠনঠনিয়া, করটিয়া, সোনাকান্দা, আওলাদে রসূল উনার দরবারসহ সিদ্দীকিয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র মস্‌জিদে কু'বার এবং মুহম্মদীয়া জামিআ শরীফ সুন্নিয়া মাদ্রাসা ও এতীমখানা এবং সুন্নতি জামে মস্‌জিদ তারাকুল, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট, সকল মুসল্লিগণ ও সকল হক্ব অলী আওলীয়া এবং উনার লক্ষ লক্ষ ভক্তদের পক্ষে - লেখক।

(ফুরফুরা সিলসিলাভূক্ত সিদ্দীকিয়া দরবার শরীফ হতে সকল তরিক্বায় খেলাফত প্রাপ্ত)

মোবাইল ঃ ০১৭৩৭ ৭১৯৫০২, ০১৭৫০ ৬৮১৬৯২, ০১৭৩৯ ৮৭২১৮৪

Web: www.daalis.com

Scanned with CamScanner

■ প্রথম প্রকাশ : ১লা রমযান ১৪৩৫ হিজরী

■ স্বত্ব : লেখক

■ সহযোগিতায় : এ.কে.এম মিজানুর ইসলাম
মোঃ আলমগীর হোসেন

■ প্রিন্ট মিডিয়া : দি গ্রাফিক পয়েন্ট
বাদুড়তলা, বগুড়া।
ফোন : ০৫১-৬৪২১৯

■ প্রকাশনায় : ডি.এ.পি. (ড. আশরাফ প্রকাশনী)।

■ হাদিয়া : ১৫০/=

■ প্রচারে : ইসলামের ছদ্মবেশে হুজুরপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ।

Scanned with CamScanner



কিতাবটি যাঁদের নিকটে উৎসর্গ করা হলো-

বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বে অবস্থানরত আমার প্রিয় লক্ষ লক্ষ সত্যান্বেষী মুসলিম ভাই বোন ও হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি মুহব্বত গড়ে ইহকাল ও পরকালে যারা পরম সুফল লাভ করতে চান তাদের মুবারক খেদমতে...

মোঃ ফরিদুল ইসলাম

Scanned with CamScanner

নামায ও রোযার সুন্নতি সময়সূচি

এই সময়সূচি বগুড়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য

জানুয়ারী

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৫-১৯	০৫-২৪	০৬-৪৪	১২-০৩	০৩-৫২	০৫-৩২	০৬-৪৬
০৫	০৫-২০	০৫-২৫	০৬-৪৫	১২-০৮	০৩-৫৫	০৫-৩৮	০৬-৫২
১০	০৫-২১	০৫-২৬	০৬-৪৬	১২-১০	০৩-৫৫	০৫-৪১	০৬-৫৫
১৫	০৫-২৩	০৫-২৭	০৬-৪৮	১২-১২	০৪-০০	০৫-৪৩	০৬-৫৭
২০	০৫-২৩	০৫-২৮	০৬-৪৭	১২-১৪	০৪-০৩	০৫-৪৮	০৭-০১
২৫	০৫-২২	০৫-২৭	০৬-৪৬	১২-১৫	০৪-০৯	০৫-৫১	০৭-০৪
৩১	০৫-২২	০৫-২৭	০৬-৪৪	১২-১৬	০৪-১২	০৫-৫৬	০৭-০৭

ফেব্রুয়ারী

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৫-২২	০৫-২৭	০৬-৪৪	১২-১৭	০৪-১৪	০৫-৫৭	০৭-০৮
০৫	০৫-২০	০৫-২৫	০৬-৪২	১২-১৭	০৪-১৬	০৫-৫৯	০৭-১০
১০	০৫-১৭	০৫-২২	০৬-৩৯	১২-১৭	০৪-১৯	০৬-০২	০৭-১৩
১৫	০৫-১৫	০৫-২০	০৬-৩৬	১২-১৭	০৪-২১	০৬-০৫	০৭-১৫
২০	০৫-১৩	০৫-১৮	০৬-৩৩	১২-১৭	০৪-২৩	০৬-০৮	০৭-১৭
২৫	০৫-০৯	০৫-১৪	০৬-২৯	১২-১৬	০৪-২৬	০৬-১০	০৭-১৯
২৯	০৫-১০	০৫-১৫	০৬-২৬	১২-১৬	০৪-২৭	০৬-১১	০৭-২০

মার্চ

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৫-০৩	০৫-০৮	০৬-২৩	১২-১৬	০৪-২৮	০৬-১২	০৭-২১
০৫	০৫-০২	০৫-০৭	০৬-২২	১২-১৫	০৪-৩০	০৬-১৫	০৭-২৪
১০	০৪-৫৮	০৫-০৩	০৬-১৮	১২-১৪	০৪-৩১	০৬-১৭	০৭-২৬
১৫	০৪-৫৩	০৪-৫৮	০৬-১২	১২-১২	০৪-৩১	০৬-১৯	০৭-২৭
২০	০৪-৪৮	০৪-৫৩	০৬-০৮	১২-১১	০৪-৩৩	০৬-২১	০৭-৩০
২৫	০৪-৪৩	০৪-৪৮	০৫-৫৯	১২-০৯	০৪-৩৩	০৬-২৫	০৭-৩১
৩১	০৪-৩৮	০৪-৪৩	০৫-৫৬	১২-০৬	০৪-৩২	০৬-২৬	০৭-৩৩

এপ্রিল

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৪-৩৫	০৪-৪০	০৫-৫৬	১২-০৮	০৪-৩৪	০৬-২৩	০৭-৩৫
০৫	০৪-৩১	০৪-৩৬	০৫-৫২	১২-০৬	০৪-৩৪	০৬-২৭	০৭-৩৭
১০	০৪-২৬	০৪-৩১	০৫-৪৮	১২-০৫	০৪-৩৪	০৬-২৯	০৭-৪০
১৫	০৪-২০	০৪-২৫	০৫-৪৩	১২-০৩	০৪-৩৪	০৬-৩০	০৭-৪২
২০	০৪-১৬	০৪-২১	০৫-৩৯	১২-০২	০৪-৩৫	০৬-৩২	০৭-৪৪
২৫	০৪-১১	০৪-১৬	০৫-৩২	১২-০০	০৪-৩৫	০৬-৩৪	০৭-৪৭
৩০	০৪-০৬	০৪-১১	০৫-২৯	১২-০০	০৪-৩৫	০৬-৩৫	০৭-৪৯

মে

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৪-০৬	০৪-১১	০৫-৩১	১২-০০	০৪-৩৫	০৬-৩৬	০৭-৫০
০৫	০৪-০২	০৪-০৭	০৫-২৮	১২-০০	০৪-৩৬	০৬-৩৯	০৭-৫৪
১০	০৩-৫৭	০৪-০২	০৫-২৪	১১-৫৯	০৪-৩৬	০৬-৪১	০৭-৫৭
১৫	০৩-৫৫	০৪-০০	০৫-২২	১১-৫৯	০৪-৩৬	০৬-৪০	০৭-৫৯
২০	০৩-৫১	০৩-৫৬	০৫-২০	১১-৫৯	০৪-৩৭	০৬-৪৫	০৮-০৩
২৫	০৩-৪৯	০৩-৫৪	০৫-১৯	১২-০০	০৪-৩৮	০৬-৪৮	০৮-০৭
৩১	০৩-৪৪	০৩-৪৯	০৫-১৬	১২-০০	০৪-৩৮	০৬-৪৯	০৮-০৯

জুন

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৩-৪৭	০৩-৫২	০৫-১৭	১২-০০	০৪-৪০	০৬-৫০	০৮-১১
০৫	০৩-৪৫	০৩-৫০	০৫-১৬	১২-০১	০৪-৪০	০৬-৫৩	০৮-১৩
১০	০৩-৪৫	০৩-৫০	০৫-১৬	১২-০২	০৪-৪১	০৬-৫৫	০৮-১৫
১৫	০৩-৪৬	০৩-৫১	০৫-১৬	১২-০৩	০৪-৪১	০৬-৫৭	০৮-১৬
২০	০৩-৪৬	০৩-৫১	০৫-১৭	১২-০৪	০৪-৪৩	০৬-৫৮	০৮-১৯
২৫	০৩-৪৬	০৩-৫১	০৫-১৮	১২-০৫	০৪-৪৩	০৬-৫৯	০৮-২০
৩০	০৩-৪৭	০৩-৫২	০৫-১৮	১২-০৬	০৪-৪৪	০৭-০০	০৮-২১

Scanned with CamScanner

জুলাই

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৩-৪৮	০৩-৫৩	০৫-২০	১২-০৭	০৪-৪৪	০৭-০০	০৮-২০
০৫	০৩-৫০	০৩-৫৫	০৫-২২	১২-০৮	০৪-৪৭	০৭-০০	০৮-২০
১০	০৩-৫২	০৩-৫৭	০৫-২৪	১২-০৮	০৪-৪৮	০৬-৫৯	০৮-১৯
১৫	০৩-৫৬	০৪-০১	০৫-২৬	১২-০৯	০৪-৪৭	০৬-৫৯	০৮-১৮
২০	০৩-৫৮	০৪-০৩	০৫-২৮	১২-০৯	০৪-৪৭	০৬-৫৭	০৮-১৬
২৫	০৪-০১	০৪-০৬	০৫-৩০	১২-০৯	০৪-৪৭	০৬-৫৫	০৮-১৩
৩১	০৪-০৫	০৪-১০	০৫-৩৩	১২-০৯	০৪-৪৬	০৬-৫৩	০৮-১১

আগষ্ট

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৪-০৬	০৪-১১	০৫-৩৩	১২-০৯	০৪-৪৬	০৬-৫২	০৮-০৮
০৫	০৪-০৮	০৪-১৩	০৫-৩৫	১২-০৯	০৪-৪৫	০৬-৫০	০৮-০৬
১০	০৪-১১	০৪-১৬	০৫-৩৭	১২-০৮	০৪-৪৪	০৬-৪৬	০৮-০২
১৫	০৪-১৪	০৪-১৯	০৫-৩৮	১২-০৭	০৪-৪২	০৬-৪৩	০৭-৫৬
২০	০৪-১৬	০৪-২১	০৫-৪০	১২-০৬	০৪-৪০	০৬-৩৯	০৭-৫২
২৫	০৪-১৯	০৪-২৪	০৫-৪৩	১২-০৫	০৪-৩৭	০৬-৩৪	০৭-৪৬
৩০	০৪-২২	০৪-২৭	০৫-৪৫	১২-০৪	০৪-৩৪	০৬-২৯	০৭-৪০

সেপ্টেম্বর

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৪-২৩	০৪-২৮	০৫-৪৫	১২-০৩	০৪-৩৪	০৬-২৮	০৭-৩৯
০৫	০৪-২৭	০৪-৩২	০৫-৪৬	১২-০২	০৪-৩২	০৬-২৫	০৭-৩৫
১০	০৪-২৭	০৪-৩২	০৫-৪৮	১২-০০	০৪-২৮	০৬-১৯	০৭-২৯
১৫	০৪-২৮	০৪-৩৩	০৫-৪৯	১১-৫৮	০৪-২৪	০৬-১৪	০৭-২৪
২০	০৪-৩১	০৪-৩৬	০৫-৫২	১১-৫৭	০৪-২১	০৬-১০	০৭-১৯
২৫	০৪-৩২	০৪-৩৭	০৫-৫৩	১১-৫৫	০৪-১৭	০৬-০৫	০৭-১৪
৩০	০৪-৩৩	০৪-৩৮	০৫-৫৪	১১-৫২	০৪-১৪	০৬-০০	০৭-১১

অক্টোবর

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৪-৩৫	০৪-৪০	০৫-৫৫	১১-৫৩	০৪-১২	০৫-৫৮	০৭-০৭
০৫	০৪-৩৬	০৪-৪১	০৫-৫৬	১১-৫২	০৪-০৭	০৫-৫৫	০৭-০৪
১০	০৪-৩৯	০৪-৪৪	০৫-৫৮	১১-৫১	০৪-০৭	০৫-৫১	০৬-৫৯
১৫	০৪-৩৯	০৪-৪৪	০৬-০০	১১-৪৯	০৪-০১	০৫-৪৪	০৬-৫৪
২০	০৪-৪১	০৪-৪৬	০৬-০২	১১-৪৮	০৩-৫৭	০৫-৪১	০৬-৫১
২৫	০৪-৪৩	০৪-৪৮	০৬-০৪	১১-৪৭	০৩-৫৩	০৫-৩৭	০৬-৪৭
৩১	০৪-৪৬	০৪-৫১	০৬-০৫	১১-৪৪	০৩-৫০	০৫-৩২	০৬-৪৪

নভেম্বর

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৪-৪৭	০৪-৫২	০৬-০৬	১১-৪৭	০৩-৫০	০৫-৩৫	০৬-৪৩
০৫	০৪-৪৯	০৪-৫৪	০৬-১১	১১-৪৭	০৩-৪৮	০৫-৩০	০৬-৪১
১০	০৪-৫১	০৪-৫৬	০৬-১৩	১১-৪৭	০৩-৪৫	০৫-২৮	০৬-৩৯
১৫	০৪-৫৪	০৪-৫৯	০৬-১৭	১১-৪৮	০৩-৪৪	০৫-২৬	০৬-৩৮
২০	০৪-৫৭	০৫-০২	০৬-২০	১১-৪৯	০৩-৪২	০৫-২৫	০৬-৩৭
২৫	০৪-৫৯	০৫-০৪	০৬-২৩	১১-৫০	০৩-৪১	০৫-২৪	০৬-৩৭
৩০	০৫-০১	০৫-০৬	০৬-২৬	১১-৫১	০৩-৪১	০৫-২৩	০৬-৩৭

ডিসেম্বর

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৫-০৩	০৫-০৮	০৬-২৭	১১-৫২	০৩-৪১	০৫-২৪	০৬-৩৭
০৫	০৫-০৮	০৫-১৩	০৬-৩০	১১-৫৪	০৩-৪১	০৫-২৪	০৬-৩৮
১০	০৫-০৮	০৫-১৩	০৬-৩৩	১১-৫৭	০৩-৪২	০৫-২৬	০৬-৪০
১৫	০৫-১১	০৫-১৬	০৬-৩৬	১১-৫৮	০৩-৪৪	০৫-২৭	০৬-৪১
২০	০৫-১৩	০৫-১৮	০৬-৩৮	১২-০০	০৩-৪৫	০৫-২৯	০৬-৪৩
২৫	০৫-১৬	০৫-২১	০৬-৪১	১২-০৩	০৩-৪৯	০৫-৩৩	০৬-৪৬
৩১	০৫-১৯	০৫-২৪	০৬-৪৩	১২-০৬	০৩-৫১	০৫-৩৫	০৬-৪৯

আরবী প্রতিটি মাস চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে।

রোজার নিয়্যাত

নাওয়াইতুয়ান আছুমা গাদাম মিন শাহরি রমাদানাল মুবারাকি ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম। (তেরী ও কুরআন শরীফ)

ইফতারের দু'আ

আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আ'লা রিযক্বিকা আফতারতু। [illegible]

নিম্নলিখিত এলাকার ক্ষেত্রে উল্লেখিত সময় যোগ বিয়োগ করতে হবে

জেলা	সাহরী	ইফতার	জেলা	সাহরী	ইফতার
রাজশাহী	৩ +	৩ +	পাবনা	১ +	১ +
চাঁপাই	৩ +	৪ +	সিরাজগঞ্জ	২ −	১ −
নওগাঁ, নাটোর	২ +	২ +	রংপুর	১ −	১ +
জয়পুরহাট	১ +	২ +	গাইবান্ধা	০	০
দিনাজপুর	৩ +	৩ +	কুড়িগ্রাম	২ −	১ +
ঠাকুরগাঁও	৩ +	৪ +	নিলফামারী	২ +	৩ +
পঞ্চগড়	২ +	৩ +	লালমনিরহাট	২ −	১ +
ঢাকা, গাজিপুর	৫ −	৬ −			

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

Scanned with CamScanner

اَلطَّهَارَةُ ত্বহারাত বা পরিচ্ছন্নতা পর্ব

নামাজে ব্যবহৃত কতিপয় সূরা সমূহ

নামাজে ব্যবহৃত দোয়া সমূহ

Scanned with CamScanner

নামাজ পর্ব

জুমআর কতিপয় সুন্নতি খুৎবা পেশ করা হলো

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকার অংশটুকু অবশ্যই পড়া উচিত

ভূমিকা ঃ প্রিয় মুসলিম ভাইসব- আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান আল্লাহ্ পাকের সকল প্রশংসা যিনি পবিত্র কুরআন ও তাঁর প্রিয় হাবীব হুজুর পাক ﷺ উনার মাধ্যমে অশান্ত ও বাতিল মত পথে বিভ্রান্ত মানব গোষ্ঠীকে হেফাজত করে শান্তি পূর্ণ হক্ব পথে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

অসংখ্য অগনিত দরূদ ও ছালাম শান্তির দূত হুজুর পাক ﷺ উনার উপরে যিনি তাঁর পাক যবান মুবারকে ঘোষনা করেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ (رواه الترمذی رقم ١٧١-ابوداود رقم - ٤٥٧٩ مشكوة صفحة - ٣٠- وغير ذالك)

আমার উম্মতেরা ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে ৭২টি দল (ধর্ম ব্যবসা ও হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আকিদা পোষণের কারনে) জাহান্নামে যাবে (যদিও তারা লোক দেখানো নামাজ রোযা হজ্জ, যাকাত সবই আদায় করবে) যে দলের আমল, আকিদা, তাফসীর বয়ান তিনি এবং তাঁর সাহাবী رضي الله عنه গণের সাথে মিল থাকবে এমন একটি দল জান্নাতি তথা মুক্তি প্রাপ্ত হবে। (তিরমিযি ১৭১ ও আবু দাউদ ৪৫৭৯ নং হাদিস, মিশকাত, সহ প্রায় ১০৫টি হাদীসের কিতাব)।

হুজুর পাক ﷺ উনার চাইতে ভাল চরিত্রের মানুষ পৃথিবীতে আর একজনও ছিলনা ভবিষ্যতেও আসবেনা। তার পরেও তাঁকে ও তাঁর আছ্হাব গণকে তাঁর দুশমনেরা বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিয়েছে এবং প্রত্যেক কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে তাঁর বিরুদ্ধে বয়ান, ও শ্লোগান, মিছিল, মিটিং, অবরোধ, ধর্মঘট, লংমার্চ ঘেরাও করেই ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ক্ষ্যান্ত হয়নি- তাঁকে পাগল, যাদুকর, ভন্ড, মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করেছে (নাউযুবিল্লাহ) তার পরেও লক্ষ্যাধিক দুশমনের মোকাবেলায় মহান আল্লাহর খাছ দয়া ও মদদে মাত্র ৩১৩ জন তাঁর মুহব্বতের (উম্মত) সাহাবীকে নিয়ে শুরু করে তিনি ইসলামের হক্ব-পথকে বলিষ্ঠ ভূমিকায় সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে হক্কানী আলিম ও অলীদের দ্বারা পৌছিয়ে দিয়েছেন।

প্রমানিত হলো হক্বের সর্ব বলিষ্ঠ দলীল হচ্ছে-বাতিল ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী হকের বিরুদ্ধে শ্লোগান, ধর্মঘট, অবরোধ, হরতাল, লংমার্চ সহ বিভিন্ন বাতিল অমুসলিমদের তর্জ তরিকায় বাধার সৃষ্টি করবে কিন্তু আল্লাহর কুদরতি মদদে

Scanned with CamScanner

বাতিল গোষ্ঠী বাতিলই থাকবে এবং হক্বের সূর্য উদিত হবে মানুষকে হেদায়েতের সঠিক আলোর পথে নিয়ে আসবেই ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ পাক তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ করেন, "পাপী বা দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা প্রত্যেক নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম উনাদের শত্রু।"

(সূরা ফুরকান : আয়াত শরীফ ৩১) মহান আল্লাহ পাক তিনি অন্যত্র আরও ইরশাদ করেন, জিন ও মানুষের মধ্যে যারা শয়তান প্রকৃতির তারাই প্রত্যেক নবী-রাসূল (عليهم السلام) উনাদের শত্রু।" (সূরা আনয়াম : আয়াত শরীফ ১১২) উপরোক্ত আয়াত শরীফদ্বয় থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো- (১) মানুষ ও জিন জাতির মধ্যে যারা শয়তান প্রকৃতির তারা হযরত নবী-রসূল (عليهم السلام) উনাদের শত্রু বা বিরোধিতাকারী হবে। (২) যেহেতু হযরত নবী-রসূল (عليهم السلام) উনাদের শত্রু ছিল; সেহেতু হযরত নবী-রসূল (عليهم السلام) উনাদের ওয়ারিছ হিসেবে আউলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লহি আলাইহিম উনাদেরও শত্রু থাকবে। (৩) হযরত নবী-রসূল (عليهم السلام) ও আউলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লহি আলাইহিম উনাদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা অবশ্যই দুষ্ট, পাপী এবং শয়তান প্রকৃতির।

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের চরম শত্রু ইহুদী-খ্রীস্টান-মুশরিক-নাছারা তথা সকল বিধর্মীরা মুসলমানদের ঈমান- আমল-আক্বীদা বিধ্বংসের জন্য এই দুষ্ট, পাপী ও শয়তান প্রকৃতির লোকদেরকে ব্যবহার করে থাকে। এদের দ্বারাই আউলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের বিরোধিতা করে। যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে- বগুড়ার 'ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ কমিটি'র নামে দাজ্জালে কাজ্জাব তথা উলামায়ে ছু গং। তাই সহীহ্ হাদীস শরীফ-এ উল্লেখ আছে, "ঈহুদী-নাছারারা মুসলমানদের ঈমান-আমল ধ্বংস করার জন্য তিন প্রকার লোককে ব্যবহার করে। যথা-১. বিভ্রান্ত রাজা-বাদশাহ, ২. মুনাফিক মুসলমান, ৩. পথভ্রষ্ট মাওলানা অর্থাৎ উলামায়ে ছূ।" (কিতাব আল আছার) এদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হচ্ছে- গুমরাহ তথা পথ ভ্রষ্ট মাওলানা, মুফতী, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, খতীব, ইমাম, আমীর, আল্লামা, ওয়ায়িয অর্থাৎ উলামায়ে ছূ বা ধর্মব্যবসায়ীরা। বর্তমানে উলামায়ে ছূ বা ধর্মব্যবসায়ীদের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে ওহাবী, কওমী, দেওবন্দী, চরমোনাই ও ছয় উছুলী তাবলীগীসহ অনেকেই। এরা শিয়া, রাফিযী, খারিজী, মুতাযিলা, মরজিয়া, কাদিয়ানী, বাহাইদের মতোই বাতিল ফিরক্বার অন্তর্ভূক্ত। কারণ এরা অসংখ্য কুফরী আক্বীদায় বিশ্বাসী এবং শরীয়ত বিরোধী তথা সুন্নত বিরোধী আমলে মশগুল।

প্রতিনিয়ত এদের মুখোশ উন্মোচন করা হয় বলে এরা ও ড. আশরাফ সিদ্দীকি এবং হক্ব অলীদের সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচার করে থাকে। আর করাটাই স্বাভাবিক। কারণ বাতিল পন্থীরা শুরু থেকেই হক্বের বিরোধিতা ও অপপ্রচার করে আসছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত করতেই থাকবে। তাতে হক্বপন্থীদের কোন সমস্যা নেই। যেহেতু তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহপাকই নিয়ন্ত্রন করে থাকেন।

Scanned with CamScanner

সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ফতওয়া দিয়ে বাতিল পন্থীরা মুসলিমদের নিকটে সত্যপন্থী নামে প্রকাশিত হওয়ার অপচেষ্টা করে থাকে

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাক উনার জন্য, যিনি হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য কারী কুরআন পাক নাযিল করে মানব জাতির উপর বড় ইহসান করেছেন। অসংখ্য দরুদ হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি যিনি পবিত্র কুরআনের প্র্যাক্টিক্যাল নমুনা হিসাবে হক্ব ও বাতিলের মধ্যে চুড়ান্ত পার্থক্য সূচনা করেছেন। হক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন, যা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে।

শুধু পাল্টিয়েছে এর রূপ রেখা ও ধরন। হক্বের বিরুদ্ধে বাতিল আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন চেহারায় বিভিন্ন আকৃতিতে। উদ্দেশ্য একটাই, হক্ব-কে দমন করে বাতিল প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু না, তা কখনই কোন যুগেই সম্ভব হয় নি। বাতিলের প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়ের ভিতরেও হক্বের নিভু নিভু বাতিকে মহান আল্লাহ পাক কুদরতি মদদ দিয়ে রক্ষা করতঃ সেই বাতি থেকে লক্ষ কোটি বাতি জ্বালিয়ে থাকেন অর্থাৎ, হুজুর পাক ﷺ উনার বানী "মহান আল্লাহ্ পাক (দুনিয়া ও আখেরাতে) যাঁদেরকে পছন্দ করেন ও মঙ্গল চান তাঁদেরকেই দ্বীনের সত্য বুঝ দিয়ে দেন।"- (মুসলিম, তিরমিযী, মিশ্কাত ইত্যাদি)।

বাতিল দল ওহাবীদের উত্থান ঃ বাতিলের বিরুদ্ধে হক্বের বিজয় একটি শ্বাশ্বত বিধান, যদিও প্রত্যেক যুগেই হক্ব পন্থীদের সংখ্যা বতিলের তুলনায় অনেক কম থাকে। হক্বের বিরুদ্ধে সকল বাতিল দলগুলো বাহ্যত বিভিন্ন নামে থাকলেও তারা সকলেই এক ও অভিন্ন। যেমন রসুনের কোয়া বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকলেও মূলে সকল কোয়া এক জায়গায়। মহান আল্লাহ্ পাক বলেন" হক্বের আবির্ভাবে বাতিল দূরিভুত হতে বাধ্য।" قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ সুরা বনী ইসরাইল- আয়াত নং ৮১। ইহুদী নাছারাদের অর্থ ও মদদে পুষ্ট হয়ে মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ হাব নজদী ওহাবীদের কর্ণধার যার সম্পর্কে হুজুর পাক ﷺ প্রায় সাড়ে ১৪ শত বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বানি করেছিলেন" "নজ্দ প্রদেশ হতে (আঃ ওহাব নজদি নামে) শয়তানের শিং বের হবে। যারা ইসলামের নামে আমার শরিয়তকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে" এবং হুজুর পাক ﷺ তাদের অভিসম্পাত করেছেন" (কিতাব আল আছার, বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

Scanned with CamScanner

তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত (অর্থাৎ যে মতের উপরে মহান আল্লাহ পাক এবং হুজুর পাক ﷺ সন্তোষ্ট এবং সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم গণের মত প্রতিষ্ঠিত) এর অসংখ্য আলেম ওলামা এবং হক্ব পন্থীদের নির্ভরযোগ্য কিতাব পত্র ধ্বংস করে দিয়ে বাতিল মত কায়েমের জন্য ইসলামের লেবাছ ধরে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ইহুদী নাছারাদেরকে শক্তিশালী করার জন্য সেই ওহাবীরা হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আক্বীদা ছড়াতে থাকে। অনুরূপ আক্বীদা পোষন করে থাকে মুসলমানদের সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী প্রমানের অপচেষ্টাকারী ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা ওমর তথা আল কায়েদা, তালেবান সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক এবং বালাদেশের যাবতীয় উগ্রবাদী সংগঠনগুলো।

নূরের বিরোধীতা শুরু ঃ কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য দলিল এবং সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم গণ থেকে শুরু করে তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী, আইম্মায়ি মজ্‌তাহিদীন সহ সকল আলেমে হক্কানি রব্বানী ও আল্লাহর অলিদের মতে হুজুর পাক ﷺ হলেন আল্লাহ পাকের কুদরতি সৃষ্টি কৃত বিশেষ নুর হতে সৃষ্টি।

অথচ নাজদিসহ উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদী বাতিল পন্থী ব্যাক্তিরা তাঁকে মাটির মানুষ হিসেবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। নাযুযুবিল্লাহ্। যেখানে সাধারণ ভাবে কোন জিনিষ শেষ হয়ে গেলে বা ধ্বংস হয়ে গেলে পৃথিবীর মানুষ প্রবাদে বলে থাকে জিনিষটি মাটি হয়ে গেল। সেখানে হায়াতুন্নবী ﷺ (সুরা বাকারা-১৫৪নং, সুরা আলে ইমরান-১৬৯নং আয়াত) কে কিভাবে তারা মাটি বলতে পারে এবং মাটি বললে কি করে ঈমান থাকে? এমনিভাবে হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি মহব্বতান দরুদ ও ছালাম পেশ করা, ছিফত তথা নুর ও রহমত হিসাবে তাঁকে হাজীর নাযীর জানা, আল্লাহ পাক প্রদত্ত ক্ষমতায় তাঁর ইচ্ছায় যত প্রয়োজন তত ইল্‌মে গ্বইব ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দান করা হয়েছে তা বিশ্বাস করা, শবে বরাত পালন করা, শবে মে'রাজ ও শব-ই কদর পালন করা, ফরজ নামাজ পরে হাত তুলে মোনাজাত করা, হুজুর পাক ﷺ এবং আল্লাহর অলি-দের কবর যিয়ারত করা ইত্যাদি আমল ও আক্বীদা নির্ভরযোগ্য দলিল আদিল্লার প্রেক্ষিতে মুসলিমগন হক্ব তথা সত্য হিসেবে যুগ যুগ ধরে পালন করে আসার পরেও উক্ত আমল ও আকিদাগুলোকে বিদআত, শিরক, সুন্নতের খিলাফ এবং বাতিল আমল ও আক্বীদা হিসেবে মিথ্যা ফতওয়া জারি করে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি দলাদলি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেরা ঈমান হারিয়ে সাধারন মানুষের ঈমান হরনের অপচেষ্টা করছে।

Scanned with CamScanner

পক্ষান্তরে কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য দলিল স্বাপেক্ষে সরাসরি এবং অমুসলিমদের তর্জ তরিকা হওয়ার কারনে হুজুর পাক ﷺ উনার সময় হতে সকল হক্কানী আলেম ওলামা ও আল্লাহর অলীদের হক্ব মতানুসারে ইচ্ছা করে ইসলামের নামে ছবি তোলা, ভিডিও করা, টিভি দেখা ও টিভিতে প্রগ্রাম করা, ইহুদী নাছারাদের তৈরী গনতন্ত্র, (গণতন্ত্রের মূল বিষয়ের অসংখ্য কুফরী আক্বীদার মধ্যে ১. "জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস, ২. সংখ্যাধিক্যতাই ক্ষমতা" অথচ কুরআনের বাণী- "আল্লাহ পাকই সকল ক্ষমতার উৎস।" সুরা বাক্বারাহ্ ২০ নং আয়াত। আর আল্লাহ্ পাক সংখ্যায় "এক" যার চাইতে অল্প সংখ্যায় আর কিছুই নাই।) হরতাল, লংমার্চ, কাফন মিছিল, লাঠি মিছিল, ঘেরাও, ভাংচুর, কুশপুত্তলিকা তৈরী এবং পুড়ানো সম্পূর্ণরূপে হারাম হাওয়ার (বুখারী, মুসলিম, তিরমীযি, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীসের কিতাব) পরেও উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদী বাতিল পন্থীরা অকাতরে উক্ত হারাম আমলগুলিকে জায়েয হিসেবে নিজেরা আমল করছে এবং স্বপক্ষে ফতোওয়া দিয়ে যাচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ্!

অথচ "ইসলামী শরিয়তের কোন হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ইমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"।- (আকাইদে নছফী, আকাইদে আকবর ইত্যাদি।)

সহীহ হাদীস শরীফে যথার্থই এসেছে হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কায্যার বের হবে যারা (স্বীয় ব্যাক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোন দিন শোন নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ কোনদিন শোনে নাই, এমন ব্যাক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফেৎনায় ফেলতে পারবে না, এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) করতে পারবে না"।- (মুসলিম, তিরমীযি, মিশকাত, মিরকাত সহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।)

Scanned with CamScanner

সেই আব্দুল ওয়াহাব নজদি সহ উপরোক্ত ভ্রান্ত মতবাদীদের আকিদায় পুষ্ট হয়ে সেই ওহাবিদের নির্ভর যোগ্য প্ররোচণায় ইহুদী নাছারাদেরকে খুশি করে তাদের মদদে পরিচালিত বর্তমানে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলভী মুসলিমদের ভিতরে বিভ্রান্তি ও দলাদলি সৃষ্টির হীন ও ঘৃণ্য মানসিকতায় উস্কানী ও জঙ্গীপনা মূলক মিছিল মিটিং ও বক্তৃতা প্রদান এবং কুফরী আক্বিদা সম্পন্ন চটি বই লেখালেখি শুরু করেছে। যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের খেলাফ ওহাবী আক্বিদার ভিত্তিতে লিখিত হলেও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের দাবি করে তা দিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করে ঈমানদারদের ঈমান হরণের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি বগুড়ায় কওমী জামিল মাদ্রাসার তথাকথিত মুহাদ্দিছ দাবীদার মৌলভীদের লিখিত 'রসুল ছিলেন মাটির মানুষ' ও 'স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদ' নামে দুটি রসুল ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আক্বীদা সম্পন্ন বাতিল বই বাজারে তাদেরই বাতিল আক্বীদা পুষ্ট বিভিন্ন কওমী মাদ্রাসায় এবং মাহ্ফিলে ছড়িয়ে ঈমানদারদের মধ্যে তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে যা আপনাদের প্রেরিত প্রশ্ন পত্রে উদ্ধৃত হয়েছে।

অনুরূপভাবে উপরে উল্লেখিত বাতীল ফিরক্বার লোকেরা ফরজ নামাজের পরে, আযানের পরে ইত্যাদি সময়ে হাত তুলে মুনাজাতের ব্যাপারে কখনও বিদআত কখনও হারাম কখনও মাকরুহ আবার কখনও হাত তুলে মুনাজাত না করলেও চলে ইত্যাদি কুফরী কথাগুলো লিখনী এবং বক্তৃতায় প্রকাশ করে কাট্টা ওহাবী মতবাদ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি ও ফিৎনার সম্মুখীন করে ঈমান হারা করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ শরহে আক্বাঈদে নছফী ও ফিকহে আকবরসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইসলামী শরীয়তের কোন জায়েজকে নাজায়েজ বললে অথবা নাজায়েজকে জায়েজ বললে সংগে সংগে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়।" ইনশা-আল্লাহ্ সকল বিষয়ে দলীল ভিত্তিক আমার লেখা বর্তমান বইটির বিভিন্ন খন্ডে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

Scanned with CamScanner

ঈমান পর্ব

بسم الله الرحمن الرحيم

অতীব দয়ালু দাতা আল্লাহ্ পাকের নামে আরম্ভ করছি

الٓـمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○ (البقرة ١-٤)

বাংলা উচ্চারণ ঃ আলিফ-লাম-মীম যালিকাল কিতাবু লা-রইবা ফীহি হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন । আল্লাযিনা ইউমিনূনা বিল গইবি ওয়া ইউক্বীমূনাচ্ছলা-তা ওয়া মিমমা-রযাক্বনা-হুম ইউন ফিকূন ওয়াল্লাযীনা ইউমিনূনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওয়া উনযিলা মিন ক্ববলিকা ওয়াবিল আ-খিরাতি হুম ইউক্বিনূন।

অর্থ ঃ (আলিফ- লাম- মিম) এটা সেই কিতাব যাতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নেই, এটা পথ প্রদর্শক পরহেজগারদের জন্য যারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সে সব বিষয়ের উপর হে রাসুল ﷺ যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে সব বিষয়ের প্রতি, যা পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত রুপে বিশ্বাস করে। (পবিত্র সূরা বাক্বারা আয়াত শরীফ ১-৪)

হাদীস শরীফ :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ মুবারক করেছেন: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত । সেগুলি হচ্ছে- (১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। (২) নামাজ কায়েম করা (৩) যাকাৎ প্রদান করা। (৪) হজ্জ করা। (৫) রমাদ্বান মাসে রোজা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

Scanned with CamScanner

ঈমানের সংজ্ঞা :

اِيْمَانٌ (ঈমান) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা। অর্থাৎ কারো কথাকে তার বিশ্বস্তার নিরিখে মনে প্রাণে মেনে নেয়া। এখানে ঈমান শব্দের অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে মনে প্রাণে মেনে নেয়া বিশ্বাস করা। ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উনার আদেশ নিষেধ সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া তবে শুধু জানার নামই ঈমান নহে, কেননা খোদ ইবলিস এবং অনেক কাফের রাসূল ﷺ উনার নবুয়ত যে সত্য এ ব্যাপারে আন্তরিক ভাবেই জানতো কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি। অতএব এ ব্যাপারে ঈমানের তিনটি স্তর রয়েছে যথাঃ-

(১) তাসদীক্ব বিল জানান বা আন্তরিক বিশ্বাস।

(২) একরার বিললিসান বা মৌখিক স্বীকৃতি।

(৩) আমল বিল আরকান বা কার্যে পরিণত এ তিনের সমন্বয়ে প্রকৃত ঈমান গঠিত।

ইস্লামে দাখিল হতে হলে কোন ব্যক্তির তথা মহিলা পুরুষ উভয়ের যে সকল বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখা একান্ত প্রয়োজন তাহা নিম্নে বর্ণিত হলো।

কালেমা তৈয়্যবা :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ—

বাংলা উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। হযরত মুহম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

কালেমা শাহাদত :

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ—

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা-লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

কালেমা তাওহীদ :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ —

Scanned with CamScanner

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুল লা- ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বদীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, এবং তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই সকল প্রশংসা। তিনি জিন্দা করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। এবং তিনি চিরজীবী তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর কুদরতী হাতেই সকল মঙ্গলের চাবি। তিনি সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

কালেমা তামজীদ :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ–

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাল্লহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

অর্থ ঃ সমস্ত পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি মহান। সেই সুউচ্চ ও সুমহান সত্তার তৌফিক ছাড়া কোন ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার উপায় নেই।

ঈমানে মুজমাল :

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهٖ وَأَرْكَانِهٖ–

উচ্চারণ ঃ আমাংতু বিল্লাহি কামাহুয়া বি আছমায়িহী ওয়া ছিফাতিহী ওয়া ক্বিলতু জামীয়া আহকামিহী ওয়া আরকানিহী।

অর্থ ঃ আমি সকল প্রকার নাম ও গুণ বিশিষ্ট আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। এবং তাঁর সকল আদেশ ও বিধানাবলী মেনে নিলাম।

ঈমানে মুফাসসাল :

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ–

উচ্চারণ ঃ আ-মাংতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরী ওয়াল ক্বদরি খইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লহি তাআলা ওয়াল বা'ছি বা'দাল মাউত।

অর্থ ঃ আমি ঈমান আনলাম, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাকুল, কিতাব সমূহ রাসূল সমূহ, কিয়ামতের দিন ভাগ্যের ভালমন্দ সবকিছুই হয় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি।

Scanned with CamScanner

কালেমা রদ্দে কুফর :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّنُؤْمِنُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اَعْلَمُ بِهٖ وَلِمَا لَا اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَاٰمَنْتُ وَاَقُوْلُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ—

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আন উশ্‌রিকা বিকা শাইআঁও ওয়া নু'মিনু বিহী ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা আ'লামু বিহী ওয়ালিমা লা- আ'লামুবিহী তু-বতু আনহু ওয়া আমাংতু ওয়া আকুলু আল লা-ইলাহা-ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ।

অর্থ ঃ ও আল্লাহ পাক আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি, যেন কোন বস্তুকে আপনার শরীক না করি, এবং যে গুনাহ্ আমি জেনে করেছি আর যে গুনাহ্ আমি না জেনে করেছি সে সকল গুনার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। এবং সকল প্রকার গুনাহ্ হতে তৌবা করলাম এবং ঈমান আনলাম এবং বলছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, মুহম্মদ ﷺ আল্লাহর রসূল। সর্বোপরি হুজুর পাক ﷺ কে সব কিছু এমনকি জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসা ও তাঁকে অনুসরণ করা ফরজ হিসেবে পরিপূর্ণ ঈমান। উনার দুশমনি কোন দিক থেকেও যদি কেউ তার আমল আক্বীদা দ্বারা প্রমাণ করে তবে সে বেঈমান হয়ে যাবে। আর বেঈমান তথা কাফিরের নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ কোন আমলেরই কোন মূল্য নেই। (পবিত্র সুরা বাক্বারা ৯৮, সুরা নিছা-৮০, বুখারী, ১/৭১ পৃ:, মুসলিম, মিশকাত ১/১২ পৃ:)

মাযহাব মানা এবং বাইয়াত হওয়া ফরজ হেতু ইমাম বুখারী সহ সিহাহ সেত্তার সকল ইমাম মাযহাব মেনেছেন ও বাইয়াত হয়েছেন: চার মাযহাব এসেছে খইরুল কুরুনে আর মাযহাব অস্বীকারকারী ওহাবী মাযহাব তথা মতবাদ এসেছে এখন থেকে ১৫০ বছর আগে বৃটিশ আমলে। বৃটিশ খৃষ্টানগণ এবং দুইজন হিন্দু হরিচাঁদ ও লাল চাঁদ ওহাবী মাযহাব চালু করে (ওহাবী মাযহাবের ইতিহাস বই দলীল)

তাইতো ইমাম বুখারী সহ সিহাহ সেত্তার সকল ইমাম এবং চার মাযহাবের সম্মানিত ইমাম গণ সকলেই মাযহাব মেনেছেন এবং মাযহাব মানা ও বাইয়াত হওয়া ফরজ প্রমান করেছেন এবং হককানী অলীদের নিকটে বায় আত তথা মুরীদও হয়েছেন।

Scanned with CamScanner

দলীল সমূহ :

তাফ: কবির, খাযেন, ফতহুল আযীয, জরীর তাবারী, বাগবী, ইনসাফ, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, সায়ে ক্বাতুল মুসলিমীন, ইয়াম্বু, তাই সীরুল উসুল, ইকমাল, ইবনে খালক্বান, হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী, তাবয়ীনুল মাহারিম, নূরুল আনওয়ার, ইক্দুল জ্বিহাদ, হাদায়েক্বে হানাফীয়া, তুহ্ফাতুল মাছউল, মাদারিজুন নবুয়ত, নূরুল আনওয়ার, সাইফুল মুকাল্লিদীন, ইসনা আশারীয়া, আহকামুল কুরআন জাস্সাস, তাফ: কুরতুবী মাকতুবাত শরীফ, ফতহুরব্বানী, গুনিয়াতুত্তত্বলীবীন, কিমিয়ায়ে সায়াদাত ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন, তাফ: রুহুল বয়ান, ছিররুল আছরার, জামীউল উসুল, মুছাল্লামুসসুবুত, দুররুল মুখতার, ফত: আমিনীয়া, ফত: সিদ্দিকীয়া, বাইয়াত হওয়া ফরজ কুরআনের দলীল: পবিত্র সুরা তওবা-১১৯ পবিত্র সুরা নিছা-৫৯, পবিত্র সুরা ফাতিহা ৬, পবিত্র সুরা নিসা ৬৯ আয়াত। পবিত্র সুরা বনি ইসরাইল-৭১, পবিত্র সুরা ক্বাহাফ ১৭ ও ২৮, পবিত্র সুরা লোকমান ১৫, পবিত্র সুরা মায়েদা ৩৫ পবিত্র সুরা আনআম ৭৯, পবিত্র সুরা ইউনুস-১০৫, পবিত্র সুরা নহল-১২০, সূরা হজ্জ-৩১, পবিত্র সূরা রুম-২১, (হানীফ), কওলুল জামীল, নূরুন আলানূর, তাসাউফ তত্ব, তাফ: কবির, বুনিয়ানুল মুশাইয়াদ পবিত্র সুরা, ফাত্হ্ আয়াত শরীফ ১০ (বায়আত) ইত্যাদি সহ প্রায় ৫৫০ টিরও বেশী দলীল।

হানীফা মাযহাবের নামকরণ হানাফী হওয়ার কারণ : আর হক দল দাবী করিয়া মিথ্যা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। সত্য পন্থী হানাফীদের উপরে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়া দিয়া বলিয়া থাকে যে হানাফীরা হাদীস শরীফ অনুসরণ না করিয়া আবু হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি কে অনুসরণ করিয়া থাকেন। নায়ুযুবিল্লাহ। ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি উনার নাম আবু নু'মান বিন ছাবিত হওয়ার পরে ও পবিত্র কুরআন শরীফের হুকুম "তোমরা ইবরাহীম عليه السلام উনার হানীফ সম্প্রদায়কে অনুসরণ কর। যারা হানীফ-তারা কখনই মুশরিক নয়" সূরা হজ্জ-৩১, সূরা নহল-১২০, সূরা ইউনুছ-১০৫ ও সূরা আনআম-৭৯নং আয়াত সহ অসংখ্য আয়াতে কারীমার হানীফা শব্দের সহিত আমল আকীদার পূর্ণ মিল থাকার কারনে ইমাম আযম রহমতুল্লহি আলাইহি উনার মাযহাবের নামকরণ হয় হানাফী মাযহাব সুবহানাল্লাহ্ (অসংখ্য নির্ভর যোগ্য কিতাব তার দলীল)। মুসনাদে আবু হানিফা, কিতাব আল-আছার ইত্যাদি। প্রায় ২০টি নির্ভরযোগ্য কিতাব)

সম্মানিত জ্ঞানী পাঠক! হানাফীদের সকল আমল গুলোর জন্য উপরোক্ত হাদীস শরীফগুলো সহ অসংখ্য হাদীস শরীফ ও কুরআন শরীফের আয়াতশরীফই দলীল হিসাবে মওজুদ রহিয়াছে কলেবর বাড়িয়া যাইবে বলিয়া সামান্য কয়েকটিই দেয়া হইল। ফেকাহের কিতাব ব্যবহার করিলে তো একেকটি পৃথক পৃথক বই হইয়া যাইবে।

Scanned with CamScanner

(৫৮-৬৮) হযরত আয়শা সিদ্দিকা رضي الله عنها কে হুজুর পাক ﷺ উনার রাতের নামাজ তথা তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন রমাদ্বন শরীফ সহ অন্য মাসে তিনি অধিকাংশ সময় ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ ও তিনরাকাত বেতের পড়িতেন। (বুখারী ১ম খণ্ড ১৫৪ পৃ)

ফতহুল বারী, ফয়যুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, ইরশাদুস সারী, মুসলিম, ফতহুল মুলহিম, মিশকাত, মিরকাত, লুমআত, মুযাহেরে হক্ব ইত্যাদি। আহলি হাদীস দাবিদার লা-মাহযাহী তথা ওহাবী মতবাদী ভাইয়েরা এই হাদীস শরীফকে তারাবীহ নামায হিসাবে ভূল ব্যাখ্যা করিয়া আট, রাকাত তারাবিহের কথা বলিলেও তিন রাকায়াত বেতের না মানিয়া এক রাকাত বেতের পড়িয়া ৯ রাকাত নামায পড়িয়া ১১ রাকাতের হাদীস দলীল দিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছে। অর্থাৎ এক দিকে বলিতেছে তারাবীহ বেতরসহ ১১ রাকাত আবার অপরদিকে বেতের পড়িতেছে এক রাকাত। তাহলে তাহাদের ভ্রষ্ট মতানুসারে তারাবীহ বেতরসহ (৯) নয় রাকাত হইয়া যাচ্ছে। যদিও ছহীহ হাদীস শরীফ দ্বারা ২০ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বেতর সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে প্রমাণিত। যাহা প্রায় ৩৫০টি ছহীহ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

জুব্বা মুবারক পড়া নবীজি ﷺ উনার সুন্নত হওয়ার দলীল :

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رضي الله عنها اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ جُبَّةٌ طَيَالِسَةٌ مَكْفُوْفَةٌ بِالدِّيْبَاجِ يَلْقٰى فِيْهَا الْعَدُوَّ-

শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য রেশমের ফিতা বিশিষ্ট তায়ালেসানী জুব্বা মুবারক হুজুর পাক ﷺ পড়তেন।

দলীল সমূহ : আখলাকুন্নবী-১/১৬৩,১৬৪,১৬৫, বুখারী-১/১৪২, মুসলিম-১/২২৯, আছ ছহিহাহ-৩/১৬৪১, আল আদাবুল মুফরাদ-১/১২৭, আলবানী, ছহীহুল আদাবিল মুফরাদ-১/১৪০, ফয়জুল বারী, ফতহুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, ইরশাদুশ শারী, তাইশিরুলবারী, ফতহুল মুলহীম, ফতহুল মুনয়ীম, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফসহ প্রায় ১৫৫টি সহীহ হাদীস শরীফের কিতাব।

না'লাইন শরীফ :

(তবে এক ফিতা এবং পিছনে বেল্ট দেওয়াও জায়েজ আছে তবে তা খয়েরী রঙের হতে হবে)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَعْلَيْنِ مَكْفُوْفَتَايَنِ الخ-

অর্থ : হুজুর পাক ﷺ দুই ফিতা বিশিষ্ট তথা ক্রস ফিতা বিশিষ্ট খয়েরী রঙের চামড়ার জুতা মুবারক পড়তেন।

Scanned with CamScanner

শামাইলিত তিরমিযী ইরশাদুশশারী শরহে বুখারী :

দলীল সমূহ : ফতহুলবারী শরহে বুখারী, জামউল ওয়াসাইল, শরহুল মানাবী মিছরী, আল মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া , শামাইলি মুহম্মাদিয়া, শরহুত তীবি, মিরকাত শরহে মিশকাত, আউনুল মাবুদ, বুখারী, আবু দাউদ, বজলুল মাজহুদ, ফতহুল মুলহীম শরহে মুসলিম, ফতহুল মুনয়ীম, ত্বলিকুছছবি, মুযাহিরে হক্ব, কিতাব আল আছার, মুছান্নাফ, মুসনাদ সহ প্রায় ১৬০টি ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

হাবশার বাদশা নাজ্জাশী হুজুর পাক ﷺ উনাকে খয়েরী রঙের চামড়ার মোজা হাদীয়া দিলে তিনি তা ব্যবহার করতেন :

عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِنَّ النَّجَاشِيَ اَهْدٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خُفَّيْنِ اَسْوَدَانِ سَاذِجَانِ فَلَبِسَهُمَا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا—

দলীল সমূহ : তিরমিযী-১/১০৪, ১০৫, আখলাকুন্নবী-১/২০০, নাসায়ী, মিশকাত, মিরকাত, লুমআত, আশআতুললুমআত, ফত:আলমগীরি-৫/৩৩৪, কুনিয়া, আবু দাউদ, বজলুল মাজহুদ, দারেমী, দারেকুতনী, মুসলিম, ফতহুল মুলহীম, ফতহুলমুনয়ীম ইত্যাদি অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ।

ধুমপান : মাকরুহে তাহরিমী তথা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল সমূহ :

কিয়াসী মাসআলা-বুখারী-১/১১৮ পৃ: কাঁচা পিয়াজ-রসুন খাওয়া নিষিদ্ধ দুর্গন্ধের জন্য। ফত:রুদ্দুল মুহতার, দুররে ছামীন, মুহাদ্দিস দেহলবী রহ্মতুল্লহি আলাইহি, ফত:আযীযী-১/৫৯৬,৯৭, দুররুলমুখতার, গায়াতুলআওতার-৪/২৬৯, ফত:লাখনাবী-১/৫০৮, ফত:শামী-৬/৪৬০, ৪৫৯, ফত:আমিনীয়া, আশরাফীয়া, ইমদাদুল ফতওয়া, নেহায়া, আইনী শরহে মুসলিম, আলআশবাহ, আলমগীরি, আলহালালু ওয়াল হারাম, কিফায়াতুল মুফতী, ফত:হাম্মাদিয়া, শরহে ওহবানীয়া, কওলুস সাবিত, তিবইয়ান, তাফ:রুহুল মায়ানী, শরহে মাওয়াহিবুর রহমান, মুসলিম শরীফ, মুজাহিরে হক্ব, দায়লামী, মিশকাত, মাজালিসুল আবরার, সুয়ালাতে আশরার, দুররুল মুনকাতাহ্ ইত্যাদি সহ প্রায় ৪৫০টি বিশ্বসমাদৃত প্রসিদ্ধ কিতাব।

পবিত্র শব-ই-বরাত উদযাপন খাছ সুন্নত হওয়ার অকাট্য দলীল :

মূলত: শব-ই-বরাত এবং এর ফযীলত কুরআন শরীফের আয়াত শরীফ ও অসংখ্য হাদীছ শরীফের দ্বারা প্রমাণিত।

যেমন, আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন,

حٰمٓ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : "হা-মীম! (এটি হুরূফে মুক্বাত্তায়াত। এর অর্থ আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল ﷺই বেহ্তর জানেন এবং ঐ সকল বান্দাগণ জানেন যাঁদেরকে আল্লাহ পাক কিংবা আল্লাহ্ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ জানিয়েছেন।) শপথ প্রকাশ্য কিতাবের, নিশ্চয়ই আমি কুরআন শরীফ নাযিল করেছি। অর্থাৎ নাযিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এক বরকতময় রাত্রিতে। নিশ্চয়ই আমিই ভীতি প্রদর্শনকারী। আমারই নির্দেশক্রমে উক্ত রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয় ফায়সালা করা হয়। নিশ্চয়ই আমি প্রেরণকারী। আপনার রবের পক্ষ হতে রহমত। নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা দুখান/১-৬)

এ আয়াত শরীফে মুফাস্সিরীন-ই-কিরাম বিশেষ করে রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন,

قَدْ اَخْبَرَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَنْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ الَّتِيْ هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِنَّهُ تَعَالٰى يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ اَمْرٍ مِّنْ اُمُوْرِهِ الْمُحْكَمَةِ.

অর্থ :- "মহান আল্লাহ পাক 'লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থাৎ বরকতময় রাত্রি বলতে শা'বান মাসের মধ্য রাত অর্থাৎ শবে বরাতকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ পাক এ রাতে সকল প্রজ্ঞা সম্পন্ন বিষয়ের ফায়সালা করে থাকেন।" (ছফওয়াতুত তাফাসীর) খাযিন, বাগবী রুহুলবয়ান তাফ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব)।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلْ تَدْرِيْنَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِيْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ فِيْهَا اَنْ يُّكْتَبَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ بَنِيْ اٰدَمَ فِيْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا اَنْ يُّكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّنْ بَنِيْ اٰدَمَ فِيْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا تُرْفَعُ اَعْمَالُهُمْ وَفِيْهَا تُنْزَلُ اَرْزَاقُهُمْ.

অর্থ:- "হযরত আয়িশা ছিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত আছে, একদা আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ বললেন হে আয়শা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা আপনি কি জানেন, এ রাত্রিতে অর্থাৎ শবে বরাতে কি সংঘটিত হয়? তিনি বললেন, হে আল্লাহ পাক-উনার হাবীব ﷺ! এ রাত্রিতে কি সংঘটিত হয়? আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ বললেন, এ রাত্রে আগামী এক বৎসরে কতজন সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে এবং কতজন লোক মৃত্যুবরণ করবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। আর এ রাতে বান্দার (এক বৎসরের) আমলসমূহ আল্লাহ পাক-উনার নিকট পেশ করা হয় এবং এ রাতে বান্দার (এক বৎসরের) রিযিক নাযিল করা হয়।" (বাইহাক্বী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত, মিরকাত আশ আতুল লুমআত, শরহুততীবী সহ অসংখ্য ছাহীহ হাদীস শরীফের কিতাব। সহীহ হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

Scanned with CamScanner

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَا مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهٗ اَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهٗ اَلَا مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهٗ اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

অর্থাঃ- "হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেন, যখন শা'বান মাসের ১৫ তারিখ উপস্থিত হয় তখন ঐ রাত্রিতে তোমরা নামায সহবিভিন্ন ইবাদতে কাটিয়ে দিবে এবং দিনে রোযা রাখবে। কেননা আল্লাহ পাক ঐ দিন সূর্যাস্তের পর থেকে পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন অর্থাৎ রহমতে খাছ নাযিল করে ঘোষণা করতে থাকেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ক্ষমাপ্রার্থী আছ কি? তাকে আমি ক্ষমা করে দিব। কেউ রিযিক প্রার্থী আছ কি? তাকে রিযিক দান করব। কেউ বিপদগ্রস্থ আছ কি? তার বিপদ দূর করে দিব। আল্লাহ পাক ফজর পর্যন্ত অর্থাৎ ছুবহে সাদিক পর্যন্ত এভাবে প্রত্যেক হাজতমান্দকে তথা প্রত্যেক মুসলিমকে ডেকে বলতে থাকেন।" (ইবনে মাজাহ, মিশকাত, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, শরহুত তিবী ইত্যাদি। ছহীহ হাদীছ শরীফে আরো বর্ণিত রয়েছে,

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى لَيَطَّلِعُ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِلَّا لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ.

অর্থঃ- "হযরত আবূ মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে (শবে বরাতে) ঘোষণা করেন তিনি তার সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দিবেন মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত।" (ইবনে মাজাহ, মিশকাত মিরকাত, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুসান্নাফ ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

উল্লেখ্য, কেউ কেউ বলে 'শবে বরাত'-এর কথা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে কোথাও নেই। তাই তারা শবে বরাতের রাতে ইবাদত-বন্দিগী করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে থাকে। তাদের এরূপ ভুল বক্তব্য ও মন্তব্যের জবাবে বলতে হয় যে, হ্যাঁ, 'শবে বরাত' শব্দ দু'টি যেরূপ কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের কোথাও নেই তদ্রূপ 'নামায ও রোযা' শব্দ দু'টিও কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের কোথাও নেই। এখন 'শবে বরাত' বিরোধী লোকেরা কি নামায ও

Scanned with CamScanner

রোযা শব্দদ্বয় এবং বেহেশ্‌ত দোযখ, ফেরেস্তা ইত্যাদি শব্দ কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে না থাকার কারণে ছেড়ে দিবে? মূলত: শবে বরাত, নামায, রোযা ইত্যাদি শব্দগুলো ফার্সী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফার্সীতে 'শব' অর্থ রাত্রি, আর বরাত অর্থ ভাগ্য বা মুক্তি। অর্থাৎ ভাগ্য রজনী বা মুক্তির রাত। তাই তা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে নেই। কারণ কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের ভাষা হচ্ছে আরবী।

কুরআন শরীফে শবে বরাতকে 'লাইলাতুম্ মুবারকাহ্' বা বরকতময় রাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাদীস শরীফে 'লাইলাতুন নিছফি মিন শা'বান বা শা'বান মাসের মধ্য রাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন নামাজ রোযাকে সলাত এবং সিয়াম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্বারাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, শবে বরাত কুরআন-সুন্নাহ্ সম্মত তথা শরীয়ত সম্মত। তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অতএব, শবে বরাত অস্বীকারকারীরা চরম জাহিল, গোমরাহ ও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীস শরীফ অস্বীকার করার কারণে কাফিরের অন্তর্ভূক্ত।

{**দলীল সমূহ :** (১) কুরতুবী, (২) ছফওয়াতুত তাফাসীর, (৩) তিরমিযী, (৪) ইবনে মাজাহ, (৫) আবু ইয়া'লা, (৬) ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন, (৭) আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, (৮) দাইলামী, (৯) আয্‌যাওয়ায়িদ, (১০) আল বায্‌যার, (১১) জামিউল জাওয়ামি' (১২) মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, (১৩) মিশকাত, (১৪) বাইহাক্বী, (১৫) দা'ওয়াতুল কবীর, (১৬) উরফুশ্ শাজী, (১৭) মিরকাত, (১৮) আশআতুল লুময়াত, (১৯) লুময়াত, (২০) শরহুত ত্বীবী, (২১) তালিকুছ ছবীহ, (২২) মুযাহিরে হক, (২৩) মাসাবাতা বিস্ সুন্নাহ (২৪) কিতাব আল আছার (২৫) মুছান্নাফ (২৬) তীবি (২৭) মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (২৮) মুসতাদরিক (২৯) নুজহাতুল মাজালিস (৩০) নুজহাতুল বাসিতিন (৩১) তাফসীরে আহমদী (৩২) তাফ:রুহুল বয়ান (৩৩) তাফ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه সহ প্রায় ৪৫০ টি প্রসিদ্ধ কিতাব।

দলীল সমূহ : সেলোয়ার, লুঙ্গী এবং সাদা পোষাক পরিধান সুন্নাত :

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ–

(সাদা পোষাক সুন্নাত বলেই হজ্বের ইহরাম এবং কাফনের কাপড় সাদা হওয়া জরুরী।)

সাদা কাপড়ের জামা-পাজামা হুজুর পাক صلى الله عليه وسلم উনার প্রিয় ছিল) অর্থ- হযরত আবু যার رضي الله عنه বলেন আমি হুজুর পাক صلى الله عليه وسلم উনার নিকটে আসলাম উনি তখন সাদা পোষাক পরিহিত ছিলেন। (বুখারী-২/৮৬৭পৃ:)

Scanned with CamScanner

সাদা-লুঙ্গী ও সেলোয়ার পরিধান করা সুন্নাত :

اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا- اَوْ اِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذَيْنِ.

একটি মোটা চাদর ও মোটা সেলাইবিহীন লুঙ্গী পরিধান অবস্থায় হুজুর পাক ﷺ ইন্তিকাল করেছেন।

বুখারী-২/২৮৫, এবং ২/৮৬৭ পৃ: শামাইলুত তিরমিযী-১/৯, মুসলিম শরীফ ইবনু মাযাহ, শরহে ইমাম আব্দুর রউফ মানবী মিছরী ১/২১০, মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া-১/১০২, বুখারী ২/৮৬০,

জামউল ওয়াসাইল ১/২১৬, ফতহুল বারী শরহেবুখারী ১০/২৫৫, উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী ২১/২৯৫, ইরশাদুশ শারী শরহে বুখারী ৮/৪১৭, শরহুল কিরমানী, শরহুন নববী, শরহুল উবাই, আলমুফহীম, ফাতহুল মুলহিম শরহেমুসলিম, আবু দাউদ, বজলুল মাজহুদ, আউনুল মাবুদ, তিরমিযী শরীফ, তুহফাতুল আহওয়াযী, আরিদ্বাতুল আহওয়াযী, উরফুশ শাযী, মিশকাত, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, মুযাহিরে হক্ব।

(সেলোয়ার ও সুন্নাত তবে খাছ সুন্নাত ফাঁড়া লুঙ্গী) আলবায়্যিনাত শরীফ ১২৬ সংখ্যা-১৩১-১৩৪ পৃ:) আখলাকুন্নবী ১/১৬৯-৭০ মিশকাত-৮/১৯৭ (বাইয়্যিনাত ১৯১ সংখ্যা ৬ পৃ: সেলুয়ার পরাও সুন্নত) আতত্ববাক্বাতুল কোবরা ১/৪৫৯, মুছান্নাফ ইবনি আবিশায়বা ৫/১৬৯, উত্তম পোষাক পরা সুন্নত জামিউস সগীর ১/১৩৫, আখলাকুন নবী-১৫৩, ১৬৩, ১৭৪ সহ প্রায় ৫৫০টি ছহীহ হাদীস শরীফ)

সাদারুমাল পড়া খাছ সুন্নত :

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِنَا فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِاَبِيْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا-

অর্থ: হুজুর পাক ﷺ সাদারুমাল পরিধান করে সাহাবি رضي الله عنهم-দের নিকট আসতেন।

বুখারী ২/৮৬৪ আহম্মাদ, আবু দাউদ ১/৫৬৪, ফতহুল বারী শরহে বুখারী ১০/২২৪ উমদাতুলক্বারী শরহে বুখারী ২১-৩০৯, বজলুল মাজহুদ শরহে আবু দাউদ ৬/৫৩।

Scanned with CamScanner

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًا مِّنْ نِّسَائِهٖ اِلَّا مُتَقَنِّعًا يَرْخَى الثَّوْبَ عَلٰى رَأْسِهٖ حَيَاءً-

অর্থ:- হুজুর ﷺ লজ্জা হতে রক্ষার জন্য সর্বদা রুমাল পরে স্ত্রীদের নিকটে আসতেন। (মুসনাদে আয়েশা رضي الله عنها ১/৩৫, হাশিয়ায়ে আবু দাউদ, বুখারী-২/৮৬৪- ফতহুল বারী শরহে বুখারী ১০/২২৪, উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী ২১/৩০৯, আহম্মদ আবু দাউদ, দারিমী, ইবনি মাজাহ, মিশকাত, মিরকাত, বজলুলমাজহুদ,- তীবি, ইরশাদুশ শারী শরহে বুখারী, ফতহুররব্বানী, আউনুল মাবুদ, ত্বলিকুছ ছবীহ, মুজাহেরে হক্ব, আরবাইন ইমাম গাজালী রহমতুল্লহি আলাইহি, আল মুর্শিদুল আমিন, নেহায়া, লুগাতুল হাদীস, লিসানুল আরব, লুগাতে হিরা, মিছবাহুল লুগাত, মুজামুল ওয়াসিত, কামুছ আল জাদিদ, আল ফিকহুল আকবর, শরহে আক্বাইদে নছফী, আকাইদে হাক্কাহ, তাকমিলুল ঈমান ইত্যাদি সহ প্রায় ৩৫০টি ছহীহ হাদীস শরীফ)

গুটলিওয়ালা জামা زِرٌّ – اِزْرَارٌ গুটলী : ওয়ালা নিছফুছ ছাককোনা বন্ধ জামা খাছ সুন্নত:

ازرار বা গুটালিওয়ালা কোনাবন্দ নিসফুছ ছাক কোর্তাবা জামার দলীল-

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ وَاِنَّ زِرَّ قَمِيْصِهٖ لَمُطْلَقٌ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَاَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا اَبْنَهُ فِىْ شِتَاءٍ وَّلَا صَيْفٍ اِلَّا مُطْلَقَةً اِزْرَارَهُمَا-

অর্থ : হযরত মুয়াবিয়া ইবনি কুররাহ رضي الله عنه তার পিতা হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি হুজুর পাক ﷺ উনার নিকটে এসে বায়আত গ্রহণ করলাম নিশ্চয় এখন উনার জামার গুটলি খোলা ছিল। হযরত উরওয়াহ্ রহমতুল্লহি আলাইহি বলেন আমি কখনও মুয়াবিয়া رضي الله عنه এবং তাঁর ছেলেকে শীত ও গরমে তাঁদের জামার গুনডি বা গুটলি খোলা ব্যতীত দেখিনি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি প্রায় ৩৫০টি সহীহ হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

عَنْ اَبِیْ ذَرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ

বুখারী ২/৮৬৭ সাদা পোষাক খাছ সুন্নত এবং গুটলিওয়ালা কোনাবন্ধ নেছফুছ্ছাক জামা বা কোর্তা পড়া খাছ সুন্নত।

তাফ: বায়জাভী-১/২৩- لُبْسُ الْغِيَارِ وَشَدُّ الزَّنَّارِ وَنَحْوُهُمَا كُفْرٌ -১/২৩

সুরা মায়েদা-৮২ আয়াত, হাশিয়ায়ে মুহিউদ্দিন শায়খ জাদা-১/১০৮, ইনায়াতুল ক্বাজী০১/২৬৫

আকবরের দ্বীনেঈলাহীর সময়ে পাঞ্জাবী ও কিস্তিটুপি ও পাঁচকল্লি টুপি বেদআত টুপি এবং ইহুদী খ্রিষ্টানের শার্টের কলার ও টাই এর নিয়ম থেকে কলার ওয়ালা পাঞ্জাবী চালু হয়েছে। (জামউল ওয়াসাইল, শরহুল মানাবী, মিরকাত, শরহে মিশকাত, মছনবী শরীফ, ওলজারে, সুন্নত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাব)

গুটলিওয়ালা কোনাবন্ধ নিছফুছ্ছাক জামার আরো দলীল : কামুছ আলজাদিদ, আলমুহীত, লিসানুল আরব, মিছবাহুল লুগাত, ফিরোজুল লুগাত, লুগাতে সায়ীদি, লুগাতে হিরা, গিয়াসুল লুগাত, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত, আইনি শরহে বুখারী, শরহে আবু দাউদ, আউনুল মাবুদ, বজলুল মাজহুদ শরহুততীবি, মিরকাত, তালিকুছ ছবীহ, যখীরাতুল উকবাফি শরহে মুজতবা, শরহুল মুনিয়া, শামাইলুত তিরমিযী, জামউল ওয়াসাইল, মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া, ওয়াফা আল ওয়াফা ইত্যাদি সহ প্রায় ২৫০টির ও বেশী ছহীহ হাদীস শরীফ)

লাল রুমাল ও কাপড় পরিহিতের ছালামের জবাব দেননি হুজুর ﷺ তার দলীল:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

তিরমিযী, আবু দাউদ, মিরকাত, মিশকাত, আশয়াতুল লুমআত, লুমআত, ফতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম, নাইলুল আওতার তাফ: আহমাদী ১/৩৪৬ দুররুল মুখতার ১/৬ ইত্যাদি সহ প্রায় ১৫৫টি ছহীহ হাদীস শরীফ সর্বপরি লাল পোষাক ও লাল রুমাল, কলারওয়ালা ও কোনা ফাড়া পাঞ্জাবী ইত্যাদি অমুসলিমদের পোষাকের তাশাব্বুহ বিধায় উহা পড়া সম্পূর্ণরুপে হারাম। হুজুর ﷺ বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

অর্থ :- যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে সে ব্যক্তি সেই জাতিরই অন্তর্ভূক্ত হবে এবং তার সাথেই তার হাশর হবে। নাউযুবিল্লাহ। (আবু দাউদ, বজলুল মাজহুদ মিশকাত, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত ইত্যাদি সহ প্রায় ৩৫টির ও বেশী ছহীহ হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

সুন্নাতি টুপির দলীল ;

হুজুর ﷺ উনার টুপি ছিল গোল সাদা চার দিক থেকে মাথার সাথে লেগে থাকার মত চার টুকরা বিশিষ্ট সুতি কাপড়ের তৈরি।

(১) আনিসুল আরওয়াহ-২/১২৫ (২) ইসরারুল আওলিয়া-১/১১৯ (৩) মাজমুয়ায়ে মালফুজাতে খাজেগানে চিশত-১/১০-১১ (৪) ফাওয়ায়েদুস সালেক্বীন ১/১০৬ পৃ: (৫) দলীলুল আরেফীন ১/৪৭ (৬) রাহাতুল মুহিব্বিন ৪/৩২০ (৭) তিরমিযী (৮) মিশকাত (৯) তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৫৭৯ (১০) মিরকাতুল মাফাতীহ্-৮/২৪৬ (১১) শরহুততীবি ৮/২১৫ (১২) ত্বালিকুছ ছহীহ ৪/৩৮৬ (১৩) আশআতুল লুমআত ৩/৫৪৩ (১৪) মুযাহিরে হক্ব ৩/৫৩৩ (১৫) মিরআতুল মানাজীহ্ ৬/১০২ (১৬) আদদিমিআতি (১৭) মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া (১৮) যুরক্বানী শরহে মাওয়াহিব (১৯) তাহ্ক্বিকুলমাছাইল

বুরনুস, কিস্তি, পাঁচকল্লি ও জালী টুপি নবউদ্ভাবিত বাজারী বেদআতি টুপি বা ব্যবশায়ী টুপি দলীলঃ (১) তাফঃ বায়জাভী ১/২৩ (২) হাশিয়ায়ে মুহিউদ্দিন ১/১০৮ (৩) তাক্বাররুল হাবী ফিহল্লে বায়দাবী ২/৩৮ (৪) ফতহুলবারী শরহে বুখারী ১০/২৭২ (৫) আল বাইয়িনাত শরীফ-৫৩-৫৯ তম সংখ্যা সহ প্রায় ৪৫০টির ও বেশী নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ কিতাব।

() عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَلْبِسُ الْقَلَنْسُوَةُ الْبَيْضَاءُ .

() عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَلَنْسُوَةِ بَيْضَاءِ شَامِيَةٍ .

() عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ لَهُ قُمَّةٌ بَيْضَاءُ—

() عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ كُمَامُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بُطْحًا .

হুজুর পাক ﷺ চার টুকরা বিশিষ্ট গোল সাদা সুতিটুপি পরতেন এবং সাহাবায়ে কেরাম ও এমন টুপি পরতেন। যাহা মাথার সাথে চতুর্দিক থেকে লেগে থাকত এবং হযরত জিবরাইল عليه السلام মহান আল্লাহ পাক উনার পক্ষ থেকে যে জান্নাতী টুপি মুবারক হুজুর পাক ﷺ কে হাদীয়া করেছিলেন যা তিনি চার খলিফাকে চার টুকরা দান করে খেলাফত দান করেছিলেন সেই টুপি মুবারক সাদা সুতি, গোল চার দিক থেকে লেগে থাকার মত চার টুকরা বিশিষ্ট টুপি ছিল। (আনিসুল আরওয়াহ ২/১২৫ পৃ: ইসরারুল আওলিয়া ১/১১৯ পৃ: সহ উপরের বর্ণিত দলীল গুলো সহ প্রায় ৪৫০টি ছহীহ হাদীস শরীফ।

Scanned with CamScanner

খুৎবাতে বেতের লাঠি সুন্নত নয়-কাঠের লাঠি-সুন্নত খরম সুন্নত নয় ক্রশ ফিতা যুক্ত খয়েরী রংয়ের জুতা সুন্নত।

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ مَنْ تمسك

بِسُنَّتِي-عِنْدَ فَسَدِ اُمَّتِيْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ كُلُّ اُمَّةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى

قِيْلَ وَمَنْ اَبٰى يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ

اَبٰى-لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ-২১-আহযাব

مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيْمًا- ৭১-আহযাব সুরা

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ-১৫৩-আনয়াম

لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ فِيْ وَرَوَيَةٍ اُخْرٰى لَضَلَلْتُمْ-দাউদ আবু

দুপুরের বিশ্রাম কায়লুলা নফল একহাজার বছর সুন্নত বর্জিত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম (মাকতুবাত শরীফ মুজাদ্দিদ আলফে ছানী রহমাতুল্লহি আলাইহি।

পাগড়ী পরিহিত নামাজির সত্তর গুণ ছওয়াব বেশী কারণ উহা সুন্নত :

صَلَاةٌ بِعَمَامَةٍ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلَاةً بِغَيْرِ عَمَامَةٍ

মিরকাত, শরহে মিশকাত ৮/২৫০ হায়াতুল ইবাদত ১/৬৮,আশ আতুল লুমআত ৩/৫৮৩. মিরআতুল মানাযীহ্ ৬/১০৬

()اِنَّ اللهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى صَاحِبِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ-

উভয় হাদীস শরীফের অর্থ : পাগড়ী পরিহিত নামাজ পাগড়ী ছাড়া নামাজের চেয়ে সত্তর গুণ ফজিলত পূর্ণ। নিশ্চই আল্লাহর ফেরেশ্তাগণ. পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তিদের জন্য প্রতি শুক্রবারে দরুদ পেশ করেন্ তথা শান্তি রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করে থাকেন।

আবু দাউদ, বজলুল মাজহুদ-৬/৫১, আনওয়ারুল মাহমুদ-২/৪৪৬, (৯) আললিবাছওয়ায যিনাহ ১/১৩৫, (১০ মাযমাউজ জাওয়ায়িদ ৫/১২০, (১১) কাশফুল খিফা ও মুফিদুল ইলবাছ ২/৬৮।

হুজুর ﷺ বলেন-নিশ্চয়ই পাগড়ী হচ্ছে ইসলামের বিশেষ নিদর্শন আর এটা মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। (১২) উদাতুলক্বারী শরহে বুখারী ২১/৩০৮। (১৩) তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪২ (১৪) যুরকানী-৬/২৭২।

(৪) হুজুর ﷺ বলেন-তোমরা পাগড়ী পরিধান করো তাহলে তোমাদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ও গাম্ভির্যতা বৃদ্ধি পাবে।

Scanned with CamScanner

(১৫) আল লিবাছ ওয়াযযিনা ১/১২৮

(১৬) মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/১১৯

(১৭) আলকাবির-১২/২২১ (১৮) ফতহুলবারী শরহে বুখারী-১০/২৮৩ (১৯) খছাইলে নববী-১/৭৮ (২০) আল মুসতাদরিক ৪/১৯৩ (২১) কাশফুল গুম্মাহ্-১/৯৪ (২২) আবু দাউদ ২/২০৯।

(৫) আব্দুর রহমান বিন আউফ ﷺ বলেন, عَمَّانِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ অর্থ : হুজুর ﷺ নিজ হাত মুবারকদ্বারা আমাকে পাগড়ী পরে দিয়েছেন।

উমদাতুলকারী শরহে বুখারী-২১/৩০৭ ইত্যাদি

রুমাল ও গামছাই পাগড়ী হবেনা বরং সুন্নতের সাথে তামাশা ও ধোকাবাজী প্রমাণিত হবে বিধায় কবিরা গুনাহ হবে ও ঈমান নষ্ট হবে :

(২৪) আবু দাউদ-২/২০২ (২৫) বজলুল-৬/৩৯ (২৬) আউনুল মাবুদ ৪/৭৪ তিরমিযী ১/২০৯ তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৬০ শামাইলুত তিরমীযী ১/৬ (৩০) আরিদ্বাতুল আহওয়াযী ৭/২৬৭ জামউল ওয়াসাইল ১/১৩৯ (৩২) আহমদ-৩/৩০৫০ মিশকাত ১/৩৭৫ মিরকাত-৮/২৫২ শরহুত্তীবী ৮/২১৭ (৩৬) জুরক্বানী ৬/২০৮ (৩৭) মিরকাত ৮/২৫০ (৩৮) জামউল ওয়াসাইল ১/২০৭ (৩৯), যাদুল মায়াদ আল মাখযাল-১/১০৬ (৪০) ফালাইদুল ইকইয়ান, যুরকানী ৬/২৫৮(৪১) গিয়াযুল আলবাব ২/২৫২(৪২) নাইলুল আওতার ২/১১২(৪৩) মিশকাত ৩৭৪(৪৪) তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪১২(৪৫) বজলুল মাজহুদ ৬/৫২(৪৬) আউনুল মাবুদ-৪/৯৬,(৪৭) ফতহুল মুলহীম শরহে মুসলিম-৪/৪৫৩-৪৫৪ পৃ: (৪৮) আবু দাউদ-২/২০৮(৪৯) আশয়াতুল লুমআত ৩/৫৪২, (৫০) ফতহুলবারী শরহে বুখারী ১/৪৮৫, (৫১) তুহ্ফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৯০,৯২ (৫২) সহ প্রায় ৪৫০টিরও বেশী ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

প্রাণীর ছবি, মুর্তি, টিভি, ভিডিও, গান-বাজনা এবং স্যাটেলাইট তথা প্রযুক্তি সম্পূর্ণ রূপে হারাম হওয়ার দলীল :

(১) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُعِثْتُ لِكَسْرِ الْمَزَامِيْرِ وَالْاَصْنَامِ–

(২) لَا يَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ اَوْكَلْبٌ–

(৩) اِنَّ اَشَدَّ الْعَذَابِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْمُصَوِّرُوْنَ–

Scanned with CamScanner

অর্থ- (১) হুজুর পাক ﷺ বলেন : আমি পৃথিবীতে নাযিল হয়েছি সকল ছবি-মুর্ত্তি, গান-বাদ্য বাজনাকে ধ্বংস করার জন্য

(২) সেই সমস্ত জায়গায় আল্লাহর রহমত নাযীল হয়না যেখানে ছবি মুর্ত্তি অথবা কুকুর থাকে।

(৩) নিশ্চই কেয়ামতের দিন জাহান্নামে সবচেয়ে বেশী কঠিন আযাব হবে তাদের যারা ছবি, মুর্ত্তির সাথে (সেচ্ছাই) সম্পৃক্ত থাকে।

(বুখারী-২/৮৮০পৃ: ছবির অধ্যায়, মুসলিম ১/৮২০ পৃ: ছবির অধ্যায়, ফতহুল বারী, ফয়জুল বারী, মিশকাত, তিরমিযী, নাসাঈ ইবনে মাজাহ্, আবু দাউদ, মিরকাত, আইনী, ফতহুল, মুলহীম, বজলুল মাজহুদ, সুরা বাকারা-৫ম রুকু আয়াত ৪২ সুরা বাক্বারা-৮৫, সুরা নূর ৩৩-৩১, সুরা আহযাব ৩২-৩৩, সহ ৩০৫৫টি ছহীহ হাদীস শরীফ) (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমার লিখিত ছবি, টিভি নামক কিতাবটি পড়ুন)।

সর্বদা দায়েম ফরজ-২টি

পুরুষ-ঈমানের হালে থাকা-নাভি হতে হাটুর নীচ পর্যন্ত বস্ত্র পরিধান করা।

মহিলা-ঈমানের হালে থাকা, মাথা হতে পা পর্যন্ত বস্ত্র পরিধান করা।

(পবিত্র কুরআন শরীফের অসংখ্য আয়াত সহ বুখারী মুসলিম, সহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

দশটি দায়েম সুন্নত :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْ-

হযরত আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত হুজুর পাক ﷺ বলেন ১০টি জিনিস ফিতরাত (তথা হযরত ইবরাহীম عليه السلام এবং আমার সুন্নত) এর অন্তর্ভুক্ত।

(১) মোছ ছোট করা (২) দাঁড়ী লম্বা করা (৩) মিসওয়াক করা (৪) নাকে পানি দেয়া (৫) নখ কাটা (৬) অঙ্গুলী খেলাল করা (৭) বোগল ও নাভীর নীচের লোম কাটা (৮) পানি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করা তথা-কুলি সহ অন্যান্য আমল করা। (৯) মাথার চুল সুন্নত মোতাবেক রাখা (১০) খাৎনা করা। (আবু দাউদ, মুসলিম, আহমদ, তিরমীযী, ইবনে মাযাহ, আহকামুল কুরআন, লিল ওসমানী, সুনানুল কুবরা নাসাঈ ৫/৪০৫, বজলুল মাজহুদ, আউনুল মাবুদ, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

কা'বা শরীফ, রওজা শরীফের ছবি ওয়ালা জায়নামাজে নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরীমি হারাম :

মহান আল্লাহ পাক বলেন- وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ- পবিত্র সূরা হজ্জ-৩২

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَةِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ পবিত্র সূরা হজ্জ আয়াত শরীফ ৩০

অর্থ-মহান আল্লাহ পাক যে সমস্ত বস্তুকে সম্মানিত নিদর্শন করেছেন (কা'বা ও রওজা) সে গুলোকে সম্মান করা অন্তরের পবিত্র তার কারণ এবং তাদের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ

অর্থ: হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ পাক উনার নিদর্শন সমূহের (কা'বা ও রওজা শরীফ) অমান্য করনা। পবিত্র সূরা মায়েদা-২

এককথায় পবিত্র কুরআন শরীফ হাদীস শরীফ যেমন পায়ের নীচে রাখা যাবে না- হারাম, তেমনি পবিত্র কা'বা ও রওজা শরীফের ছবিতে পারা দিয়ে জায়নামাজে নামাজ পড়া হারাম। হুজুর পাক ﷺ বলেছেন। নিশ্চই আল্লাহ পাক মদীনা শরীফ (ও কা'বা শরীফের) এর নাম দিয়েছেন পবিত্র। দলীল সমূহ : (১) বুখারী (২) মুসলিম (৩) নাসাঈ (৪) মিশকাত (৫) ফতহুল বারী (৬) উমদাতুল ক্বারী (৭) ইরশাদুশ শারী (৮) তাইসিরুল বারী (৯) শরহে নববী (১০) মিরকাত (১১) লুমআত (১২) আশআতুল লুমআত (১৩) শরহুততীবি (১৪) তা'লিকুছছবী (১৫) মুযাহিরে হক্ব (১৬) মিরআতুলমানাযীহ (১৭) তাফ: খাযেন (১৮) বাগবী (১৯) আহকামুল কুরআন (২০) কবির (২১) দুররেমানছুর (২২) যাদুল মাইছির (২৩) ফতহুল ক্বাদির (২৪) আবু দাউদ (২৫) তাবারী (২৬) ইবনে কাছির (২৭) মায়ারিফুল কুরআন (২৮) আলমগীরি (২৯) কাজিখান (৩০) তাতার খানিয়া (৩১) বাজজাজিয়া (৩২) খোলাছাতুল ফতওয়া (৩৩) মাবছুত (৩৪) হেদায়া (৩৫) নেহায়া (৩৬) এনায়া (৩৭) বেকায়া (৩৮) সেকায়া (৩৯) বাহরুররায়েক (৪০) মারাকিউল ফালাহ (৪১) তাহতাবী (৪২) কিতাবুশ শিফা (৪৩) উসুলুশশাশী (৪৪) নূরুল আনওয়ার (৪৫) আক্বাঈদে নসফী (৪৬) ফিকহুল আকবার (৪৭) তাকমীলুল ঈমান (৪৮) ইমদাদুল আহকাম (৪৯) রহিমীয়া (৫০) ফত: মাহমুদীয়া (৫১) দুররুল মুখতার ইত্যাদি সহ প্রায় ৪০০টির বেশী প্রসিদ্ধ কিতাব)

Scanned with CamScanner

মাথার চুল রাখার সুন্নত : তিন তরীকায় চুল রাখা খাছ সুন্নত :

(১) জুম্মা-কানের লতি বরাবর।

(২) লিম্মা-কাঁধ ও কানের লতির মাঝামাঝি পর্যন্ত

(৩) ওফরা- কাঁধের কাছাকাছি পর্যন্ত। তবে কাঁধ অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। চুল মুণ্ডানো তথা ন্যাড়া করা সুন্নত নয়। মনে রাখতে হবে মোচ ও মাথা চেঁছে ফেলা খারেজীদের বেদআতি আমল। তবে বাবরী রাখতে অসুস্থতা ফিল করলে মাজুরী হালতে বাবরী সুন্নত অস্বীকার না করে চুল ছোট রাখা জায়েজ আছে। একমাত্র ওমরা ও হজ্জের সময় ব্যতীত নবী পাক ﷺ কখনই ন্যাড়া করেন নাই। (দলীল সমূহ : বুখারী , মুসলিম, তিরমীযি, মিশকাত, ফতহুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, শরহে নববী, তীবী, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, তা'লিকুচছবী, মুযাহিরে হক্ব, সীরাতুন্নবী, সীরতে হালবীয়া, আছাহ্হুস সিয়ার, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, যাদুল মায়াদ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ।

মোঁচ ও দাঁড়ী রাখার হুকুম :

হুজুর পাক ﷺ বলেন- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِرُّوْا اللِّحَى وَاَحْفُوْا الشَّوَارِبَ اَىْ قَصِّ الشَّوَارِبِ

অর্থ- তোমরা মুশরিক কাফিরদের বিপরীত করো অর্থাৎ দাঁড়ি লম্বা কর (কমের পক্ষে এক মুষ্ঠি) এবং গোঁফ ছোট করো (চেছে ফেলো না) দাঁড়ী এক মুষ্টির চেয়ে কম অথবা চেছে ফেলা এবং মোচ তথা গোফ খুব বড় করা অথবা চেছে ফেলা সম্পূর্ণ রুপে হারাম।

দলীল সমূহ : বুখারী ২/৮৭৫, মুসলিম ২/১২৮-১২৯, ২/৪১৭, ইমদাতুল ফতওয়া ৪/২২৩, আহ:ফতওয়া ১/৪২, ৩/২৬০ ফত:দেওবন্দ ৩/২৬২, ৩/২৮৯, ৩/২৪০, আযীযুল ফতওয়া ১/২০১, ফত:রহীমীয়া ৩/১৫, ৯/৩৫৩, কেফায়াতুল মুফতী ৯/১৫৪, ১৫৫, ফত: আমিনীয়া ১/৯০ পৃ: দুররুল মুখতার ৪/৫৮ পৃ: আশআতুল লুমআত-১/২২৮ পৃ: তিরমীযী-১/৬, বাহরুররায়েক ২/২৮০ পৃ: দাঁড়ী ছাঁটা ইমামের পিছনে নামাজ হবে না :- শামী ৪/৫৩১, রহিমীয়া-১/১৬৫ আহসানুল ফতওয়া- ১/২৬০, ৩/৫১৮, ১/৪২, ৩/২৬০ রুহুলবয়ান-৩/১৫০, ২/২৮৮, ৯/৪২৯, তাফ: কামালাইন ১/১০৭, ২/১০৬, বয়ানুল কুরআন-২/১৫৯, ৭/৫৪ হক্কানী-৫/৫৯, রুহুল মায়ানী ৯/৭২ ইবনে আব্বাস রাঃ -৪/২৪, নাইলুল আওতার ১/১১১, আহকামুল কুরআন ১/৬৫, ৬৬, হামিদীয়া-১/৩৬৯, নছবুর রাইয়াহ ২/৪৫৭, সুনানুল কুবরানাসাঈ ১/৬৬, হেদায়াহ্-২/৪৫৭, নাসাঈ ৫/৪০৫, ১/৬৫, হাশিয়ায়ে বুখারী ২/৮৭৫, ত্ববাক্বতে ইবনে সাদ ৪/১৩১, নাছবুর রাইয়াহ ২/৪৫৮,

মিশকাতুল মাছাবীহ ২/৪পৃ:, আশ আতুল লুমআত- ১/২১২, ১/২২৮, ২/৫৫, ফায়জুল বারী শরহে বুখারী-৪/৩৮০, মুসলিম নববী ২/১৫১, ২/১৪৯, ২/৫৫ আউনুল মাবুদ ১/২০, ইরশাদুশ শারী শরহে বুখারী ৮/৪৬৪, শরহুত তীবী ২/৫৬, মিরআতুল মানাজীহ ১/২৬০, শরহে লালীয়াহ ১/২৯৮. তাবয়ীনুল হাক্বাইক্ব ১/৩৩২,১/৫২৩, মাদারিজুন নবুয়ত ১/১৯, ইহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন ১/২২৯, ফত:শামী ২/১১৭, জাও হারাতুন নাইয়ারাহ্ ১/২০৮, তা'লিকুছ ছ্বীহ্ ১/২০১, নাফউলমুফতী ১/৪০০, জাওয়াহিরুল ফিকাহ্, ফতহুলবারী ১০/৩৪৭, ১/৩৪৮, গায়াতুল আওতার ১/১৩৫, ৪/১৩৫, তিরমীযি- ২/১০০, আহকামুল কুরআন ১/৮২, উমদাতুলকারী-২২/৪৪, নাইন্যুল আওতার ১/১৩০, আইনী শরহে বুখারী ১০/২৮২, ইমামুস সিন্দি ১/১৭, ফত: আলমগীরি ৫/৩৯৪, বাহরুর রায়িক ৮/২০৪, গুনিয়াতু তৃলিবীন ১/৭৮ সহ প্রায় ৫৭৫টি সহীহ হাদীস শরীফ।

সলাতে কিরাত পাঠ :

'কিরাত' শব্দের অর্থ পাঠ করা। সলাতের মধ্যে বিশেষ স্থানে পবিত্র কুরআন হইতে কিছু অংশ পাঠ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'কিরাত' বলা হয়। কিরাত পাঠ নামাযের একটি ফরয। বিত্‌র, তারাবিহ, নফল ও সুন্নত নামাযের প্রতি রাকাতে এবং ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহার পর পবিত্র কুরআন হইতে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ কিরাত পাঠ করা ফরয। ইহার অতিরিক্ত কিরাত পাঠ করা সুন্নত অথবা মুস্তাহাব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দান করিয়াছেন:

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ –(مُزَّمِّلْ : ٢٠)

অর্থ : কুরআন হইতে যাহা তোমাদের জন্য সহজ পাঠ কর (পবিত্র সূরা মুয্যাম্মিল আয়াত শরীফ-২০)। পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লিখিত নির্দেশের মাধ্যমে সলাতের মধ্যে কিরাত পাঠ করা ফরয বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পবিত্র কুরআনের নির্দিষ্ট কোন সূরা পাঠ নামাযের জন্য ফরয করা হয় নাই। নির্দিষ্ট কোন সূরা পাঠ ফরয হইলে তাহা অনেকের জন্যই কষ্টকর হইত এবং অন্যান্য সুরার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইত।

উক্ত আয়াত শরীফ হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, পবিত্র কুরআন হইতে নামাযে এতটুকু কিরাত পাঠ ফরয, যাহা মানুষের জন্য সহজ। যদি পবিত্র কুরআনের একটি বিরাট অংশ অথবা একাধিক সূরা পাঠ নামাযের এক এক রাকাতের জন্য ফরয হইত, তবে তাহা মুসল্লীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ বলিয়া গণ্য হইত।

Scanned with CamScanner

কমপক্ষে কতটুকু কিরাত পাঠ নামাযের জন্য ফরয। যাহা মানুষের জন্য সহজও বটে-এই সম্পর্কে মুজতাহিদ আলিমগণ যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন, নবী করিম ﷺ ও সাহাবাগণের رضي الله عنهم আমল তন্ন তন্ন খোঁজ করিয়া এই রায় প্রদান করিয়াছেন যে, বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ কিরাত পাঠ নামাযের জন্য ফরয। ইহার অতিরিক্ত সুন্নত অথবা মুস্তাহাব।

সলাত আদায়ের সঠিক ও সুন্নতী পদ্ধতি :

আমরা আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাদের স্রষ্টা তিনি বিশ্বজগতের সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, ত্রাণকর্তা এবং জীবন ও মৃত্যুদাতা। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁহারই। অর্চনা, উপাসনা এবং ইবাদত ও বন্দেগীর উপযোগী একমাত্র তিনি।

যে আচার-ব্যবহার, কর্মানুষ্ঠান, নিয়ম-পদ্ধতি, আখলাক, চরিত্র আকীদা-বিশ্বাস ও চাল-চলনের মাধ্যমে আল্লাহ্র দাসত্ব বান্দার জীবনে ফুটিয়া উঠে, তাহাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় 'ইবাদত' আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা বান্দার প্রধানতম কর্তব্য।

ঈমানের পরেই সর্বোৎকৃষ্ট 'ইবাদত' হইল সলাত বা নামায। আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধাবলীর প্রধান উৎস হইল পবিত্র কুরআন। আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন করিবার বাস্তব পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন রসূল ﷺ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত সমস্ত হুকুম-আহ্কামের বর্ণনা হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর রসূল ﷺ স্বয়ং আমল করিয়া কুরআনে বর্ণিত সকল হুকুম-আহ্কামের বাস্তব নমুনা পেশ করিয়াছেন।

রসূল ﷺ যে পদ্ধতিতে সলাত আদায় করিয়াছেন এবং করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমাদের সলাতেও সেই নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

সলাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ :

সলাতে সূরা ফাতিহা পড়া ইমামের জন্য ওয়াজিব। তদ্রূপ একাকী সলাত আদায় করিলে তাহার জন্যও সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। যদি অনিচ্ছাসত্বে নামাজে কোন ওয়াজিব তরক হয় তবে সোহুসিজদা দিলে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। নামাজ নষ্ট হবে না।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (بخاری ومسلم)

অর্থ- হযরত উবাদা ইবনে সামিত رضي الله عنه বলেন, রসূল ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা পড়ে নাই, তাহার নামায হয় নাই।

উল্লিখিত হাদীস দৃষ্টে ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেন, সলাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। কারণ সাধারণত ফরয নির্ধারিত হয় পবিত্র কুরআনের নির্দেশের মাধ্যমে। ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব নির্ধারিত হয় হাদীসের মাধ্যমে। নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ পবিত্র কুরআনের কোথাও নাই পবিত্র কুরআনে আছে কুরআন হইতে তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা পড়। সুতরাং পবিত্র কুরআনের যে কোন অংশ হইতে কিয়দাংশ নামাযে পড়িলেই ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

সলাতে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ বিভিন্ন হাদীসে উপনীত হইয়াছে। হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, সূরা ফতিহা না পড়িলে নামায অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং হযরত উবাদা ইবনে সামিত ﵁ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে لَا صَلٰوةَ শব্দের অর্থ সলাত পূর্ণতা লাভ করে নাই। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে- রসূল ﷺ এক বেদুঈনকে বলিয়া ছিলেন, কুরআন হইতে তোমার যাহা জানা আছে তাহাই পড়। ইহা দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নহে। তবে রসূল ﷺ সূরা ফাতিহা পড়ার কথাও বলিয়াছেন। তাই সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। জামাতের সহিত নামায পড়িলে কিরাত পড়ার দায়িত্ব ইমামের। সুতরাং সূরা ফাতিহা পড়ার দায়িত্ব ইমামেরই। কারণ বুখারী শরীফ কিতাবুছ সলাতের ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত যে, হুজুর পাক ﷺ বলেন "ইমামকে নির্দিষ্টই করা হইয়াছে মুছল্লীরা তাহাকে অনুসরণ করার জন্য- আর কেরাত পাঠের সময় ইমামের অনুসরণই হইতেছে চুপ থাকা ও কান লাগাইয়া তাহার কেরাত শ্রবণ করা।

মুক্তাদি কিরাত ও সূরা ফাতিহা পড়িবে না। তবে একাকী নামায পড়িলে কিরাত ও সূরা ফাতিহা উভয়ই পড়িতে হইবে।

ইমামের পিছনে মুক্তাদি সূরা ফতিহা পড়িতে পারিবেনা তার অকাট্য দলীল সমূহঃ

জামাতের সহিত নামায পড়িলে মুক্তাদি কিরাত ও সূরা ফাতিহা কিছুই পড়িবে না। বরং নামাযের ধ্যানে ইমামের কিরাত শুনিতে থাকিবে এবং চুপ করিয়া এইধ্যানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। যে তিনি আল্লাহ পাককে দেখিতেছেন, তাহা সম্ভব না হইলে মহান আল্লাহ পাক তাহাকে দেখিতেছেন। (হাদীসে জীবরীল বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব) কিরাত ও সূরা ফাতিহা পড়া শুধু ইমামের দায়িত্ব।

ইমাম আযম আবূ হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি উনার মতে কোন অবস্থায়ই ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া বৈধ নহে।

Scanned with CamScanner

কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

দলীল সমূহ :

وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ–

(১) অর্থ- যখন পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করা হয়, তখন তোমরা নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে থাক এবং চুপ করিয়া থাকিবে। নিশ্চয় তোমাদের উপর করুণা বর্ষিত হইবে। (৭ নং পবিত্র সূরা আরাফ-আয়াত শরীফ-২০৪, পারা-৯) উক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুসারে ইমামের কিরাত মুক্তাদির শ্রবণ করা অত্যাবশ্যক বলিয়া ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি রায় প্রদান করিয়াছেন। এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুরআন পাঠের শব্দ কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই চুপ করিয়া উহা শ্রবণ করা ফরয। কারণ আল্লাহ্ পাক উনার আদেশ মান্যকরা ফরজ। শোন এবং চুপ থাক দুইটিই উনার আদেশ মুবারক। ইমাম উচ্চস্বরে কিরাত পড়িলে মুক্তাদি চুপ করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে থাকিবে। আর চুপে চুপে কিরাত পড়িলে তখনও মুক্তাদি কিছুই পড়িবে না; বরং চুপ করিয়া নামাযের ধ্যানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। কারণ নামাজের ভিতরে ইমামের পিছনে মুক্তাদি স্বাধীন নহে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও যদি ইমামের পিছনে নামাজে দাঁড়ান তাহলে ইমামের আগে তিনি রুকু-সেজদা দিতে পারিবেন না। যদি দেন তাহলে তাহার নামাজ নষ্ট হইয়া যাইবে যেমন ঠিক তেমনি ইমামের পিছনে কেরাত পড়িতে পড়িতে যদি কেউ ইমামকে ওভারটেক করেন অর্থাৎ ইমাম গোপনে কেরাত পড়িতে গিয়া মালিকি ইয়াউ মিদ্দিন পড়িতেছেন আর মুক্তাদি ছিরাত্বল মুসতাক্বিম পড়িতেছেন তাহলে রুকু-সেজদায় ওভারটেকের মতই মুক্তাদির নামাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ ইমামের অনুস্বরণ করা ফরজ-ওয়াজিব। গোপনে নামাজে ইমাম কোথায় কিরাত পাঠ করিতেছেন মুক্তাদি তা জানবে কি করে। সে তো ইলমে গইব জানে না। কাজেই উচ্চ আওয়াজে নামাজে ইমাম "ফাক্বরাউ মা তায়াস সারা মিনাল কুরআন" আয়াতের হুকুম পালনের মধ্যে ফরজ আদায় করিতেছেন আর মুক্তাদি শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো। হুকুম পালনের মধ্য দিয়ে দুইটি ফরজ আদায় করিতেছেন।

ইমাম চুপি স্বরে কিরাত পাঠের সময় একটি ফরজ আদায় করিতেছেন আর মুক্তাদি পবিত্র কুরআন শরীফের ভাষায় চুপ থাকো আয়াতের হুকুম পালন করিয়া একটি ফরজ আদায় করিতেছেন। সকল আলিম ওলামা ও সাহাবীগণ رضي الله عنهم একমত ঐ ছহীহ বুখারী হাদীস শরীফের মতের উপরে مَنْ وَّجَدَ رُكُوْعًا فَقَدْ مَرَ وَجَدَ رَكْعَةً "ইমামের পিছনে যে, ব্যক্তি রুকু পাইল সে পুরা রাকাআত পাইল" যাহার কারণেই

কোন মুছল্লি ইমামের পিছনে আসিয়া রুকু পাইলেই ঐ রাকাত তাহাকে আর পড়িতে হয় না। জ্ঞানী সমাজকে চিন্তা করিবার অনুরোধ জানাইতেছি। যে, ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা না পড়িলে নামাজ হইবে না এই কথা যদি সত্যিই হয় তাহা হইলে যে, মুক্তাদি রুকু পাইয়া পুরা রাকাত পাইল তাহার সুরা ফাতিহা সহ কিরাত কে পাঠ করিল? মুক্তাদি উপস্থিত হওয়ার আগেই যেমন তাহার পক্ষ হইতে ইমাম সুরা ফাতিহা সহ কেরাত পড়িয়াছেন অনুরুপভাবে মুক্তাদি উপস্থিত থাকিলেও ইমামই তাহার পক্ষ হইতে কেরাত পড়িতেছেন। যেমন ছহীহ হাদীস শরীফে যথার্থই আসিয়াছে-

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِیُؤْتَمَّ بِهٖ

فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَءَ فَاَنْصِتُوْا (خرجه ابو داود ونسائى وابن ماجه)

(২-৮) অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা রাঃ বলেন, রসূল সাঃ বলিয়াছেন অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। ইমাম যখন 'আল্লাহু আকবার' বলিবে, তখন তোমরাও 'আল্লাহু আকবার' বলিবে। ইমাম যখন কিরাত পড়িবে, তখন তোমরা চুপ করিয়া থাকিবে।

(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ মিশকাত মিরকাত বজলুল মাজহুদ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব।)

فِیْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِیْ مُوْسٰی رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِذَا قَرَءَ الْاِمَامُ

فَاَنْصِتُوْا قَدْ صَحَّحَهُ مُسْلِمٌ وَاَحْمَدُ وَابْنُ جَرِیْرٍ وَابْنُ كَثِیْرٍ وَمُنْذِرٌ وَابْنُ حَزَمٍ

وَرَوٰی ابْنُ عَبْدُ الْبَرِ وَابْنُ تَیْمِیَّةُ

(৯-১৬) অর্থ- মুসলিম শরীফে হযরত আবূ মূসা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে- রসূল সাঃ বলিয়াছেন ঃ ইমাম যখন কুরআন পড়িবে, তখন তোমরা চুপ করিয়া থাকিবে।

ইমাম মুসলিম, ফতহুল মুলহিম, ফতহুল মুনয়িম, ইমাম আহমদ, ইমাম ইবনে জারীর, ইমাম মুনযির ও ইমাম ইবনে হাযম উক্ত হাদীস বিশুদ্ধ বা সহীহ্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে আবদুল বার ও ইবনে তাঈমিয়া এই হাদীস স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

Scanned with CamScanner

عَنِ الْحَجَّاجِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُخَاطِبُنِىْ فِى الْقِرَاةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَأَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىْ وَالدَّارِ قُطْنِىْ

(১৭-২১) অর্থ- হযরত হাজ্জাজ ﵁ হইতে বর্ণিত আছে- রসূল ﷺ বলিয়াছেন : কে আমাকে লক্ষ করিয়া কিরাত পড়িতেছে? অতঃপর রসূল ﷺ সাহাবাগণকে ﵃ ইমামের পিছনে কিরাত পড়িতে নিষেধ করিলেন। - বায়হাকী, দারেকুতনী, কিতাব আল আছার, মুসনাদ মুছান্নাফ ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِىْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَأَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ وَاَسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ رَوَى مُحَمَّدٌ فِىْ مُؤَطَّاءِ وَطَحَاوِىْ.

(২২-২৭) অর্থ- হযরত জাবির ﵁ নবী করীম ﷺ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়িবে, ইমামের কিরাতই তাহার কিরাত বলিয়া গণ্য হইবে। এই হাদীসের সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ বলিয়া গণ্য। -মুআত্তা-মুহম্মদ রহমাতুল্লহি আলাইহি, তাহাবী, সুনানুদ দারেমী, মুছান্নাফ মুসনাদ কিতাব আল আছারসহ অংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ خَلْفَ الْاِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاةُ الْاِمَامِ اَخْرَجَهُ الطَّحَاوِىُّ وَمَالِكٌ فِى الْمُؤَطَّاءِ

(২৮-৩৫) অর্থ- হযরত ইবনে উমর ﵁ হইতে বর্ণিত আছে- হযরত নবী করীম ﷺ বলিয়াছেন তোমাদের কেহ ইমামের পিছনে নামায পড়িলে ইমামের কিরাতই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে। - ত্বহাবী, মুআত্তা-মালেক রহমাতুল্লহি আলাইহি, মুছান্নাফ , মুসনাদ, দারেমী, দারে কুতনী, হাকিম, কিতাব আল আছার সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব।

Scanned with CamScanner

عَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنْـصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهْـرٍ فِيْهَا بِالْقِرَأَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَءَ مَعِىْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اٰنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَالِىْ اُنَازِعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَأَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا جَهَرَ تَيْهِ بِالْقِرَأَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ ﷺ رَوَاهُ مَالِكُ وَاَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىْ وَالنَّسَائِىْ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ (مشكوة)

(৩৬-৪৯) অর্থ- হযরত আবু হুরায়রা ﷺ হইতে বর্ণিত আছে- যে নামাযে সশব্দে কিরাত পড়িয়াছেন এমন নামায হইতে অবসর হইয়া রসূল ﷺ বলিলেন- তোমাদের মধ্যে কেহ এখন আমার সহিত কিরাত পড়িয়াছ কি? এক ব্যক্তি উত্তর করিল-হ্যাঁ আমি, ইয়া রসুলাল্লহ্ ﷺ ইহা শুনিয়া হুযুর পাক ﷺ বলিলেন- আমি নামাযে মনে করিতেছিলাম যে, আমার কি হইল? কুরআন পড়িতে আমি এইরূপ টানা- হেঁচড়া অনুভব করিতেছি কেন? ইহা শোনার পর সেই নামাযের পর হইতে ইমামের পিছনে কিরাত পড়া হইতে সাহাবাগণ বিরত রহিলেন।

(মিশকাত- মালিক, আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

ইমাম আযম আবূ হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেন ইমামের পিছনে কিরাত পড়া সম্পর্কীয় সমস্ত হাদীস, এই হাদীসের মাধ্যমে রহিত (মনসুখ) হইয়া গিয়াছে। অতএব ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাত পড়া অবৈধ বলিয়া বিবেচিত ও প্রমাণিত।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْتَ الَّذِىْ يَقْرَءُ خَلْفَ الْاِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ بِالتُّرَابِ-

(৫০-৫৫) অর্থ- হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ হইতে বর্ণিত আছে- নবী করীম ﷺ বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়িয়া থাকে, তাহার মুখ যদি মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া দেওয়া হইত (তবে ভাল হইত) -তাহাভী শরীফ, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুজাহিরে হক্ব, তুলিকুছ ছবীহ ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

Scanned with CamScanner

قَالَ عَلِيٌّ ﷺ مَنْ قَرَءَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ اَخْطَأَ الْفِطْرَةَ وَكَذَا رَوَى اعَبْدُ الرَّزَّاقُ فِيْ مُصَنِّفِهِ.

(৫৬-৫৮) অর্থ- হযরত আলী ﷺ বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়ে, সে যেন ইসলামের কাজে ভূল করিল। -মুসান্নাফ ইবনি আবি শায়বা, মুদাল্লাক, মুসনাদে আবু হানীফা ইত্যাদি সহীহ হাদীস)

عَنْ اَبِيْ وَكِيْلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ أَاَقْرَءُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ﷺ اَنْصِتِ الْقُرْآنَ فَاِنَّ فِيْ الصَّلٰوةِ شَغْلًا فَيَكْفِيْكَ الْإِمَامُ اَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقُ فِي مُصَنِّفِهِ.

(৫৯-৬৩) অর্থ- হযরত আবূ ওয়াকিল হইতে বর্ণিত আছে জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ উনার নিকট আসিয়া বলিলেন- আমি কি ইমামের পিছনে কিরাত পড়িব? তখন হযরত ইবনে মাসউদ উত্তর করিলেন-তুমি কুরআন শোনার জন্য চুপ করিয়া থাক। কেননা নামাযে অত্যন্ত ধ্যানমগ্নতার প্রয়োজন। কিরাতের জন্য তোমার ইমামই যথেষ্ট। -মুসান্নাফ গ্রন্থ, মুসনাদ, কিতাব আল আছার, মুসনাদে আবু হানীফা সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস)

وَفِيْ التِّرْمِذِيْ عَنْ جَابِرٍ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَءُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامُ قَالَ التِّرْمِذِيْ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(৬৪-৬৮) অর্থ- তিরমিযী শরীফে হযরত জাবির ﷺ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন; যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায পড়িল, তাহার নামায হয় নাই। কিন্তু ইমামের পিছনে নামায পড়িলে তাহার জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার প্রয়োজন নাই। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান সহীহ্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা বুখারীতেও আসিয়াছে। (তিরমিযী, মুছান্নাফ হাকিম, মুজাহিরে হক্ব)

وَفِيْ الطَّحَاوِيْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَقْرَءُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الطَّحَاوِيْ.

(৬৯-৭৩) অর্থ- তাহাভী শরীফে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত ﷺ হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : মুক্তাদি ইমামের পিছনে (সূরা ফাতিহা ও কিরাত) কিছুই পড়িবে না। ত্বহাবী শরীফ, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, ত্বলিকুছ ছবীহ মুজাহিরে হক্ব সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস)

Scanned with CamScanner

وَفِى التِّرمِذِىْ عَنْ اَحْمَدِ مَعْنٰى قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنْهُ اِذَا كَانَ وَحْدَهٗ-

(৭৪-৮০) অর্থ- তিরমিযী শরীফে ইমাম আহমদ হইতে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে নাই, তাহার নামায হয় নাই- ইহার অর্থ ও তাৎপর্য এই যে, একাকী নামায আদায় করিয়া সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায পূর্ণ হয় না। তাহাকে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়িতে হইবে। (ইমামের পিছনে নহে) তিরমিযী, আহমদ, তিবরানী, মুসনাদ, মুছান্নাফ, ত্বলিকুছ ছবীহ, মুজাহিরে হক্বসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব সহ প্রায় ৫৫টি প্রসিদ্ধ কিতাব)

قَالَ الْعَيْنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم كَانُوْا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاْةِ خَلْفَ الْاِمَامِ

(৮১-৮২) অর্থ- আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী রহমতুল্লহি আলাইহি বলিয়াছেন- হযরত নবী করীম ﷺ আবুবকর رضي الله عنه, ওমর رضي الله عنه ও উসমান رضي الله عنه তাঁহারা সকলেই ইমামের পিছনে কিরাত পড়িতে নিষেধ করিতেন। (শরহে বুখারী-আইনী)

পবিত্র কুরআন শরীফ ও উল্লিখিত সহীহ হাদীসসমূহের মর্মবাণী অনুসারে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কিরাত ও সূরা ফতিহা পড়ার দায়িত্ব ইমামের। কিন্তু একাকী নামায পড়িলে কিরাত ও সূরা ফাতিহা উভয়ই তাহার পড়িতে হইবে। আর মুক্তাদি কিরাত ও সূরা ফতিহা পড়িবে না। কিরাতের শব্দ কর্ণগোচর হইলে মুক্তাদি তাহা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতে থাকিবে। কিরাতের শব্দ শুনিতে পাওয়া না গেলে শুধু চুপ করিয়া নামাযের ধ্যানে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

আমাদের দেশে আহলে হাদীস দাবীদার তথা ওহাবী মতবাদের ভাইয়েরা অনেকেই পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসমূহের বিরোধীতা করিয়া ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করিয়া কুরআন ও হাদীসের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও নিজেদেরকে আহলে হাদীস এবং হক্বদল বলিয়া দাবী করেন। ইহা কতটুক সত্যের অপলাপ তাহার বিচার তাহাদের উপরেই ছাড়িয়া দিলাম হক্ব দল কোনটি? আল্লাহর সন্তুষ্টির জ্ঞানে বিচার করুন। নিছক দলীয় স্বার্থে অন্ধ হইয়া নহে। বুখারী শরীফ-১০৮ পৃষ্ঠায় আছে-হযরত আবু বক্কর رضي الله عنه হুজুর পাক ﷺ উনার পিছনে সরাসরি রুকুতে শরীক হইলে হুজুর ﷺ বলিলেন না যে, কেরাত না পড়ার কারণে তোমার নামাজ হয় নাই। বরং তিনি তাহা সমর্থন করিলেন।

Scanned with CamScanner

'আমীন' প্রসঙ্গ :

নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলা সুন্নত। চারি ইমাম ও অন্যান্য ফিকাহ্শাস্ত্রবিদগণ ইহাতে একমত।

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اٰمِيْنُ (بخاری ترمذی)

অর্থ- হযরত আবূ হারায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ যখন ইমাম আমীন বলিবে, তখন তোমরাও আমীন বলিবে। কেননা যাহার আমীন বলা ফিরিশ্তাদের আমীন বলার সহিত যুগপৎভাবে একযোগে হইবে, তাহার পূর্বেকার গুনাহ্সমূহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। ইব্ন শিহাব বলিয়াছেন- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমীন বলিতেন। -(বুখারী, তিরমিযী)

উক্ত হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠান্তে আমীন বলার নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব সূরা ফাতিহার শেষে আমীন বলা সুন্নত।

আমীন চুপে চুপে বলাই সুন্নত :

সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করিয়া 'আমীন' চুপে চুপে বলিবে। ইমাম, মুক্তাদী অথবা একাকী সলাত আদায়কারী-সকলেই আমীন চুপে চুপে বলিবে। বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস দৃষ্টে চুপে চুপে আমীন বলা সুন্নত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম আজম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক রহমতুল্লহি আলাইহি বিভিন্ন হাদীসের আলোকে উপরিউক্ত অভিমত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কোন কোন সময় হয়ত সজোরে সশব্দে আমীন বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপে চুপেই আমীন বলিয়াছেন। ইহার কিছু প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হইলঃ

দলীল সমূহ :

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَءَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنُ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهٗ (ترمذی ص-٣٤ اج)

(১-৪) অর্থ- হযরত আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পিতা হযরত ওয়ায়িল রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গইরিল্ মাগদুবি আলাইহিম্ ওয়ালাদ্ দ্বল্লীন' বলার পর 'আমীন' বলিয়াছেন এবং আমীন নীচু স্বরে চুপে চুপে বলিয়াছেন। (তিরমিযী, ৩৪পৃঃ ১ম খন্ড, মুসনাদ মুছান্নাফ, মুসতাদরিকসহ অনেক ছহীহ্ হাদীস শরীফ))

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চঃস্বরে ও সশব্দে আমীন বলিতেন না বরং চুপে চুপে বলিতেন।

رَوَى اَحْمَدُ وَاَبُوْ يَعْلٰى وَالطَّبَرَانِىُّ وَالدَّارِ قُطْنِىُّ وَالْحَاكِمُ فِى الْمُسْنَدِ فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ رضي الله عنه عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنُ اَخْفٰى بِهَا صَوْتَهٖ

(৫-৯) অর্থ- ইমাম আহমাদ, আবূ ইয়া'লা, ইমাম তাবারানী, দারেকুতনী ও হাকিম মুস্তাদ্রাক নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত 'আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু উনার পিতা হযরত ওয়ায়িল রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার সহিত সলাত আদায় করিয়াছেন। যখন উনার গইরিল্ মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ দ্বল্লীন' পর্যন্ত পৌছিলেন তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপে চুপে আমীন বলিলেন।

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه اَنَّهُ كَانَ يَخْفٰى فَاِنَّهُ يَفِيْدُ اَنَّ الْمَعْلُوْمَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْاَخْفَاءِ

(১০-১৪) অর্থঃ হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি চুপে চুপে আমীন বলিতেন। আর ইহা সুবিদিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার নিকট জানিয়া শুনিয়াই হযরত ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপে চুপে আমীন বলিতেন। (কিতাব- আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুজাহিরে হক্ব, তুলিকুছছবীসহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

عَنْ اِبْرَاهِيْمِ النَّخْعِىِّ يَخْفِيْهِنَّ اَرْبَعَ يَخْفِيْهِنَّ الْاِمَامُ الْاَعُوْذُ وَالْبَسْمَلَةُ سُبْحَانَكَ وَاٰمِيْنُ (عَيْنِىْ شرح بخارى)

Scanned with CamScanner

(১৫-১৯) অর্থ- হযরত ইবরাহীম নাখঈ رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে- ইমাম চারিটি দোয়া' চুপে চুপে বলিবে, আ'উযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সুবহানাকা ও আমীন। (আইনী শরহে বুখারী, কিতাব, আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, হাকিম, সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِيْ تَهْذِيْبِ الْآثَارِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرَ وَعَلِيٌّ رضي الله عنهما يَجْهَرُ اَنَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمَ وَلَا اٰمِيْنُ (تهذيب الاثار)

(২০-২৬) অর্থ- হযরত তাবারানী তাহ্যিবুল আছার গ্রন্থে হযরত আবূ ওয়ায়িল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর رضي الله عنه ও হযরত আলী رضي الله عنه তাঁহারা কেহই আমীন ও বিসমিল্লাহ্ সশব্দে বলিতেন না। (তাহযীবুল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুজাহিরে হক্ব, ত্বলিকুছ ছবীহ, দারেমী, মুস্তাদরিকসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাবসহ প্রায় ৫৩টি প্রসিদ্ধ কিতাব)

اَلْاٰمِيْنُ دُعَاءٌ وَالْاَصْلُ فِيْ الدُّعَاءِ الْاَخْفَاءِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً (حَاشِيَةُ تِرْمِذِيْ)

(২৭) অর্থ- 'আমীন' একটি দোয়া'। আর চুপে চুপে করাই নিয়ম। কারণ আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন- প্রতিপালককে তোমরা সবিনয়ে ও চুপে চুপে ডাকো। (তিরমিযীর হাশিয়া)

'আমীন' শব্দের অর্থ কবুল করুন। উহা দ্বারা আল্লাহ্র নিকট দোয়া কবুলের আহ্বান জানানো হয়। সুতরাং আমীন চুপে চুপে বলাই বিধেয় এবং অধিক যুক্তিসঙ্গত।

উল্লিখিত সহীহ্ হাদীস দৃষ্টে হানাফিগণ চুপে চুপে আমীন বলিয়া থাকেন। নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রই ইহা বুঝিতে সক্ষম হইবেন যে, ইমাম আবু হানীফার অনুসারিগণের আমলই অধিক ছহীহ হাদীসসম্মত।

* উপরোক্ত হাদীস শরীফ গুলো নাছেখ হিসাবে বিপরীত হাদীস শরীফ গুলোকে মানছুখ করিয়া দিয়াছে।

* সভ্য সমাজ মাত্রই বুঝিতে সক্ষম হইবেন যে ইমামের পিছনে শুরু হইতে শেষ পর্যন্তই মুছল্লী চুপ থাকিবার পরে হঠাৎ করিয়া আমীন বলিতে চিৎকার দেওয়া জ্ঞানীর কাজ নহে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সূরা ফাতিহার শেষে যে আমীন বলিতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং সাহাবা رضي الله عنهم গণ এবং স্বয়ং হুজুর ﷺ চুপেচুপে আমীন বলিয়াছেন। এবং জোরে বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। বুখারীতেও জোরে আমিন বলার কথা কোন হাদীসে নেই।

Scanned with CamScanner

সলাতে দাঁড়াইয়া হাত কোথায় বাঁধিবে :

তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর পুরুষ নাভির নীচে, আর মহিলা সিনার উপরে ডান হাতের কর তথা কব্জি বাম হাতের করের উপর স্থাপন করিবে। জোরে আমিন বলার ব্যাপারে ওহাবী মাযহাবী ভাইয়েরা যে হাদীস বর্ণনা করে থাকে সে হাদীসের বর্ণনাকারী সুফিয়ান ছাওরী রহমতুল্লহি আলাইহি সহ কেহই জোরে আমিন পড়েন নাই। (ওহাবী-মাযহাব, তাহযীব, মুছান্নাফ ইত্যাদি)

পুরুষ কোন অবস্থায়ই সিনার উপর হাত বাঁধিবে না। আমাদের দেশে আহলে হাদীস দাবিকারী লা মাযহাবী ভাইয়েরা মহিলাদের ন্যায় সিনার উপরে হাত বাঁধিয়া নামায পড়ে। তাহাদের এই আমল যে সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী, বর্ খিলাফ তাহা নিম্নলিখিত পর্যালোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

ইমাম আবু হানীফা সুফিয়ান সওরী ও ইমাম ইসহাক রহমাতুল্লহি আলাইহিমগণ বলেন যে, পুরুষের জন্য নাভির নীচে এবং মহিলার জন্য সিনার উপরে হাত বাঁধা সুন্নত। প্রমাণ নীচে সহীহ হাদীস শরীফ দ্বারা পেশ করা হইল।

দলীল সমূহ :

عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَخْذُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ اَبُوْ دَاوُدُ

(১-৫) অর্থ- হযরত আবূ ওয়ায়িল ﷺ হইতে বর্ণিত আছে- হযরত আবূ হুরায়রা ﷺ বলিয়াছেন ঃ সলাতের মধ্যে এক হাত অন্য হাতের উপর রাখিয়া নাভির নীচে স্থাপন করিবে। (আবু দাউদ, বাযলুল মাযহুদ, কিতাব আল আছার, মুসনাদ মুছান্নাফ, সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীসের কিতাব)

عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ اَنَّ عَلِيًّا ﷺ قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ وَلْيَضَعْهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ (اخرجة رزين صـ تيسر كاته)

(৬-৯) অর্থ- হযরত আবূ হুযায়ফা ﷺ হইতে বর্ণিত আছে-হযরত আলী ﷺ বলিয়াছেন ঃ সলাতের মধ্যে হাত বাঁধা সুন্নত এবং দুই হাত নাভির নীচে স্থাপন করিবে। (রযীন- সহীহ হাদীস গ্রন্থ-১/২১৬ পৃ:, মুসতাদরিক, মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ النَّوَوِى فِىْ شَرْحِ مُسْلِمٍ (ص١-١٧٣) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ مِنَ السُّنَّةِ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعُ الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ رَوَاهُ الدَّارِ قُطْنِىْ وَبَيْهَقِى مِنْ رِوَايَةِ اَبِىْ شَيْبَةِ اَبُوْ دَاؤُدُ اَيْضًا وَاَحْمَدُ فِىْ مُسْنَدِهِ-

(১০-২৩) অর্থ- আল্লামা ইমাম আহমদ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে (১/১৭৩ পৃঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত আলী রাঃ বলিয়াছেন ঃ সলাতের মধ্যে নাভির নীচে হাত স্থাপন করা সুন্নত। (দারেকুতনী, বায়হাকী, আবূ দাউদ, বাযলুল মাযহুদ, মিশকাত, মিরকাত, শরহে মুসলিম, মুছান্নাফ, আবিশায়বা, মুসনাদ, আহমদ, শরহে নববী মুজাহিরে হক্ব, ত্বলিকুহ ছবীসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ رَايْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(২৪-২৭) অর্থ- হযরত আবূ ওয়াইল রাঃ বলেন- আমি রসূল ﷺ-কে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিয়া নাভির নীচে স্থাপন করিতে দেখিয়াছি। (কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুস্তাদরিফ)

وَفِى الْهِدَايَةِ (ص٨٦-١) اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضَعَ الْيَمِيْنُ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(২৮-৪০) অর্থ- হিদায়া গ্রন্থে (৮৬ পৃষ্ঠা ১ম খণ্ড) আছে যে, রসূল ﷺ বলিয়াছেন- ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিয়া নাভির নীচে স্থাপন করা সুন্নত। (হেদায়া, তাফ: আবি সাউদ, মাজহারী, কুরতুবি, খযিন, বাগ্ভবী, নেহায়া, আলমগীরি, শামী রুদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার, ফত:দেবওবন্দ, কাজী খান সহ অসংখ্য প্রায় ৪৫০টি কিতাব)

উল্লিখিত সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইল যে, পুরুষের জন্য নাভির নীচে হাত বাঁধা সুন্নত। উল্লেখ্য যে, বুকের উপরে হাত বাঁধিবার সকল হাদীস সাহাবাগণ রাঃ সহ সকল ইমাম মুজতাহিদ একমত যে, ঐগুলো মহিলাদের জন্য প্রজোয্য। (আহলু সুন্নত ওয়াল জামাআতের সকল ইমাম) কারণ কোন মাযহাবেই পুরুষের জন্য বুকের উপরে হাত বাঁধিবার বিধান নেই। (চার মাযহাবের সকল কিতাব দ্রঃ)

Scanned with CamScanner

সিজদা হইতে দাঁড়াইবার পদ্ধতি :

প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের সিজদার পর দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়াইবার পূর্বে রসূল ﷺ বসিতেন না, বরং সোজাসুজি দাঁড়াইয়া যাইতেন।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আওয়াঈ, সুফিয়ান সওরী, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লহি আলাইহিম প্রমুখ বিশিষ্ট ফিক্বাহ শাস্ত্রবিদ বলেন যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের সিজদার পর না বসিয়া বৈঠকবিহীন অবস্থায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতের জন্য সরাসরি পায়ের উপর দাঁড়াইয়া যাইবে- ইহাই সুন্নত। বসার পর দাঁড়ানো সুন্নত নহে।

শেখ আমর ইব্‌ন সালামা رضي الله عنه নামক একজন সাহাবী বৃদ্ধ বয়সে বসার পর দাঁড়াইতেন। কোন কোন সময় ওযরের কারণে রসূল ﷺ এইরূপ করিয়াছেন। বৃদ্ধ লোক, যাহারা সরাসরি দাঁড়াইতে পারে না, তাহারা অবশ্য মাজুরী হালতে বসার পর দাঁড়াইতে পারিবে। কিন্তু সকলের জন্য ইহাকে সুন্নত বলিয়া দাবীর কোন সঙ্গত দলীল নাই।

আহলে হাদীস দাবিদার লা-মাযহাবী তথা ওহাবী মাযহাবের ভাইদের আবাল-বৃদ্ধ-বনীতা সকলেই সিজ্‌দার পর ক্ষণেক বসার পর উঠিয়া দাঁড়ায়। বুখারী শরীফে উল্লিখিত শায়খ 'আমর ইব্‌ন সালামা رضي الله عنه এর বৃদ্ধ বয়সের আমলকে তাহারা দলীল হিসাবে পেশ করেন অথচ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণেই তিনি এইরুপ করিতেন।

সিজ্‌দার পর কোন্ পদ্ধতিতে দাঁড়ানো সুন্নত তাহা প্রমাণসহ নিম্নে পেশ করা হইল ঃ

দলীল সমূহ :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهِضُ فِىْ الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُوْنَ اَنْ يَنْهِضَ الرَّجُلُ فِىْ الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ (ترمذى ص_ ج_)

(১-৫) অর্থ- হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলিয়াছেন- রসুল ﷺ সালাতে সোজাসুজি দুই পায়ের অঙ্গুলীতে ভর করিয়া দাঁড়াইতেন। অর্থাৎ সিজদার পর বসিতেন না। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলিয়াছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা رضي الله عنه উনার এই হাদীস অনুসারে সলাতের মধ্যে দুই পায়ের আঙ্গুলীতে ভর করিয়া সরাসরি দাঁড়াইয়া যাওয়াকে ছহীহ দলীল সাপেক্ষে গ্রহণ করা হইয়াছে। (তিরমিযী ঃ ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃঃ, মিশকাত, মিরকাত, লুমআত, আশ আতুল লুমআত ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

وَاَخْرَجَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه اِنَّهُ كَانَ يَنْهِضُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَلَمْ يَجْلِسْ وَكَذَا عَنْ عَلِىٍّ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَكَذَا عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه

(৬-১২) অর্থ ঃ ইবনু আবূ শায়বা, হযরত ইব্ন মাসউদ رضي الله عنه হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- হযরত ইব্ন মাসউদ رضي الله عنه সলাতে সিজ্‌দার পর সরাসরি দুই পায়ের আঙ্গুলীতে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং বসিতেন না। হযরত আলী رضي الله عنه হযরত ইব্ন উমর رضي الله عنه হযরত ইব্ন যুবায়র رضي الله عنه ও হযরত উমর رضي الله عنه প্রমুখ সাহাবা হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। (মুছান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, মুসতাদরিক, মুসনাদ ইত্যাদি)

وَاَخْرَجَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَلِىٌّ وَاَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَضُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ اَقْدَامِهِمْ (مصنف ابن ابى شيبة)

(১৩-২০) অর্থ- হযরত শা'বী বলেন- হযরত 'উমর رضي الله عنه, হযরত আলী رضي الله عنه এবং রসূলুল্লাহ ﷺ উনার সাহাবা رضي الله عنهم সলাতে সিজ্‌দার পর না বসিয়া পায়ের উপর ভর করিয়া সরাসরি দাঁড়াইয়া যাইতেন। (মুসান্নাফ সহীহ হাদীস গ্রন্থ, দারেমী, দারেকুতনী, মুসনাদ, মুস্তাদরিক, ত্বলিকুছ ছবীহ, মুজাহিরে হক্ব, কিতাব আল আছার সহ প্রায় ৫০টির বেশী ছহীহ হাদীস শরীফ)

وَاَخْرَجَ عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ قَالَ اَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اِذَا اَحَدُهُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَالثَّالِثَةِ لَهَضٍ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ (مصنف ابن ابى شيبة)

অর্থ : হযরত নু'মান ইব্ন আবূ আইয়া'শ বলিয়াছেন যে, আমি রসূল ﷺ উনার একাধিক সাহাবাকে رضي الله عنهم এইরূপ আমল করিতে পাইয়াছি যে, তাঁহারা যখন প্রথম এবং দ্বিতীয় রাকাতের সিজ্‌দার পর উঠিয়া দাঁড়াইতেন তখন বসিতেন না।

রসূল ﷺ ও বিজ্ঞ সাহাবাদের رضي الله عنهم আমলদৃষ্টে বুঝা যায় যে, সলাতে সিজ্দার পর উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্বক্ষণে ক্ষণেক বসা সুন্নত নহে। বরং না বসিয়া সরাসরি উঠিয়া দাঁড়ানোই সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত। তিরমিযী শরীফে ১৭১, আবু দাউদ, শরীফের ৪৫৭৯ নং হাদীস প্রনিধান যোগ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم দের মতের বিরোধিতাকারীরা ৭২ বাতীল জাহান্নামী ফিরকা আর উনাদের মতের সাথে একমত যাহারা, তাহারা জান্নাতি ফিরকা। যাহা অহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নবী ﷺ উনারই পবিত্র বানী মুবারক।

রফে' 'ইয়াদাইন বা হস্ত উত্তোলন করা যাবে কি?

তাকবীরে তাহরীমার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নত। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ' ও ঈমাম আহমদ ইহাতে একমত।

ইমাম আজম আবু হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি বলেন যে, রসূল ﷺ ইসলামের প্রথম দিকে কোন কোন সময় রূকুতে যাওয়ার সময় এবং রূকু হইতে দাঁড়াইবার সময় রফে' ইয়াদাইন বা হস্ত উত্তোলন করিতেন বটে, কিন্তু পরবর্তী সময় তাকবীরে তাহ্রীমা ব্যতীত অন্য কোথাও রফে' ইয়াদাইন করিতেন না। ফলে রফে' 'ইয়াদাইন সম্পর্কিত সমস্ত হাদীস মনসুখ বা রহিত হইয়া যায়। এবং রফে' ইয়াদায়ন না করাই সুন্নতে পরিণত হয়। কাজেই হানাফিগণ তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া কোথাও রফে' ইয়াদাইন করেন না। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই ছহীহ হাদীসসম্মত আমল। নির্ভর যোগ্য কিতাব সমূহে পাওয়া যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক দিকে মুর্তির প্রতি কিছু লোকের এতই মহব্বত ছিল যে, নামাযের ভিতরে বোগলের নিচে এবং জিহ্বার নিচে ছোট ছোট মুর্তি লুকাইয়া রাখিত বুঝিতে পারিয়া হুজুর ﷺ জোরে আমীন এবং রফে ইয়াদাইন করা শিক্ষা দিলে সব মূর্তি পড়িয়া যায়। উক্তসমস্যার সমাধান হইলে পরবর্তীতে তিনি জোরে আমীন ও হাত উত্তোলনে নিষেধ করিয়া উহা মানছুখ করিয়া দেন। (নুজহাতুল মাজালিছ, কিতাব আল আছার, মুছান্নাফ সহ অনেক হাদীস শরীফ)

নিম্নে ইহার প্রমাণ পেশ করা হইলঃ

عَنْ عَلْقَمَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه اَلَا اُصَلِّي بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِيْ اَوَّلِ مَرَّةٍ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَبِهٖ يَقُوْلُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَاَهْلُ الْكُوْفَةِ (ترمذى صـ٣٥- ١ج)

Scanned with CamScanner

(১-৪) অর্থ- হযরত আলক্বামা رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ رضي الله عنه তাঁহার সহচরবৃন্দকে বলিলেন- রসূল ﷺ কিরূপে নামায পড়িতেন তাহা কি আমি তোমাদিগকে পড়িয়া দেখাইব না? অতঃপর তিনি নামায পড়িলেন, কিন্তু প্রথমবারে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও তিনি রফে' ইয়াদাইন করিলেন না। অনুরূপ হযরত বারা ইবনি আযীব رضي الله عنه হইতেও বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী বলেন- এই হাদীস হাসান মর্যাদা সম্পন্ন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আমল অসংখ্য সাহাবা ও তাবেঈন সমর্থন করিয়াছেন। হযরত সুফিয়ান ও কুফাবাসী উলামাগণেরও একই অভিমত। (তিরমিযী ১ম ৩৫ পৃ:, তুহ্‌ফাতুল আহওয়াযী, মিশকাত, মিরকাত, মুসনাদ ইত্যাদি)

عَنِ الْبَرَاءِ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ (ابو داؤد مجتبائی ١ج صـ ١١٦)

(৫-৮) অর্থ- হযরত বারা رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল ﷺ শুধু নামায শুরু করিবার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাইতেন। অতঃপর তিনি আর হাত উঠাইতেন না। (আবু দাউদ ১ খ, ১১৬ পৃ; বজলুল মাজহুদ, মিশকাত, মিরকাত সহ অনেক ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

عَنِ الْاَسْوَدِ رضي الله عنه قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ (مصنف ابن ابى شيبة)

(৯-১৩) অর্থ- হযরত আসওয়াদ رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলিয়াছেন আমি হযরত উমর رضي الله عنه কে শুধু প্রথম তকবীরের সময় হাত উঠাইতে দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি আর কোথাও হাত উঠান নাই। (মুসান্নাফ সহীহ হাদীস গ্রন্থ, মুসতাদরিক, মিরকাতুল মানাজীহ, শরহে তীবি, মুসনাদ ইত্যাদি)

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ شَيْءٌ مِّنْ ذٰالِكَ (حاشية البخارى ١ج صـ ١٠٢)

(১৪-১৮) অর্থ- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে-নবী করীম ﷺ শুধু সলাত শুরু করার সময় তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠাইতেন। অতঃপর সলাতে আর কোথাও হাত উঠাইতেন না। (বুখারীর হাশিয়া- ১ম খণ্ড, ১০২ পৃঃ, ফতহুল বারী, ফয়জুল বারী, উমদাতুল কারী, শরহে বুখারী, তাইসিরুল বারী ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

حَضَرَتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ زُبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَآى رَجُلًا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلٰوةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ هٰذَا شَيْئٌ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهُ (حاشية بخارى ١ ج صـ١٠٢)

(১৯-২২) অর্থ- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক ব্যক্তিকে রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু হইতে মাথা উঠাইবার সময় রফে 'ইয়াদাইন বা হস্ত উত্তোলন করিতে দেখিলেন। অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন তুমি এইরূপ কাজ করিও না। কারণ মক্কি জীবনে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ কাজ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু পরে মাদানী জীবনে তিনি নিজেই ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ পরে রফে 'ইয়াদায়ন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার আমল দিয়েই মনসুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। (বুখারীর হাশিয়া, ১ম খণ্ড, ১০২ পৃঃ ফতহুল বারী, ফয়জুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, শরহে বুখারী)

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِي لتَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ الطَّحَاوِىْ فَهٰذَا اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ ثُمَّ تَرَكَ هُوَ الرَّفْعُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَكُوْنُ ذَالِكَ اِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ (عِنْدَهُ نَسَخٌ كَانَ رَاىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

(২৩-২৬) অর্থ : হযরত মুজাহিদ হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলিয়াছেন যে, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু পিছনে নামায পড়িয়াছি। তিনি শুধু প্রথম তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাযের মধ্যে হাত উঠাইতেন। ইমাম ত্বহাবী বলেন যে, এই আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রথমে রফে 'ইয়াদাইন করিতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-উনার ইন্তিকালের পর তিনি রফে' ইয়াদায়ন নিজেই কখনও করেন নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-উনার এই আমলটি উনারই পরের আমল দ্বারা মনসুখ রহিত হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই হযরত ইব্‌ন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী সময়ে এই আমল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (ত্বহাবী, নুজহাতুল মাজালিস, মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهُ اَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ (مسلم)

(২৭) অর্থ- হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে- একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, কি হইল? আমি তোমাদিগকে এখনও রফে 'ইয়াদাইন করিতে দেখিতেছি? মনে হয় যেন তোমাদের হাতগুলি অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় উত্তোলিত? তোমরা নামাযে (হস্ত উত্তোলনপূর্বক) এত নড়াচড়া করিও না, বরং ধীরস্থির ও শান্ত থাক ঃ (মুসলিম ফতহুল মুলহিম, ফতহুল মুনঈম, মিশকাত, মিরকাত, ইত্যাদি) সহ প্রায়-২৫০টি ছহীহ হাদীস শরীফ। যদি ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উনার বর্ণিত একটি দ্বয়ীফ হাদীস দ্বারা ওহাবীরা রফে ইয়াদাইনের দলীল দিয়া থাকেন- তাহা উপরের হাদীস শরীফ গুলো দ্বারা মানসুখ হইয়া গেল। কারণ উক্ত হাদীসটির আমল ছিল মক্কী জীবনে। আর বুখারী শরীফে উক্ত হইয়াছে ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই রফে ইয়াদাইন এবং ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করেন নাই। মুছান্নাফ ইবনে আবিশায়বা এবং বুখারী শরীফে ইবনে উমরের প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম নাফেও মুজাহিদ বলেন ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কখনই রফে ইয়াদাইন করেন নাই। অথচ ওহাবীরা তাদের বইয়ে ফতওয়া দিয়াছে, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করেনা সে কাফির নাওউযুবিল্লাহ। আবার এমন ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস আবার তাহারা রফে ইয়াদাইনের দলীল দিয়া ধরা খাইয়াছে। এখন দুটি পথ তাহাদের হয় রফে দাইন বাদ দিতে হইবে নয়তোবা ইবনে উমারের আমল ইমামের পিছনে কেরাত পড়িতে পারিবে না।

বিতর নামায এক রাকাত নহে- তিন রাকাত :

বিভিন্ন ছহীহ হাদীসগ্রন্থে বিতর নামায সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনার পর ইমাম আজম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিতর তিন রাকাত নামায ওয়াজিব। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ফিকাহ্শাস্ত্রবিদের মতেও বিতর নামায তিন রাকাত। বিতর নামাযের সময় এশার সলাতের পর হইতে ফজরের সলাতের পূর্ব পর্যন্ত। ইমাম আজম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার অনুসারিগণ বিতর নামায তিন রাকাত পড়িয়া থাকেন। ইহাই অধিক সহীহ্ হাদীসসম্মত। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কতিপয় সহীহ্ হাদীস পেশ করা হইলঃ

Scanned with CamScanner

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِيْ اٰخِرِهِنَّ (نسائى)

(১-৫) অর্থ- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত আছে-তিনি বলিয়াছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামায তিন রাকাত পড়িতেন। তিন, রাকাত শেষ করিয়া তিনি সালাম ফিরাইতেন। (নাসাঈ,মিশকাত, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত ইত্যাদি)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ

(৬-৮) অর্থ- হযরত ইব্ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ রাত্রির বিতর নামায দিনের বিতরের ন্যায়। দিনের বিতর বলিতে মাগ্‌রিবের সালাতকে বুঝায়। (কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَجْزَاتِ رَكْعَةٌ قَطُّ

(৯-১৩) অর্থ- হযরত ইব্ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- এক রাকাত নামায কখনো যথেষ্ট নহে। (ইবনি আবি শায়বাহ, কিতাব-আল আছার, মুছান্নাফ, মুসনাদ ইত্যাদি)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ ثَلَاثَ لَا يُفَصِّلُ بَيْنَهُمَا (مصنف اِبْنُ ابى شيبة)

(১৪-১৬) অর্থ- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলিয়াছেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামায তিন রাকাত পড়িতেন। (মুছান্নাফ ইবনি আবি শায়বাহ্, মুসনাদে আবু হানিফা, মুসনাদি আয়শা ইত্যাদি)

عَنْ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَتَعْرِفُ وِتْرُ النَّهَارِ قُلْتُ نَعَمْ صَلٰوةُ الْمَغْرِبُ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ صَدَّقْتَ (اِبْنُ حِبَّانَ)

(১৭-১৯) অর্থ- হযরত আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- আমি হযরত ইব্ন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন। আপনি কি দিনের বিতর চিনেন? তখন আমি বলিলাম-হাঁ, দিনের বিতর হইল মাগ্‌রিবের সলাত। তখন হযরত ইব্ন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন-আপনি সত্যিই বলিয়াছেন। অর্থাৎ মাগ্‌রিবের সলাতের ন্যায় বিতর নামায তিন রাকাত। (ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আবু হানিফা, কিতাব আল-আছার ইত্যাদি।)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ (نسائی وطحاوی)

(২০-২২) অর্থ- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলিয়াছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামায দুই রাকাত পড়িয়া সালাম ফিরাইতেন না। অর্থাৎ একসঙ্গে তিন রাকাত পড়িয়া সালাম ফিরাইতেন। (নাসাঈ, তাহাবী, মুসনাদে আয়শাসহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফ)

عَنْ حَسَنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَجْمَعُ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَنِ الْوِتْرِ ثَلَاثٌ لَايُسَلِّمُ اِلَّا فِيْ اٰخِرِ هِنَّ (مصنف ابن ابی شیبة)

(২৩-২৬) অর্থ- হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- এই বিষয়ে মুসলমানদের ইজমা হইয়াছে যে, বিতর নামায তিন রাকাত এবং সালাম ফিরাইতে হইবে সর্বশেষে। (মুসান্নাফ সহীহ হাদীস গ্রন্থ, মুসতাদরিক, মুসনাদ, নুজহাতুল মাজালিস ইত্যাদি)

اَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَّا يُسَلِّمُ اِلَّا فِيْ اٰخِرِ هِنَّ (حاکم)

(২৭-২৯) অর্থ- হাকিম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলিয়াছেন- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামায তিন রাকাত পড়িতেন এবং সর্বশেষে সালাম ফিরাইতেন। (মুসতাদরিকে হাকিম, মুসনাদে আবু হানিফা, মুসনাদে আয়শাসহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফ)

اَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٌ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ عَلَّمَنَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ الْمَغْرِبِ هٰذَا وِتْرُ الَّيْلِ وَهٰذَا وِتْرُ النَّهَارِ (طحاوی)

(৩০-৩২) অর্থ- ইমাম ত্বাহাবী রহমতুল্লহি আলাইহি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন- হযরত আবূ খালিদ রহমতুল্লহি আলাইহি বলিয়াছেন- আমি হযরত আবুল আলিয়াকে রহমতুল্লহি আলাইহি বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে বলিলেন- রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার সাহাবাগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম বিতর নামায মাগরীবের নামাযের ন্যায় বলিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা রাতের বিতর আর মাগ্‌রিবের নামায দিনের বিতর। (ত্বহাবী, নুজহাতুল মাজালিস, কিতাব আল আছার ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بَارْبَعٍ وَّثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَّثَلَاثٍ وَّثَمَانٍ وَّثَلَاثٍ وَّعَشْرٍ وَّثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقُصِ مِّنْ سَبْعٍ وَّلَا بِاَكْثَرِ مِّنْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وراه ابو داؤد. (مشكواة ص باب الوتر) بَجْلُ الْمجهود- لُمعات(مرقات- اَشْعَتُ لُمْعَاتْ)

(৩৩-৩৮) অর্থ- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ কায়স রাদিয়াল্লাহু হইতে বর্ণিত আছে- তিনি বলিয়াছেন ঃ আমি হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি কত রাকাত বিতর পড়িতেন? উত্তরে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু বলিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি কখনো চার রাকাতসহ (তাহাজ্জুদ) তিন রাকাত বিতর পড়িতেন। কখনো ছয় রাকাতসহ তিন রাকাত বিতর, কখনো আট রাকাতসহ তিন রাকাত বিতর, কখনো দশ রাকাত-সহ তিন রাকাত বিতর পড়িতেন। তাহাজজুদসহ সাত রাকাতের কম এবং তাহাজ্জুদসহ তের রাকাতের বেশী পড়িতেন না। এই হাদীস ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। (মিশকাত বাবুল বিতর, ১১২ পৃঃ মিরকাত, বাজলুল মাজহুদ লুমআত, আশআতুল লুমআত, মুসনাদে আয়েশা ইত্যাদি)

(২০-২২) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ (رح) قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ اَىَّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَتْ كَانَ يَقْرَاءُ فِى الْاَوَّلِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

وراه الترمذى وابو داؤد (مشكوة باب الوتر)

(৩৯-৪৭) অর্থ- হযরত আবদুল আযীয ইব্নু জুরাইজ রহমতুল্লহি আলাইহি হইতে বর্ণিত আছে- তিনি বলিয়াছেন ঃ আমরা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি কোন্ সূরা দ্বারা বিতর নামায পড়িতেন? উত্তরে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু বলিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি প্রথম রাকাত সূরা সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল্ আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস অথবা ফালাক, নাস পড়িতেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত, বাবুল বিতর, মুসনাদে আয়েশা, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, বজলুল মাজহুদ ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

قَالَ الطَّحَاوِىُّ اِنَّ الْفُقَهَاءَ السَّبْعَةُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبُ وَعُرْوَةُ اِبْنُ الزُّبَيْرُ وَقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدُ وَاَبُوْبَكْرِ اِبْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنُ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدُ وَعُبَيْدُ اللهُ بْنُ عَبْدُ اللهِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارُ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْوِتْرَ ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ بِسَلَامٍ وَّاحِدٍ يُسَلِّمُوْنَ فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

(৪৮-৫৭) অর্থ- ইমাম ত্বাহাবী রহমতুল্লহি আলাইহি বলিয়াছেন- মদীনার বিশিষ্ট সাতজন ফিকাহ্ বিশেষজ্ঞ সাই'দ ইবনুল মুসাইয়াব, ইবনু যোবাইর, কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ, আবু বকর ইব্ন আবদুর রহমান, খারিজা ইবনে যায়েদ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্নু আব্দুল্লাহ্ ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার প্রমুখ হক্কানী-আলীম উলামা বিতর নামায এক সালামসহ তিন রাকাত পড়িতেন এবং সবশেষে সালাম ফিরাইতেন। (ত্বহাবী শরীফ)

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصَّبْحُ صَلّٰى رَكْعَةً وَّاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى مُرَادِهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِمَنْ خَشِىَ الصُّبْحِ اَنْ يُّصَلِّىْ اِحْدٰى رَكْعَةً مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ.

অর্থ- রসূল ﷺ উনার সহীহ হাদীস শরীফ, যদি রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িতে পড়িতে ফজরের সময় সমাগত বলিয়া আশংকা হয়, এই অবস্থায় যদি বেতর পড়া না হইয়া থাকে তবে এই নামাযের সহিত এক রাকাত পড়িয়া নামাযকে বেজোড় বানাইবে যাহাতে বেতর কাজা হইয়া ওয়াজিব তরকের গুনাহ না হয়। ইহার উদ্দেশ্য ও তৎপর্য এই যে, দুই রাকাত তাহাজ্জুদ নামাযের সহিত আরও এক রাকাত মিলাইয়া এই তাহাজ্জুদ নামাযকে বিতর বানাইয়া নিবে। ইহার অর্থ এই নয় যে, শুধু এক রাকাত বিতর পড়া চলিবে এই হাদীস শরীফের অর্থ না বুঝিয়া।

আমাদের দেশে আহলে হাদীস দাবিদার লা-মাযহাবী ওহাবী মতবাদের ভাইয়েরা সহীহ্ হাদীসের বরখিলাফে এক রাকাত বিতর নামায পড়িয়া থাকেন এবং নিজেদের হক্ব দল বলিয়া দাবী করেন।

Scanned with CamScanner

তারাবীহ্‌র নামায আট রাকাত নহে- বিশ রাকাত ঃ

তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা। ইমাম আজম আবু হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি, ইমাম শাফিঈ রহমতুল্লহি আলাইহি, ইমাম আবূ ইউসূফ রহমতুল্লহি আলাইহি, ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লহি আলাইহি ও অন্যান্য অধিকাংশ ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদের মতে অসংখ্য ছহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাকাত। এই নামায জামা'আতের সহিত পড়া সুন্নত। রসূল ﷺ তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাকাতই পড়িয়াছিলেন। সাহাবাগণ رضي الله عنهم রসূল ﷺ-উনার পুরাপুরি অনুসরণ করিতেন। তাই সাহাবগণকে বিশ রাকাত তারাবীহ্‌র নামায আদায় করিতে দেখা গিয়াছে। এমন কি তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাকাত বলিয়া সাহাবাদের মধ্যে ইজমা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হযরত 'উমর رضي الله عنه যখন স্বীয় খিলাফতকালে বিশ রাকাত তারাবীহ্‌র নামায জামা'আতের সহিত মসজিদে কায়েম করিলেন, তখন কোন সাহাবীই ইহার বিরোধিতা করেন নাই। যদি এই বিশ রাকাত তারাবীহ্ সুন্নতের বরখেলাফ মনে করা হইত এবং ইহা ইসলামের একটি অভিনব আবিস্কার বলিয়া বিবেচিত হইত, তবে সাহাবাগণ رضي الله عنهم নিশ্চয়ই ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। অনেকে মন্তব্য করিয়া থাকে যে, হযরত ওমর رضي الله عنه বিশ রাকাত তারাবীহ চালু করিয়াছেন। বরং বিশ রাকাত তারাবীহ হুজুর ﷺই পড়িয়াছেন। তিনি শুধুমাত্র জামাআতের সহিত বিশ রাকাত তারাবীহ সাহাবীদের নিয়ে ইজমা করিয়াছেন (তারগীব) মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি। কারণ হুজুর পাক ﷺ জামাআতের সহিত তারাবীহ আদায় করেন নাই ফরজ হইয়া যাওয়ার আশংকায়।

এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, যদি রসূল ﷺ বিশ রাকাত তারাবীহ্ কখনো না পড়িয়া থাকেন অথবা উহার অনুমতি না দিয়া থাকেন, তবে হযরত উমর رضي الله عنه এই সাহস করিবেন কেন? এবং অন্য সাহাবাগণই বা মৌন থাকিবেন কেন? ইহাতেও পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, রসূল ﷺ তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাকাতই পড়িয়াছিলেন এমনকি যে আয়শা رضي الله عنها বর্ণিত তাহাজ্জদের হাদীসকে তাহারা তারাবীহ বলিয়া অপ প্রচার করে। সেই আয়শা رضي الله عنها তিনিও বিশ রাকআত তারাবীহ সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নাই। অথচ তখনও তিনি বর্তমান ছিলেন এবং এজমার সাথে একমত হইয়াছেন।

Scanned with CamScanner

এই জন্যই হানাফিগণ তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাকাত আদায় করিয়া থাকেন। বহু ছহীহ্ হাদীসে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান।

رَوَى اِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيْ وَالْبَيْهَقِيْ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ (كذا فى حاشية البخارى اج ص)

(১-৮) অর্থঃ হযরত উবনু আবু শায়বা, তাবারানী ও ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লহি আলাইহি হযরত ইব্‌নে আব্বাসের رضي الله عنه হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন- নবী করীম ﷺ রমদ্বানের রাত্রিতে বিতর ব্যতীত বিশ রাকাত নামায (তারাবীহ্) পড়িতেন। (হাশিয়া বুখারী ১ম খণ্ড ১৫৪ পৃঃ, মুসলিম, ফয়জুল বারী, ফাতহুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, মিশকাত, মিরকাত, লুমআত ইত্যাদি, অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফ।

وَرَوَى فِيْ الْمُؤَطَّا عَنْ يَزِيْدِ بْنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً اَيْ مَعَ الْوِتْرِ-

(৯-১২) অর্থ- মুআত্তা গ্রন্থে ইয়াযীদ ইব্‌ন রাউমান হইতে বর্ণিত আছে-হযরত 'উমর رضي الله عنه-উনার সময় সাহাবাগণ رضي الله عنهم বিতরসহ তেইশ রাকাত তারাবীহ্‌র নামায পড়িতেন। (মুআত্তাশরীফ, মুছান্নাফ, মুসনাদ, মুসতাদরিক ইত্যাদি)

عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَمَرَ رَجُلًا يُّصَلِّيْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً رَوَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنِّفِهٖ وَاسْنَادِهٖ مُرْسَلُ قَوِيٌّ (اعلاء السنن)

(১৩-১৫) অর্থ- হযরত ইয়াহ্ইয়াহ ইব্‌ন সাঈদ رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে মুসল্লীদেরসহ বিশ রাকাত নামায পড়ার জন্য হযরত 'উমর رضي الله عنه এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই হাদীসটি হযরত আবূ বকর ইব্‌ন আবু শায়বা তাঁহার মুসান্নাফ গন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী মুরসাল। (ইলাউস সুনান, মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, মুসনাদ ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

عَنْ اَبِي الْحَسَنِ اَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه اَمَرَ رَجُلًا يُّصَلِّي بِهِمْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً (ابن ابي شيبة)

(১৬-১৯) অর্থ- হযরত আবুল হাসান হইতে বর্ণিত আছে- রমদ্বানে মুসল্লীসহ বিশ রাকাত নামায পড়ার জন্য হযরত আলী رضي الله عنه এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। (ইবনে আবি শায়বাহ, মুসতাদরিক, মুসান্নাফ, শরহুতিবী ইত্যাদি)

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُصَلِّيْ لَنَا فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ الْاَعْمَشُ كَانَ يُصَلِّي عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَّيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ قَالَهُ الْعَيْنِي-

(২০-২৩) অর্থ- হযরত যায়দ ইব্নু ওয়াহাব রহমতুল্লহি আলাইহি হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলিয়াছেন-হযরত আব্দুল্লাহ ইবুন মাসউদ رضي الله عنه রমাদ্বান মাসে আমাদের নামায পড়াইতেন। হযরত আ'মাশ বলেন- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ বিশ রাকাত নামায পড়িতেন এবং বিতর তিন রাকাত পড়িতেন। (আইনী, শরহে বুখারী, মুসতাদরিক, মুসনাদ ইত্যাদি)

عَنْ حَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِنَّ اُبَيًّا رضي الله عنه كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِيْ رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً (القول الصحيح ١٠)

(২৪-২৬) অর্থ- হযরত হাসান ইব্ন আবদুল আযীয রহমতুল্লহি আলাইহি হইতে বর্ণিত আছে- হযরত উবাই رضي الله عنه মদীনার জনগণকে নিয়া বিশ রাকাত নামায (তারাবীহ্) পড়িতেন তখন হইতে এখন পর্যন্ত মসজিদে নববী মদিনা শরীফে বিশ রাকআত তারাবিহ্ আদায় হইয়া আসিতেছে। (আল ক্বওলুছ ছহীহ ১ম খণ্ড ছহীহ-১০পৃ, নুজহাতুল মাজালিস, মুসনাদ ইত্যাদি)

وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ ثَلَاثَ لَيَالِي وَلَمْ يُصَلِّ مَعَهُمْ مُخَافَةَ الْوُجُوْبِ لِمَنْ فِيْ رَمَضَانَ بِالْجَمَاعَةِ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ مَعَ اِتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه وَبَعْدَهُ وَيُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً لِاَنَّهُ رَوَى عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه اِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ فِيْ هٰذِهِ اللَّيَالِيْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً رواه ابن ابي شيبة (اوجز المسالك)

Scanned with CamScanner

(২৭-৩০) অর্থ- সাহাবাগণ رضي الله عنهم সহ রসূল ﷺ মাত্র তিন রাত্রি তারাবীহ্‌র নামায পড়িয়াছিলেন। এই নামাযে রসূলের সহিত সাহাবাগণ শরীক হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রসূল ﷺ সাহাবাগণকে এই নামাযের জন্য আহ্বান করিয়া একত্র করেন নাই। কারণ ইহার ফলে এই নামায ওয়াজিব হইয়া যাওয়ার আশংকা ছিল। এই আশংকা দূরীভূত হওয়ার কারণে এবং বিশ রাকাত তারাবীহ্ সম্পর্কে হযরত উমর رضي الله عنه-উনার সময় ও পরবর্তীকালে সাহাবাগণের ইজমা বা একমত হওয়ার ফলে জামাত সহকারে এই নামায পড়া সুন্নত হিসাবে গৃহীত হয়। কেননা ছহীহ হাদীস শরীফে হযরত জাবির رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে রসূল ﷺ সাহাবাগণ رضي الله عنهم সহ ঐ রাত্রিগুলিতে বিশ রাকাত তারাবীহ্ পড়িয়াছিলেন। এই হাদীসটি হযরত ইব্‌ন আবূ শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন। (আউযাযুল মাসালিক, মুছান্নিফ ইবনে আবিশায়বাহ্, মুসনাদ, মুসান্নাফ ইত্যাদি)

وَالْمَعْرُوْفُ اِنَّ رِوَايَةً عِشْرِيْنَ رَكْعَةً الْمَرْفُوْعَةِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه
اَخْرَجَهَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِىْ مُسْنَدِهٖ وَالْبَغْوِىُّ فِىْ مُعْجَمِهٖ وَالطَّبْرَنِىْ فِى الْكَبِيْرِ
وَالْبَيْهَقِىْ فِىْ سُنَنِهٖ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيْقِ اِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَقَالَ اِبْنُ عَبْدُ الْبَرِّ وَهُوَ
قَوْلُ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَبِهٖ قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ وَالشَّفِعِىُّ وَاَكْثَرَ الْفُقَهَاءُ وَهُوَ
الصَّحِيْحُ عَنْ اُبَىْ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِى الصَّحَابَةِ (اوجز المسالك)

(৩১-৪০) অর্থ- আর এই কথাটি প্রসিদ্ধ যে, তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাকাত। এই হাদীস হযরত রসূল ﷺ হইতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত। আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়িদ 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে, ইমাম বাগুবী 'মুজায' গ্রন্থে, ইমাম তাবারানী 'আল্‌-কবীর' গ্রন্থে ও ইমাম বায়হাকী 'সুনান' গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেকেই ইব্‌ন আবূ শায়বার সনদ অনুসরণ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবদুল বার বলিয়াছেন- ইহাই অধিকাংশ উলামার অভিমত এবং কুফাবাসিগণ, শাফিঈ' ও অধিকাংশ ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ ও একই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাই হযরত উবাই ইব্‌ন কাব হইতে বিশুদ্ধভাবে সাহাবাদের رضي الله عنهم মতভেদ ব্যতীত বর্ণিত হইয়াছে। (আওজাজুল মাসালিক)

Scanned with CamScanner

আমাদের দেশে আহ্‌লে হাদীস দাবীদার আহলে ওহাবী মতবাদী ভাইয়েরা তারাবীহ্‌র নামায আট রাকাত পড়িয়া থাকেন। তাঁহারা বুখারী শরীফের এই হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

عَنْ اَبِیْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ﷺ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﷺ كَيْفَ كَانَتِ الصَّلٰوةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِیْ رَمَضَانِ فَقَالَتْ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِیْ رَمَضَانِ وَلَا فِیْ غَيْرِهٖ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّی اَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّی اَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلُ ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةَ فَقَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ اِنَّ عَيْنَیْ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِیْ (بخاری ص ج)

অর্থ- আবু সালামা ﷺ হইতে বর্ণিত আছে- তিনি হযরত আয়েশা ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করিলেন- রমদ্বান মাসে রসূল ﷺ কিরূপ নামায পড়িতেন।

হযরত আয়েশা ﷺ তখন উত্তরে বলিলেন- রমদ্বান মাস ও রমদ্বান ব্যতীত অন্য মাসে রসূল ﷺ এগার রাকাতের বেশী নামায পড়িতেন না। দীর্ঘ কিরাতের সহিত অতি সুন্দরভাবে চারি রাকাত, অতঃপর এমনিভাবে আরও চারি রাকাত নামায পড়িতেন। অতঃপর তিনি তিন রাকাত নামায পড়িতেন। তুমি আমাকে এই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না (কারণ এই জিজ্ঞাসা নিস্প্রয়োজন)। হযরত আয়েশা ﷺ বলেন- আমি রসূল ﷺ-কে বলিলাম যে, আপনি বিতর নামায না পড়িয়াই শয়ন করিতেছেন? রসূল ﷺ তখন উত্তরে বলিলেন হে আয়শা ﷺ আমার চক্ষু দুইটি ঘুমায় বটে, কিন্তু আমার অন্তকরণ জাগ্রত থাকে। অর্থাৎ সময় মত জাগ্রত হওয়া আমার জন্য অসম্ভব নয়। কারণ আমার অন্তকরণ সদা জাগ্রত থাকে। কাজেই আমি সময়মত উঠিয়া বিতর নামায পড়িতে পারিব।

Scanned with CamScanner

উপরিউক্ত হাদীস সম্পর্কে বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ বলিয়াছেন যে, ইহা তারাবীহ নামায সমন্ধে নহে, বরং রসূল ﷺ-উনার তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ এই হাদীসে যখন রমদ্বান ব্যতীত অন্য মাসের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা তারাবীহ্র নামায নহে। কেননা রমদ্বান ব্যতীত অন্য মাসে তারাবীহ্র নামাযের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সুতরাং একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহা তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে বলা হইয়াছে। আর ইহাও সুবিদিত যে, রসূল ﷺ রমদ্বান মাসে এবং রমদ্বান ব্যতীত অন্যান্য সকল মাসেই তাহাজ্জুদ নামায বেশী সময় ৮ রাকাতই পড়িতেন। অতএব এই হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে ছিল। ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তারপরেও উক্ত হাদীস শরীফটি বুখারীসহ সকল কিতাবে তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে রমদ্বান অধ্যায়ে বর্ণিত হয় নাই। আর স্বয়ং বর্ণনাকারী আয়শা رضي الله عنها উনার সামনে হযরত উমর رضي الله عنه সহ সকল সাহাবী رضي الله عنهم উনাদের ইজমার মাধ্যমে বিশ রাকাত তারাবিহ জামাআতের সাথে আদায় হইতে থাকে। যদি তারাবীহ্ নামাজ আট রাকাতই আয়শা رضي الله عنها বর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হইতো তাহাজ্জুদ ব্যতীত। তাহলে হযরত আয়শা সিদ্দিকা رضي الله عنها বিশ রাকাত তারাবিতে সাহাবীদের رضي الله عنهم ইজমার সহিত একমত না হইয়া বিরোধীতার মধ্য দিয়ে আট রাকাত তারাবীহ চালু করিতেন। কিন্তু আসলে বুখারী তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে আয়েশা رضي الله عنها বর্ণিত হাদীস শরীফ তারাবীহ নহে তাহাজ্জুদের জন্যই তিনিসহ সকল সাহাবী رضي الله عنهم প্রযোজ্য হিসাবে গ্রহণ ও আমল করিয়াছেন এবং ইজমায়ে আজিমাতে একমত হইয়াছেন। (মুসনাদ, মুছান্নাফ কিতাব আল আছারসহ অনেক সহীহ হাদীস শরীফ)

وَقَالَ فِيْ اَوْزَازُ الْمَسَالِكِ وَمَا جَاءَ فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيْ حَقِّ التَّهَجُّدِ اِنَّهُ مَادَامَ كَانَتْ صَلٰوتِهِ فِيْ الَّيْلِ ثَمَانِيَةِ رَكْعَاتٍ فَهُوَ كَثْرَتِهِ وَكَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَ مِنْهَا اَزِيْدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ

অর্থ- 'আউজাযুল মাসালিক' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা رضي الله عنها হইতে বর্ণিত হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে ছিল। তাহাজ্জুদ নামায রসূল ﷺ অধিকাংশ সময়ে আট রাকাতই পড়িতেন। তবে কোন কোন সময় আট রাকাতের অধিক পড়িতেন বলিয়াও হযরত আয়েশা رضي الله عنها হইতে বর্ণিত আছে।

Scanned with CamScanner

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ صَلٰوةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِالَّيْلِ (بخارى ١٥٣ ج)

অর্থ- হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাঃ বলিয়াছেন- নবী করীম সাঃ-উনার রাত্রির নামায ছিল তের রাকাত। অর্থাৎ দশ রাকাত তাহাজ্জুদ ও তিন রাকাত বিতর। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩)

عَنْ مَسْرُوْقٍ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ سَبْعٌ وَّتِسْعٌ وَّاِحْدٰى عَشَرَةَ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (بخارى ص ج)

অর্থ- হযরত মাসরূক রাঃ বলেন-আমি হযরত আয়েশা রাঃ-কে রাসূল সাঃ-উনার রাত্রির নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন- সাত রাকাত, নয় রাকাত ও ফজরের সুন্নত ব্যতীত বিতরসহ এগার রাকাত পড়িতেন। অর্থাৎ কোন রাত্রিতে বিতরসহ সাত রাকাত, কোন রাত্রিতে নয় রাকাত এবং কোন রাত্রিতে বিতরসহ এগার রাকাত পড়িতেন। (বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৩)

উল্লিখিত হাদীসসমূহে বর্ণিত সাত রাকাত হইতে বিতরসহ তের রাকাত পর্যন্ত সকল নামাযই হইল রসুল সাঃ-উনার তাহাজ্জুদ সম্পর্কে। সুতরাং হযরত আয়েশা রাঃ কর্তৃক বর্ণিত বিতর ব্যতীত রসূল সাঃ-উনার আট-রাকাত নামাযকে তারাবীহ্‌র নামায বলিয়া মনে করার কোন ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি ও দলীল নাই। উল্লেখ্য যে, হযরত আয়েশা রাঃ বর্ণিত হাদীসের দ্বারা যদি লা-মাযহাবী তথা ওহাবী মাযহাবের ভাইয়েরা তাহাজ্জুদ হিসাবে গ্রহণ না করিয়া তারাবীহ গ্রহণ করেন তাহলে রমদ্বানের বাহিরে ও তারাবীহ নামাজ ইশার পরে জামাআতের সহিত আদায় করেন না কেন? কারণ উক্ত হাদীসে তো রমদ্বান এবং রমদ্বানের বাহিরে উভয় সময়ের কথাই উল্লেখ হইয়াছে। আবার রমাদ্বানের বাহিরে যাহা তাহাজ্জুদ রমাদ্বনে তাহাই তারবীহ্ বলিলে রমাদ্বনে একটি নফল একটি ফরজের সমান। (যাহা বোখারী হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত) রমাদ্বন শরীফে তাহাজ্জুদ নামাজ কি মৌকুফ হয়ে গেল? তাহার দলীল কোথায়?

সম্মানিত পাঠক। পরবর্তীতে তারাবীহের নামাজ বিশ রাকাত হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা প্রায় চার থেকে পাঁচশত দলীল দিয়ে আলাদা বই লিখব-ইনশা আল্লাহ্। কারণ সকল বিষয়ে আমাদের গবেষণাগারে ২০ কোটি টাকার নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ কিতাব রয়েছে আল হামদুলিল্লাহ্।

Scanned with CamScanner

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত বার তকবীর নহে-ছয় তকবীরই খাছ সুন্নত ঃ

ঈদ মুসলমানদের একটি পবিত্র ধর্মীয় মহোৎসব। ঈদের মহান দিবসে মুসলমানগণ পরস্পর ভেদাভেদ ভুলিয়া, ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, মাঠে-ময়দানে অথবা মসজিদের চত্বরে সমবেত হইয়া দুই রাকাত নামায আদায় করে। ঈদের অনুষ্ঠান মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনার এক সুমহান নিদর্শন।

ঈদের নামাযের নিয়ম-কানুন অন্যান্য নামায হইতে একটু আলাদা। দুই রাকাত নামাযে ছয় বার অতিরিক্ত তকবীর বলিতে হয়। তকবীরে তাহ্‌রীমার পর সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে প্রথম রাকাতে তিন তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাত শেষ করার পর রুকু করার পূর্বে তিন তকবীর বলিতে হয়। ঈদের নামাযে এইরূপে অতিরিক্ত ছয়বার তকবীর বলা ওয়াজিব।

রসূল ﷺ ও সাহাবিগণ رضي الله عنهم অনুরূপভাবে ছয় তকবীরের সহিত ঈদের নামায পড়িতেন।

একাধিক ছহীহ হাদীস গ্রন্থে বহু হাদীস শরীফ ইহার প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান। এইজন্যই হানাফিগণ ছয় তকবীরের সহিত ঈদের নামায আদায় করিয়া থাকেন।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا مُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ رضي الله عنهما كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِىْ الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهٗ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ رواه ابو داؤد (مشكواة صـ باب صلواة العيدين)

(১-৫) অর্থ- হযরত সাঈদ ইবনুল আস রহমতুল্লহি আলাইহি হইতে বর্ণিত- তিনি বলিয়াছেন, আমি আবূ মুসা رضي الله عنه ও হুযায়ফা رضي الله عنه-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঈদুল আদ্বহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে রসূল ﷺ কিরূপে তকবীর বলিতেন? অতঃপর হযরত আবু মুসা رضي الله عنه বলিলেন, জানাযার তকবীরের ন্যায় (তকবীরে তাহ্‌রীমাসহ) চারবার তকবীর বলিতেন। তখন হযরত হুযায়ফা رضي الله عنه বলিলেন, হযরত আবূমূসা رضي الله عنه সত্য কথাই বলিয়াছেন। এই হাদীস ইমাম আবূ-দাউদ, বাবু ছলাতুল, ঈদাইনে বর্ণনা করিয়াছেন। (মিশকাত, পৃঃ ১২৬ মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

رُوِىَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ فِىْ التَّكْبِيْرِ فِىْ الْعِيْدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ فِىْ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاْةِ وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَاُ بِالْقِرَاْةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيْرَةِ الرُّكُوْعِ وَقَدْ رَوٰى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا وَهُوَ قَوْلُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانِ الثَّوْرِىْ

(ترمذی صـ ٧٠ ج ١)

(৬-৮) অর্থ- হযরত ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, তিনি উভয় ঈদের নামাযে নয় তকবীরের কথা বলিয়াছেন। প্রথম রাকাতে তকবীরে তাহ্‌রীমা ও রূকুর তকবীরসহ মোট পাঁচ তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তকবীসরসহ কিরাতের পর মোট চারি তকবীর। অর্থাৎ তকবীরে তাহ্‌রীমার এক তকবীর এবং দুই রুকুর দুই তকবীরসহ মোট নয় তকবীর বলিতেন। এই তিন তকবীর ব্যতীত ঈদের নামাযে মাত্র ছয় তকবীর অতিরিক্ত বলিতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-উনার একাধিক সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম হইতে অনুরূপবর্ণিত আছে। ইহাই কুফাবাসীদের অভিমত এবং হযরত সুফিয়ান সাওরীও অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ৭০, মুসনাদ, মুসান্নাফ ইত্যাদি)

قَالَ مُحَمَّدٌ فِىْ مُؤَطَّا قَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ التَّكْبِيْرِ فِىْ الْعِيْدَيْنِ فَمَا اَخَذْتُ بِهٖ فَهُوَ حَسَنٌ وَاَفْضَلُ ذٰلِكَ مَارَوٰى اِبْنُ مَسْعُوْدٍ اِنَّهٗ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ عِيْدٍ تِسْعًا خَمْسًا وَاَرْبَعًا فِيْهِنَّ تَكْبِيْرَةُ الْاِفْتِتَاحِ وَتَكْبِيْرَةُ الرُّكُوْعِ وَيُوَالِىْ بَيْنَ الْقِرَاتَيْنِ وَيُؤَخِّرُهَا فِىْ الْاَوَّلِ وَيُقَدِّمُهَا فِى الثَّانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (كذا فى حاشئة الترمذى صـ ٧٠ ج-١)

(৯-১৪) অর্থ- ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লহি আলাইহি মুআত্তা নামক ছহীহ হাদীসের কিতাবে বলিয়াছেন- দুই ঈদের তকবীর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মতভেদ আছে। আমি যে অভিমত গ্রহণ করিয়াছি তাহাই উত্তম। হযরত উব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে- তিনি প্রত্যেক ঈদের নামাযে নয় তকবীর বলেন। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুসহ পাঁচ তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে চারি তকবীর। তকবীরে তাহ্‌রীমা এবং রুকুর তকবীরসহ এই নয় তকবীর। হযরত ইব্‌ন মাসউদ

Scanned with CamScanner

﵁ প্রথম রাকাতের প্রথমে এবং দ্বিতীয় রাকাতের শেষে তকবীর বলিতেন। আর তিনি প্রথম রাকাতে তকবীরের পর এবং দ্বিতীয় রাকাতে তকবীরের আগে কিরাত পড়িতেন। ছহীহ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে প্রমাণিত সাহাবা ﵁দের এই প্রসিদ্ধ মতটিই ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি এর অভিমত। (মুআত্তা, হাশিয়া, তিরমীযি ১ম খণ্ড-৭০পৃ, মিরকাত, লুমআত, মুসনাদ, মুসান্নাফ ইত্যাদি)

وَفِى الْحَاشِيَةِ لِاَبِىْ دَاوُدَ (ص ١١٤ ج) وَمِنْهَا فِى الْاُوْلٰى ثَلَاثٍ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ وَفِى الثَّانِيَةِ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْقِرَاْةِ وَهُوَ رَوٰى عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ مُوْسٰى اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىْ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىْ وَاَبِىْ حَنِيْفَةَ

(১৫-২৩) অর্থ- ছহীহ হাদীস গ্রন্থ আবূ দাউদের (১ম খণ্ড, পৃ:১১৪) হাশিয়ায় আছে ঈদের নামাযের তকবীর সম্বন্ধে ইহা একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। তকবীরে তাহ্‌রীমার পর প্রথম রাকাতে তিন তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পর তিন তকবীর। হযরত ইব্‌ন মাসউদ, আবু মুসা ও আবূ মাসউদ আনসারী ﵁ হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ছহীহ হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত সাহাবী ﵁দের এই প্রসিদ্ধ মতটিই সুফিয়ান সাওরী রহমতুল্লহি আলাইহি ও ইমাম আবূ হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি গ্রহণ করিয়াছেন। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড-১১৪ পৃ:)

وَفِىْ شَرْحِ مَعَانِى الْاٰثَارِ (ص ٣٣٣ ج) اِنَّ الْقَاسِمَ اَبَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضَ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَاَرْبَعًا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ حِيْنَ الصَّرْفِ فَقَالَ لَاتَنْسَوْا كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهٖ وَقُبَضَ اَبْهَامِهٖ قَالَ اَبُوْ جَعْفَرَ فَاحْتَمَلَ بِاَنْ يَكُوْنَ الْاَرْبَعَ سِوٰى تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ

অর্থ- 'শরহে মা' আনিল আছার' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩) আছে আবূ আবদুর রহমান কাসিম বলিয়াছেন- রসূল ﷺ–উনার বেশ কিছু সাহাবী ﵁ আমার নিকট হাদীস শরীফ বর্ণনা করিয়াছেন- একদা নবী পাক ﷺ আমাদের সহিত ঈদের সলাত আদায় করিলেন। উভয় রাকাতেই নবী পাক ﷺ চারি তকবীর বলিলেন। সলাত শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন তোমরা ভূলিয়া যাইও না, ঈদের সালাতের তকবীর জানাযার সলাতের তকবীরের ন্যায়। ইহার পর রসূল ﷺ চারি আঙ্গুলীর দিকে ঈঙ্গিত করেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী বন্ধ করিয়া ফেলেন। আবু জাফর বলিয়াছেন- প্রথম রাকাতে তকবীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত এই চারি তকবীর ছিল।

Scanned with CamScanner

আমাদের দেশে আহ্‌লে হাদীস দাবীদার আসলে ওহাবী মাযহাবের ভাইয়েরা ঈদের নামায বারো তক-বীরের সহিত আদায় করিয়া থাকেন। অবশ্য হযরত কাছির ইবনে লাহিয়া মতান্তরে কাছির ইবনে আব্দুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে বারো তকবীরের কথা উল্লেখ দেখা যায়। এই হদীসটি তাহাদের একমাত্র সম্বল। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি দ্বঈফ বা দুর্বল হাদীস। কাজেই হানাফিগণ এই দুর্বল হাদীসের তোয়াক্কা না করিয়া উপরিউল্লিখিত সহীহ্ হাদীসসমূহের অবলম্বনে ঈদের সলাত ছয় তাকবীরের সহিত আদায় করেন। তদুপরি কাছির ইবনে আব্দুল্লাহ্-এর প্রসিদ্ধ ছাত্র বলেন যে এই হাদীস বর্ণনাকারী নিজেই সাড়া জীবন ছয় তাকবীরের সহিত ঈদের নামায পড়িয়াছেন। (কিতাব- আল আছার, তাহযিবুত তাহযীব ৪/৫৮৩ পৃঃ ইত্যাদি) হাদীসের উছুল হইতেছে হাদীস বর্ণনাকারীর আমলের হাদীসের উপর আমল করিতে হইবে। যদি বর্ণিত হাদীস বর্ণনাকারী নিজেই আমল না করেন তবে বুঝা যাইবে যে উক্ত হাদীসের হুকুম অন্য হাদীসের দ্বারা রহিত হইয়াছে।

وَفِىْ شَرْحِ مَعَانِىْ الْاٰثَارِ (صـ٣٣٣ ج-٢) وَحَدِيْثُ الدَّالِ عَلٰى ثِنْتَيْنِ عَشَرَةِ تَكْبِيْرَةِ اِنَّمَا يَدُوْرُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَيْسَ عِنْدَ هُمْ بِالَّذِىْ يَحْتَجُّ بِرِوَايَتِهٖ وَاِمَّا حَدِيْثُ اِبْنَ لَهِيَةَ مُضْطَرِبٌ وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ صَاحِبُ الْحَدِيْثِ هُوَ مَرَّةً يُّحَدِّثُ عَنْ عَقِيْلٍ وَمَرَّةً عَنْ خَالِدٍ مَرَّةً عَنْ اَبِىْ الْاَسْوَدِ وَحَدِيْثُ فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ عَامِرٍ وَهُوَ عِنْدَ هُمْ ضَعِيْفٌ

অর্থ- 'শরহে মা' আনিল আছার গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩) আছে- বারো তকবীর সম্বলিত হাদীসের ২জন বর্ণনাকারী (রাবী) হইলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌নি আবুদর রহমান এবং ইবনেলাহিয়া তাহারা মুহাদ্দিসগণের নিকট এমন বিশুদ্ধ ব্যক্তি নন- যাহাদের বর্ণিত হাদীসটিও ইতস্তত লণ্ডভণ্ড ও অবিন্যস্ত (مضطرب)। মুহাদ্দিসগণের নিকট ইব্‌ন লাহিয়া একজন দুর্বল বর্ণনাকারী (রাবী) বলিয়া পরিচিত। ইব্‌ন লাহিয়া কখনো আকিল থেকে, কখনো খালিদ থেকে, আবার কখনো আবুল আসওয়াদ থেকে রিওয়ায়েত করেন। উক্ত হাদীসে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির নামে একজন বর্ণনা কারী (রাবী) আছেন- যিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট দ্বঈফ বলিয়া বিবেচিত। যাহাকে অনেকেই দাজ্জাল ও কাযযাব বলিয়াছেন। (তাহযিব ৪/৫৮৩ পৃঃ, মুসনাদ, মুসান্নাফ, কিতাব আল আছার ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

উল্লিখিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বারো তকবীরের হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বা দ্বঈফ বিধায় ইহা আমলে পরিত্যাজ্য। সুতরাং ইহার প্রতি আমল করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতির আমল পরিত্যাগ করিয়া দ্বঈফ অনুসারে আমল করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নহে। তাহারা ওহাবী মতবাদি দলীয় স্বার্থে জিদ করিয়া দুর্বল হাদীস মানিয়া থাকে। ১২ তাকবিরের হাদীস বর্ণনাকারী কাছির ইবনে আব্দুল্লাহ ও ইবনে লাহিয়া সম্পর্কে সকল মুহাদ্দিস একমত যে সেই বর্ণনাকারী ছিল কাযযাব, দাজ্জাল ইত্যাদি। সুতরাং তাহার বর্ণিত হাদীস নিঃসন্দেহে জাল দ্বয়ীফ। উহাই ওহাবীরা ১২ তাকবীরের দলীল হিসাবে গ্রহণ করে। ইবনে হাজার রহমতুল্লহি আলাইহি লিখিত প্রসিদ্ধ কিতাব তাহযিবুত তাহ্যিব ৪/৫৮৩ পৃ:। ওহাবীদের তথাকথিত পীর শায়েখ মুহম্মদ আব্দুল ওহাব নজদীর লিখিত "কিতাবুত তাওহীদ" বই ওহাবী-লা- মাযহাবী মৌলভীরাই প্রায় ৩২-৫০টি হাদীস জাল ও মাওজু প্রমাণ করিয়াছে। (মুছান্নাফ, মুসনাদ, তাহযিব ৪/৫৮৩ পৃ: ইত্যাদি)

সলাতে দাঁড়ানোর পদ্ধতি

কালিমার পরেই সালাতের অপরিসীম গুরুত্ব। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। ছহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থাৎ "সলাত হইল মুমিনগণের জন্য মিরাজ স্বরূপ।" (কিতাব আল আছার) মহান আল্লাহ্র দরবারে নিজেকে হাদ্বির করার উৎকৃষ্ট উপায় হইল সলাত। অতএব সলাতে এমনভাবে দাঁড়ানো উচিত, যাহাতে স্বীয় দাসত্বের ঐকান্তিক প্রকাশ ঘটে। অতি স্বাভাবিক উপায়ে এবং বিনম্র পদ্ধতিতে সলাতে দাঁড়াইতে হইবে। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন অস্বাভাবিকতার বিপাকে পড়িয়া কোন বানোয়াটির আশ্রয় নিতে না পারে। পদযুগল কিবলামুখী করিয়া দাঁড়াইবে।

স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াইলে দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে যতটুকু জায়গা ফাঁকা থাকার প্রয়োজন, ততটুকু জায়গাই শুধু ফাঁকা রাখিবে। আমাদের প্রতিটি আমল শরীয়তের কষ্টিপাথরে যাচাই করা উচিত। আমরা যাহা আমল করি, তাহার দলীল-প্রমাণ এবং শরীয়তে ইহার মৌলিক ভিত্তি আছে কিনা- তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ মহান আল্লাহ পাক বলেন-

هَاتُوْ بُرْهٰنَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-

অর্থ- (আমল আক্বিদায়) তোমরা সত্যবাদী হইলে দলীল প্রমাণ পেশ করো। পবিত্র সুরা বাকারা ১১১ ও পবিত্র সুরা নমল ৬৪ নং আয়াত শরীফ।

Scanned with CamScanner

চারি ইমামের অনুসারিগণ তথা আহলু সুন্নত ওয়াল জামাআতের লোকেরা ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে দাঁড়াইয়া নামায পড়েন। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র আহ্‌লে হাদীস দাবিদার ওহাবী মাযহাব সম্প্রদায়কে দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে অস্বাভাবিক ফাঁকা রাখিয়া নামাযে দাঁড়াইতে দেখা যায়। সুতরাং কোন পদ্ধতিতে সলাতে দাঁড়ানো শরীয়তসম্মত তাহা অবশ্যই আমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

فِىْ شَرْحِ الْوِقَايَةِ اَنَّـهُ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ اَرْبَعِ اَصَابِعَ وَهُوَ قَوْلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِىْ قَوْلٍ اٰخَرٍ قَدْرِ شَبْرٍ

অর্থ- ছহীহ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত ফিকহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'শরহুল বিকায়া' গ্রন্থে আছেযে, মুসল্লী দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে চারি আঙ্গুলী বরাবর স্থান ফাঁক রাখিবে-ইহা শাফিঈদের একটি অভিমত। তাহাদের আরও একটি অভিমত এই যে অতিরিক্ত হইলে দুই পায়ের মধ্যবর্তী এক বিঘত পরিমাণ স্থান ফাঁকা রাখিবে।

বুখারী শরীফে নিম্ন শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ আছে।

بَابُ الزَاقِ الْمَنَاكِبُ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمُ بِالْقَدَمِ

অর্থ- অনুচ্ছেদ-কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া এবং পায়ে পা মিলাইয়া দাঁড়ানো। (১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০)

বুখারী শরীফের উক্ত অনুচ্ছেদ সম্বন্ধে আল্লামা হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী রহমতুল্লহি আলাইহি ফত্‌হুল বারী শরহে বুখারী গ্রন্থে বলেন :

اَلْمُرَادُ بِـذٰلِكَ الْمُبَالِغَةِ فِىْ تَعْـدِيْلِ الـصَّفِ وَسَدِّ خَلَلَهُ وَهُوَ مُرَادِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْاَرْبَعَةِ اَىْ لَايَتْرُكُ فِىْ الْبَيْنِ فَرْجَةً تِيْسَانِ فِيْهَا ثَالِثًا (فيض البارى ص ج)

অর্থ- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য কাতার খুব ভালভাবে সোজা করা এবং কাতারের মধ্যে ফাঁকা স্থান বন্ধ করা। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ চারিজন ইমাম এই নির্ভরযোগ্য সঠিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ দুইজন মুসল্লীর মধ্যে এমন কোন ফাঁকা স্থান যেন না থাকে, যেখানে তৃতীয় ব্যক্তির দাঁড়ানো সম্ভব হয়। (ফয়যুল বারী, শরহে বুখারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭; উমদাতুল কারী, তাইশিরুল বারী, ফতহুল বারী, শরহে বুখারী ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশমিরী দেওবন্দী বলিয়াছেন ঃ

وَالْحَاصِلُ اِنَّا لَمْ تَجِدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنِ يُفَرِّقُوْنَ فِىْ قِيَامِهِمْ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ وَالْاِنْفِرَادِ عِلْمُنَا اَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ بِقَوْلِهِ الزَّاقُ الْمَنْكِبُ اِلَّا الْمَرَاصِ وَتَرْكُ الْفَرْجَةِ (فيض البارى ص-٣٣٧ ج-٢)

অর্থ- বস্তুত সাহাবা ও তাবিঈগণ জাম'আতের সহিত এবং একাকী সলাতে দাঁড়াইবার সময় কোন পার্থক্য করিতেন বলিয়া আমরা কোথাও পাই নাই। আর কাঁধে কাঁধ মিলানোর অর্থ গাঘেঁষিয়া ও ফাঁকা স্থান বন্ধ করিয়া দাঁড়ানো। (ফয়যুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ২৩৭)

মাওলানা হুসাইন আলী দেওবন্দী বলিয়াছেন ঃ

اَنَّ الْمُرَادُ شُدَّةُ الْقُرْبِ وَالْمُحَاذَاةِ لَا الصَّاقُ الْحَقِيْقِىُّ- (لامع الدرارى ص ج)

অর্থ- কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ও পায়ে পা মিলাইয়া দাঁড়ানোর অর্থ, সলাতের মধ্যে একে অন্যের খুব কাছাকাছি এবং সোজাসুজি দাঁড়ানো। সত্যিকারভাবে পায়ে পা লাগাইয়া দাঁড়ানো নহে। কারণ পায়ের সহিত ফা লাগাইলে জ্ঞানী, গুণী ও মুরুব্বীদের সহিত বে আদবী হয়। আর সহীহ হাদীস শরীফের বাণী "বে আদব আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত" যাহা ওহাবী মাযহাবের ভাইয়েরা করিয়া থাকে। (লা মায়াদ দুরারী-১ম খণ্ড ২৭৯ পৃ:)

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সলাতের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইতে হইবে এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে অস্বাভাবিক ফাঁকা রাখা বিধেয় নহে এবং অন্যের পায়ে টাচ না লাগাইয়া স্বাভাবিকভাবে মাঝখানের ফাঁকা বন্ধ করিতে হইবে।

আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশমিরী দেওবন্দী আরও বলিয়াছেন ঃ

وَلَمْ اَجِدُ عِنْدَ السَّلَفِ فِرْقًا بَيْنَ حَالِ الْجَمَاعَةِ وَالْاِنْفِرَادِ فِىْ حَقِّ الْفَصْلِ بِاَنَّ كَانُوا يُفَصِّلُوْنَ بَيْنَ قَدَمَيْهِمْ فِى الْجَمَاعَةِ اُزَيِّدُ مِنْ حَالِ الْاِنْفِرَادِ وَهٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ اَوْ جَدِّهَا غَيْرَ الْمُقَلِّدِيْنَ فَقَطِ (فيض البارى ص ج)

অর্থ- আমি প্রাচীন বুযর্গদের তথা আল্লাহ্ ওয়ালাদের নিকট, জাম'আতের সহিত দাঁড়ানো এবং একাকী দাঁড়ানোর মধ্যে কোন পার্থক্য পাই নাই।

একাকী নামাযের চেয়ে জাম'আতে দাঁড়াইবার সময় দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে বেশী ফাঁকা রাখিতেন-এমন কোন দিন দেখি নাই। এই পদ্ধতিটি শুধু তাকলীদবিহীন লা-মাযহাবী তথা ওহাবী মাযহাব সম্প্রদায়ের নতুন আবিষ্কার। (ফয়জুল বারী শরহে বুখারী ২য় খণ্ড- ২৩৭ পৃ:)

উপরিউক্ত দলীলসমূহ পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাম'আতের সহিত অথবা একাকী-উভয় অবস্থায় এই একই পদ্ধতিতে দাঁড়াইয়া সলাত আদায় করিতে হইবে।

Scanned with CamScanner

জানাযার নামাযে পাঁচ তকবীর নহে- চারি তকবীরই খাছ সুন্নত ঃ

জানাযার নামাযে চারি তকবীর ফরয। প্রথম নিয়ৎ করিয়া তকবীর বলিয়া ছানা পড়িবে। অতঃপর দ্বিতীয় তকবীর বলিয়া দরূদ পড়িবে। অতঃপর তৃতীয় তকবীর বলিয়া মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ পড়িবে। তার পর চতুর্থ তকবীর বলিয়া সালাম ফিরাইবে। ছানা, দরূদ ও দূ'আ পড়া সুন্নত। আহ্‌লে হাদীস দাবিদার ওহাবী মাযহাবের ভাইয়েরা জানাযার নামাযে পাঁচ তকবীর বলিয়া থাকেন এবং সুরা কেরাত পড়িয়া থাকেন আসলে সহীহ্ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত যে, জানাযা নামায হচ্ছে কেবল মাত্র দোয়া। অথচ অন্য নামাজের সাথে কেয়াছ করিয়া তাহারা জানাযার নামাজেও কেরাত পড়িয়া থাকে। অথচ অন্য নামাজের সহিত কেয়াছ করিয়া কেরাত পড়িলে তো অন্য নামাজের মত রুকু সেজদা ও দিতে হবে। যাহা কোন ক্রমেই সহীহ্ হাদীস সম্মত নহে। (সুন্নি বেহেস্তি জেওর, মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি)

রসূল ﷺ ও সাহাবাগণ رضي الله عنهم জানাযার নামাযে চারি তকবীর বলিতেন। বহু সহীহ্ হাদীসে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। এই জন্য হানাফিগণ জানাযার নামাযে চারি তকবির বলিয়া থাকেন। প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হইলঃ

مَذْهَبِ الْجُمْهُوْرِ مِنْهُمْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَنَّ التَّكْبِيْرَ عَلَى الْجَنَازَةِ اَرْبَعَةٍ اَخَذًا بِتَكْبِيْرَاتِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِ وَالزَّوَائِدَ عَلَى الْاَرْبَعِ كَانَتْ مَشْرُوْعَةً فِىْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَسَخَ بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ اٰخِرِ عُمْرِهٖ وَكَذَا بِاِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ وَافَاتِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى التَّكْبِيْرَاتِ الْاَرْبَعِ فِىْ جَنَازَةِ النَّبِيِّ ﷺ اِمَّا زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَاِنَّ كَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتِ لٰكِنَّهُ فَعَلَ مَرَّةً فَلَا تَعَمَّدَ بِهٖ وَمِنْ دَابَّةٍ اَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا كَمَا يَنْهُهُمْ مِنَ الْحَدِيْثِ هٰكَذَا قَالَ صَاحِبُ مَعَانِى الْاٰثَارِ (تقرير ترمذى)

(১-৬) অর্থ- ছহীহ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি সহ অধিকাংশ উলামার অভিমত এই যে, জানাযার নামাযে চারি তকবীর। কারণ, রসূল ﷺ নাজ্জাশীর জানাযায় চারি তকবীর বলিয়াছিলেন। চারি তকবীরের অধিক যাহা রসূল ﷺ-উনার (প্রাথমিক) যামানায় ছিল, তাহা রসূল

Scanned with CamScanner

ﷺ-উনার শেষ জীবনে তাঁহার নিজের কার্যক্রম দ্বারা মনসুখ বা রহিত ঘোষণা করিয়াছেন। নবী পাক ﷺ-উনার বিছাল শরীফের পর অনুরূপভাবে সাহাবাদের رضي الله عنهم ইজমা দ্বারা (পাঁচ তকবীর) মনসুখ হইয়া চারি তকবীর প্রথমে রসূল ﷺ-উনার যামানাতেই নির্ধারিত হয়। বস্তুত হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত رضي الله عنه যদিও জানাযার নামাযে পাঁচ তকবীর বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহা শুধু একবারই ছিল। সুতরাং ইহার কোন গুরুত্ব নাই। আর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, চারি তকবীর বলাই তাঁহার অভ্যাস ছিল। 'মা' আনিল আছার' গ্রন্থে অনুরূপ লিখিত আছে। (তাকরীরে তিরমিযী, মা'আনিল আছার, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুসনাদে আবু হানিফা, মুছান্নাফসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

وَقَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ (ص- ١٦٠ ج-١) ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ يُسَلِّمُ لِاَنَّهُ ﷺ كَبَّرَ اَرْبَعًا فِىْ اٰخِرِ صَلٰوةٍ صَلَّاهَا فَنَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالدَّارِ قُطْنِىْ–

(৭-১২) অর্থ- হিদায়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন-অতঃপর চতুর্থ তকবীর বলিয়া সালাম ফিরাইবে কেননা রসূল ﷺ শেষ জীবনে জানাযার নামায চারি তকবীরের সহিত পড়িয়াছেন। সুতরাং ইহার ফলে পূর্ববর্তী হুকুম মনসুখ বা রহিত হইয়া গেল। (হাকিম, দারেকুতনী হেদায়াহ ১ম খন্ড-১৬০পৃ:, মুসনাদ, মুছান্নাফ কিতাব-আল আছারসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

ফজরের ক্বাদ্বা সুন্নত নামায কখন পড়িবে ঃ

সুন্নত নামায যদি কোন কারণে ক্বাদ্বা হইয়া যায় তবে উহা পুনরায় না পড়িলেও চলিবে। কিন্তু ফজরের সুন্নত ক্বাদ্বা হইলে সুর্যোদয়ের পর উহার ক্বাদ্বা পড়িয়া লওয়া মুস্তাহাব।

ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাযের প্রতি রসূল ﷺ খুবই লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি কখনো ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ছাড়িতেন না। অনিচ্ছাকৃত কোন কারণে এই নামায কখনো ক্বাদ্বা হইয়া গেলে তিনি পরবর্তী সময়ে তাহার ক্বাদ্বা পড়িয়া লইতেন।

Scanned with CamScanner

ফরয নামাযের পূর্বে ফজরের সুন্নত নামায পড়িতে না পারিলে উহা কোনক্রমেই সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া চলিবে না। বরং উহা সূর্যোদয়ের পর পড়িতে হইবে। ইহাই ছহীহ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত।

আহ্‌লে হাদীস দাবীদার ওহাবী মাযহাবের কেহ কেহ সহীহ্ হাদীসের বরখেলাফ ফজরের ক্বাদ্বা সুন্নত নামায সূর্যোদয়ের পূর্বেই পড়িয়া থাকেন। অথচ সূর্যোদয়ের পরে এই নামায পড়ার জন্য রসূল ﷺ নির্দেশ দিয়াছেন। নিম্নে ইহার প্রমাণ পেশ করা হইল।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَقَدْ رَوَى عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ فَعَلَهُ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُبَارَكُ (ترمذى ص-٥٧ ج-١)

(১-৫) অর্থ- হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে- রসূল ﷺ বলিয়াছেন ঃ ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামায যে ব্যক্তি পড়িতে পারে নাই, সে যেন সূর্যোদয়ের পর উহা পড়িয়া লয়। হযরত ইব্‌ন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতেও বর্ণিত আছে যে, তিনি অনুরূপ আমল করিয়াছেন। এবং অনেকের নিকটই এই আমল সমর্থিত। হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক রহমতুল্লহি আলাইহি ছহীহ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭, মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুস্ত াদরিক, কিতাব আল-আছারসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمِ عَنْ جَدِّهٖ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَنِىْ اُصَلِّىْ فَقَالَ مَهْلًا يَا قَيْسُ اَصَلَاتَانِ مَعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ فَلَا اِذًا (ترمذى ص-٥٧ ج-١)

(৬-১০) অর্থ- মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম রহমতুল্লহি আলাইহি তাঁহার দাদা হযরত কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন ঃ

Scanned with CamScanner

একদা রসূল ﷺ বাহিরে আসিলেন। তখন সলাতের জন্য ইক্বামত বলা হইল। আমি তখন রসূল ﷺ-উনার সহিত ফজরের সলাত আদায় করিলাম। সলাতান্তে রসূল ﷺ আমাকে নামায পড়িতে দেখিয়া বলিলেন- হে কায়স থামো। তুমি কি একসঙ্গে দুই নামায পড়িতেছ? তখন আমি বলিলাম- ও আমার প্রিয় রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমি ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামায পূর্বে পড়িতে পারি নাই (তাহা এখন পড়িতেছি)। তখন রসূল ﷺ বলিলেন, এই নামায তুমি এখন পড়িতে পারিবে না। অর্থাৎ উহা সূর্য উদয়ের পরে পড়িতে হইবে এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ফজরের ক্বাদ্বা সুন্নত নামায সুর্যোদয়ের পূর্বে পড়া চলিবে না। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭ মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুস্তাদরিক, কিতাব আল-আছারসহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدِ الْجُنْدُوِىْ اِنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رضي الله عنه يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاصَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ وَلَا صَلٰواةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تُغَيِّبُ الشَّمْسِ (بخارى ص-٨٣ ج-١)

(১১-১৬) অর্থ- হযরত ইব্‌ন শিহাব আতা ইব্‌ন ইয়াজীদ জুনদুবী রহমাতুল্লহি আলাইহি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- হযরত আতা রহমাতুল্লহি আলাইহি, হযরত, আবু সাঈদ খুদরীকে رضي الله عنه ইহা বলিতে শুনিয়াছেন যে, রসূল ﷺ বলেন ঃ ফজরের নামাযের পর সুর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায পড়া চলিবে না। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩, ফতহুল বারী, ফয়জুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, মিশকাত, মিরকাত সহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

উপরিউক্ত হাদীসসমূহের বক্তব্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামায ক্বাদ্বা হইয়া গেলে উহা সূর্যোদয়ের পর পড়িতে হইবে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া চলিবে না।

প্রকৃতপক্ষে চার ইমামের অন্যতম ইমাম আজম আবু হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি উনার নির্দেশিত আমল অধিক সহীহ্ হাদীস সমর্থিত এবং ইজমা, 'কিয়াস ও পবিত্র কুরআনের আলোকে গৃহীত। যে কেহই বিরোধীতা করুক সে শুধু দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য জিদ ও হিংসার বসবতি হইয়া ছহীহ হাদীস শরীফকে অস্বীকারকারী বাতিল বাহাত্তর ফিরক্বাহর অন্তর্ভূক্ত প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত বেঈমান।

Scanned with CamScanner

পেশাব পায়খানার পর ঢিলা ব্যবহার ঃ

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য আমল বটে। অপরিচ্ছন্নতা ও দুর্গন্ধকে রসূল ﷺ খুবই অপছন্দ করিতেন। তাই তিনি সকলকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের জন্য নির্দেশ দিতেন। রসূল ﷺ বলিয়াছেন-পবিত্রতা ঈমানের অংশ। (اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ) (মিশকাত, মিরকাত সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

দেব- দেবীর পক্ষে ও আল্লাহ্ দ্রোহী এমন সমগ্র প্রবৃত্তিকে অন্তরের পবিত্র অঙ্গন হইতে দূরীভূত করার জন্য কালেমা তাইয়্যিবা একটি মহান অস্ত্র, তদ্রূপ বাহ্যিক, শরীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিত্রতা সাধনও একটি মহান ব্রত। তাই শারীরিক পবিত্রতা সাধনকে ঈমানের অংশ বলা হইয়াছে।

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করিতে বাধ্য। তাই মানুষের ব্যবহারিক জীবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত। মল-মূত্র ত্যাগের পর শুধু পানি দ্বারা ধৌত করিলেই সম্যক পরিচ্ছন্নতা হাসিল হয় না। মলদ্বার শুধু পানি দ্বারা ধৌত করিলে বাহ্যিকভাবে পরিষ্কার হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু দুর্গন্ধ দুরীভূত হয় না। তাই রসূল ﷺ পায়খানার পর ঢিলা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন। যাহা বিভিন্ন ছহীহ হাদীস শরীফ দ্বারাই প্রমাণিত।

দলীল সমূহ :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدٍ (رحـ) قَالَ قِيْلَ لِسَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ قَالَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَجَلْ نَهَيْنَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيْ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ يَسْتَنْجِيْ اَحَدُنَا بَاَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيْ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ (ترمذی ص-٤ ج-١)

(১-৬) অর্থ- হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজীদ রহমাতুল্লহি আলাইহি হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলিয়াছেন- হযরত সালমান رضي الله عنه- কে বলা হইল যে, আপনাদের নবী প্রতিটি বিষয় এমন কি পেশাব-পায়খানার নিয়ম-পদ্ধতি পর্যন্ত আপনাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। হযরত সালমান رضي الله عنه বলিলেন, 'হাঁ, তিনি আমাদিগকে কিবলামুখী বসিয়া পেশাব পায়খানা করিতে, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করিতে, তিনের চেয়ে কম সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করিতে এবং গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জার ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (তিরমিযী ১ম খণ্ড ৪ পৃ:, মিশকাত, মিরকাত, লুমআত, মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

عَنْ عَبْدِ اللهِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَةٍ فَقَالَ اِلْتَمِسْ لِيْ ثَلَاثَةَ اَحْجَارٍ قَالَ فَاَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٌ فَاَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ اِنَّهَا رِكْسٌ (ترمذى ص ج)

(৭-১২) অর্থ- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনি মাসউদ ﷺ হইতে বর্ণিত আছে-তিনি বলিয়াছেন, রসূল ﷺ পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে বাহিরে যাওয়ার সময় বলিলেন- আমার জন্য তিনটি ঢিলা অন্বেষণ কর। অতঃপর আমি দুইটি ঢিলা ও একটি গোবরের টুকরা তাঁহার নিকট পেশ করিলাম। রসূল ﷺ ঢিলা দুইটি গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু গোবরের টুকরাটি এই বলিয়া ফেলিয়া দিলেন যে, ইহা অপবিত্র। মলদ্বার পরিষ্কার করাই ঢিলা ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য। (তিরমিযি ২য় খণ্ড ৪ পৃঃ, মিশকাত, মিরকাত, মুসনাদ, মুছান্নাফ, কিতাব আল আছার সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

পেশাবান্তে ঢিলা ব্যবহার

পেশাবের পর ঢিলা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা বলাই বাহুল্য। বরং পায়খানার চেয়ে পেশাবের পর ঢিলা ব্যবহারের প্রয়োজন বেশী। বুখারী শরীফ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, রসূল ﷺ বলিয়াছেন:

اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ–

(১৩-১৬) অর্থ- তোমরা পেশাব হইতে পবিত্র হও। কেননা ইহার ফলে কবরে অধিক আজাব হইয়া থাকে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)

পেশাব ইহতে পবিত্রতা হাসিল করার জন্য ঢিলা ব্যবহার একটি উত্তম পন্থা। এইজন্য ইমাম আবু হানীফার রহমাতুল্লহি আলাইহি অনুসারিগণ ঢিলা ব্যবহার করেন। আহলে হাদীস দাবীদার ওহাবী মাযহাবের ভাইয়েরা পেশাবের পর ঢিলা ব্যবহার করেন না এবং ইহাকে বিদ্রুপ করিয়া থাকেন। কারণ পবিত্রতা ব্যতীত নামায পড়া সম্ভব নয়। পবিত্রতা নামাযের পূর্বশর্ত। ঢিলা ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করা উচিত। ঢিলা ব্যবহার না করিয়া শুধু পানি ব্যবহার করিলে পুনরায় পেশাব নির্গত হওয়ার আশংকা থাকে হিসাবে সে নাপাক থাকে।

Scanned with CamScanner

وَذَكَرُوْا اَنَّ الْاِسْتِجْمَارَ فِى الْبَوْلِ اَكَدُ مِنْهُ فِى الْغَائِطِ (معارف السنن ص-١٣٣ ج-١)

অর্থ- হক্কানী অলি-আওলিয়া রহমাতুল্লহি আলাইহি (উলামাগণ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, পায়খানার চেয়ে পেশাবান্তে ঢিলা ব্যবহারের প্রয়োজন বেশী এবং ইহার প্রতি অধিক তাকীদ দেওয়া হইয়াছে। (মা' আরিফুস্ সুনান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩)

(١١-٧) عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه اَنَّهُ قَالَ نُعْطِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اِذَا بَالَ نَاوِلْنِى شَيْئًا اَسْتَنْجِىْ بِهٖ فَانَاوَلِهِ الْعُوْدَ اَوِالْحَجَرَ وَيَأْتِى حَائِطًا يَّمْسَحُ بِهٖ اَوْ يَمْسِهُ الْاَرْضَ رَوَاهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَمَافِىْ كِتَابِ الْاٰثَارِ لِاَبِىْ يُوْسُفَ وَاَرْجِهِ الشَّافِعِىْ فِى الْاُمِّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ اَيْضًا وَقَالَ هٰذَا اَصِحُّ مَافِى الْبَابِ وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ فِى الْاَوْسَطِ مِنْ طَرِيْقِ رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ اَوْ بَالَ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِالتُّرَابِ ثُمَّ اِلْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ هَكَذَا عُلِّمْنَا- (معارف السنن ص- ١٣٣ ج-١)

(১৭-২২) অর্থ- হযরত উমর رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে- নবী পাক صلى الله عليه وسلم পেশাব মুবারক করার সময় বলিতেন-ইস্তিঞ্জা করার জন্য আমাকে কিছু দাও। আমি তখন রসূল صلى الله عليه وسلم- কে গাছের ছোট ডাল অথবা পাথরের ঢিলা প্রদান করিতাম। তখন তিনি কোন দেওয়ালের কাছে যাইয়া উহা দ্বারা ইস্তিঞ্জা মুবারক করিতেন অন্যথা মাটির ঢিলা ব্যবহার করিতেন। এই হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ রহমাতুল্লহি আলাইহি -উনার কিতাবুল আসার' গন্থে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম শাফিই 'আল-উম্ম' নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বায়হাকী এই হাদীসটি বর্ণনার পর বলিয়াছেন যে, অনুচ্ছেদের মধ্যে এই হাদীসটি সর্বাধিক সহীহ্। ইমাম তাবারানী এই হাদীসটি 'আউসাত' নামক কিতাবে হযরত রাউহ্ ইব্‌নে জানাহের সুত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হযরত উমর رضي الله عنه পেশাবান্তে মাটি দ্বারা ঢিলা ব্যবহার করিয়া আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন- অনুরূপ আমল সম্পর্কে আমরা (রসূল পাক صلى الله عليه وسلم হইতে) জ্ঞাত আছি। (মা'আরিফুল সুনান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩, কিতাবুল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, ওয়াসিত, মুসতাদরাক সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

এই হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রসূল ﷺ ও হযরত উমর رضي الله عنه সহ সকল সাহাবী رضي الله عنهم পেশাবান্তে ঢিলা ব্যবহার করিতেন। অধিকন্ত হযরত উমর رضي الله عنه ইহাও বলিয়াছেন যে, অনুরূপ আমল আমাদের জানা আছে। আর ইহাও সুবিদিত যে, সাহাবাগণ رضي الله عنهم রসূল ﷺ-উনার নিকট হইতেই সকল আমল শিক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং পেশাবান্তে ঢিলা ব্যবহার রসূল ﷺ-উনার নিকট হইতেই সাহাবাগণ رضي الله عنهم শিখিয়াছিলেন।

এই জন্যই ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ বলিয়াছেন যে, পেশাবান্তে ঢিলা ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। ছহীহ হাদীস শরীফ উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم উনাদের অনুসরণ ও কুরআন সুন্নাহের হুকুম। বিরোধীতা কুফরী। যাহা জাহান্নামী বাতীল বাহাত্তর ফিরকা হওয়ার প্রমাণ। (সূরা তওবা ১০০, সূরা ফাতহ্-২৯, তিরমিযি-১৭১, আবু দাউদ ৪৫৭৯ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

মুয়ানাকা বা কোলাকুলি, মুসাফাহা বা করমর্দন ও সালাম বিনিময় ঃ

পরস্পর দেখা সাক্ষাতের সময় কুশল বিনিময় মনুষ্যত্বের লক্ষণ এবং মানবতার পরিচায়ক। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সমাজ জীবনে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন মানুষের একটি অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানবতাবোধ ও মহত্ত্বের কারণেই ইসলাম এক সময় সারা বিশ্বব্যাপী কালজয়ী শক্তি হিসাবে অব্যাহত ও অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সাক্ষাতের সময় এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে আসসালামু আলাইকুম (আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক) বলিবে। প্রত্যুত্তরে অপরজন ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলিবে। সালাম প্রদান সুন্নত, কিন্তু সালামের উত্তর দান ওয়াজিব। হুজুর পাক ﷺ বলেন, اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ অর্থ : কোন মুমিনের সহিত দেখা সাক্ষাত হইলে ছালাম প্রদান করিবে প্রথমে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

সালাম প্রদানের সময় মুসাফাহাও সুন্নত। রসূল ﷺ ও সাহাবাগণের رضي الله عنهم মধ্যে মুসাফাহা ও সালাম আদান-প্রদানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ব্যপকভাবে সালাম প্রচলনের জন্য রসূল ﷺ নির্দেশও দিয়াছেন। মুসাফাহার ফযীলত সম্পর্কে রসূল ﷺ আভাস দিয়াছেন।

দলীল সমূহ :

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمِيْنَ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلَّا غُفِرَلَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّفْتَرِقَا رواه احمد والترمذى وابن ماجة وفى رواية ابى داؤد قَالَ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَّحَمِدَ اللهَ وَاسْتَغْفِرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا- (مشكوة المصابيح ٤٠١)

(১-৬) অর্থ- হযরত বারা ইবনে আযিব رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে- তিনি বলিয়াছেন- নবী পাক ﷺ বলিয়াছেন- যে কোন দুইজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করত পৃথক হইবার পূর্বেই তাহাদের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবু দাউদের বর্ণনায় এইটুকু আছে যে, যখন দুইজন মুসলমান সাক্ষাতান্তে পরস্পর মুসাহাফা করিবে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করত পরস্পর পরস্পরের জন্য মাগফিরাত কামনা করিবে, তখন উভয়ের গুনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (মিশকাতঃ পৃঃ ৪০১, আহমাদ, তিরমীযি, ইবনে মাযাহ, আবু দাউদ, বাজলুল, মাজহুদ ইত্যাদি সহীহ হাদীস শরীফ)

عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِاَنَسٍ رضي الله عنه اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِىْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ (بخارى)

(৭-১০) অর্থ- হযরত কাতাদা رضي الله عنه বলেন, আমি হযরত আনাস رضي الله عنه- কে বলিলাম-সাহাবাগণের رضي الله عنهم মাঝে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল? তিনি বলিলেন হাঁ। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, মিরকাতসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস)

Scanned with CamScanner

মুসাফাহা এক হাতে বিদআত দুই হাতে করাই খাস সুন্নত ঃ

রসূল পাক ﷺ ও সাহাবাগণ رضي الله عنهم কেমনভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে মুসাফাহা করিতেন তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত এবং এই সম্পর্কে ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদ ও ওলামাগণ কি অভিমত প্রদান করিয়াছেন তাহাও আমাদের অন্বেষন করা উচিত। সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে পবিত্র কুরআনের পরেই বুখারী শরীফের সমধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা। বিশুদ্ধতার ফলে সমগ্র হাদীসগ্রন্থের উপর ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। এইজন্যই ইমাম বুখারী রহমাতুল্লহি আলাইহি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের গুরুত্বও অত্যধিক। হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারীর পারদর্শিতা ছিল অপরিসীম। ইমাম বুখারীর উপলব্ধি ক্ষমতা ছিল নির্ভুল। ইজতিহাদ, মাসআলা রচনা ও তরজমাতুল বাব বা শিরোনাম রচনায় তিনি ছিলেন অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। রসূল ﷺ দুই হাতে মুসাফাহা করিয়াছেন বলিয়া ইমাম বুখারী হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি দুই হাতে মুসাফাহা সম্পর্কিত হাদীসটির যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করিয়া باب الاخذ باليدين (মুসাফাহার সময় দুই হাত ধারণ) নামে একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম বুখারী শরীফেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুবহানাল্লাহ্!

দলীল সমূহ :

بَابُ الْاَخْذُ بِالْيَدَيْنِ وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنِ زَيْدٍ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ (بخارى ص ٩٢٦ ج-٢)

(১-৪) অর্থ- অনুচ্ছেদ, মুসাফাহার সময় দুই হাত ধারণ করা সম্পর্কে। হযরত হাম্মাদ ইব্ন যায়দ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারকের সহিত দুই হাতে মুসাফাহা করিয়াছেন। (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ ঃ ৯২৬, ফায়জুলবারী, ফাতহুলবারী, উমদাতুলক্বারী সহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

قَالَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه عَلَّمَنِى النَّبِىُّ ﷺ التَّشَهَدَ وَكَفِّى بَيْنَ لَهُ- (بخارى باب المصافحة ص ٩٢٦ ج-٢)

অর্থ- হযরত ইব্ন মাসউদ رضي الله عنه বলিয়াছেন- নবী করীম ﷺ আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়াছেন। তখন রসূল ﷺ-উনার দুই হাতের মধ্যে আমার (দুই) হাত ছিল। (বুখারী মুসাফাহা, অনুচ্ছেদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২৬)। এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, হযরত ইব্ন মাসউদ رضي الله عنه যখন রসুল ﷺ-উনার দুই হাতে হাত রাখিয়া মুসাফাহায় রত ছিলেন, তখন রসূল ﷺ তাঁহাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়াছেন।

Scanned with CamScanner

উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরী দেওবন্দি বলিয়াছেন ঃ

واعلم ان كمال السنة فيها ان تكون باليدين وتتأدى اصل السنة مزيد واحدة ايضا وقد بوب البخارى بعده بابا الاخذ باليدين ثم الذين يدعون العمل بالحديث ينكرون التصافح باليدين ثم للتصافح باهدين حديث مرفوع ايضا كما فى الادب المفرد واراد المدرسون ان يستدلوان عليه ان حديث ابن مسعود هذا فقالوا اما ان يكون التصافح فيه باليدين من جهة النبى (ص) فاحديث نص فيه وما كونه كذلك من جهة ابن مسعود قلواوى وان اكتفى بذكر يده الواحدة الا ان المرجو منه انه لم يكون ليصافحه بيده الواحدة والنبى (ص) قد صالحة بيدهه الكريتين قانه ستبعد من مثله ان لايبسط يديه للنبى (ص) وقد يكون النبى (ص) بسط له يديه غيران الراوى لم يذكركه لعدم كون غرضه متعلقا بذالك (فيض البارى ص ٤١١ ج-٤)

অর্থ- জানিয়া রাখুন, দুই হাতে মুসাফাহা করা পরিপূর্ণ সুন্নত। ইহার পর ইমাম বুখারী দুই হাতে মুসাফাহা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যাঁহারা হাদীস অনুসারে আমল করার দাবী করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দুই হাতে মুসাফাহা অস্বীকার করেন। অথচ আল্-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে দুই হাতে মুসাফাহা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ হইতে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে। হাদীস শিক্ষাদানকারী শিক্ষকমণ্ডলী দুই হাতে মুসাফাহা সম্বন্ধে হযরত ইব্ন মাসউদের رضي الله عنه এই হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়া বলেন যে, নবী করীম ﷺ দুই হাতে মুসাফাহা করিয়াছিলেন- ইহা এই হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুরূপ হযরত ইব্ন মাসউদ رضي الله عنه দুই হাতেই মুসাফাহা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বর্ণনাকারী উক্ত বর্ণনাকে নিস্প্রয়োজন মনে করিয়া তাহা উল্লেখ করেন নাই। (ফয়যুল বারী, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪১১)

Scanned with CamScanner

قَالَ فِى الدُّرِّ وَالْقُنْيَةِ اَلسُّنَّةُ فِى الْمُصَافَحَةِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ-

অর্থ- দুররুল মুখতার ও কুনিয়া নামক গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে, দুই হাতে মুসাফাহা করা সুন্নত এবং দুই দিকে তিনবার মুয়ানাকা তথা কোলাকুলি করা খাছ সুন্নত।

উল্লিখিত হাদীসসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রসুল ﷺ দুই হাতে মুসাফাহা করিতেন। এতটুকু জানার পর কোন মুসলমান এক হাতে মুসাফাহা করার মত ধৃষ্টতা দেখাইতে পারে- তাহা ভাবিতেও আমাদের অবাক লাগে। ইমাম বুখারী আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, শুধু রসূল ﷺ-ই দুই হাতে মুসাফাহা করিতেন না, বরং তাঁহার পরবর্তীকালে তাবিঈনদের যুগে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্লহ্ ইবন মুবারক এবং হযরত হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দও দুই হাতে মুসাফাহা করিতেন।

অতএব এক হাতে নয়, দুই হাতে মুসাফাহা করিতে হইবে। উল্লিখিত হাদীসগুলিই ইহার প্রমাণ এবং উহাই খাছ সুন্নত। বিরোধিতাকারীরা সহীহ্ হাদীস অস্বীকারী বাতিল ফিরকা। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত যে, এক হাতে হ্যান্ডশ্যাক এবং একদিকে গলাগলি তথা মুয়ানাকা করে ইহুদী-নাছারা, হিন্দু, মুশরিক, বৌদ্ধ সহ সকল অমুসলিম জাতি। হুজুর পাক ﷺ-পাক জবানে বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ-

অর্থ : যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতিরই অন্তর্ভূক্ত হইবে এবং তাহাদের সহিতই তাহার হাশর হইবে। (আবু দাউদ বজলুল মাজহুদ, মিশকাত, মিরকাত সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

অতএব কাফির মুশরিকদের আমল এক হাতে মুছাফাহা এবং একদিকে বুক মিলিয়ে দাঁড়িয়া থাকিয়া কুলাকোলি আমরা করিবনা বরং খাছ সুন্নত দুই হাতে মুছাফাহা এবং দুই দিকে তিন বার আমরা কুলাকোলি করিব সারাজীবন ইনশা আল্লাহ্।

Scanned with CamScanner

এক বৈঠকে তিন ত্বলাক্ব প্রসঙ্গে ঃ

'ত্বালাক্ব' আরবী শব্দ। ইহার অর্থ পরিত্যাগ করা। বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে দাম্পত্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষণাকে শরীয়তের পরিভাষায় তালাক বলা হয়। তালাক যদিও কোন গর্হিত কাজ নহে, তবু ইহা বৈধ কাজসমূহের মধ্যে অতি জঘন্য কাজ। কারণ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিচ্ছিন্ন বৈরী জীবন-যাপন কাহারো অভিপ্রেত হওয়া উচিত নয়। যদি দম্পতির মধ্যে গরমিলের সৃষ্টি হইয়া দ্বন্দ্ব-কলহ লাগিয়াই থাকে এবং ইহা যদি এমন কোন সুদূরপ্রসারী মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যাহা দম্পতি ও গোটা পরিবারের জন্য ভয়াবহ কোন অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতে পারে, কেবল সেই মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রী ত্বালাক্বের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারিবে। ইহাকে শরীয়ত অবশ্যই অনুমোদন করে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন ভূল বুঝাবুঝির কারণ উপস্থিত হইয়া থাকিলে, উহা নিরসনের জন্য এবং স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ভালভাবে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত, সুস্থ মস্তিস্কে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করিয়া ত্বালাক্ব প্রয়োগ করিবার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসা ও ইহার অবসান ঘটানোর জন্য তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে হাকিম নিযুক্ত করার কথাও পবিত্র কুরআনে আছে।

ত্বালাক্বদানের একান্ত অনিবার্য কারণ সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও ত্বালাক্বদাতাকে শরীয়তের একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। ত্বালাক্বদানের পদ্ধতি এই যে, স্ত্রীর তিনটি তহরকালীন সময়ে প্রতিটি তহরকালে একটি করিয়া ত্বালাক্ব প্রদান করা উচিত। কেননা যে কারণে স্ত্রীকে ত্বালাক্ব প্রদান জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল, সেই কারণ হয়ত এক ত্বালাক্ব অথবা দুই ত্বালাক্বের পর দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে বা সমস্যার সমাধান হইয়া যাইতে পারে। তখন স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিবার সুযোগ থাকিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি ত্বালাক্ব প্রদানের এই সুন্নত পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া, একই সময়ে একসঙ্গে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করিয়া বসে, তবে এই তিন ত্বালাক্বও শরীয়তের দৃষ্টিতে কার্যকরি বলিয়া গণ্য হইবে। শরীয়তের পরিভাষায় অনুরূপ ত্বালাক্বকে ত্বালাক্বে বিদ'আত নিষিদ্ধ ত্বালাক্ব বলা হয়। এই বিদ'আত পদ্ধতিতে ত্বালাক্ব প্রদান নিষিদ্ধ। একসঙ্গে তিন ত্বালাক্বদাতা গুনাহ্গার হইবে এবং এইরূপ কাজ অন্যায় বটে, কিন্তু তিন ত্বালাক্ব বৃথা যাইবে না। অনুরূপ তিন ত্বালাক্ব অবশ্যই ত্বালাক্বদাতার স্ত্রীর উপর পতিত হইবে।

আমাদের দেশের আহলে হাদীস দাবিদার লা-মাযহাবী আসলে ওহাবী মাযহাবভুক্ত ভাইয়েরা অসংখ্য সহীহ্ হাদীসের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, একসঙ্গে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করা সত্ত্বেও মাত্র একটি ত্বালাক্ব কার্যকরী হইবে। তাঁহাদের এই দাবীর সপক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নাই। চরম দুঃখ জনক হইলেও পরম সত্য যে, আমাদের দেশে সেই ওহাবীদের অভিশপ্ত আক্বিদাপূর্ণ তিন ত্বালাক্ব করিলে এক ত্বালাক্ব হইবে। কথাটি ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণই মুর্খ ব্যক্তিরা আইন হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকাল জাহিলিন।

Scanned with CamScanner

ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও অন্যান্য বিশিষ্ট মুজতাহিদ উলামা ইহাতে একমত যে, এক বৈঠকে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করিলে তাহা অবশ্যই কার্যকর হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্বালাক্ব দাতার স্ত্রীর উপর তিন ত্বালাক্ব পতিত হইবে। ইহাতে কোন মাযহাবের উলামাগণের মধ্যে কোন রকমের দ্বিমত নাই। যাহারা এই সর্বসম্মত মাসআলার বিরোধিতা করে, তাহারা ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলিয়া ছহীহ হাদীস সম্মত প্রসিদ্ধ কিতাবে উল্লেখ আছে।

একসঙ্গে তিন ত্বালাক্ব কার্যকর হয় বলিয়া সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য কিতাবে অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান। নিম্নে কতিপয় হাদীস শরীফ পেশ করা হইল :

بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَّاحِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ اَنْبَأَ اللَّيْثُ اِبْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِيْ فَرْوَةَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَدِّثِيْنِيْ عَنْ طَلَاقِكِ قَالَتْ طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ اِلَى الْيَمَنِ فَاَجَازَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (سنن ابن ماجه ص-١٤٥ ج-١)

(১-৩) অর্থ- অনুচ্ছেদ, যে ব্যক্তি এক বৈঠকে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করে। হাদীস বর্ণনা কয়িাছেন মুহাম্মদ ইবনে রুম্হ-লায়ছ ইবনে সা'দ হইতে। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন ইসহাক ইবনে আবূ কারুয়া হইতে ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন আবু যিনাদ হইতে। আবু যিনাদ বর্ণনা করিয়াছেন আমির শা'বী হইতে। আমির শা'বী বলিয়াছেন- আমি ফাতিমা বিনতে কায়স رضي الله عنها কে বলিলাম-আপনার ত্বালাক্ব সংক্রান্ত ঘটনা আমাকে বলুন। তিনি তখন বলিলেন- আমার স্বামী ইয়ামনে যাওয়ার সময় আমাকে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর রসূল ﷺ এই ত্বালাক্ব অনুমোদন করিয়াছেন। (ইবনে মাজাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)

হযরত ফাতিমা বিনতে কায়সের رضي الله عنها স্বামী ইয়ামন রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে তাহাকে এক বৈঠকে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্যই ইমাম ইবনে মাজাহ্ 'এক বৈঠকে তিন ত্বালাক্ব' নামে অনুচ্ছেদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

Scanned with CamScanner

اَلثَّلَاثُ الْمَجْمُوْعَةُ وَمَا فِيْهِ مِنَ التَّغْلِيْظِ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ اِبْنِ وَاهَبٍ قَالَ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مَحْمُوْدَ بْنَ لَبِيْدٍ قَالَ اُخْبِرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَتِهِ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غَضَبَانَا ثُمَّ قَالَ اَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَاَنَا بَيْنَ اَظْهَرِ كُمْ حَتّٰى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَلَا اَقْتُلَهُ؟ (نسائی ص ۹۹ ج-۲)

(৪-১৪) অর্থ- এক সঙ্গে তিন ত্বালাক্ব এবং তৎসম্পর্কে কঠোরতা বিষয়ক অনুচ্ছেদ। সুলায়মান ইবনে দাউদ হযরত ইবনে ওয়াহাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে ওয়াহাব হযরত মাখরামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মাখরামার পিতা বলিয়াছেন, এমন অবস্থায় তিন ত্বালাক্ব দিয়াও যদি এক ত্বালাক্ব মেনে নিয়া ঘর সংসার কেউ করে তাহলে তাহারা এবং যাহারা তওবা দিয়া বা আইন করিয়া এমন গর্হিত কাজ করছিল সকলেই জেনা-ব্যাভিচারী হিসাবে গণ্য হইবে। (নাসাঈ ২/৯৯ পৃ:, হিবনে মাযাহ, ফত: আলমগীরী, রুদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার, শামী, কাজিখান, দেওবন্দসহ প্রায় ২৫০টি নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

আমি মাহমুদ ইবনে লবীদ ﷺ-উনার নিকট শুনিয়াছি- তিনি বলিয়াছেন, একদা রসূল ﷺ-কে এই সংবাদ দেওয়া হইল যে, জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে একই সঙ্গে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করিয়াছে। ইহা শুনিয়া রসূল ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন-ঐ ব্যক্তি কে যে আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করিতেছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান আছি? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল- ইয়া রসূল ﷺ আমি কি তাহাকে হত্যা করিব না? (নাসায়ী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯, মিশকাত, মিরকাত, মুসনাদ, মুছান্নাফ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যদিও এক সঙ্গে তিন ত্বালাক্ব কার্যকর হয় বটে, কিন্তু অনুরূপভাবে ত্বালাক্ব প্রদান নিষিদ্ধ। এই কারণেই এক সঙ্গে তিন ত্বালাক্বদাতার প্রতি রসূল ﷺ এতখানি রাগান্বিত হইয়াছিলেন। একসঙ্গে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করিলে যদি মোটেই তাহা কার্যকর না হইত অথবা এক ত্বালাক্ব গণ্য হইত, তবে উক্ত ব্যক্তির উপর রসূল ﷺ-উনার রাগান্বিত হওয়ার কোন কারণই ছিল না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঐ ব্যক্তির এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন ত্বালাক্ব অবশ্যই কার্যকর হইয়াছিল।

Scanned with CamScanner

فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَنِيْ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ اِذًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَابَنَتْ مِنْكَ اِمْرَاتُكَ– (مصنف بن ابى شيبة ودار قطنى)

(১৫-১৮) অর্থ- হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, তিনি বলিয়াছেন- আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে বলিলাম- ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাকে বলুন, যদি স্ত্রীকে আমি তিন ত্বালাক্ব প্রদান করি- তাহার হুকুম কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলিলেন- ইহাতে তোমার দ্বারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী হইবে এবং তোমার নিকট হইতে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। (দারে কুতনী ও মুসান্নাফ গ্রন্থ, মুস তাদরাক, কিতাব আল আছার সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফ)

عَنْ مُجَاهِدٍ (رح) قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَائَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاتِهِ ثَلَاثًا قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اِنَّهُ رَادَّهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَيُطَلِّقُ اَحَدَكُمْ فَيُرَكِّبَ الْحُمُوْقَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ يَا اِبْنَ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا عَصَتْ رَبَّكَ وبَائَتْ مِنْكَ اِمْرَتَكَ

(ابو داؤد)

(১৯-২২) অর্থ- হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লহি আলাইহি হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন আমি একদা হযরত ইবনে 'আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল- সে তাহার স্ত্রীকে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করিয়াছে। হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেন- এই কথা শুনিয়া হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ করিয়া রহিলেন। আমি মনে করিলাম হয়ত তিনি ঐ ব্যক্তির স্ত্রীকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন- তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দিয়া বেওকুফ বনিয়া যায় এবং পরে হে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু! হে ইবনে আব্বাস! বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন- যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য কোন না কোন উপায় করিয়া দেন। তুমি তোমার প্রভুর নাফরমানী করিয়াছ এবং তোমার স্ত্রী তোমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তোমার প্রদত্ত তিন ত্বালাক্ব কার্যকর হওয়ার কারণে তোমাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। (আবু দাউদ, বাজলুল মাজহুদ, মিশকাত, মিরকাতসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

ইমাম বুখারী তিন ত্বালাক্ব গৃহীত হওয়া সম্পর্কে বুখারী শরীফে " باب من اجاز طلاق الثلاث" নামে একটি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। উক্ত অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় আল্লামা আয়নী বলিয়াছেন।

وَذَهَبَ هِبْرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمِنْ بَعْدِ هِمْ مِّنْهُمْ النَّخْعِىْ وَالثَّوْرِىْ وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاَصْحَابَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِىْ وَاصْحَابِهٖ وَاَحْمَدِ وَاَصْحَابِهٖ وَاِسْحَاقَ وَاَبُوْ ثَوْرٍ وَاٰخَرُوْنَ كَثِيْرُوْنَ عَلٰى اِنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَاَتِهٖ ثَلَاثًا وَقَعْنَ وَلٰكِنَّهُ بِاٰثِمٍ وَّقَالُوْا مَنْ خَالَفَ فِيْهِ فَهُوَ شَاذٌّ مُّخَالِفُ لِاَهْلِ السُّنَّةِ اِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهٖ اَهْلُ الْبِدْعِ وَمَنْ يَّلْتَفِتُ اِلَيْهِ نُشُوْزٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ- (حاشية بخارى ص ٧٩١ ج-٢)

(২৩-৩০) অর্থ- তাবিঈন ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ উলামা তথা ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সাউরী, ইমাম আবু হানীফা ও তাঁহার শাগরিদ বৃন্দ, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও তাহার শাগরিদবৃন্দ, ইমাম আহমদ ও তাঁহার শাগ্রিদবৃন্দ, ইমাম ইসহাক, আবূ সাউর রহমাতুল্লহি আলাইহি ও অন্যান্য সকল ইমাম, অলী আওলিয়া ও উলামার অভিমত এই যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করিলে, তাহা অবশ্যই কার্যকর হইবে বটে, কিন্তু এই ব্যক্তি গুনাহ্গার হইবে। যাহারা একসঙ্গে প্রদত্ত তিন ত্বালাক্ব কার্যকর হওয়ার বিরোধিতা করে তাহারা আহলে সুন্নত ওয়াল জাম'আতের পরিপন্থী ও বিদ'আতী বাতীল ফিরক্বা ইহারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত হইতে বিচ্ছিন্ন নগণ্য সংখ্যক লোক। (বুখারীর হাশিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯১, ফতহুল বারী, ফয়জুল বারী, উমদাতুল ক্বারী, তাইসিরুল বারী, মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুসতাদরিকসহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফ)

হিদায়া কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল ক্বাদীরে লিখিত আছে:

قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ فِىْ فَتْحِ الْقَدِيْرِ تَحْتَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَطَلَاقَ الْبِدْئَةِ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَّاحِدَةٍ وَفِىْ طُهْرٍ وَّاحِدٍ فَاِذَا فَعَلَ ذٰالِكَ وَقَعَ الطَّلَاقَ وَكَانَ عَاصِبًا وَّذَهَبَ جَمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمِنْ بَعْدِ هِمْ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى اَنَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثِ- (فتح القدير ص-٢٧ ج-٣)

Scanned with CamScanner

(৩১-৩৫) অর্থ- আল্লামা কামাল ইবনুল হুমাম 'ফতহুল ক্বাদীর' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, একবাক্যে তিন ত্বালাক্ব অথবা এক তহুরকালে তিন ত্বালাক্ব প্রদানকে ত্বালাক্বে বিদ'আত বলা হয়। এইরূপে ত্বালাক্ব প্রদান করিলে তাহা কার্যকর হইবে এবং ত্বালাক্বদাতা গুনাহ্গার হইবে। অধিকাংশ সাহাবা رضي الله عنهم, তাবিঈন রহমাতুল্লহি আলাইহি এবং তৎপরবর্তী উলামাগণের ছহীহ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তিন ত্বালাক্বই কার্যকর হইবে। (ফতহুল ক্বাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭, ফত:শামী, আলমগীরী, কাজী খান, ফত:দারুল, উলুমদেওবন্দ সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ)

আমাদের দেশে আহলে হাদীস দাবীদার ওহাবী সম্প্রদায় হযরত রূকানার হাদীসকে তাঁহাদের দলীল পেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত রূকানা رضي الله عنه তাঁহার স্ত্রীকে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করেন নাই। তিনি শুধু স্ত্রীকে এক ত্বালাক্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার অকাট্য প্রমাণ হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান।

প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসগ্রন্থ আবূ দাউদ শরীফে আছে ঃ

عَنْ نَفِعِ بْنِ عُجَيْرٍ اَنَّ رُكَانَةَ بْنَ يَزِيْدٍ طَلَّقَ اِمْرَاتِهٖ سُهَيْمَةَ الْبُتَّةِ فَاَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذٰالِكَ وَقَالَ وَاللهِ مَارَادَتُ اِلَّا وَّاحِدَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاَارَدْتَ اِلَّا وَّاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللهِ مَا اَرَدْتُ اِلَّا وَّاحِدَةً فَرَدَّهَا اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةُ فِىْ زَمَانِ عُمَرٍ رضي الله عنه وَالثَّالِثَةُ فِىْ زَمَانِ عُثْمَانِ رضي الله عنه - (ابو داؤد ص-٢١٩ ج-١)

(৩৬-৩৯) অর্থ- হযরত নাফি ইবনে উযায়ির رضي الله عنه হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রূকানা رضي الله عنه তাঁহার স্ত্রীকে ত্বালাক্ব প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি নবী করীম صلى الله عليه وسلم-কে এই সংবাদ জানাইয়া বলিলেন- আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইহাতে শুধু আমার এক ত্বালাক্বের ইচ্ছাই করিয়াছিলাম হুজুর صلى الله عليه وسلم বলিলেন আসলেই তুমি কি এক ত্বালাক্বের ইচ্ছাই করিয়াছিলে? তখন হযরত রূকানা আবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিলেন- আমি শুধু এক ত্বালাক্বের ইচ্ছাই করিয়া ছিলাম। অতঃপর রসূল صلى الله عليه وسلم রুকানার স্ত্রীকে তাঁহার নিকট

Scanned with CamScanner

ফিরাইয়া দিলেন। ইহার পর হযরত রুকানা رضي الله عنه হযরত উমর رضي الله عنه-উনার যামানায় স্ত্রীকে ২য় ত্বালাক্ব এবং হযরত উসমান رضي الله عنه-উনার যামানায় ৩য় ত্বালাক্ব প্রদান করিলেন। (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৯, বজলুল মাজহুদ, মুছান্নাফ, মুসনাদ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত রুকানা رضي الله عنه স্ত্রীকে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করেন নাই। যদি হযরত রুকানা رضي الله عنه তাঁহার স্ত্রীকে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করিতেন, আর রসূল ﷺ ইহাকে এক ত্বালাক্ব বলিয়া গণ্য করিতেন, তবে এই হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু বাস্তবপক্ষে ছহীহ হাদীসের নিরিখে দেখা যায় যে, হযরত রুকানা رضي الله عنه-তাঁহার স্ত্রীকে একটি মাত্র ত্বালাক্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং লা-মাযহাবী ওহাবী সম্প্রদায় বিরুদ্ধবাদীগণ কর্তৃক উক্ত হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করাকে হাস্যকর বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

মুসলিম শরীফের ব্যখ্যাগ্রন্থ শরহে নাওয়াবীতে আছে ঃ

وَاَمَّا الرِّوَايَةُ اَلَّتِىْ رَوَاهَا الْمُخَالِفُوْنَ اَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً فَرِوَايَةٌ ضَعِيْفَةٌ عَنْ قَوْمٍ مَّجْهُوْلِيْنَ وَاِنَّمَا الصَّحِيْحُ مِنْهَا اَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَلَفْظِ الْبَتَّةِ مُحْتَمِلٌ لِلْوَاحِدَةِ وَّلَا ثَلَاثٍ وَلَعَلَّ صَاحِبُ هٰذِهِ الرِّوَيَةِ الضَّعِيْفَةِ اِعْتِقَدَ اَنَّ لَفْظَ الْبَتَّةِ يَقْتَضِى الثَّلَاثِ فَرَوَاهُ بِالْمَعْنٰى الَّذِىْ فَهِمَهُ وَغَلَطَ فِىْ ذَالِكَ- (شرح نووى صحيح مسلم ص-٤٧٨ ج-١)

(৪০-৪৭) অর্থ- হযরত রুকানা رضي الله عنه তাঁহার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করিয়া উহাকে এক ত্বালাক্ব গণ্য করা সংক্রান্ত বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীরা যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত যঈফ বা দুর্বল। এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারী অপরিচিত এবং বিতর্কিত ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে সহীহ্ হাদীসে আছে যে, হযরত রুকানা তাঁহার স্ত্রীকে বাইন ত্বালাক্ব দিয়াছিলেন। বাইন ত্বালাক্ব বাস্তবে এক ত্বালাক্ব অথবা তিন ত্বালাক্ব উভয়েরই সম্ভাবনা তাকে। অর্থাৎ এক ত্বালাক্ব কার্যকর হইবে বাইন ত্বালাক্বকারীর এক ত্বালাক্বের ইচ্ছা থাকিলে এক ত্বালাক্ব দুই অথবা তিন ত্বালাক্বের ইচ্ছা থাকিলে দুই অথবা তিন ত্বালাক্বই কার্যকর হইবে অর্থাৎ যে কয়েক

Scanned with CamScanner

ত্বালাক্বের নিয়ত করিবে সে কয়েক ত্বালাক্বই হইয়া যাইবে। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হয়ত মনে করিয়াছেন যে, বাইন ত্বালাক্ব শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র তিন ত্বালাক্ব নিস্পন্ন হয়। তাই তিনি শব্দগতভাবে হাদীসটির বর্ণনা না করিয়া স্বীয় মতানুসারে উহার ভুল সারমর্ম বর্ণনা করিয়াছেন। (সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৮, শরহে নাওয়াবী, ফতহুল মুলহীম, ফতহুল মুনয়িম, মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুসতাদরাক, কিতাব আল আছার সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

وَمَا رَوَى عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تَجْعَلُ وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاَبِيْ بَكْرٍ وَللهِ مِنْ اَمَارَةِ عُمَرَ رضي الله عنه فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْ جَرَابَةِ وَتَاْوِيْلَةِ فَالْاَصَحّ مَعَانَهُ اَنَّهُ كَانَ فِيْ اَوَّلِ الْاَمْرِ اِذَا قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ بَنُوْ تَاكِيْدًا وَّلَا اِسْتِيْنَافًا فَيَحْكِيْمُ لَوُقُوْعُ طَلْقَةً لَقِلَّةَ اَرَادَتُهُمُ الْاِسْتِيْنَافَ بِذٰالِكَ فَحُمِلُ عَلٰى الْغَالِبِ الَّذِىْ هُوَ اِرَادَةِ التَّاكِيْدِ فَلَمَّا كَانَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ رضي الله عنه وَكَثُرَ اِسْتِعْمَالَ النَّاسِ بِهٰذِهِ الصِّيْغَةِ وَغَلَبَ مِنْهُمْ اِرَادَةَ الْاِسْتِيْنَافِ بِهَا حَمَتِ عِنْدَ الْاِطْلَقِ عَنِ الثَّلَاثِ عَمَلًا بِالْغَالِبِ السَّابِقِ اِلٰى الْفَهْمِ مِنْهَلًا وَّفِيْ ذٰالِكَ الْعَصْرِ وَقِيْلَ الْمُرَادُالْمُعْتَادُ فِي الزَّمَانِ الْاَوَّلِ كَانَ طَلْقَةً وَّاحِدَةً وَّصَارَ النَّاسَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بِوَقِعُوْنِ الثَّلَاثِ دَفْعَةِ فَنَفَذَهُ عُمَرَ رضي الله عنه فَعَلٰى هٰذَا يَكُوْنُ اَخْبَارًا عَنْ اِخْتِلَافِ عَادَةِ النَّاسِ لَاعَنْ تُغَيِّيْرُ حَكَمَ فِيْ مَسْئَلَةِ وَّاحِدَةِ (شرح نواوى لصحيح مسلم ص-٤٧٨ ج-١)

অর্থ- হযরত ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হাদীস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরের রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রাথমিক তিন বৎসর খিলাফতকালীন সময়ে একসঙ্গে প্রদত্ত তিন ত্বালাক্বকে এক ত্বালাক্ব গণ্য করা হইত বলিয়া যে, দ্বয়িফ হাদীসটি আছে, উলামাগণ ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা ছহীহ হাদীস মোতাবেক এই যে, তৎকালীন সময়ে মানুষ এই রূপে ত্বালাক্ব উচ্চারণ করিত- তোমার প্রতি এক ত্বালাক্ব, তোমার প্রতি এক ত্বালাক্ব, তোমার প্রতি এক ত্বালাক্ব। তখনকার যুগে এইরূপ নিয়ত করিত না যে,

Scanned with CamScanner

ত্বালাক্বের একটিশব্দ অন্য শব্দের জন্য তাকীদ হিসাবে ব্যবহৃত অথবা প্রত্যেকটি শব্দই ভিন্ন ভিন্ন ত্বালাক্ব। ফলে অনুরূপ ক্ষেত্রেএক ত্বালাক্বই কার্যকর বলিয়া গণ্য করা হইত। কেননা ত্বালাক্বের একেকটি বাক্যকে অপর বাক্যের জন্য তাকীদ মনে করা হইত। আর তখন মানুষ ত্বালাক্বের প্রত্যেক শব্দ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ত্বালাক্বের ইচ্ছা করিত না। যেহেতু এক ত্বালাক্ব শব্দ উচ্চারণ করত। বর্তমান সময়ের মত সময়ে-অসময়ে রাগের বশবর্তি হইয়া একসাথে তুমি তিন ত্বালাক্ব শব্দ উচ্চারণ কেউ করিত না।

কিন্তু হযরত উমর ﵁-উনার খিলাফতকালে মানুষ ব্যাপকভাবে ত্বালাক্বের এই পদ্ধতির প্রচলন শুরু করিল এবং ত্বালাক্বের প্রত্যেকটি বাক্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ত্বালাক্বের ইচ্ছা পোষণ করিতে লাগিল। তখন অনুরূপ ক্ষেত্রে তিন ত্বালাক্ব কার্যকর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইল। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা ইহাও হইতে পারে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে- এক ত্বালাক্ব, এক ত্বালাক্ব, এক ত্বালাক্ব বারংবার উচ্চারণ করা সত্ত্বেও উহা দ্বারা এক ত্বালাক্ব কার্যকর হওয়ারই নিয়ম ছিল। কিন্তু হযরত উমর ﵁-উনার যামানায় অনুরূপ ক্ষেত্রে যখন মানুষ একসঙ্গে তুমি তিন ত্বালাক্ব শব্দ উচ্চরণ ও কার্যকর করা শুরু করিয়াছিল, তখন তিনি অনুরূপ ত্বালাক্ব প্রসঙ্গে তিন ত্বালাক্বের হুকুম জারি করিয়া ছিলেন। ইহা হযরত উমর ﵁-এর সৃষ্ট কোন নতুন মাস'আলা নহে। বরং ত্বালাক্ব সম্পর্কে মানুষের অভ্যাস ও রুচি কি ছিল, তাহাই তিনি কুরআন সুন্নাহর দলীল সাপেক্ষে পরিবেশন করিয়াছেন মাত্র। (শরহে নাওয়াবী, শরহে মুসলিম, ফতহুল মুলহীম, ফতহুল মুনয়িম, মুসনাদ, মুছান্নাফ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ

উল্লিখিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনার ফলে এই কথাই সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয় যে, একসঙ্গে তিন ত্বালাক্ব প্রদান করিলে অবশ্যই তিন ত্বালাক্ব কার্যকর হইবে। তিন ত্বালাক্ব এক ত্বালাক্বে রূপান্তরিত হওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং সহীহ্ হাদীসের দৃষ্টিতে মূল্যহীন। সর্বপরি ইহা কোমন সেনসের বিষয় যে, একজন মানুষ স্ত্রীকে বলিল তিন ত্বালাক্ব আর হইবে এক ত্বালাক্ব কেবল মাত্র পাগল ছাড়া কেহই উহা মনে করিতে পারে না।

হুজুর পাক ﷺ উনার কথা মোতাবেক সাহাবা ﵃ উনাদের মতের সহিত একমত থাকিয়া আমরা অত্র কিতাবে লিখিত সকল বিষয়ে হক্ব তথা নাজাতি ফিরক্বার সহিত সম্পৃক্ত ও জাহান্নামী বাতীল বাহাত্তর ফিরক্বা হইতে মুক্ত। যেমন হুজর পাক ﷺ যথার্থ কথাটিই বলিয়াছেন। (তিহাত্তর ফিরক্বার হাদীস অনুবাদসহ যোগ হইবে)

Scanned with CamScanner

اَلطَّهَارَةُ

ত্বহারাত বা পরিচ্ছন্নতা পর্ব

মহান আল্লাহ পাক এরশাদ মুবারক করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণঃ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত্তাওয়াবীনা ওয়া ইউহিব্বুল মুতাত্বহহিরীন।

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহপাক তৌবাকারী ও পাক পরিচ্ছন্নতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন। (পবিত্র আল কুরআন শরীফ)

রসুলুল্লাহ ﷺ এরশাদ মুবারক করেছেন-

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

অর্থঃ পাক পরিচ্ছন্নতা ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ। (বুখারী মুসলিম)

অজুর বিবরণঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ মুবারক করেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থঃ হে মুমিনগণ যখন তোমরা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হও অর্থাৎ মনস্থ কর তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মছেহ কর এবং পদদ্বয় টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। (পবিত্র সুরা মায়েদা আয়াত শরীফ-৬)

এ পর্বে আমরা পাকিজার কথাই আলোচনা করবো। এ মর্মে প্রথম অজুর কথাই ধরা যাক।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! জেনে রাখতে হবে যে, অজু তিন প্রকার।

যথাঃ ১। ফরজ অজু-যেমনঃ নামাজের জন্য এবং কোরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য।

২। ওয়াজিব অজু-যেমনঃ বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার জন্য অজু করা।

৩। মুস্তাহাব অজু-যেমনঃ মুখস্ত কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার জন্য, গোসলের জন্য, এবং সর্বদাই অজু অবস্থায় থাকার জন্য অজু করা। (কাজীখান, শামী ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

অজু করার নিয়তঃ

অজুর পাত্রে পানি ভরে নিয়ে প্রথমে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" বলে নিয়ত করে অজু শুরু করতে হবে।

অজুর নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةَ الِلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى-

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন আতা ওয়াদ্দআ লিরফ্য়িল হাদাছি ওয়াছ তিবা হাতাল্লিছছলাতি ওয়াতাক্বাররুবান ইলাল্লহি তায়ালা।

অর্থঃ আমি নাপাকী দূর করে বিশুদ্ধভাবে নামাজ পড়ার জন্য এবং আল্লাহপাকের নৈকট্য অর্জনের জন্য অজু করছি।

উপরোক্ত নিয়মে অজু শুরু করে প্রথমে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর তিনবার কুলি করতে হবে। এবং মেছওয়াক করতে হবে। মেছওয়াক না থাকলে হাতের আঙ্গুলী দ্বারা ভাল করে দাঁত পরিস্কার করলেও চলবে। (সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মেছওয়াক করে এক রাকায়াত নামাজ পড়া মেছওয়াক বিহীন ৭০ (সত্তর) রাকাআতের ছাওয়াব পাওয়া যায়)। তৎপর তিনবার নাকে পানি প্রবেশ করিয়ে বাম হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলী দ্বারা নাক পরিস্কার করতে হবে। তৎপর সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল (অর্থাৎ এক কানের লতি হতে অন্য কানের লতি পর্যন্ত এবং মাথার কপালের চুল উঠার স্থান হতে থুতনীর নীচ পর্যন্ত) তিন বার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তৎপর দু'হাতের কনুই পর্যন্ত উত্তম রুপে ধুতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ মাথা একবার মাছেহ করতে হবে। তৎপর দু'হাতের শাহাদত আঙ্গুলী দ্বারা কানের ভিতর এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কানের পীঠ মছেহ করতে হবে। তৎপর উভয় হাতের উল্টো পীঠ দ্বারা ঘার মছেহ করতে হবে। সর্বশেষে উভয় পা টাখনু পর্যন্ত উত্তমরুপে ধুয়ে নিতে হবে।

উপরোক্ত নিয়মে অজু শেষ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে (কালেমা শাহাদত) পাঠ করে নিম্নের দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত্তাওয়াবীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাত্বহহিরীন।

অর্থঃ ও আমার আল্লাহ পাক আপনি আমাকে তৌবাকারী ও পাক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

Scanned with CamScanner

অজুর ফরজঃ

অজুর ফরজ ৪টি যথাঃ ১। কপালের চুল উঠার স্থান হতে থুতনীর নীচ পর্যন্ত এবং এককানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল উত্তমরুপে ধৌত করা।

২। দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

৩। মাথার চার ভাগের একভাগ মছেহ্ করা।

৪। টাখনু পর্যন্ত উভয় পা উত্তমরুপে ধৌত করা। ।হেদায়া সহ্ সকল নির্ভর যোগ্য ছহীহ্ হাদীসের কিতাব এবং পবিত্র সূরা মায়েদা আয়াত শরীফ-৬। (উল্লেখ্য যে, অজুর কোন ওয়াজিব নেই)

অজুর সুন্নাতঃ

অজুর সুন্নাত ১৫টিঃ- (১) উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। (২) 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে অজু আরম্ভ করা। (৩) নিয়ত করা। (৪) মেছওয়াক করা। (৫) অজুর অঙ্গগুলি ধুতে দেরী না করা। (৬) কুলি করা। (৭) এস্তেঞ্জার পর নাপাকীর স্থান পানি দ্বারা ধৌত করা। (৮) গড়গড়া করে কুলি করা (রোজাদার অবস্থায় নয়)। (৯) নাকের ভিতর পানি পৌছান। রোজাদার অবস্থায় ইহাও নিষেধ (১০) উভয় কান মছেহ্ করা। (১৩) হাত পায়ের আঙ্গুলী সমূহ নিচের দিক থেকে খিলাল করা। (১৪) ঘনদাড়ী খেলাল করা। (১৫) তরতীব রক্ষা করে অজু করা।

অজুর মুস্তাহাবঃ

অজুর মোস্তাহাব ১৬টিঃ- (১) ডান দিক হতে অজু আরম্ভ করা। (২) গরদান বা ঘার মছেহ করা। (৩) কেবলামুখী হয়ে অজু করা। (৪) ওয়াক্তের কিছু পূর্বে অজু করা। (৫) অন্যের নিকট হতে অজুর সাহায্য না নেওয়া। (৬) অজুর সময় কথা না বলা। (৭) অজুর অঙ্গগুলি ভালরুপে মর্দন করা। (৮) উচ্চস্থানে বসে অজু করা। (৯) অজুর নিয়ত মুখে বলা। (১০) আংটি কিংবা গহনা নাড়াচাড়া করা। (১১) প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত ও মছেহ্ করার সময় প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' ও শেষে যে কোন দরুদ শরীফ পড়া। (১২) কর্ণদ্বয় মছেহ্ করা এবং কর্ণকূহরে কণিষ্ঠা অঙ্গুলী প্রবেশ করানো। (১৩) আবশ্যক পরিমাণ পানি খরচ করা। (১৪) অজুঅন্তে কালেমা শাহাদত ও দরুদ শরীফ পড়া। (১৫) অজুর অবশিষ্ট কিছু পানি দাঁড়িয়ে পান করা। (১৬) অজু শেষ করে পুনরায় অজু করার জন্য পাত্রে পানি ভরে রাখা। (আলমগীরী সহ্ অসংখ্য নির্ভর যোগ্য কিতাব)

অজুর মাকরুহঃ

অজুর মাকরুহ ৫টিঃ- (১) মুখের উপর জোরে পানি মারা। (২) বাম হাতে মুখে পানি দেওয়া। (৩) অজুর সময় কোন কথা বলা। (৪) অজুর অঙ্গগুলি তিনবারের বেশি ধৌত করা। (৫) নাপাক জায়গায় অজু করা। (শরহে বেকায়া সহ অনেক কিতাব)

Scanned with CamScanner

অজু ভঙ্গের কারণঃ

অজু ভঙ্গের কারণ ৯টিঃ (১) পায়খানা বা পেশাবের দ্বার দিয়ে কোন জিনিস বের হলে। (২) শরীরের কোন অংশ হতে রক্ত-পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে। (৩) জ্ঞানহারা হলে। (৪) মাতাল হলে। (৫) মুখ ভরে বমি হলে। (৬) নামাজের ভিতর খিল্ খিল্ করে হাসলে। (৭) পুরুষ স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ একত্রিত হলে। (গোছল ফরজ)। (৮) কাত, চীত, কিংবা কোন বস্তুর সাথে হেলান দিয়ে নিদ্রা গেলে। (৯) পাগল হয়ে গেলে। (আলমগীরী সহ অংখ্য নির্ভর যোগ্য কিতাব)

গোসলের বিবরণঃ

মহান আল্লাহ পাক এরশাদ মুবারক করেছেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

অর্থঃ যদি তোমরা নাপাক হও, তবে সারাদেহ পাক করে নাও। (পবিত্র সুরা মায়েদাহ আয়াত শরীফ-৬)

প্রকাশ থাকে যে, গোসল চার প্রকার। যথাঃ (১) ফরজ। (২) ওয়াজিব। (৩) সুন্নাত। (৪) মুস্তাহাব।

(১) ফরজ গোসল-যেমনঃ স্ত্রী সহবাস, স্বপ্ন দোষ ও কামভাবের সঙ্গে মণি বের হলে। এবং স্ত্রী লোকের হায়েজ ও নেফাছের রক্ত বন্ধ হলে গোসল করা ফরজ।

(২) ওয়াজিব গোসল-যেমনঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া। কাফের মুসলমান হলে গোসল দেওয়া।

(৩) সুন্নাত গোসল-যেমনঃ শুক্রবার দিন, দুই ঈদের দিন ও আরাফাতের দিন গোসল করা।

(৪) মুস্তাহাব গোসল-যেমনঃ শবে বরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদি ফজিলতপূর্ণ রাতে এবাদতের উদ্দেশ্যে গোসল করা। (কাজিখান, শামী, আলমগিরী ইত্যাদি)

গোসল ফরজ ও নাপাক কাপড় পাক করার নিয়মঃ

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতুল গুস্লা লিরফ্য়িল জানাবাতি।

অর্থঃ আমি নাপাকী দূর করার জন্য গোসল করছি।

গোসলের নিয়মঃ

প্রথমে পরনের নাপাক কাপড়খানা পাল্টিয়ে বিসমিল্লাহ্, সুবহানাল্লহু আলহামদু লিল্লাহ বলে উত্তমরূপে তিনবার ধৌত করে নিবে। নতুবা নাপাক কাপড়ের পানি শরীরে লাগলে শরীরের উক্ত স্থান ধোয়া ওয়াজেব হবে। তৎপর লজ্জা স্থান এবং শরীরের কোন অংশে নাপাকী লেগে থাকলে তা পরিস্কার করে নিবে। অতঃপর

Scanned with CamScanner

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়ে নিয়ত করতঃ উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হবে। তৎপর পা ধোয়া বাদ রেখে অজু করে নিয়ে প্রথমে ডান কাঁধে তিনবার অতঃপর বাম কাঁধে তিনবার পানি ঢেলে নিবে। তৎপর মাথাসহ সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢেলে উত্তমরূপে ঘসে পরিস্কার করতে হবে। তৎপর একটু উঁচু স্থানে দাঁড়ায়ে দুই পা ধৌত করে গোসল শেষ করবে। সাবান বা শেম্পু ব্যবহার করা উত্তম। না হলেও শুধু পানিতেই পবিত্রতা হাসিল হবে।

গোসলের ফরজঃ

গোসলের ফরজঃ তিনটিঃ যথা (১) গড়গড়া করে কুলি করা। ইহা রোজা অবস্থায় নিষেধ। (২) নাকের ভিতর অংশ পানি দ্বারা সাফ করা। ইহাও রোজা অবস্থায় নিষিদ্ধ। (৩) সমস্ত শরীরের লোমের গোড়ায় গোড়ায় উত্তমরূপে অত্যন্ত সতর্কার সাথে পানি পৌছিয়ে/ধৌত করা। (শরহেমুনিয়া, দারেমী, দারেকুতনী ইত্যাদি)

গোসলের সুন্নাত ছয়টিঃ

যথাঃ (১) দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা (২) আগে নাপাকীর স্থান ধৌত করে শরীর পরিস্কার করা (৩) লজ্জাস্থান পরিস্কার করে শরীর মর্দন করা (৪) তিনবার গড়গড়া করে কুলি করা। (৫) নাকের ভিতর পানি পৌছান (৬) গোসলের শেষে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে পা দ্বয় ধৌত করা। (আলমগীরী সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

তায়াম্মুমের বিবরণঃ

আল্লাহপাক এরশাদ মুবারক করেছেন,

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ–

অর্থঃ তোমাদের কেউ অসুস্থ্ হও অথবা মুছাফির হও অথবা পায়খানা, পেশাব থেকে বিরত হও অথবা স্ত্রী সহবাস কর-অতঃপর পানি না পাও তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। অর্থাৎ উহা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুটি হাত মছেহ কর। (পবিত্র সুরা মায়েদাহ শরীফ আয়াত শরীফ-৬)

অজু ও গোসল দ্বারা মানুষ যেমন পাক হয়, তায়াম্মুম দ্বারাও অনুরূপ পাক হওয়া যায়। (হেদায়া, কেনায়া, শরহে বেকায়াহ্ মুছান্নাফ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

Scanned with CamScanner

তায়াম্মুম করার নিয়মঃ

প্রথম দুই হাত মাটিতে রেখে হাতদ্বয় সামনে ও পিছনে টেনে নিয়ে (মাটি যদি হাতে খুব বেশী পরিমাণ ভরে, তবে হাত ঝেরে ফেলা জায়েজ আছে)। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মছেহ করবে।

মুখ মণ্ডল মছেহের নিয়মঃ দুইহাত মাটিতে মেরে ঝেরে নিয়ে দুই হাতের আঙ্গুলী সমূহের পেট ও হাতলী অর্থাৎ তালু দ্বারা কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া হতে থুতনী অর্থাৎ চিবুকের নিম্নদেশ পর্যন্ত ও এককানের লতি হতে অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডল মছেহ করবে। যেন চক্ষু দ্বয়ের পাতার উপরিভাগ ও দুই গালের উপরোস্থ দাঁড়ি এবং ভুরুদ্বয় মছেহ করা বাঁকি না থাকে। এক কথায় মুখমণ্ডলের কোন অংশ যেন মছেহ বাদ না থাকে।

হস্তদ্বয় মছেহের নিয়মঃ দ্বিতীয় বার হাত মাটিতে মেরে সামনে ও পিছনে টেনে হাতদ্বয় ঝেড়ে নিবে, তৎপর বাম হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা, এই তিন আঙ্গুলীর পেট ও হাতলীর অগ্রভাগের কিয়দাংশ দ্বারা ডান হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী এই চার আঙ্গুলের পিঠ নখের অগ্রভাগ হতে আরম্ভ করে কনুই এর কিয়দাংশ পর্যন্ত মুছে নিয়ে বাম হাতের বাঁকি হাতলী বা তালু তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গলী দ্বারা ডান হাতের পেট পার্শ মছেহের সঙ্গেই বৃদ্ধাঙ্গুলীর পীঠ নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত মছেহ করবে। পুনঃ ডান হাতের অঙ্গুলী ও হাতের তালু দ্বারা পূর্বের ন্যায় বাম হাত মছেহ করবে। (শরহেবেক্বায়া, হেদায়া সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

যে সকল বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা যায় তার বর্ণনাঃ

(১) ধুলা (২) বালি (৩) সুরকী (৪) পাথর চুনা (৫) সুরমা (৬) হরিতাল (৭) গন্ধক (৮) যাবতীয় প্রকার পাক মাটি (৯) পাথর (১০) পাকা ইট (১১) যে কোন পাক পদার্থের উপর যদি বেশী পরিমাণ ধুলা জমে থাকে তবে তা দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে। (আলমগীরী, মুসলিম, দারেমীসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

তায়াম্মুমের ক্ষেত্রঃ

(১) শরয়ী এক মাইলের মধ্যে পানি না পাওয়া গেলে। (২) পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে (৩) সঞ্চিত পানি ব্যবহার করলে নিজে ও পালিত পশু পিপাসার্ত থাকার সম্ভাবনা থাকলে (৪) কোন প্রকারে কুপ হতে পানি উঠাতে না পারলে (৫) পানি যদি ক্রয় করতে হয়, তবে সে অর্থ না থাকলে (৬) অজু করে ঈদের নামাজ বা জানাজার নামাজ না পাওয়ার আশংকা থাকলে, ইত্যাদি কারণে তায়াম্মুম করতে হয়। (হেদায়া, বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

Scanned with CamScanner

তায়াম্মুমের ফরজঃ

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি-যথাঃ (১) নিয়ত করা। (২) মুখমণ্ডল মাছেহ করা। (৩) উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মছেহ করা। জেনে রাখা দরকার যে, তায়াম্মুমের কাজগুলি একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করতে হবে। (হেদায়া, মুসনাদ আব্দুর রাজ্জাক ইত্যাদি)

তায়াম্মুমের রোকনঃ

তায়াম্মুমের রোকন ২টি, যথাঃ (১) দুইবার হাত মাটিতে মারা। (২) তায়াম্মুমের সমস্ত স্থান পুরাপুরি মছেহ করা। (দোরেরাল মুখতার, রুদ্দুল মুহতার ইত্যাদি)

বিঃ দ্রঃ- কোন অচল রুগীকে যদি তায়াম্মুম করিয়ে দিতে হয়, তবে উক্ত ব্যক্তিকে তিনবার হাত মাটিতে মারতে হবে। ১ম বার মেরে মুখমণ্ডল, ২য় বার মেরে ডান হাত, ৩য় বার মেরে বাম হাত মছেহ করাবে। (ত্বরিকুল ইসলাম সহ অনেক কিতাব)

তায়াম্মুমের সুন্নাত ৯টিঃ

(১) বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম বলা। (২) তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা অর্থাৎ প্রথমে মুখমণ্ডল তৎপর ডান হাত, তৎপর বামহাত মছেহ করা। (৩) মছেহের কাজগুলিতে বিলম্ব না করা। (৪) হাত মাটিতে মেরে প্রথমে সামনে তৎপর পিছনে ঘষা। (৫) হাত ঝাড়া। (৬) আঙ্গুলীগুলি ফাঁকা করে মাটিতে হাতমারা। (৭) দুই হাতের তালুদ্বয় মাটিতে লাগানো। (৮) ডান দিক হতে আরম্ভ করা। (৯) হাতের পীঠের দিক প্রথমে মাছেহ করা। (মারাকিউল ফালাহ সহ অসংখ্য কিতাব)

তায়াম্মুমের মোস্তাহাবঃ

পানিহীন ব্যক্তির যদি পানি পাওয়ার দৃঢ় আশা থাকে, তবে তাকে নামাজের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করা মুস্তাহাব। (তাহতাবী সহ অসংখ্য কিতাব)

এরূপ ব্যক্তিকে নামাজের মুস্তাহাব ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করা মুস্তাহাব। (জামেউর রমুজ সহ অসংখ্যা কিতাব)

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লহি আলাইহি উনার মতে এরূপ ব্যক্তিকে নামাজের মুস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ সময় পর্যন্ত দেরী করা ওয়াজিব। (মারাকিউল ফালাহ সহ অসংখ্য কিতাব)

তায়াম্মুমের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةَ الِلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالٰى-

উচ্চারণঃ নাওয়াইতুআন আতায়াম্মামু লিরফয়িল হাদাছি ওয়াছতিবা হাতাল্লিছছলাতি ওয়াতা ক্বাররুবান ইলাল্লহিতায়ালা।

অর্থঃ- আমি পাকিজা হাছিলের উদ্দেশ্যে এবং বিশুদ্ধভাবে নামাজ পড়ার মানসে ও আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করছি।

Scanned with CamScanner

পেশাব-পায়খানা ও ঢিলা কুলুখের বর্ণনাঃ

প্রকাশ থাকে যে, পেশাব-পায়খানা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। এবং ইহা থেকে পাকসাফ হওয়াও বিশেষ জরুরী। এই পাক সাফ হওয়াকেই শরীয়তের পরিভাষায় এস্তেঞ্জা বলা হয়। এবং ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। সংক্ষিপ্তভাবে এগুলির বর্ণনা করা হলো-

যথাঃ-পেশাব-পায়খানা আড়ালে, ঘেরা স্থানে অতি সতর্কতার সাথে করতে হয়, নইলে শক্ত গুনাগার হতে হবে। কেননা হুজুর ﷺ বলেছেন, اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ (আল হায়ায়ু শু'বাতুম মিনাল ঈমান) লজ্জা শরম ঈমানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখা। "যার হায়া নেই তার ঈমান নেই।" (বুখারী, মুসলিম)

পেশাব পায়খানায় যাওয়ার তারতীবঃ-

পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার পূর্বে পানি ও ঢিলা কুলুখ সঙ্গে নিবে। ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। আর কুলুখ বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মুস্তাহাব-সুন্নত। এই দৃষ্টিকোণে পেশাবে একটি এবং পায়খানায় তিনটি ঢিলা নেওয়া বাঞ্ছনীয়। অবস্থাভেদে কম বেশী করাতে দোষ নেই। পেশাবান্তে এহ্‌তিয়াত অর্থাৎ সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্য ৪০ কদম বা সন্দেহ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত হাঁটা চলা করা, গলা খাঁকরানী দেওয়া, ডান উরু বাম উরুর দিকে এবং বাম উরু ডান উরুর দিকে বাঁকিয়ে নিয়ে চাপ দেওয়া উত্তম। যাতে করে সন্দেহ মুক্ত হওয়া যায়। জেনে রাখা দরকার যে, মেয়েদের পেশাবে ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করতে হয়না।

পায়খানায় প্রবেশ করতে গিয়ে প্রথমে বাম পা তৎপর ডান পা রাখবে। পানির পাত্র ও ঢিলা হাতের ডান পার্শ্বে রাখবে। পায়খানায় বসার সময় ছতর খুলবে, বসার আগে সতর খুলবে না। বাম পায়ে ভর দিয়ে বসবে। নাক মুখ যথাসাধ্য কাপড়ে ঢেঁকে রাখবে। কেবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে বসবেনা। পায়খানা পেশাবের সময় আজানের বা সালামের জওয়াব দিবেনা। হাঁচি হলে মনে মনে "আলহামদুলিল্লাহ' বলবে প্রকাশ্যে বলবে না। আল্লাহর নাম ও আল্লাহর কালাম লিখিত তাবিজ কবজ যাহা খোলাভাবে থাকে সঙ্গে করে পায়খানায় ঢুকবে না। টুপি মাথায় না থাকলে অন্য একটি কাপড় দ্বারা মস্তক আবৃত করে পেশাব-পায়খানায় বসবে। পায়খানা থেকে বের হতে প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা দিয়ে বের হবে। পায়খানা-পেশাবে দোয়া পড়বে। ইহা মুস্তাহাব। প্রবেশের সময় বলবে-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ—

Scanned with CamScanner

ঢিলা কুলুখ ব্যবহারের সুন্নতী নিয়মঃ

যথাঃ- পুরুষগণ শীতকালে প্রথম ঢিলা গুহ্যদারের পিছন দিক থেকে টেনে সামনের দিকে আনবে। দ্বিতীয় ঢিলা সামনে থেকে পিছনে টানবে এবং তৃতীয় ঢিলা পিছন থেকে সামনে আনবে। আর গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ গরমের সময় ইহার বিপরীত করবে। অর্থাৎ প্রথম ঢিলা সামনে থেকে পিছনে, দ্বিতীয়টি পিছন থেকে সামনে এবং তৃতীয়টি সামনে থেকে পিছনে টানবে।

মেয়েরা শীত-গ্রীষ্ম সকল সময়ে মল ত্যাগের পরে প্রথম ঢিলা সম্মুখ হতে পিছনের দিকে টেনে নেবে, দ্বিতীয় ঢিলা পিছন থেকে সামনের দিক টানবে আর তৃতীয় ঢিলা সম্মুখ হতে পিছনের দিক টেনে নেবে। (শরহে বেকায়ার হাশিয়া ও জাওহারাতুন নাইয়্যারা সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর পড়বেঃ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَعَافَانِىْ—

যে সকল বস্তু দ্বারা ঢিলা কুলুখ লওয়া যায়ঃ

(১) পাথর খণ্ড। (২) শুষ্ক ঢিলা। (৩) মাটি। (৪) বালি। (৫) ছাই। (৬) পুরাতন কাপড়ের ন্যাকড়া। (৭) তেজহীন কাঠ। (৮) তুলা। (৯) মূল্যহীন চামড়া ইত্যাদি বস্তু দ্বারা কুলুখ নেওয়া যায়। (কবিরী, গায়াতুল আওতার সহ অসংখ্য কিতাব)

যে সকল স্থানে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধঃ

(১) কবর স্থানে। (২) প্রবাহিত এবং বদ্ধ পানিতে। (৩) ফলদার গাছের নিচে। (৪) শষ্য ক্ষেতে। (৫) মানুষ চলাচলের রাস্তায়। (৬) যে গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম করে এমন গাচের নিচে। (৭) মসজিদ বা ঈদগাহের সামনের খোলা জায়গায়। (৮) অজু গোসলের স্থানে। (৯) ইঁদুর, সাপ বা পিপিলিকার গর্তে ইত্যাদি। (আলমগীরসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

হায়েজ-নেফাছ ও এস্তেহাজার বিবরণঃ

প্রকাশ থাকে যে, স্ত্রীলোকের যোনীদ্বার দিয়ে তিন প্রকার রক্ত বের হয়, যথাঃ (১) হায়েজ। (২) নেফাছ। (৩) এস্তেহাজা।

১. হায়েজঃ বালেগা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় হতে প্রসবকাল ব্যতীত অন্য সময় যে রক্ত রেব হয় তাকে হায়েজ বলে।

২. নেফাছঃ স্ত্রী লোকের সন্তান প্রসব হওয়ার পরে বা সন্তানের অধিকাংশ শরীর মায়ের উদর থেকে বের হওয়ার পর যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে নেফাছ বলা হয়।

Scanned with CamScanner

৩. এস্তেহাজাঃ পীড়া বশত, অর্থাৎ রোগের কারণে যে রক্ত স্ত্রীদের শিরা হতে যোনি দ্বার দিয়ে আসে তাকে এস্তেহাজা বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, হায়েজের রক্ত গর্ভাশয় হতে বের হয়, বিধায় উহাতে দুর্গন্ধ থাকে, পক্ষান্তরে এস্তেহাজার রক্ত শিরা হতে বের হয় বিধায় উহাতে দূর্গন্ধ থাকে না। হায়েজের কম সময়সীমা হচ্ছে তিনদিন তিন রাত্রি। আর উর্দ্ধতম সময়সীমা দশ দিন দশ রাত্রি। এর বেশী হলে এস্তেহাজা ধরে নিতে হবে।

নেফাছের নিম্নতম কোন সময় নির্ধারিত নেই। কিন্তু নেফাছের উর্দ্ধ সময়সীমা হচ্ছে চল্লিশ দিন।

মাসিক তিন দিন তিন রাত্রির কম কিংবা দশ দিন দশ রাত্রির অধিক যে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সন্তান প্রসবের পরে চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত যে রক্ত প্রবাহিত হয় উহা এস্তেহাজা বলে গণ্য হবে।

যে স্ত্রীলোকের হায়েজ ও নেফাছের সময়সীমা নিয়মিত থাকে, যদি উক্ত নিয়মের অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়, এবং ইহা ছাড়াও হায়েজে দশ দিন দশ রাত্রির অধিক এবং নেফাছে চল্লিশ দিনের অধিক রক্ত স্রাব হয় তাহলে এই নিয়মের অতিরিক্ত রক্তপাতের এস্তেহাজা ধরবে। প্রসবকালে সন্তানের অধিকাংশ শরীর বের না হওয়া পর্যন্ত যে রক্ত বের হয় উহাও এস্তেহাজার মধ্যে গণ্য হবে।

যে স্ত্রীলোকের ৫০ কিংবা ৫৫ বৎসরের পরে হায়েজের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তাকে "আয়েছা" (ঋতু রহিতা) বলে। উক্ত ৫০ কিংবা ৫৫ বৎসর অন্তে ঋতু বন্ধ হওয়ার পরে কালো কিংবা গাঢ় বা লাল রক্ত দেখলে তা হায়েজ ধরতে হবে। তবে হলুদ, সবুজ বা মেটে রঙ্গের দেখা গেলে তা হায়েজ বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি উক্ত মহিলার পূর্ব হতেই হায়েজের রক্তের রং উক্ত তিন প্রকারের হয়, তবে উহা হায়েজের বলে গণ্য হবে। দুই হায়েজের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা যতদিন পাক থাকে এই পবিত্রতাকেই 'তুহর' বলে। এই পাকিজার কম সময়সীমা ১৫ দিন, অধিক সময়সীমা অনির্দিষ্ট। কোন স্ত্রীলোকের হায়েজ আরম্ভ হয়ে অবিশ্রান্তভাবে রক্তস্রাব হতে থাকলে, প্রথম ১০ দিন হায়েজ, অতঃপর বাঁকি ২০ দিন 'তুহর' ধরতে হবে। স্ত্রী লোকের কিছু দিবস নিয়মিত হায়েজ ও তুহর বা পবিত্র হওয়ার পরে অবিশ্রান্ত ভাবে রক্তস্রাব হলে প্রত্যেক মাসে পূর্ব নিয়ম অনুসারে হায়েজ ধরে নামাজ, রোজা ও স্বামী সহবাস ত্যাগ করবে। উক্ত নিয়মে অবশিষ্ট দিনগুলো তুহর ধরে নামাজ, রোজা ইত্যাদি করবে। যদি কোন স্ত্রীলোক অগ্রপশ্চাৎ রক্তপাতের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু দিবস পাক থাকে, এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, ১৫ দিনের কম পাক থাকে তবে পৃথক হায়েজ ধরা হবেনা। যদি রক্তপাত ও পাকি ১০ দিনের অধিক না হয়, তবে উক্ত রক্তপাত ও পাকি উভয়কে হায়েজ ধরতে হবে। পক্ষান্তরে যদি রক্তপাত ও পাকি ১০ দিনের অধিক হয়, তবে প্রথম ঋতুবর্তীর পক্ষে ১০ দিন হায়েজ ধরতে হবে। আর যে স্ত্রীলোকের এক নিয়মে হায়েজ হয়েছে তার পক্ষে পূর্ব হায়েজের দিনগুলিকে হায়েজ ও পূর্ব তুহরের দিনগুলিকে 'তুহর' ধরতে হবে। (আমলমগীরী সহ সকল মাসআলার কিতাব এবং ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

Scanned with CamScanner

আজান ও ইক্বামতের বিবরণ

اذان (আজান) শব্দের অর্থ আহ্বান বা ডাকা। আর শরীয়তের পরিভাষায় আজান বলা হয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দিষ্ট কালেমা বা বাক্যের মাধ্যমে ঈমানদারগণকে নামাজের জন্য আহ্বান করা।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য এবং ক্বাদা নামাজ জামায়াতে পড়ার জন্য আজান ও ইক্বামত দেওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। আর নবজাত শিশু সন্তানের ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া মুস্তাহাব-সুন্নত।

আজানের ফজিলতঃ

হাদীস শরীফ : হযরত আবু সাঈদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ মুবারক করেছেন, মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর যতদূর যায় ততদুর পর্যন্ত জীন, মানুষ বা যে কোন পদার্থ তা শুনতে পায় বিচারের দিন তারা তার জন্য সাক্ষ্য দিবে। (বুখারী শরীফ)

হাদীস শরীফ : হযরত ইবনে ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ মুবারক করেছেন, যে ব্যক্তি বার বৎসর যাবৎ আজান দেয় জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। এবং তার জন্য প্রতিদিন প্রতি আজানের বিনিময়ে ৬০ (ষাট) নেকী এবং প্রত্যেক একামতের বিনিময়ে ৩০ (ত্রিশ) নেকী করে লেখা হয়। (ইবনে মাজাহ)

আজান দিলে যেমন ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, আজানের জওয়াব দিলেও তেমনি ছওয়াব পাওয়া যায়। এজন্য আমাদের হানাফী মাযহাবের মহামান্য ইমামগণ আজানের জওয়াব দেওয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। কুরআন সুন্নাহর আলোকে।

হাদীস শরিফ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমিও সে রুপ বলো যেরুপ মুয়াজ্জিনগণ বলে, এবং যখন (আজান ও জওয়াব) শেষ করবে তখন আল্লাহ্পাকের দরবারে প্রার্থনা কর-তোমাকেও দেওয়া হবে। (মিশকাত)

আজান ও ইকামত দেয়ার নিয়ম এবং আজান ও ইক্বামতের বাক্য সমূহঃ-

আজানঃ মুয়াজ্জিন মসজিদের সম্মুখে মিনারা বা কোন উঁচু স্থানে পশ্চিম দিক হয়ে দাঁড়িয়ে দু'কানের ভিতর দু'হাতের শাহাদত আঙ্গুলী প্রবেশ করিয়ে নিম্নের কালামগুলি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করবে।

Scanned with CamScanner

যথাঃ-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ + اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ + اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহু আকবার (৪ বার)

অর্থঃ আল্লাহ মহান।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ + اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু (২ বার)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ + اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ (২ বার)

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রসূল।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ + حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

হাইয়্যা আলাচ্ছলাহ্ (২ বার)

অর্থঃ তোমরা নামাজের দিকে এসো।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ + حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ (২ বার)

অর্থঃ তোমরা সফলতার দিকে এসো।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ + اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহু আকবার (২ বার)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ লা-ইলা-হা ইলা-হা ইল্লাল্লহ (১ বার)

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

প্রকাশ থাকে যে, এইরূপে আজান শেষ করে সকলে দু'হাত তুলে দোয়া ও মুনাজাত করবে। আজানের দোয়া ৮ ও ৯ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ফজরের নামাজের আজানে "হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ এর পর মুয়াজ্জিন ২ বার বলবে-

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ + اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

আচ্ছলাতু খাইরুম মিনান নাউম (২ বার)

অর্থঃ ঘুম হতে নামাজ উত্তম।

Scanned with CamScanner

ইক্বামত

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে আজানের ন্যায় ইক্বামতও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আজান শেষ করে মাগরিবের নামাজ ব্যতীত সকল নামাজের কিছু সময় বিলম্ব করে ইমামের পিছনে একটু ডান দিকে মুয়াজ্জিন ইক্বামতের কালামগুলো উচ্চ আওয়াজে তাড়াতাড়ি বলতে থাকবে।

প্রকাশ থাকে যে, আজানের কালামগুলোই ইক্বামতের কালাম। মুয়াজ্জিন শুধু 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' ২ বার বলার পর নিম্নের কালাম ২ বার বলবে।

যথাঃ- قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ + قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

ক্বদক্বা-মাতিচ্ছলাতু (২ বার)

(বিঃ দ্রঃ-জামে মসজিদে ছানী জামাআতের অথবা একাকী নামাজ পড়তে ইক্বামত দিতে হবে না)

আজান ও ইক্বামতের জওয়াব

আজানের জওয়াবঃ

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে আজানের মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব, আর ইক্বামতের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব। মুয়াজ্জিন যে কালামগুলি উচ্চারণ করবে শ্রোতাগণ তাই বলতে থাকবে, কিন্তু "হাইয়্যা আলাচ্ছলাহ্" ও "হাইয়্যা আলাল ফালাহ্" এই দুইটি কালামের জওয়াবে বলবেঃ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

(লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।)

অর্থঃ- মহান আল্লাহ পাকের তৌফিক ছাড়া কোন ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার উপায় নেই।

আর ফজরের আজানে "আচ্ছলাতু খইরুম মিনান্নাউম" এর জওয়াবে বলবেঃ

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

ছদাক্বতা ওয়া বারাকতা (২ বার)

অর্থঃ তুমি সত্য কথা বলেছ এবং কল্যাণী হয়েছে

ইক্বামতের জওয়াবঃ

ইক্বামতের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব, এবং ইক্বামতের সময় সকল মুছল্লিগণকে "হাইয়্যা আলাছ্ছলাহ" বলা পর্যন্ত জায়নামাজে বসে থাকাও মুস্তাহাব। তবে অসংখ্য লোকের জামাতে কাতার সোজা করে দাঁড়াতে অসুবিধা দেখা দিলে বসে না থেকে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করাই বাঞ্চনীয়। কারণ নামাজে কাতার সোজা করে দাঁড়ানো ওয়াজিব। তাই মুস্তাহাব আদায় করতে গিয়ে ওয়াজিব 'তরক' করা যাবেনা। ইক্বামতের জওয়াব আজানের জওয়াবের অনুরুপ। শুধু মুয়াজ্জিন যখন বলবে "ক্বদক্বা মাতিছ্ছলাহ" তার উত্তরে মুছল্লিগণ বলবেঃ

Scanned with CamScanner

أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

আক্বামাহাল্লহু ওয়াআদামাহা।

অর্থঃ আল্লাহপাক যেন সর্বদা এই নামাজ কায়েম ও স্থায়ী রাখেন।

আজানের পর দোয়া পড়া ও তৎসঙ্গে হাত তুলে মুনাজাত করা প্রসঙ্গেঃ-

প্রকাশ থাকে যে, আজান শেষ করে দোয়া পড়া এবং দু'হাত তুলে মুনাজাত করা মুস্তাহাব-সুন্নত। শুধু আজানে নয়, একমাত্র নামাজের মধ্যস্থিত (দোয়া কুনুত, দোয়া মাছুরা ইত্যাদি) দোয়া ছাড়া স্থান ভেদে যাবতীয় দোয়ার জন্য হাত উঠানো এবং উক্ত হস্তদ্বয় মুখ মন্ডলে মোছেহ করা সুন্নতে যায়েদা তথা মুস্তাহাব-সুন্নত। (ফতোয়ায়ে সিদ্দিকীয়া, আলবাইয়্যিনাত, তরিকুল ইসলাম, মুছান্নাফ, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাব) এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আমার লিখা "হাত তুলে মুনাজাত একশত শহীদের মর্যাদা" নামক কিতাবটি পাঠ করুন এ বিষয়ে প্রায়-পাঁচশত দলীল পাবেন।

নবী করিম ﷺ বলেছেনঃ

হাদীস শরীফ : হযরত আনাছ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

রসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ মুবারক করেছেন- আজান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া আল্লাহ পাক উনার দরবার হতে ফেরত দেওয়া হয়না। কবুল করা হয়। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

হাদীস শরীফ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনি আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাঁরা যেরুপ বলে থাকে তুমিও তদ্রুপ বলো এবং যখন শেষ করবে তখন প্রার্থনা কর তোমাকেও দেওয়া হবে। (আবু দাউদ, বাজলুল মাজহুদ)

আজানের দোয়াঃ

আজান শেষে মুয়াজ্জিন শ্রোতাগণ সকলে দু'হাত তুলে নিম্নের দোয়া পাঠ করে হস্তদ্বয় মুখ মন্ডলে মোছেহ করবে। হাদীস শরীফে হযরত জাবের رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ মুবারক করেছেন, আজান শুনে যে ব্যক্তি এই দোয়া বলবে কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত তার জন্য ওয়াজিব হবে। (সুবহানাল্লাহ)

যথাঃ-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ-

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্দাওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াছছলাতিল ক্বয়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াছিলাতা, ওয়াল ফাদ্বীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রফিয়াতা ওয়াব আছহু মাক্বমাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়াআত্তাহ্ ওয়ার যুকনা শাফাআ'তাহু ইয়াউমাল কিয়ামাহ্ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীয়াদ।

অর্থঃ ও পূর্ণ আজান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের প্রভূ! আপনি মুহম্মাদ ﷺ-উনাকে ওয়াসীলা ও মর্যাদা প্রদান করুন। এবং তাঁকে মাক্বামে মাহমুদে পৌছান, যার জন্য আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি তো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

আজানের সময় দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন করে চোখে বুলানো প্রসঙ্গেঃ

মুয়াজ্জিন আজান দেওয়ার সময় যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ (আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ) উচ্চারণ করবে তখন যে ব্যক্তি قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ কুররাতু আইনী বিকা ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ বলে দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গলীদ্বয় চুমু দিয়ে চোখে লাগাবে তাঁকে রাসুল ﷺ শাফায়াত করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ওয়াদা করেছেন। এরুপ করা মুস্তাহাব-সুন্নত সাহাবায়ে কেরাম রদিল্লাহু আনহুম থেকে এরুপ করা প্রমাণিত আছে।

যথাঃ সলাতে মাছউদী কিতাবে উল্লেখ আছে,

رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ سَمِعَ اِسْمِىْ فِى الْاَذَانِ وَوَضَعَ اِبْهَامَيْهِ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَاَنَا طَالِبُهٗ فِىْ صُفُوْفِ الْقِيَامَةِ وَقَائِدَهٗ اِلَى الْجَنَّةِ-

অর্থঃ হুজুর ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আজানে আমার নাম শুনে, এবং স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গলীদ্বয় চোখের উপর রাখে আমি ওকে কিয়ামতের কাতার সমূহে খোঁজ করবো এবং নিজের পিছে পিছে জান্নাতে নিয়ে যাবো। আল্লাহ পাক এরুপ করার তৌফিক সকলকে দান করেন। (অঙ্গুলী চুম্বনের দলীলসমূহ- ফত: আহসানুল ফতওয়া, মুসনাদ, মুছান্নাফ, তাফসীরে রুহুল বয়ানসহ ১৫২টি প্রসিদ্ধ কিতাব)

Scanned with CamScanner

যে সকল কারণে আজানের জওয়াব দিতে হয়না :

পূর্বে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে আজানে মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব, নইলে গোনাহ্গার হতে হবে। তবে নিম্নলিখিত কারণ সমূহে আজানের মৌখিক জওয়াব দিতে হবেনা। যথাঃ (১) নাপাক অবস্থায় থাকলে। (২) হায়েজ নেফাছ ওয়ালী মহিলা। (৩) খুৎবা পাঠেরত থাকলে। (৪) খুৎবা শ্রবণ করতে। (৫) নামাজ পড়ার সময়। (৬) সহবাস কালে। (৭) পায়খানা পেশাবের সময়। (৮) এলেম শিক্ষার সময়। (৯) এলেম শিক্ষা দেওয়ার সময়। (১০) পানাহারের সময়। (দোঃ, সিঃ মাঃ, বাহ্রুল উলুম)।

অনেকগুলি মসজিদে একসঙ্গে আজান হলে তার জওয়াব প্রসঙ্গেঃ

জেনে রাখা দরকার যে, একসঙ্গে অনেকগুলি মসজিদে একই সময়ে আজান হলে, শ্রোতাগণের যে কোন এক আজানের জওয়াব দিলেই চলবে। তবে উত্তম হচ্ছে প্রথম যে আজান কানে পরে তার জওয়াব দেওয়া। অতঃপর, উত্তম হচ্ছে, মুছল্লি যে মসজিদে নামাজ আদায় করবে সেই মসজিদের আজানের জওয়াব দেওয়া।

সালাম প্রসংগ : আচ্ছালামু আলাইকুম আগে বললে ৯০টি নেকী আর ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম জওয়াব দিলে ১০টি নেকী দেয়া হয়-আলহাদীস।

যে সকল কারণে সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব হয় নাঃ

প্রকাশ থাকে যে, সকল ছহীহ হাদীস ও ফেকার কিতাবে সালাম দেওয়া সুন্নাত এবং সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব সাব্যস্থ হয়েছে। ছালামের জওয়াব না দিলে ওয়াজিব তরক করার গুণাহ আমল নামায় লেখা হবে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব হয় না।

যথাঃ- (১) নামাজরত অবস্থায়। (২) পানাহার অবস্থায়। (৩) কুরআন শরীফ তেলাওয়াতকারী। (৪) যিকির আযকার ও দোয়া কালামে মশগুল ব্যক্তি। (৫) খুৎবা পাঠ করার সময়। (৬) আরাফাতের ময়দানে লাব্বাইকা বলার সময়। (৭) আজান ও ইক্বামত দাতার। (৮) অপ্রাপ্ত বালকের। (৯) যুবতী মহিলার। (১০) সঙ্গমের সময়। (১১) ঘুমন্ত অবস্থায় (১২) পাগল হলে। (১৩) গোসলখানায় থাকলে। (শামী, সিদ্দিকোল মাসায়েল)।

যে সকল ব্যক্তিদেরকে ছালাম দেওয়া মাকরুহঃ

(১) নামাজরত ব্যক্তিকে। (২) কুরআন শরীফ তেলাওয়াতকারীকে। (৩) ধর্মীয় নসীহতকারীকে। (৪) হাদীস শরীফ শিক্ষাদানকারীকে। (৫) হাদীস শিক্ষা গ্রহণকারীকে। (৬) অপরিচিত অর্থাৎ গায়ের মুহাররাম যুবতী মহিলাকে। (৭) তাস, পাশা, জুয়া, দাবা ইত্যাদি খেলোয়ারদেরকে। (৮) শরাব খোর, মিথ্যাবাদী, গীবতকারী, বেনামাজী, ফাসেক, জালেম, জেনাকারী এবং দাইউসদেরকে। (৯) বিধর্মীকে। (১০) উলঙ্গ ব্যক্তিকে। (১১) পানাহারকারীকে। (১২) শিক্ষক ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানকালে। (১৩) কবিরা গুনাহে রত ব্যক্তিকে। (১৪) পায়খানা-পেশাবকারীকে ইত্যাদি। (শামী সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস ও ফতোয়ার কিতাব)।

Scanned with CamScanner

নামাজে ব্যবহৃত কতিপয় সূরা সমূহ

সূরা আল-ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۞

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ-লামীন। আর রহমানির রহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাছতাঈন। ইহ্‌দিনাছ্‌ছিরাতল মুসতাক্বীম। ছিরোত্বল্লাযীনা আন-আমতা আলাইহিম। গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব-দ্ব-ল্লীন। আমীন।

অর্থঃ- সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি অতীব মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র আপনারই এবাদত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখান। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন । তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব নাযিল করেছেন এবং যারা পথভ্রষ্ট।

সূরা আল-ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۞ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۞ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۞ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۞

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আলাম তারো কাইফা ফায়ালা রব্বুকা বিআছহাবিল ফীল। আলাম ইয়াজআল কাইদাহুম ফী-তাদলীলিঁও ওয়া আরসালা আলাইহিম ত্বইরান আবা-বীল। তারমীহিম বিহিজারোতিম মিং ছিজ্জীল। ফাজাআলাহুম কাআ'ছফিম মা'কুল।

অর্থঃ আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি? তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবীল পাখী, যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সাদৃশ্য করে দেন।

সুরা আল-কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۞ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ
۞ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۞

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

লি-ঈলাফি কুরাইশিন। ঈলা ফিহিম রিহ্‌লাতাশ শিতায়ি ওয়াছ্ছইফ। ফালইয়া'বুদু রব্বা-হাযাল বায়িইত। আল্লাযী আত্বয়'মাহুম মিং জুয়িওঁ ওয়া আ-আমানাহুম মিন খওফ।

অর্থঃ- কোরায়েশের আসক্তির কারণে, আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

সুরা আল-মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا يَحُضُّ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ
○ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ○ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ○

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আরোয়াইতাল্লাযী ইউকাযিযবু বিদ্দীন। ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদুউ'উল ইয়াতীম। ওয়ালা ইয়াহুদ্দু অ'লা ত্বয়'আমিল মিছকীন। ফাওয়াইলুল্লিল মুছল্লীনাল্লাযীনা হুম আং ছলাতিহীম ছাহুন। আল্লাযিনা হুম ইউরায়ুউনা ওয়া ইয়াম নায়ুউনাল মায়ুউন।

অর্থঃ আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? সে সেই ব্যক্তি যে এতিমকে গলাধাক্কা দেয়, এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজীর, যারা তাদের নামাজ সম্মন্ধে বে-খবর, যারা শুধু লোক দেখানোর জন্য (আমল)করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয়না।

সুরা আল-কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۞

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইন্না আ'ত্বইনা কালকাওছার। ফাছল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার। ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার।

অর্থঃ-নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওছার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানী করুন। যে শত্রু (অর্থাৎ আবু জাহিল) সেইতো লেজ কাটা নির্বংশ।

সুরা আল-কাফিরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন। লা-অ'াবুদু মা তা'বুদুউন। ওয়ালা আংতুম আবিদুনা মা-অ'াবুদ। ওয়ালা আনা অ'াবিদুম মা অ'াবাত্তুম। ওয়ালা আংতুম অ'াবিদবুউনা মা-আ'বুদ। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন।

অর্থঃ- বলুন! হে কাফেরকুল, আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত কর। এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি, এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।

সুরা আন-নাসর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا ۞
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۞

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইযা-জা-আ নাছরুল্লহি ওয়াল ফাত্হু। ওয়া রোআইতান্নাছা ইয়াদখুলুনা ফী-দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজ্বা। ফাছাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু। ইন্নাহু কা-না তাওয়াবা।

অর্থঃ- যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পাকিজা পবিত্রতা বর্ণনা করুন, এবং তাঁর কাছে উম্মতের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

সুরা লাহাব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۞ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ ۞ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۞

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

তাব্বাত্ ইয়াদা আবী লাহাবিঁও ওয়াতাব্বা। মা-আগনা আনহু মালুহু ওয়ামা কাছাব। ছাইয়াছ লা না-রং যাতা লাহাবিঁও ওয়ামরোআতুহু। হাম্মা লাতাল হাতব্ব। ফী-জী দিহা হাবলুম মিম মাছাদ্ব।

অর্থঃ আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংশ হোক সে নিজে। কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

সুরা আল-ইখলাছ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ ۞ وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

কুল হুয়াল্লহু আহাদ্ব। আল্লাহুচ্ছমাদ্ব। লাম ইয়ালিদ্ব, ওয়ালাম ইয়ুউলাদ্ব। ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ্ব।

অর্থঃ- বলুন ও আমার রসূল ﷺ তিনি (আল্লাহ) এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

সুরা আল-ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۞ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الۡعُقَدِ ۞ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۞

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

কুল আয়ুউযু বি রব্বিল ফালাক্ব। মিং শাররি মা খলাক্ব। ওয়ামিং শাররি গছিক্বিন ইযা ওয়াক্বব্ব। ওয়ামিং শাররিন্নাফ্ ফাছাতি ফিল উক্বাদ্ব। ওয়ামিং শাররি হা-ছিদিন ইযা হাছাদ্ব।

অর্থঃ- বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সুরা আন-নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ اِلٰهِ النَّاسِ ۞ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ
الۡخَنَّاسِ ۞ الَّذِىۡ يُوَسۡوِسُ فِىۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۞ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

কুল আউযুবি-রব্বিন্নাছ। মালিকিন্নাছ। ইলাহিন্নাছ। মিং শাররিল ওয়াছ ওয়াছিল খন্নাছ। আল্লাযী ইউওয়াছয়িছু ফী ছুদুরিন্নাছ। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাছ।

অর্থঃ বলুন-আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

সুরা আদ্ব-দুহা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَالضُّحٰى ○ وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ○ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ○ وَلَلۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ
مِنَ الۡاُوۡلٰى ○ وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيۡكَ رَبُّكَ فَتَرۡضٰى ○ اَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيۡمًا فَاٰوٰى ○
وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ○ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغۡنٰى ○ فَاَمَّا الۡيَتِيۡمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ○ وَاَمَّا
السَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ○ وَاَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ○

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ওয়াদ্দুহা। ওয়াল্লাইলি ইযা সাজা। মাওয়াদ্দাআকা রব্বুকা ওয়ামা ক্বলা। ওয়ালাল আখিরাতু খাইরুল্লাকা মিনালউলা। ওয়ালা ছাওফা ইউত্বীকা রব্বুকা ফাতারদ্বা। আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতিমাং ফায়াওয়া। ওয়া-ওয়াজাদাকা দ্ব-ল্লাং ফাহাদা। ওয়াওয়াজাদাকা আ-ইলাং ফাআগনা ফাআম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাক্বহার। ওয়া আম্মাস্ সায়িলা ফালা তান্হার ওয়া আম্মা-বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিছ।

অর্থঃ শপথ পূর্বাহ্নর, শপথ রাত্রির, যখন তা গভীর হয়। আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল উত্তম। আপনার পালনকর্তা অচিরেই আপনাকে দান করবেন, অতপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। তিনি কি আপনাকে ইয়াতিমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন (আসমানী কিতাব বিহীন) অতঃপর তিনি কিতাব দান করেছেন। তিনি আপনার উম্মতকে পেয়েছেন নিঃস্ব অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনার উম্মতেরা যেন ইয়াতিমের প্রতি কঠোর না হন, তারা সাওয়ালকারীকে যেন ধমক না দেন, এবং আপনার পালন কর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ করতে থাকুন।

সুরা ত্বীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ○ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ○ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ○ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ○ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ○ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ○ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ○

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ওয়াত্বীনি ওয়ায্যাইতুন। ওয়াতুরি সী-নীনা-ওয়াহাযাল বালাদিল আমীন। লাক্বদ খালাক্বনাল ইংসানা ফী আহসানি তাক্বয়ীম। ছুম্মা রদাদনাহু আসফালা সাফিলীন। ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলু চ্ছলিহাতি ফালাহুম আজরুন গইরু মামনুন। ফামা ইউকাযিবুকা বা'দুবিদ্দীন। আলাইসাল্লহু বি আহ্ কামিল হাকিমীন।

অর্থ ঃ শপথ আঞ্জির (ডুমুর) ও যাইতুনের এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের। এবং এই নিরাপদ নগরীর। আমি মানুষকে সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে ফিরিয়েছে হীন থেকে হীনে, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে; তারা নয়, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। অতঃপর কেন সে (উম্মৎ) অবিশ্বাস করছে কেয়ামতকে? আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

Scanned with CamScanner

সূরা যুলযিলা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۝ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইযাযুলযিলাতিল আরদু যিল যা-লাহা। ওয়া আখরোজাতিল আরদু আছক্বলাহা। ওয়া ক্ব-লাল ইংসানু মা-লাহা। ইওমা ইযিং তুহাদ্দিছু আখবারোহা। বিআন্না রব্বাকা আওহা-লাহা। ইওমা ইযিঁইয়াছ দুরুন্নাসু আশ্‌তাতাল্লিইউরাও আ'মা-লাহুম। ফামাঁইয়া'মাল মিছ ক্ব-লা যাররোতিন খইরাঁইয়ারোহু। ওয়ামাইয়া'মাল মিছক্বলা যাররতিং শাররাঁইয়া রোহু।

অর্থ ঃ যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দিবে, এবং মানুষ বলবে, এর কি হলো? সে দিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

সূরা আছর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ওয়াল আ'ছরি। ইন্নাল ইংছানা লাফী খুছরি। ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুচ্ছ-লিহাতি। ওয়াতাওয়া ছওবিল হাক্কি। ওয়াতাওয়া ছওবিছ ছবরি।

অর্থ ঃ কসম যুগের। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু তারা নয়; যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে ধৈর্যের।

Scanned with CamScanner

নামাজে ব্যবহৃত দোয়া সমূহ

জায়নামাজে দাঁড়াবার দোয়া

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَااَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ–

পবিত্র সুরো আনয়াম-আয়াত শরীফ-৭৯

উচ্চারণঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতোরোস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বো হানীফাওঁ ওয়ামা-আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থঃ আমি সমস্ত কিছু থেকে মন ও মুখ সেই মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি ফিরায়ে নিলাম, যিনি আসমান এবং জমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং আমি মুশরিকদের অন্ত র্গত নই।

পুরুষ মানুষ: নামাজের নিয়ত করে আল্লাহু আকবার বলে কানদ্বয়ের লতি দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করে নাভির নীচে হাত বেঁধে সানা পড়তে হয়। আর মহিলারা হাত কান পর্যন্ত না উঠায়ে বরং স্বাভাবিক ভাবে উড়নার ভিতরে হাত উঠায়ে বুকের উপরে হাত বাঁধবে। (সকল ফতওয়া ও সহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

সানা :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ–

উচ্চারণঃ সুবাহানাকা আল্লহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারোকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গইরুকা।

অর্থঃ ও আমার আল্লাহ পাক আমি আপনার পাকিজা (পবিত্রতা) ঘোষণা করছি, এবং আপনার মহিমা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতপূর্ণ আপনার মহত্ব সর্বোচ্চ এবং আপনি ছাড়া কেউ এবাদতের যোগ্য নেই।

রুকুর তাসবীহ- سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ

উচ্চারণঃ সুব্হানা রব্বিয়্যাল আজীম।

অর্থাঃ আমার প্রতিপালক যিনি মহত্তর তাঁর পাকিজা (পবিত্রতা) বর্ণনা করছি। রুকুতে এই তসবীহ ৩/৫/৭ বার পড়বে।

রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় বলতে হয়। যথাঃ

তাসমিয়াহ- سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণঃ সামিআল্লহু লিমান হামিদাহ্।

Scanned with CamScanner

অর্থঃ মহান আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করলে তিনি তা শুনতে পান। রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাহমীদ বলবে। যথাঃ

তাহমীদ- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণঃ রব্বানা লাকাল হামদ্।

অর্থঃ ও আমাদের পালনকর্তা আপনার জন্য সকল প্রশংসা।

সেজদায় গিয়ে সেজদার তাসবীহ্ বলবে, ৩/৫/৭ বার। যথাঃ

সেজদার তাসবীহ- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

উচ্চারণঃ সুবহানা রব্বিয়্যাল আ'লা।

অর্থঃ আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ তাঁর পাকিজা (পবিত্রতা) বর্ণনা করছি।

তাশাহহুদ বা আত্তাহিয়্যাতুঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছলাওয়াতু ওয়াত্তয়্যিবাতু আস্সালামু অ'লাইকা আইয়্যু হান্ নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারোকাতুহ্। আস্সালামু অ'লাইনা ওয়াঅ'লা ই'বাদিল্লাহিছ ছলিহীন। আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহ্। (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি)

অর্থঃ মৌখিক, দৈহিক, আর্থিক সকল প্রকার এবাদতের যোগ্য আল্লাহ পাক। ও আমার নবী ﷺ আপনার প্রতি আল্লাহর দয়া, শান্তি ও বরকত নাযিল হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহান আল্লাহ পাক ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রসূল।

দরুদ শরীফ

(١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লহুম্মা ছল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিং, কামা ছল্লাইতা আ'লা ইবরোহীমা ওয়া আলা আলি ইবরোহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিং কামা বারোকতা আলা ইবরোহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরোহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ্। (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি)

দরুদ শরীফ এর অর্থঃ ও আমার মহান আল্লাহ পাক হযরত মুহম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরদের উপর বরকত পাঠান, যেমন রহমত আপনি ইব্রাহিম عليه السلام ও তাঁর বংশধরদের উপর পাঠিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাশীল। ও আমার মহান আল্লাহ পাক হযরত মুহম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরদের উপর বরকত পাঠান যেমন বরকত হযরত ইব্রাহিম عليه السلام ও তাঁর বংশধরদের উপর পাঠিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও মর্যাদাশীল।

দোয়া মাছুরা

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লহুম্মা ইন্নি যলামতু নাফসী যুলমাং কাছীরোওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আংতা ফাগফিরলী মাগফিরোতাম মিন ইংদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আংতাল গফুরুর রহীম। (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি)

দোয়া মাছুরা এর অর্থঃ ও আমার মহান আল্লাহ! পাক আমি আমার নিজের প্রতি নিজেই জুলুম করেছি, আপনি ছাড়া ক্ষমা করার সাধ্য কারো নেই। আপনি আমাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি মার্জনাকারী অনুগ্রহকারী।

তৎপর ডানে বামে সালাম ২ বার

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

উচ্চারণঃ আস্সালামু আ'লাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহ

অর্থঃ আপনাদের উপর মহান আল্লাহ পাক উনার রহমত বর্ষিত হোক।

Scanned with CamScanner

মশহুর দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ
الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ — اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ
عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ —

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লহুম্মা ইন্না নাসতাঈ'নুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়ানু'মিনুবিকা ওয়ানাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়ানুছনী আলাইকাল খাইরা, ওয়ানাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়ানাখলায়ুউ ওয়ানাতরুকু মাঁইয়্যাফজুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানা'বুদু ওয়ালাকা নুছল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাসয়া ওয়ানাহফিদু ওয়ানারজু রহমাতাকা, ওয়া নাখ্‌শা অ'যাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক্ব। (মুসলিম, মুসনাদ, মুসান্নাফ ইত্যাদি সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

দোয়া কুনুতের অর্থঃ ও আমার মহান আল্লাহ! পাক সত্য সত্যই আমরা আপনার নিকট সাহায্য ও ক্ষমা চাচ্ছি। আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি, ও আপনারই উপর ভরসা করছি, আপনার সুপ্রশংসা করছি, আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবং আপনার প্রতি কুফরী করছি না। যারা আপনার অবাধ্য, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ ও বর্জন করছি। ও আমার মহান আল্লাহ পাক আমরা আপনারই এবাদত করি, কেবলমাত্র আপনারই জন্য নামাজ পড়ি ও আপনাকেই সেজদা করি। আমরা আপনার দিকেই ধাবিত হই, আপনারই ভরসা করি। এবং আমরা আপনার রহমতের আশা পোষণ করি, আপনার শাস্তির ভয় করি, নিশ্চয়ই এক মাত্র কাফিরেরাই আপনার শাস্তি পাওয়ার সমধিক উপযুক্ত।

একজন মু'মিন পুরুষ ও মহিলার জন্য সদাসর্বদা দুইটি ফরজ: (১) ঈমানের হালতে থাকতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। (২) মহিলাদের সাড়া শরীর এবং পুরুষের নাভী হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত কাপড়ে ঢেকে রাখা দায়েম ফরজ। ইচ্ছা করে ফরজ তরক করলে কবিরাহ্ গুনাহ হবে যা তওবা ছাড়া মাফ হবে না।

Scanned with CamScanner

নামাজ পর্ব

ঈমানের পরেই ইসলামে সলাতের স্থান। সলাত বা নামাজ একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামে পাকে ইরশাদ মুবারক করেছেনঃ

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ –

বলুন ও আমার রাসুল পাক ﷺ আমার বান্দাদেরকে বলুন, যারা ঈমান এনেছে তারা যেন নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যে রিযেক তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে যেন তারা ব্যয় করে। (পবিত্র সুরা ইব্রাহিম, আয়াত শরীফ-৩১)

রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেনঃ-

হাদীসঃ--اَلطُّهُوْرُ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ--

পাক-পবিত্রতা নামাজের চাবি এবং নামাজ বেহেস্তের চাবি। (মিশকাত, মিরকাত, মুসলিম ইত্যাদি)

হুজুর পাক ﷺ বলেছেন, ক্বিয়ামতে সর্বপ্রথম হিসাব নামাজ থেকেই শুরু হবে। শরয়ী ওজর ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে পড়া পুরুষের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। কিন্তু জামায়াতের নেকী ওয়াজিবের ন্যায়।

রসুলুল্লহ ﷺ বলেছেনঃ-

যে ব্যক্তি সর্বদা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে পড়বে আল্লাহ্ পাক তাকে পাঁচটি নেয়ামত দান করবেন। যথাঃ- (১) রিজিক বৃদ্ধি হবে। (২) কবর আজাব থেকে মুক্তি পাবে। (৩) আমলনামা ডান হাতে পাবে। (৪) বিদ্যুৎবেগে পুলছেরাত পার হবে। (৫) বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে। সুবহানাল্লাহ্ (দারেমী, দারে কুতনি ইত্যাদি)

নামাজের ১৩ ফরজ আহকাম ও আরকানের বর্ণনা ও মহিলা পুরুষের পার্থক্য

নামাজের আহকাম বা (বাহিরের শর্ত)

নামাজের আহকাম ৭টি। যথাঃ-

(১) শরীর পাক। (২) বস্ত্র পাক। (৩) স্থান পাক। (৪) ছতর ঢাকা। (৫) কেবলা মুখী হওয়া। (৬) নিয়ত করা। (৭) ওয়াক্ত হওয়া। (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদী) নিম্নে এগুলি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. শরীর পাকঃ অজু ও গোসলের প্রয়োজন হলে তা সেরে নিতে হবে। অজু ও গোসল করতে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করে নিতে হবে।

২. বস্ত্র পাকঃ নামাজীর কাপড়ে নাপাকী থাকলে তা পরিস্কার করতে হবে। এক দিরহামের বেশী পরিমাণ নাপাকী নামাজীর সঙ্গে থাকলে তার নামাজ হবে না।

Scanned with CamScanner

৩. জায়গা পাকঃ নামাজী ব্যক্তির দু'পা রাখার স্থান, সেজদার স্থান, দু'হাত ও দু'হাটু রাখার স্থান পাক হতে হবে। (বগল ও বুকের মাঝখানের স্থান পাক রাখাও জরুরী)

৪. ছতর ঢাকাঃ

পুরুষঃ পুরুষের জন্য নাভীর উপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ।

মহিলাঃ স্ত্রী লোকের জন্য মুখমণ্ডল, দু'হাতের কব্জি এবং দু'পায়ের টাখনু (গীরা) ছাড়া সর্বদা সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরজ। আর নামাজে গলা, হাত, চুলসহ সমস্ত শরীরই বড় চাঁদর দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। আবৃত স্থানের চতুর্থাংশ খোলা থাকলে নামাজ হবে না। এছাড়া ঘরের বাইরে বের হতে হলে হাত মোজা পা মোজা সহ আপাদ মস্তকের কোন অংশই যেন পরপুরুষের নজরে না পড়ে সে জন্য শরয়ী বোরকা পরিধান করতে হবে। (পবিত্র কুরআন শরীফ, সহীহ হাদীস শরীফ ও সমূহ ফতয়ার কিতাব)

৫. কেবলা মুখী হওয়াঃ বাইতুল্লাহ বা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে হবে। কেহ যদি নতুন জায়গায় গিয়ে কেবলা ঠিক করতে না পারে, তবে স্থানীয় লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। স্থানীয় লোক যদি না পাওয়া যায় তবে মনের দৃঢ়তার সাথে কেবলা ঠিক করে নামাজ পড়ে নিতে হবে। পরে সঠিক কেবলার পরিচয় পাওয়া গেলেও উক্ত নামাজ পুনঃ পড়তে হবে না। তবে মনের দৃঢ়তার সাথে চিন্তা না করলে পড়ে কেবলা জানতে পারলে নামাজ পুনঃ পড়তে হবে।

৬. নিয়ত করাঃ কোন ওয়াক্তের কোন নামাজ তা মনে মনে স্থির করে নিতে হবে। তবে আরবীতে মৌখিক নিয়ত করা উত্তম।

৭. ওয়াক্ত হওয়াঃ প্রত্যেক নামাজের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ত আছে। উক্ত ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে নামাজ পড়লে তা আদায় হবেনা। উক্ত নামাজ অনাদায়ী থেকে যাবে।

প্রত্যেক নামাজেরই পরবর্তী নামাজের আযান পর্যন্ত আখির ওয়াক্ত থাকে পরবর্তী নামাজের আযান হলেই কেবল মাত্র পূর্ববর্তী নামাজ কাদ্বা হয়ে যাবে। প্রত্যেক নামাজেরই তিন ওয়াক্ত আওয়াল (১ম) আওসাত (মধ্যবর্তী) আখির (শেষ) আওসাত তথা মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ আদায় করা উত্তম। (বুখারী, মুসলিম, দারেমী সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

নামাজের আরকান (ভিতরের শর্ত)

নামাজের আরকান ৬টি। যথাঃ

(১) তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা। (২) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া। (৩) ক্বেরাআত পড়া। (৪) রুকু করা। (৫) সেজদা করা। (৬) শেষ বৈঠক করা ও সালাম এবং মুনাজাতের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা। (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

আরকান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ

১. তাকবীরে তাহ্‌রীমা বাঁধাঃ নিয়ত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাজ শুরু করাকে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলে।

পুরুষঃ প্রথম তাকবীর উচ্চারণের সময় পুরুষেরা দু'হাত কানের লতি বরাবর তুলবে, যেন বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় লতি স্পর্শ করে এবং হাতের তালু ও আঙ্গুলী গুলো ক্বেবলামুখী থাকবে। নামাজ বিশেষে স্বশব্দে অথবা চুপে চুপে তাকবীর বলে নাভীর নীচে বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাত রাখবে।

মহিলাঃ প্রথম তাকবীর অর্থাৎ তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলে মেয়েরা ওড়নার ভিতরে দু'হাত কাঁধ বরাবর তুলে বুকের উপর বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাত আলতো ভাবে রেখে নামাজ শুরু করবে। তাহ্‌রীমার সময় মেয়েদের হাত চাঁদরের ভিতর থেকে বের করতে হবেনা।

২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াঃ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া মেয়ে পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ।

বর্তমানে দেখা যায় মেয়েরা সাধারণতঃ বসে থেকে নামাজ পড়ে, সুস্থ অবস্থায় ফরজ নামাজ বসে পড়লে কখনই আদায় হবেনা।

পুরুষঃ দাঁড়ানোর সময় পুরুষেরা দু'পা কমপক্ষে চার আঙ্গুল বেশিরপক্ষে বার আঙ্গুল (আধা হাত) ফাঁকা করে দাঁড়াবে।

মহিলাঃ মেয়েরা দু'পায়ের পাতা মিলিয়ে দাঁড়াবে পা ফাঁকা রাখতে পারবেনা।

৩. কেরাআত পড়াঃ নামাজে কোরআন শরীফ কমপক্ষে বড় এক আয়াত ও ছোট তিন আয়াত পাঠ করা ফরজ।

পুরুষঃ পুরুষেরা নামাজ বিশেষে স্বশব্দে বা চুপে চুপে কেরাআত পাঠ করবে।

মহিলাঃ মেয়েরা কোন অবস্থাতেই স্বশব্দে কেরাআত পাঠ করবে না।

৪. রুকু করাঃ নামাজে রুকু করা অর্থাৎ পিঠ বাঁকিয়ে সামনের দিকে মাথা নত করা ফরজ।

পুরুষঃ রুকুর সময় পুরুষের হাত-পা ফাঁকা রেখে দু'হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরবে। মাথা, পিঠ, মাজা সমান্তরাল করে রাখবে।

মহিলাঃ মেয়েরা রুকুর সময় দু'হাত শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে রেখে দু'হাতের আঙ্গুলের মাথা হাটু স্পর্শ করিয়ে রুকু করবে।

বিঃ দ্রঃ কারণ বশতঃ বসে নামাজ পড়লে, এমনভাবে ঝুঁকে রুকু করবে, যেন মাথা হাঁটুদ্বয়ের বরাবর থাকে, বাইরে না যায়। বসে পড়া নামাজীকে রুকু করতে মাজা পা থেকে আলগ করতে হবে না। শুধু সামনে ঝুঁকতে হবে।

Scanned with CamScanner

৫. সেজদা করাঃ মাটির উপর কপাল রাখা। ইহা ফরজ। নাক ও কপাল উভয় মাটিতে স্থাপন করে সেজদা করতে হবে। সেজদার সুন্নত তরিকা হচ্ছে দু'হাত, দু'হাঁটু, দু'পা এবং কপাল এই সাতটি অঙ্গ মাটিতে রাখা। সেজদার সময় বা নামাজরত অবস্থায় যে কোন সময় যদি দু'পা মাটি থেকে সম্পূর্ণ আলগ হয়ে যায় তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

সেজদায় মহিলা এবং পুরুষের সামান্য পার্থক্যঃ

পুরুষঃ দু'হাত সাধারণভাবে বিছিয়ে দু'হাতের মাঝখানে সেজদা করবে। দু'হাতের কজার উপরের অংশ মাটি থেকে আলাদা এবং হাতের কনুইদ্বয়, উরুদ্বয় এবং পাঁজর থেকে আলাদা রাখবে। সেজদার সময় পেটের অংশ এমনভাবে ফাঁকা থাকবে যেন একটা ছাগল ছানা চলাচল করতে পারে।

মহিলাঃ মেয়েরা শরীরের সব অঙ্গ একসাথে মিলিয়ে জড়োসড়ো হয়ে, দু'হাতের কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে রেখে সেজদা করবে। সেজদার সময় দু'পা শরীরের ডান পার্শ্বে মাটিতে স্থাপন করে রাখবে।

৬. শেষ বৈঠক করাঃ দু'রাকাআত বিশিষ্ট, বা তদাপেক্ষা বেশী রাকাআত বিশিষ্ট নামাজ হোক, নামাজের শেষ বৈঠকে বসা ফরজ। কোন কাজ বা কথার দ্বারা নামাজ শেষ করাঃ নামাজী তাশাহহুদ, দরূদ শরীফ, দোয়া মাসুরা পড়ার পর ছালাম ও হাত তুলে মুনাজাতের দ্বারা নামাজ ভঙ্গ বা শেষ করবে। (সমূহ ফতোয়ার কিতাব ও অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

বসার নিয়মঃ

পুরুষঃ বসার সময় ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে, এবং আঙ্গুলগুলো ভাঁজ করে কেবলা মূখী করে রাখবে। আর বাম পা শরীরের ডান দিকে পেরে দিয়ে তার উপর নিতম্ব রেখে বসবে।

মহিলাঃ দু'পা ডান দিকে বের করে দিয়ে মাটিতে নিতম্ব রেখে বসবে। সামান্য ঘার ঘুরিয়ে ছালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে। মুনাজাত চাদরের ভিতর হাত রেখেই করবে।

নামাজের ওয়াজিব সমূহ ১৪টিঃ

(১) সুরা ফাতিহা পাঠ করা। (২) ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো। (৩) ফরজ নামাজে প্রথম দু'রাকাতে সুরা পাঠ করা। (৪) ফজর, মাগরিব ও এশার নামাজে উচ্চস্বরে কেরাআত পাঠ করা এবং জোহর ও আছরে চুপে চুপে কেরাআত পাঠ করা। (৫) রুকু সেজদায় কিঞ্চিত দেরী করা। (৬) রুকু সেজদা যথানিয়মে পালন করা। (৭) দু'রাকাতের পরে বসা। (৮) তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা। (৯) সালাম ও মুনাজাত দ্বারা নামাজ শেষ করা। (১০) বেতের নামাজে দোওয়া কুনুত পাঠ করা। (১১) দুই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর করে বলা। (১২) তরতীবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। (১৩) ইমামকে অনুসরণ করা। (১৪) প্রথম বৈঠক করা। (বুখারী, মুসলিম সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস ও ফতওয়ার কিতাব)

Scanned with CamScanner

সাহু সেজদার বিবরণ

জানা আবশ্যক যে, নামাজে কোন ওয়াজিব ভুল বশতঃ ছুটে গেলে সাহু সেজদা করতে হয়।

সাহু শব্দের অর্থ ভুল, সাহু সেজদা অর্থ ভুলজনিত কারণে সেজদা। নামাজে কোন ফরজ ছুটে গেলে অথবা ইচ্ছাকৃত কোন ওয়াজিব তরক করলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে উক্ত নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। আর ভুল বশতঃ কোন ওয়াজিব তরক হয়ে গেলে সাহু সেজদার মাধ্যমে তা পূরণ হয়ে যাবে উক্ত নামাজ পুনরায় পড়তে হবে না।

সাহু সেজদার নিয়মঃ নামাজী ব্যক্তি সম্পূর্ণ নামাজ শেষ করে শেষ বৈঠকে বসে তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর শুধু ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দু'বার সেজদা করবে। তৎপর পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।

বিঃ দ্রঃ-জামায়াতে নামাজ পাঠকালে মোক্তাদির ভুল হলে সাহু সেজদা ওয়াজিব হবেনা। ইমামের ভুল হলে সাহু সেজদা ওয়াজিব হবে। ইমাম সাহু সেজদা করলে মোক্তাদির ভুল না হলেও অনুসরণ করতে হবে। (মুছান্নিফ ইবনে আবি শায়বাহ্ সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফ ও ফতোয়ার কিতাব)

নামাজের সুন্নাত সমূহঃ

(১) আজান দেওয়া (২) কান পর্যন্ত হাত উঠায়ে তাকবীর বলা (৩) ঈদের ৬ তাকবীরের সময় কান পর্যন্ত হাত উঠানো (৪) দোয়া কুনুত পড়ার পূর্বে তাকবীর বলে কান পর্যন্ত হাত উঠানো (৫) তাকবীর বলে হাত উঠাতে আঙ্গুলিগুলি ফাঁকা করে রাখা (৬) উচ্চ শব্দে (ইমামের) তাকবীর বলা ও ডান হাতের কব্জি বাম হাতের উপর রাখা (৭) ছানা পড়া (৮) তাউজ তথা আয়ুউযুবিল্লাহ মনে মনে পড়া (৯) তাসমিয়া মনে মনে বিস্মিল্লাহ্ পড়া (১০) উঠতে বসতে আল্লহু আকবার বলা (১১) রুকুতে দু'হাত দ্বারা হাঁটু ধরা (১২) হাতের আঙ্গুলী ফাঁকা করে রাখা (১৩) রুকুতে তাসবীহ পড়া (১৪) সামিঅ'াল্লাহুলিমান হামিদাহ্ বলা (১৫) রুকু থেকে দাঁড়িয়ে রব্বানা লাকাল হামদ বলা (১৬) সেজদার তাসবীহ পড়া (১৭) বসে দুইরানের উপর দু'হাত রাখা (১৮) দরুদের সঙ্গে দোয়া মাছুরা পাঠ করা (১৯) সালাম ফিরাতে মুখ ডানে বামে ঘুরানো (২০) পবিত্র সূরা ফাতেহা শেষে আমীন বলা (২১) আমীন চুপে নিঃশব্দে বলা (২২) বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা (২৩) ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখা (২৪) শাহাদতের সময় তথা আশহাদু বলার সময় সকল আঙ্গুলী ক্বিবলা মুখী রেখে শাহাদত আঙ্গুলী উঠানো (২৫) ফরজের শেষ দু'রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করা। (তিবরানী, দারেমী সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস ও সমূহ ফতোয়ার কিতাব)

Scanned with CamScanner

নামাজের মুস্তাহাবসমূহঃ

(১) দাঁড়ান অবস্থায় সেজদার স্থানে নজর রাখা (২) রুকুতে পায়ের উপর নজর রাখা (৩) সেজদার সময় নাকের উপর নজর রাখা (৪) বসার সময় কোলের উপর নজর রাখা (৫) হাই দেবার সময় মুখের উপর ডান হাতের পিঠ রাখা (৬) তাকবীরে তাহরীমার সময় চাঁদরের ভিতর হতে হাত বের করা (মেয়েদের জন্য নয়) (৭) সাধ্যমত হাঁচী ধারণ করা (৮) হাইয়্যা আ'লাচ্ছলাহ্ বলার সাথে সাথে সকলের নামাজের জন্য দাঁড়ানো (৯) ক্বাদ ক্বা-মাতিচ্ছলাহ্ বলার সময় ইমামের নামাজ আরম্ভ করা (১০) তারতীব মত কোরআন শরীফ পাঠ করা (১১) ওয়াকফের প্রতি দৃষ্টি রাখা (১২) রুকুতে মাথা ও পিঠ সমান্তরাল রাখা (১৩) সেজদায় যেতে দু'হাটু জমিনে রাখা (১৪) তৎপর দু'হাত (১৫) তৎপর নাক (১৬) তৎপর কপাল জমিনে রাখা (১৭) উঠার সময় উহার বিপরীত করা (১৮) দু'হাতের মাঝখানে সেজদা দেওয়া (১৯) হাত পায়ের আঙ্গুলী সমূহ কেবলামুখী রাখা (২০) নামাজে দাঁড়াতে দু'পায়ের মাখখানে চার আঙ্গুঁল ফাঁকা রাখা (২১) বৈঠকে হাঁটুর উপর সমান ভাবে হাত রাখা (২২) ছালামের সময় মুখ ডানে বামে ফিরান (২৩) তিনবারের বেশী তাসবীহ পাঠ করা (২৪) বেজর তাসবীহ পাঠ করা (২৫) সেজদায় পেট হতে রানকে পৃথক রাখা (২৬) বাহুকে মাটিতে আলগা রাখা (২৭) রানকে কনুই থেকে আলগা রাখা (২৮) কনুইকে বিছানো থেকে পৃথক রাখা (২৯) স্ত্রীলোক এ সকলের বিপরীত করা (৩০) ফজরে ৫০ আয়াত পরিমাণ কেরাআত পড়া (৩১) জোহরে ৩০ আয়াত পরিমাণ (৩২) আছর, এশায় ২০ আয়াত পরিমাণ (৩৩) মাগরিবে ছোট সুরা পাঠ করা (আলমগীরী,শামী সহ অসংখ্য ফতোয়ার কিতাব ও মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ্ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ)

নামাজ ভঙ্গের কারণঃ

(১) নামাজে কাথাবার্তা বলা (২) নামাজে অন্য লোককে সালাম করা (৩) সালামের জওয়াব দেওয়া (৪) কোন বস্তু খাওয়া (৫) পান করা (৬) কাঁদাকাদি করা (তবে আল্লাহর ভয়ে বিনা শব্দে চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে কাঁদতে দোষ নেই) (৭) উহ্ আহ্ করা (৮) দেখে কোরআন শরীফ পাঠ করা (৯) ইমাম ছাড়া অন্য কারো ভূল ধরা (১০) সুসংবাদ শুনে আলহামদুলিল্লাহ পড়া (১১) দুঃ সংবাদে ইন্নালিল্লাহ পড়া (১২) নামাজে অযথা কাশি বা গলা খাকরানী দেওয়া (১৩) বিচিত্র সংবাদে সুবহানাল্লাহ্ বলা (১৪) মানুষের নিকট যা চাওয়া যায় এরুপ বস্তু খোদার নিকট চাওয়া (যেমন দা, কুড়াল ইত্যাদি) (১৫) হাঁচীতে আলহামদুলিল্লাহ বা ইয়ারহামু কাল্লাহ বলা (১৬) নাপাক স্থানে সেজদা দেওয়া (১৭) আমলে কাছীর তথা মোবাইল বন্ধসহ যে কোন কাজ করা তবে যার মোবাইল বাজবে সে নামাজ ছেড়ে বন্ধ করার পর নতুন করে নিয়ত করে জামাতে শরীক হবে পূর্বের রাকাতগুলো ইমাম সালামের পর পড়ে নিবে। (১৮) দুঃখ কষ্টে কাঁদা ইত্যাদি। (দারেমীসহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস ও ফতোয়ার কিতাব)

Scanned with CamScanner

নামাজের মাকরূহ্ সমূহঃ

(১) নামাজে মুখ ঢেকে রাখা (২) কাঁধের উপর বা মাথার উপর রুমাল বা কাপড় রেখে তার প্রান্তদেশ দু'পার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখা (৩) নামাজরত অবস্থায় কাপড় সাবধান করা (৪) নামাজে আঙ্গুল ফুটানো (৫) ঘার ফিরিয়ে ডানে বামে তাকানো (৬) হেলাদুলা করা (৭) প্রকাশ্যভাবে হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে তছবীহ্ বা আয়াত গণনা করা (৮) নাক ঝাড়া (৯) সেজদার স্থানের পাথরাদি একাধিকবার সরানোর চেষ্টা করা (১০) সুসংবাদ শুনে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়া (১১) বিনা কারণে হাঁটু খাড়া করে কুকুরের মতো বসা (১২) পুরুষের দু'হাত মাটিতে বিছিয়ে সেজদা করার চেষ্টা না করা (১৩) বিনা কারণে চার জানু হয়ে বসা (১৪) হাই আসলে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা না করা (১৫) ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ বন্ধ করে নামাজ পড়া (১৬) ভীর না থাকলে ইমামের মেহ্রাবের ভিতর দাঁড়ান (১৭) ইমামের একহাত পরিমাণ উঁচু বা নিচু স্থানে দাঁড়ানো (১৮) কপালের মাটি বা ঘাম মোছা (১৯) দাঁড়ানো অবস্থায় দু'পায়ের উপর সমান ভর না রাখা (২০) আকাশের দিকে তাকান (২১) কপাল ছাড়া শুধু পাগড়ীর প্যাঁচের অথবা টুপির উপর সেজদা করা (২২) অজান্তে প্রাণীর ছবি সম্বলিত কাপড় পরিধান করা (২৩) অনিচ্ছা সত্ত্বে নামাজীর ডানে-বামে সামনে-পিছনে, উপরে-নীচে প্রাণীর ছবি থাকা (২৪) অবহেলা বশতঃ খালি মাথায় নামাজ পড়া (২৫) ভাল কাপড় থাকতে ছেঁড়া বা ময়লা কাপড়ে নামাজ পড়া (২৬) পেশাব পায়খানার বেগসহ নামাজ পড়া (২৭) রুকুতে যেতে যেতে ক্বেরাআত শেষ করা (২৮) রুকুর তাসবীহ্ ও সেজদার তাসবীহ্ পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ও বসা (২৯) দাঁতের ফাঁক থেকে বুটের দানা পরিমাণ খাদ্য কণা বের করে গিলে ফেলা (৩০) ফরজ নামাজে কোন সুরা নির্দিষ্ট করে নেয়া (৩১) কুরআন শরীফের ধারাবাহিকতা ঠিক না রাখা (৩২) মুক্তাদিদের কষ্ট হয় ইমামের এমন দীর্ঘ ক্বেরাআত পড়া (৩৩) মুক্তাদিদের ইচ্ছামত ইমামের তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করা (৩৪) জামার হাতা কনুই-এর উপরে গুটিয়ে রাখা (৩৫) ফরজ নামাজে একই রাকাতে একই সুরা দু'বার পড়া (৩৬) সেজদায় যাবার সময় মাটিতে হাঁটু রাখার আগে হাত রাখা (৩৭) সেজদা থেকে উঠার সময় হাতের আগে হাঁটু উঠানো (৩৮) নামাজের আদব সমূহ পালনে অবহেলা করা (৩৯) সর্বসাধারণের চলাচলের রাস্তায় নামাজ পড়া (৪০) খোলা স্থানে সুতরা না গেরে নামাজ পড়া (৪১) গেঞ্জি বা এমন শার্ট যার হাতা কনুইয়ের নীচে পর্যন্ত না ঢাকে এমন পোশাক পরে নামাজ পড়া (আলমগীরী, শামী, রুদ্দুল মুহতার দুররুল মুখতার দারেমী, দারে কুতনী সহ অসংখ্য ফতওয়া ও সহী হাদীস শরীফের কিতাব)

Scanned with CamScanner

সুতরা বা অন্তরালের বিবরণঃ

নামাজী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত শক্ত গুণাহের কাজ। তাই লোক চলাচলের স্থানে খোলা জায়গায় নামাজ পড়তে নামাজীকে তার ডান চোখ বরাবর এক হাত লম্বা ও এক আঙ্গুল পরিমাণ সরু একটি লাঠি বা লাঠি দাঁড় করানো আবশ্যক। একেই সুত্‌রা বা অন্তরাল বলে। ইমামের সুত্‌রাই মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট। লাঠি বা কাঠি না থাকলে পাথর বা মাটি উঁচু করে দিলেও চলবে। লাঠি মাটিতে গাড়তে না পারলে লম্বাভাবে ফেলে রাখলেও চলবে। সুত্‌রা স্থাপন করা মোস্তাহাব, না করা মাকরুহে তানযীহ্। সুত্‌রার জন্য কিছুই না পাওয়া গেলে মাটিতে লম্বাভাবে একটি রেখাটানা এতমিনানের জন্য উচিত হবে।

নামাজরত অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি রাখতে হয় সেজদার স্থানে দৃষ্টি রাখলে ও সামনের কিছুদূর স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় এই দৃষ্টিসীমার বাইরে দিয়ে চলাচল করলে কোন ক্ষতি হবেনা। নামাজরত অবস্থায় নামাজীর ঠিক সামনে কেহ বসে থাকলে, বসে থাকা ব্যক্তি উক্ত নামাজীর ডানে বা বামে দিয়ে উঠে চলে গেলে কোন দোষ হবেনা।

নামাজ পড়ার নিয়মঃ

পাক সাফ হয়ে জায়নামাজে কেবলার দিকে মুখ করে পুরুষ দুই পা চার আঙ্গুল ফাঁকা করে মেয়েরা দুই পা ফাঁকা না করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জায়নাজের দোওয়া পাঠ করবে।

তৎপর কোন ওয়াক্তের কি নামাজ, কয় রাকাআত নামাজ, তার নিয়ত করবে। এরপর দু'হাত পুরুষ কান বরাবর বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় লতি স্পর্শ করাবে এবং মেয়েরা দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠায়ে "আল্লাহু আকবার" বলে পুরুষ দু'হাত নাভীর নীচে বাম হাতের পিঠের উপর ডান হাত রাখবে এবং ডান হাতের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে বাম হাতের কব্জি পেঁচিয়ে ধরবে এবং অবশিষ্ট তিন আঙ্গুলী বাম হাতের উপর বিছিয়ে রাখবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, কান বা কাঁধ বরাবর হাত উঠানোর সময় হাতের তালু যেন কেবলামুখী থাকে এবং আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকে। (বেশী চাপা-বা ফাঁকা না হয়) আরো খেয়াল রাখতে হবে যে, তাকবীর বলার সময় الله "আল্লাহ" শব্দের "আলিফ এবং اكبر "আকবার" শব্দের "বা" অক্ষর যেন মদ করে দীর্ঘ স্বরে না পড়া হয়, দীর্ঘ স্বরে পড়লে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

হাত বাঁধার পর "ছানা" পড়বে ছানার পর "আউযুবিল্লাহি মিনাশশাইত্বনির রজীম" ও "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" নিঃশব্দে পড়ে সুরা ফাতেহার পরে শুধু দুই রাকাআতে সুরা মিলাবে আর ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, হলে সকল রাকাআতেই সুরা ফাতিহার পর অন্য সুরা মিলাতে হবে। আর এই সুরা কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত এবং বড় এক আয়াত হতে হবে। (ছোট এক আয়াতের পরিমাণ হচ্ছে, একটি আয়াতে কমপক্ষে ছয়টি হরফ থাকতে হবে, এই জন্য الم (আলিফ-লাম-মিম), এক আয়াত নহে)

সূরা পড়া শেষ হলে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে যাবে। এ সময়ে দু'হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরে থাকবে এবং হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁকা করে রাখবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, দু'হাত এবং দু'পা যেন সোজা হয়ে থাকে ধনুকের মত বাঁকা না হয়। এবং এ সময় মাথা, পীঠ ও মাজা যেন সমান্তরাল থাকে। হাতের কনুই এবং হাতের মাঝে ভাঙ্গা বা ভাঁজ করা যাবে না। স্বাভাবিক থাকবে এই অবস্থাকে রুকু বলে। রুকু অবস্থায় চুপে ৩/৫/৭ বার "সুব্হানা রাব্বিয়্যাল আজীম" পড়বে। একে রুকুর তাসবীহ বলে। জামাআতে ইমাম কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বার এবং মুক্তাদিগণ তিনবার রুকুর তাসবীহ পড়বে। তাসবীহ পড়া শেষে "ছামিঅ'ল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলে দু'হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে "রব্বানা লাকাল হামদ্" বলবে। যদি নামাজী একা নামাজ পড়ে, তবে "সামিঅ'ল্লহু লিমান হামিদাহ" ও "রব্বানা লাকাল হামদ" উভয়টি বলবে। আর জামাতে ইমাম শুধু "সামিঅ'ল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলবে "রব্বানা লাকাল হামদ্" বলবে না। মুক্তাদিগণ "রব্বানা লাকাল হামদ্" বলবে "সামিঅ'ল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে না। নামাজী একা হলে স্ব-শব্দে ক্বেরাআত পঠিত নামাজে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" স্ব-শব্দে এবং "রব্বানা লাকাল হামদ্" নিঃশব্দে বলবে। আর নিঃশব্দে কেরাআত পঠিত নামাজে উভয়টি নিঃশব্দে পড়বে। পক্ষান্তরে জামাআতে নামাজ হলে ইমাম "সামিঅ'ল্লহু লিমান হামিদাহ" সর্বদা স্ব-শব্দে বলবে এবং মুক্তাদিগণ "রব্বানা লাকাল হামদ্" সর্বদা নিঃশব্দে বলবে।

রুকুর সময় চোখের দৃষ্টি দু'পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলের দিকে রাখতে হবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজাসুজি সেজদায় চলে যাবে। সেজদাতে প্রথমে দু'হাঁটু তৎপর দু'হাত, তৎপর নাক, তৎপর কপাল দু'হাতের মাঝখানে মাটিতে রাখবে। এ সময়ে দু'হাতের আঙ্গুলগুলো কেবলা মুখি করে একত্রে মিলানো থাকবে। দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় দু'কান বরাবর থাকবে। পুরুষ হাতের কব্জির উপরের অংশ মাটি থেকে পৃথক রাখবে, মেয়েরা সবগুলোকে একত্রিত করে জড়োসড়ো হয়ে সেজদা করবে। সেজদায় ৩/৫/৭ বার "সুবহানা রাব্বিয়্যাল আ'লা" পড়বে। উক্ত তাসবীহ ইমাম কমপক্ষে পাঁচবার মুক্তাদিগণ তিনবার পড়বে। এ সময়ে দৃষ্টি নাকের ডগার দিকে থাকবে। তৎপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সেজদা থেকে মাথা উঠায়ে সোজা হয়ে বসবে। বসার সময় পুরুষ ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে। বসা অবস্থায় সকলেই এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করে পুনঃ 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সেজদায় যাবে। তথায় উপরোক্ত নিয়মে তাসবীহ পড়ে আল্লাহু আকবার বলে দু'হাতে হাঁটু ধরে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়ানোর সময় প্রথমে কপাল, তৎপর নাক, দু'হাত, দু'হাঁটু উঠাবে। এবার নামাজ এক রাকাআত শেষ হলো।

Scanned with CamScanner

সেজদা থেকে দাঁড়িয়ে আগের নিয়মে হাত বেঁধে দ্বিতীয় রাকাআত শুরু করবে। প্রথমে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" পড়ে সুরা ফাতিহা তৎপর অন্য একটি সূরা পড়া শেষ করে পূর্বের নিয়মে রুকু সেজদা করবে। দ্বিতীয় রাকাআতে দ্বিতীয় সেজদা হতে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে বসতে হবে। এ সময় দু'হাত দু'জানুর উপর আঙ্গুলগুলো বরাবর থাকে। তৎপর আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। ছহীহ মতে 'আশহাদু আল-লা ইলাহা' বলে শাহাদত আঙ্গুলী উঠায়ে ইশারা করবে, আর 'ইল্লাল্লহু' বলে আঙ্গুল নামাবে। নামাজ যদি দুই রাকাআত হয়, তবে দরুদ শরীফ ও দোয়া মাছুরা পড়ে ডান দিকে মুখ ফিরায়ে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলবে। তৎপর বাম দিকে অনুরুপ সালাম বলবে। পক্ষান্তরে তিন বা চার রাকাআত নামাজ হলে দুই রাকাআতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়াতে হবে। তৎপর ফরজ নামাজ হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম' সহ শুধু সুরা ফাতিহা পড়বে, আর বেতের, সুন্নাত, নফল হলে ফাতিহার পর অন্য একটি সুরাও পড়তে হবে। তিন বা চার রাকাআত শেষ হলে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পড়ে ডানে-বামে ছালাম ফিরায়ে নামাজ শেষ করবে। পরে দু'হাত উঠায়ে মুনাজাত করবে। মুনাজাত শেষ হলে দু'হাতের তালু দ্বারা চেহারা মাছেহ করবে। ইহা সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত।

রাসূলুল্লহ ﷺ উনার পছন্দনীয় মুনাজাতঃ

আমাদের নবী ﷺ এই মুনাজাতকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন যথাঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

উচ্চারণঃ রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা আ'যাবান নার। (পবিত্র সূরা বাক্বারা)

অর্থঃ ও আমার পালনকর্তা আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় মঙ্গল দান করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। এই দোয়াকে সহীহ হাদীস শরীফের ভাষায় 'জামি উদ্দুয়া' বলা হয়।

মুনাজাত সম্বন্ধে আরো কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

মুনাজাত সম্বন্ধে আরো কিছু জেনে রাখা দরকার তা এই যে,

১. ইমামের জন্য সকল ফরজ নামাজের সালামের শেষে মুনাজাত ও 'খফি' অর্থাৎ অথবা অল্প আওয়াজে করতে হবে। কারণ জামাআতে অনেক মাসবুক মুক্তাদি থাকে। ইমাম সাহেব যদি আওয়াজ করে মুনাজাত করেন তাহলে উক্ত মুক্তাদিগণের অবশিষ্ট নামাজ আদায়ে চরম ব্যাঘাত ঘটবে, এ জন্য মাননীয় ইমাম সাহেবকেই সম্পূর্ণ দায়ী হতে হবে। কারণ এক এবাদতের দ্বারা অন্য এবাদতের বিঘ্ন ঘটানো শরীয়তের খেলাফ।

Scanned with CamScanner

২. যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নাত-নফল নেই, যেমন- ফজর ও আছর এ সকল নামাজে হুজুর ﷺ সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم গণের দিকে মুখ করে ঘুরে বসতেন। ইহা সুন্নাত। অতএব আমাদের ইমাম সাহেবগণ যদি এমন করে মুছল্লিগণের দিকে ঘুরে বসেন, তবে একটি সুন্নাত জিন্দা থাকবে এবং অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হবেন। (একটি সুন্নত একশত শহীদের মর্যাদা। মেশকাত-৩০পৃ:সহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

৩. যে ফরজ নামাজের পরে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ও (নফল) রয়েছে সে সকল নামাজের শেষে ছালাম ফিরিয়ে হুজুর ﷺ বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

আল্ল-হুম্মা আংতাস সালাম, ওয়া মিংকাস সালামু, তাবারোকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইক্‌রম। তবে আযিযুল ফতওয়ার কিতাব সহ অনেক হাদীস শরীফ রয়েছে যে, ইমাম যতক্ষন মুনাজাত করবেন মুক্তাদিগণ ততক্ষণই মুনাজাত করতে থাকবেন। (আযিযুল ফতওয়া-১ম খন্ড ৩১২ পৃ: সহ অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস ও ফতোয়ার কিতাব)

ফরজ নামাজ বাদে হাত তুলে মুনাজাতের প্রমাণ বা দলীলঃ

অনেক দল বা জামাতের লোকেরা বলে থাকেন ফরজ নামাজ পরে দোয়া করতে হবে কেন? নামাজ-ই-তো দোয়া হয়ে গেল। ফরজ নামাজ বাদে দোয়া করার কথা কি কোরআন হাদীসে আছে? ইত্যাদি।

আমার সেই সকল অবুঝ ও অনভিজ্ঞ ভাইদেরকে বলি, হাদীসে কুদসীতে রসুলুল্লহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক ঐ সকল বান্দাদের প্রতি রাগান্বিত যারা মহান আল্লাহ পাকের নিকট কিছু চায়না বা দোয়া করেনা। (তিরমিযি, আবু দাউদ ইত্যাদি) এছাড়া পাক কালামের বহু জায়গায় মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে দোয়া করা শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ মুবারক করেছেনঃ

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

(উদউনী আস্তাজিবলাকুম)

তোমরা আমার নিকট দোওয়া কর আমি কবুল করবো। (পবিত্র সূরা মুমিন-৬০নং আয়াত শরীফ)

স্বয়ং রসূলুল্লহ ﷺ হাত উঠিয়ে দোয়া করেছেন সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে।

Scanned with CamScanner

এক্ষণে ফরজ নামাজ বাদে দোয়ার অসংখ্য দলীল হতে কিছু দলিল পেশ করলাম যথাঃ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلٰوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ– (ترمیذی)

অর্থঃ আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হুজুর আকরাম ﷺকে জিজ্ঞাসা করল, কোন সময়ের দোয়া (আল্লাহর নিকট) অধিক গ্রহনযোগ্য। তিনি বলেন শেষরাতের মধ্যভাগের (তাহাজ্জুদের সময়) এবং ফরজ নামাজের পরের দোয়া। (তিরমিযি, মুছান্নাফ সহ অসংখ্য সহীহ হাদীসের কিতাব) সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক সকলের সুমতি দান করে।

মাসবুকের নামাজের বিবরণঃ

মাসবুক ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে প্রথম রাকাআত ইমামের সাথে পায় নাই। অর্থাৎ প্রথমে এক বা একাধিক রাকাত হয়ে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তি জামাআতে শরীক হলে তাকে মাসবুক বলে।

এমন ব্যক্তি অবশিষ্ট নামাজ আদায়ের ব্যাপারে নিম্নের বর্ণনাগুলির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যথাঃ

(১) সে যদি এমন রাকাআতের মধ্যে শরীক হয়ে থাকে, যার মধ্যে ইমাম প্রকাশ্যভাবে শব্দ করে কেরাআত পড়ছে তবে নিয়তের পর ছানা পড়বে না। আর যদি শব্দ করে কেরাআত না হয় তবে নিয়ত করে তখনই ছানা পড়বে। মাসবুক যদি তাকবীরে তাহরীমার সময় ছানা না পড়ে থাকে তবে ইমামের নামাজ শেষে মাসবুক যখন নিজের অবশিষ্ট নামাজ আদায়ের জন্য দাঁড়াবে তখন ছানা পড়ে "আউযুবিল্লাহি মিনাশশাইত্ব-নিররজীম" এবং "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" মনে মনে পড়ে, অবশিষ্ট নামাজ পড়ে নিবে।

(২) মাসবুক যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় প্রাপ্ত হয়, এক্ষেত্রে যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, ছানা পড়ে রুকু ধরতে পারবে তবে ছানা পড়বে, নচেৎ পড়বেনা। তাড়াতাড়ি ইমামের তাবেদারী করবে। যদি ইমামকে বৈঠক অবস্থায় প্রাপ্ত হয়, তবে ছানা পড়বেনা। 'আল্লাহু আকবার' বলে তাহরীমা বাঁধবে এবং পরে 'আল্লাহু আকবার' বলে বসে পরবে। এরপর ইমামের সাথে নামাজ পড়তে থাকবে। তৎপর ইমামের নামাজ শেষ হলে অবশিষ্ট নামাজ নিজে নিজে পড়ে নিবে। মাসবুক ব্যক্তি ইমামের শেষ বৈঠকে বসে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়বে, দরুদ শরীফ ও দোয়া মাছুরা পড়বেনা। যদি ভুল বসতঃ ইমামের পূর্বে কিংবা সঙ্গে সালাম ফিরায় তবে তার পক্ষে সাহু সেজদা ওয়াজিব হবে না। তবে ইমামের পরে ছালাম ফিরালে সাহু সেজদা ওয়াজিব হবে।

Scanned with CamScanner

ইমামের সালামের পূর্বেই মাসবুক ব্যক্তির দাঁড়ানো জায়েজ কিনাঃ

মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সালাম ফিরানোর আগে দাঁড়াবে না। কিন্তু কয়েক অবস্থায় ইমামের সালাম ফিরানোর আগে মাসবুকের দাঁড়ানো জায়েজ আছে। যথাঃ-(১) যদি মাসবুক ব্যক্তি মোজার উপর মছেহ করে থাকে এবং ইহার সময় সীমা যাওয়ার আশংকা হয়। (২) অথবা ফজরের নামাজে সূর্য্য উদিত হওয়ার আশংকা থাকে। (৩) অথবা অজু ভঙ্গের ভয় থাকে। (৪) অথবা মাজুর থাকে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা হয়। (৫) অথবা মাসবুকের দুই ঈদের নামাজের মধ্যে জোহরের ওয়াক্ত প্রবেশের ভয় থাকে। (৬) অথবা জুমআর মধ্যে আছরের ওয়াক্ত প্রবেশ হওয়ার আশংকা থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, কোন ব্যক্তি তিন অবস্থায় মাসবুক হয়। যথাঃ-

(১) দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজে যেমনঃ-ফজর।

(২) তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামাজে যেমনঃ- মাগরিব ও রমদ্বানের বেতের।

(৩) চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম রাকাআত যদি ছুটে যায় তবে দ্বিতীয় রাকাআত ইমামের সাথে পড়ে বসে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়বে, দরুদ শরীফ দোয়া মাছুরা পড়বেনা। সহীহ শুদ্ধ মতে আত্তাহিয়্যাতু এত আস্তে আস্তে অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ে পড়বে যে, আত্তাহিয়্যাতু পড়তে পড়তে যেন ইমাম ছালাম ফিরায়। ইমাম ডানে বামে ছালাম ফিরানোর পর মাসবুক ব্যক্তি দাঁড়ায়ে ছানা ও 'আউযুবিল্লাহ' 'বিসমিল্লাহ' পড়ে সুরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলায়ে যথা নিয়মে নামাজ শেষ করবে।

মাছবুক যদি মাগরিবের নামাজের শেষ রাকাআত ইমামের সাথে পায়, তাহলে উক্ত রাকাআত পড়ে বসে ইমামের সাথে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়বে ইমাম নামাজ শেষ করলে মাসবুক দাঁড়ায়ে ছানা আয়ুউযুবিল্লাহ্ বিসমিল্লাহ পড়ে সুরাফাতেহা ও তৎসঙ্গে অন্য সূরা পাঠ করত: রুকু সিজদা করার পরে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। তৎপর দাঁড়ায়ে সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা পাঠ করে দ্বিতীয় রাকাত শেষ করতঃ আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পড়ে নামাজ শেষ করবে।

মাসবুক ব্যক্তি যদি মাগরিবের নামাজের শেষ দুই রাকাআত প্রাপ্ত হয়, তাহলে ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে বসে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। অতঃপর ইমামের নামাজ শেষ হলে দাঁড়ায়ে যথা নিয়মে প্রথম রাকাআত পরে নামাজ শেষ করবে।

মাসবুক ব্যক্তি যদি চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজের শেষ রাকাআত প্রাপ্ত হয়, তাহলে উক্ত রাকআত ইমামের সাথে পড়ে বসে দীর্ঘ সময়ে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর বার বার কালেমা শাহাদত পড়বে। তৎপর ইমাম শেষ ছালাম ফিরালে উক্ত মাসবুক ব্যক্তি দাঁড়ায়ে নিয়তের পর ছানা পড়ার সুযোগ

Scanned with CamScanner

পেয়ে যদিছানা পড়ে থাকে তাহলে ছানা পড়বে না। আর যদি প্রথমে ছানা না পড়ে থাকে তবে ছানা, তাউজ ও তাসমিয়া পড়ে সুরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করে রুকু সেজদা সমাধান করে বসে আত্তা হিয়্যাতু পাঠ করবে। তৎপর 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়ায়ে সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা পাঠ করে রুকু সেজদা করে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়ায়ে শুধু সুরা ফাতিহা পড়ে রুকু সেজদা করতঃ বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পড়ে ডানে-বামে ছালাম ফিরায়ে নামাজ শেষ করবে।

মাসবুক ব্যক্তি যদি চার রাকাআত নামাজের তিন রাকাআত ইমামের সাথে পায়, তবে ইমাম যখন দুই রাকাতের মাঝখানে বৈঠক দিবে তখন মাসবুক ব্যক্তির নামাজ হবে এক রাকাআত, তবুও সে ইমামের অনুসরনে বসে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়বে, তৎপর ইমাম যখন শেষ বৈঠকে বসে নামাজ শেষ করবে তখনও মাসবুক ব্যক্তি শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়ে, ইমামের ছালামের শেষে দাঁড়ায়ে যথা নিয়মে প্রথম রাকাআত পড়ে নিবে। (কাজিখান, আলমগিরী, দোরেরাল মুখতার, শামী সহ অসংখ্য ফতওয়া ও সহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

লাহেকের নামাজের বিবরণঃ

প্রকাশ থাকে যে, ইমামের সঙ্গে প্রথম রাকাআতে শরীক হওয়ার পরে কোন ওজরে অধিকাংশ নামাজ বা সম্পূর্ণ নামাজ ফউত কারীকে লাহেক বলে।

এই ওজর কয়েক প্রকার হতে পারে। যথাঃ (১) নামাযের মধ্যে ঘুমিয়ে যাওয়া। (২) অজু নষ্ট হওয়া। (৩) কিংবা জনসাধারণের ভিড়ের জন্য। (৪) কিংবা ভয়ের নামাজের জন্য। (৫) অথবা মুছাফিরের সহিত এক্তেদা করায় তার কতক নামাজ ছুটে গিয়েছে। এরুপ ব্যক্তি তার অবশিষ্ট নামাজ আদায় করতে কেরাআত পড়বেনা সাহু সেজদা করবেনা। যেমনঃ কোন ব্যক্তির নামাজ পড়তে পড়তে অজু নষ্ট হয়ে গেছে, এ ব্যক্তি কারো সাথে কোন কথা না বলে অজু করে এসে ইমামের সাথে শরীক হলো। এবার অজু করে ফিরে আসতে ইমাম যে কয় রাকআত নামাজ পড়েছে প্রথমে ঐ নামাজগুলো বিনা কেরাআতে পড়ে নিয়ে পরে ইমামের সাথে শরীক হবে। এমনিভাবে যদি কেহ ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা বলে ঘুমায়ে যায় এবং ইমাম এক রাকাআত পড়ে ফেলে, তবে সে জাগরিত হয়ে প্রথমে প্রথম রাকাআত পড়বে। তৎপর ইমামের সাথে শরীক হতে পারলে শরীক হবে, নচেৎ বিনা কেরাআতে অবশিষ্ট নামাজ পড়ে নিবে। লাহেক ব্যক্তি মাসবুক হলে, ইমামের সাথে নামাজ আদায় করে পরে পরিত্যাক্ত নামাজ পড়বে। (ফত: আলমগীরি, শামী, রুদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার ইত্যাদি অসংখ্য কিতাব)

Scanned with CamScanner

যে সকল কারণে জামাআত তরক করা জায়েজঃ

জামাআতে নামাজ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। বিনা ওজরে জামাআতে নামাজ না পড়লে শক্ত গুনাহগার হতে হবে। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ জামাআত তরককারীদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। কিন্তু ছোট ছোট শিশু বাচ্চাদের মায়ায় তা করেন নাই। অতএব সাবধান, বিনা কারণে যেন জামাআত তরক না হয়। তাই নিম্নে জামাআত তরক করার কতিপয় শরয়ী কারণ বর্ণিত হলো।

যথাঃ (১) জামাআতে যেতে অক্ষম অসুস্থ ব্যক্তি। (২) লুলা ব্যক্তি। (৩) হাত-পা অবশ ব্যক্তি। (৪) হাঁটতে অক্ষম এমত বৃদ্ধ ব্যক্তি। (৫) অন্ধ ব্যক্তি। (৬) এত অন্ধকার যে, রাস্তা দেখা যায়না বা ঝড়-বৃষ্টি অথবা পথে কাদা। (৭) মাল ছামান হারানোর বা ক্ষতির ভয় থাকলে। (৮) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, যাকে মহাজন পেলে ধরে নিয়ে যাবে। (৯) জুলুমে পতিত হবার আশংকা থাকলে। (১০) মুছাফেরীতে সংগীয় কাফেলা চলে যাওয়ার ভয় থাকলে। (১১) পায়খানা-পেশাবের বেগ থাকলে। (১২) অসুস্থ ব্যক্তির সেবাকারী হলে। (১৩) অতিব ক্ষুধার্ত হলে। (১৪) ফেকহী কোন জরুরী মাছায়ালা তালাশে ব্যস্ত থাকলে। (১৫) কয়েদের আশংকা থাকলে। (১৬) প্রচণ্ড গরমে জামাআতে যেতে অসুবিধা হলে। (১৭) ইমাম বেদআতী ও হারাম কাজে মশগুল ফাছেক হলে।

উক্ত ওজর থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ নিয়ত করে যে, আমার ওজর না থাকলে জামাআতে হাজীর হতাম, তবুও সে জামাআতের ছওয়াব পাবে। (মারাকিউল ফালাহ, দারেমী, দারেকুতনি, শামী, আলমগীরি সহ অসংখ্য কিতাব)

জামাআতে যেতে না পারলে নিজ বাড়ীতে স্ত্রী বা মুহরাম ব্যক্তিদের নিয়ে নামাজ পড়লে জামাআতের ছওয়াব পাওয়া যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ বিবিকে নিয়ে জামাআত করে নামাজ পড়েছেন। (আরকানে আরবায়া সহ অসংখ্য কিতাব)

বিঃ দ্রঃ-বিবি বা মুহরাম মেয়েদের নিয়ে জামাআত করে নামাজ পড়লে তাদেরকে একেবারে পিছনে দাঁড় করাতে হবে। কোন ক্রমেই পুরুষের পাশে দাঁড়ানো যাবে না।

কোন্ নবীর উপর কোন ওয়াক্তের নামাজ ফরজ ছিল তার বিবরণঃ

ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে যে, (১) হযরত আদম عليه السلام উনার দোয়া ফজরের সময় কবুল হয়েছিল এ জন্য তিনি ফজরের দুই রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। (২) ইব্রাহিম عليه السلام তাঁর নিজ পুত্র ইসমাঈল عليه السلام কে আল্লাহ পাকের নির্দেশে কুরবানী দিতে উদ্যত হয়েছিলেন জোহরের সময়, যখন

Scanned with CamScanner

ইসমাঈল عليه السلام উনার স্থলে দুম্বা কুরবানী হলো তখন ইসমাঈল عليه السلام উনার বেঁচে যাওয়ার শুকরিয়া আদায় করণার্থে তিনি জোহরের চার রাকাআত নামাজ পড়েছিলেন। (৩) হযরত ওযাইর عليه السلام কে আসরের সময় পুনঃ জীবিত করা হয়েছিল। তখন তিনি আছরের চার রাকাআত নামাজ পড়েছিলেন। অন্য বর্ণনায় অথবা ইউনুস عليه السلام মাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার শুকরিয়া হিসেবে আছরের চাররাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন। (৪) হযরত দাউদ عليه السلام উনার দোয়া মাগরিবের সময় কবুল হয়েছে, তখন তিনি মাগরিবের তিন রাকাআত নামাজ পড়েছেন অন্য বর্ণনা মতে হযরত আইয়ুব عليه السلام চার রাকাতের নিয়ত করে দাড়িয়ে তিন রাকাত পর অসুস্থ হলে তাঁর তিন রাকাতই মাগরিব হিসাবে ফরজ হয়। (৫) এশার নামাজ সর্বপ্রথম আমাদের নবী সাইয়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم-উনার উপর ফরজ হয়েছে। অন্য বর্ণনায় হযরত মুছা عليه السلام উনার পড়া চার রাকাত নামাজই ইশার নামাজ হিসেবে ফরজ হয়। (তহাবী, কিতাব আল আছার সহ অসংখ্য কিতাব)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নিয়ত সমূহের বর্ণনাঃ

প্রকাশ থাকে যে, দিন রাতে নামাজ মোট পাঁচ ওয়াক্ত। যথাঃ- (১) ফজর (২) জুহর (৩) আছর (৪) মাগরিব (৫) এশা। (বুখারী, মুসলিম ও পবিত্র কুরআন) পূর্বে নামাজ পড়ার নিয়ম পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়, রাকাআতের সংখ্যা ও নিয়ত আলোচনা করা হলো।

১। ফজরের নামাজঃ

সময়ঃ ফজরের নামাজের সময় সুবহে সাদেক হতে শুরু করে সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

রাকাআতের সংখ্যাঃ ফজরের নামাজ মোট চার রাকাআত। (১) সুন্নাত ২ রাকাআত (২) ফরজ ২ রাকাআত। ২+২= ৪ রাকাআত। (বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য কিতাব)

প্রত্যেকটি আমলের ন্যায় নামাজের নিয়ত করাও ফরজ। বুখারী হাদীস শরীফে এসেছে اِنَّمَا الْاَعْمَلُ بِالنِّيَّتِ অর্থঃ প্রত্যেক আমল তার নিয়তের উপর নির্ভর করে। (বুখারী, ১ম হাদীস, মুসলিম, মিশকাত ইত্যাদি অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব) তবে আরবী নিয়ত জানা না থাকলে বাংলাতে মনে মনে হলেও নিয়ত করা ফরজ।

Scanned with CamScanner

ফজরের ২ রাকাআত সুন্নাত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআতাই ছলাতিল ফাজরি সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিস শারীফাতি আল্লহু আকবার।

এরুপ নিয়ত করতঃ আল্লাহু আকবার বলার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠায়ে (মহিলা হলে কাঁধ বরাবর ওড়নার ভিতরে হাত উঠাবে) পুরুষ নাভীর নীচে, মেয়েরা বুকের উপর বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাত রাখবে। একেই তাকবীরে তাহরীমা বলে। তৎপর 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম' ও 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' মনে মনে পড়ে সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা মিলিয়ে রুকু সেজদা করবে। তৎপর দ্বিতীয় রাকাআত অনুরুপভাবে পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম' শুধু নামাজের শুরুতে ছাড়া ২য়, ৩য়, ৪র্থ রাকাআতের সুরা ফাতিহার পূর্বে পড়তে হবেনা। এ সকল রাকাআতে শুধু 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়তে হবে। শুদ্ধ মতে প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য সূরা মিলাতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' মনে মনে পড়তে হবে।

আর একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, দুই রাকাআত বিশিষ্ট নামাজে নিয়ত করতে বলতে হয়-রাক'আতাই ছলাতি, তিন রাকাআ'তে-ছালাছা রাকাআ'তি ছলাতি, চার রাকআ'তে-আরবায়া রাকাআ'তি ছলাতি। বলে নিয়ত করতে হয়।

নামাজের-ছালামের নিয়মঃ

নামাজ শেষে ডানে বামে ছালাম ফিরাবে। এই ছালাম ফিরানোর সময় ইমাম সাহেব তার ডান দিকে ও বাম দিকের ফেরেস্তা এবং মুক্তাদীগণকে ছালাম দেওয়ার নিয়ত করবে। আর মুছল্লিগণ ফেরেস্তা ও ইমামকে ছালাম দেওয়ার নিয়ত করবে। পক্ষান্তরে একাকী নামাজী শুধু ডানে-বামের ফেরেস্তাকে ছালাম দেওয়ার নিয়ত করবে। সালামের সময় মুছল্লির নজর ডান ও বাম কাঁধের দিকে থাকবে।

২। ফজরের দুই রাকাআত ফরদ্ব নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

Scanned with CamScanner

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিল ফাজরি ফারদুল্লহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ উপরোক্ত নিয়ত একাকী নামাজীর জন্য প্রযোজ্য। তবে নামাজ যদি জামায়াতে পড়া হয়, তাহলে ইমাম ও মুক্তাদীদেরকে উক্ত নিয়তের সাথে নিম্নোক্ত কালামগুলি বাড়াতে হবে।

ইমামের ও মুক্তাদীগণের নিয়তঃ

ইমাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের নিয়তের সাথে فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى (ফার দুল্লহি তায়া'লা) শব্দের পরেই বলবে اَنَا اِمَامٌ لِّمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَّحْضُرُ আনা ইমামুলিমান হাদ্বারা ওয়া মাঁই ইয়াহদুরু।

আর মুক্তাদীগণ উক্ত জায়গায় বলবেঃ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ ইক্বতিদাইতু বিহাযাল ইমামি।

জুহরের নামাজের বিবরণঃ

সময়ঃ প্রকাশ থাকে যে, জুহরের নামাজ সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর হতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত আছরের আজানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে তবে শেষ সময়ে না পড়ে আওয়াল অথবা আওসাত তথা প্রথম অথবা মধ্যম সময়ে নামাজ আদায় করা উত্তম। (বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)। জুহরের নামাজ মোট ১২ রাকাআত। যথাঃ প্রথম সুন্নাত ৪ রাকাআত, ফরজ ৪ রাকাআত, সুন্নাত ২ রাকাআত, নফল ২ রাকাআত। ৪+৪+২+২= মোট ১২ রাকাআত।(দারেকুতনী ও শামী সহ অসংখ্য কিতাব)

জুহরের ৪ রাকআত সুন্নাত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকাআতি ছলাতিজ্জুহরি সুন্নাতু রসুলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

জুহরের ৪ রাকআত ফরদ্ব নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবায়া রাকাআতি ছলাতিজ্জুহরি ফারদুল্লাহি তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জুহরের ২ রাকাআত সুন্নত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিজ্জুহরি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

জুহরের ২ রাকাআত নফল নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাআতাই ছলাতিন্নাফলি মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

আছরের নামাজের বিবরণঃ

সময়ঃ আছরের নামাজের সময় জুহরের নির্দিষ্ট সময়ের পর হতে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

আছরের নামাজ ৮ রাকাআতঃ

প্রথম সুন্নাত ৪ রাকাআত, ফরজ ৪ রাকাআত। ৪+৪=৮ রাকাআত। (কিতাব আল আছার ও আলমগীরি সহ অসংখ্য কিতাব)

আছরের ৪ রাকাআত সুন্নাত নামাজের নিয়তঃ

এই নামাজ সুন্নাতে গায়েরে মুয়াক্কাদাহ। এই নামাজ পড়ার মুস্তাহাব নিয়ম এই যে, দু'রাকাআতের পর বসে তাশাহহুদ, দরুদ শরীফ ও দোয়া মাছুরা পড়ে, দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট দু'রাকাআত পড়বে।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবাআ রাকাআতি ছলাতিল আছরি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

আছরের ৪ রাকাআত ফরদ্ব নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা আরবা'আ রাকাআতি ছলাতিল আছরি ফারদুল্লহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

মাগরিবের নামাজের বিবরণঃ

সময়ঃ সূর্য্য অস্তের পর হতে পশ্চিম আকাশের লালিমা রেখা বিলীন হওয়া পর্যন্ত। (বুখারী, মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

মাগরিবের নামাজ ৭ রাকাআত। প্রথম ফরজ ৩ রাকাআত। সুন্নত ২ রাকাআত। নফল ২ রাকাআত। ৩+২+২+= মোট ৭ রাকাআত। (দারেমী ও আলমগীরি সহ অসংখ্য হাদীস ও ফতওয়ার কিতাব)

মাগরিবের ৩ রাকাআত ফরদ্ব নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা ছালাছা রাকাআতি ছলাতিল মাগরিবি ফারদুল্লহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

মাগরিবের ২ রাকাআত সুন্নত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিল মাগরিবি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

Scanned with CamScanner

মাগরিবের ২ রাকাআত নফল নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিন্নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

এশার নামাজের বিবরণঃ

সময়ঃ এশার নামাজের ওয়াক্ত মাগরিবের নির্দিষ্ট ওয়াক্তের পর থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবে আর সোবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত মাকরুহাতের সাথে আদায় হয়ে যায়। (মুছান্নাফ ইব্নি আবি শায়বা, শামী, আলমগীরি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস ও ফতওয়ার কিতাব)

এশার নামাজ মুলতঃ ১২ রাকাআত। বেতের নামাজ এশার তাবে, এ কারণে বেতেরকে ও ২ রাকাত হালকী নফলকে এশার সঙ্গে পড়ে নেওয়া হয় হেতু বলা হয় এশার নামাজ মোট ১৭ রাকাআত। (দারেমী, দারে কুতনী, আলমগীরি, শামী রুদ্দুল মুহতার সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস এবং ফতওয়ার কিতাব)

যথাঃ সুন্নাত ৪ রাকাআত (ইহা সুন্নতে গায়েরে মুয়াক্কাদা)। ফরজ ৪ রাকাআত। সুন্নাত ২ রাকাআত। নফল ২ রাকাআত। বেতের ৩ রাকাআত। নফল ২ রাকাআত। ৪+৪+২+২+৩+২=মোট ১৭ রাকাআত।

এশার ৪ রাকাআত সুন্নাত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা আরবা'আ রাকাআ'তি ছলাতিল ই'শায়ি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার। এই নামাজ আছরের ৪ রাকাআত সুন্নতের নিয়মে পড়তে হবে।

এশার ৪ রাকাআত ফরদ্ব নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা আরবা'আ রাকাআ'তি ছলাতিল ই'শায়ি ফারদুল্লহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার

এশার ২ রাকাআত সুন্নত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাতাই ছলাতিল ই'শায়ি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার

এরপর দুই রাকাআ'ত নফল।

নফলের নিয়ত জুহরের নামাজে বর্ণিত হয়েছে। শুধু জোহরের জায়গায় ইশায়ী উল্লেখ করলেই হবে।

তিন রাকাআত বেতের নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা ছালাছা রাকা'আতি ছলাতিল য়িত্‌রি ওয়াজিবুল্লাহি তায়ালা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

বেতেরের পর দুই রাকাআত নফল নামাজ পড়ার নিয়ম, ফজিলত ও নিয়তঃ

নিয়মঃ প্রকাশ থাকে যে, এই দুই রাকাআত নামাজ হুজুর পাক ﷺ ছোট ক্বেরাআতের সাথে বসে পড়তেন। সুতরাং এই দুই রাকাআত নফল নামাজ বসে পড়াই সুন্নাত। একে তাসবীহাতুল বেতের বলে।

ফজিলতঃ তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া সকলের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, তাই রাসুলে পাক ﷺ এই দুই রাকাআত নামাজ পড়ে নিতে উম্মতদিগকে উৎসাহিত করেছেন। যাতে করে উম্মত তাহাজ্জুদ নামাজের বরকত হাসিল করতে পারে। (সুবহানাল্লহ)

Scanned with CamScanner

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করিম ﷺ বেতরের পড়ে দুই রাকাআত নামাজ বসে আদায় করে নিতেন। উক্ত নামাজে সুরা 'ইযাযুল যিলাত' ও সুরা কাফিরুণ বেশী সময় পড়তেন। (মেশকাত, তিরমিযী সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)।

হযরত সাওবান রদিয়াল্লহু আনহু, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ মুবারক করেছেন, রাত্রি জাগরণ সকলের পক্ষে কষ্টসাধ্য ও ভারী ব্যাপার। অতএব তোমাদের কেহ যখন বেতের পড়বে তখন দুই রাকাআত (নফল) পড়ে নেবে। তারপর যদি রাত্রে (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠতে পারো তো ভালই, না পারলে এ দুই রাকাআতই তাহাজ্জদের ফজিলত বহন করবে। (কিতাব আল আছার, দারেমী সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

প্রকাশ থাকে যে, আছর ও ইশা নামাজের পূর্বে চার রাকাত করে সুন্নতে যায়েদাহ্ এবং প্রত্যেক নামাজের পরে ২ রাকাত নফল নামাজ এবং ইশরাক্ব চাশত। যাওয়াল, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় না করলে গুনাহ্ হবে না। তবে আদায় করলে প্রত্যেক টির বিনিময়ে একশত শহীদের মর্যাদা সম্পন্ন একেকটি সুন্নতের মর্যাদা পাওয়া যাবে। عن ابى هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ من تمسك بسنتى الخ মিশকাত ৩০ পৃ: লুমআত, মিরকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

জুমুয়ার নামাজের বিবরণঃ

সময়ঃ প্রকাশ থাকে যে, জোহরের নামাজের ওয়াক্তই জুময়ার ওয়াক্ত। তবে প্রত্যেক মসজিদে জোহরের জন্য দেয়া নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে জুময়া শুরু করা খাছ সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত। এতে জুমআর দিনে দোয়া কবুলের নির্দিষ্ট সময়টিও পাওয়া যায় এবং খুৎবা, বয়ান সহ সকলি আমল গুলো মানুষ সহজেই শুনার সুযোগ পায়। (দারেমী, দারেকুতনী, শামীসহ অসংখ্য কিতাব) জুমুয়ার নামাজ মোট ২২ রাকাআত।

Scanned with CamScanner

যথাঃ তাহিয়্যাতুল অজু ২ রাকাআত। দুখুলুল মসজিদ ২ রাকাআত। ক্বাবলাল জুমআ ৪ রাকাআত। ফরজ ২ রাকাআত। বা'দাল জুমআ ৪ রাকাআত। আখিরি জুহর ৪ রাকাআত। সুন্নাতুল ওয়াক্ত ২ রাকাআত। নফল ২ রাকাআত। ২+২+৪+২+৪+২+৪+২ = মোট ২২ রাকাআত। (দারেমী, আলমগীরী, শামী সহ অসংখ্য কিতাব)

১। তাহিয়্যাতুল অজু ২ রাকাআত সুন্নাত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّحِيَّةِ الْوَضُوْءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লহি তায়া'লা রাকাআতাই ছলাতিত তাহিয়্যাতিল অদুয়ী সুন্নাতু রসুলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

২। দুখুলুল মসজিদ ২ রাকায়াত এর নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিদ দুখুলিল মাসজিদি সুন্নাতু রসুলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

৩। কাবলাল জুময়ার ৪ রাকাআত সুন্নাতের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمْعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লহি তায়া'লা আরবা'য়া রাকায়া'তি ছলাতি ক্বলাল জুমুয়া'তি সুন্নাতু রসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ **শারীফাতি** আল্লহু আকবার।

৪। জুমুআর ২ রাকাআত ফরদ্বের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِيْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْجُمْعَةِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

Scanned with CamScanner

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উসক্বিত্বা আন যিম্মাতি ফারদুজ্জুহরি বি আদায়ি রাকাআতাই ছলাতিল জুমুআ'তি ফারদুল্লহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

৫। বা'দাল জুমুয়ার ৪ রাকাআত সুন্নাতের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْبَعْدَ الْجُمْعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ

تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লহি তায়া'লা আরবা'য়া রাকায়া'তি ছলাতি বা'দাল জুমু'য়াতি সুন্নাতু রসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

৬। জুমুআর চার রাকাআত আখিরি জুহর নামাজ সম্পর্কে কিছু জরুরী আলোচনা ও তার নিয়তঃ

বলা বাহুল্য শরীয়াতের বিভিন্ন মাছয়ালা মাছায়েল নিয়ে আদিকাল থেকেই আলেম উলামাগণের মধ্যে মত পার্থক্য হয়ে আসছে। তেমনি আখিরি জুহর নামাজ পড়া নিয়েও উলামাগণের মধ্যে বহু বির্তক দেখা যায়। কেহ আখিরি জুহর নামাজ পড়াকে না জায়েজ বলেছেন, কেহ বেদআত ও মুতাযিলাদের রীতি বলেছেন, কেহ ব্যাঙ্গ করে বলেছেন, আখিরি জুহর এটা হলো আউয়াল জোহর কোনটা ইত্যাদি ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে অন্য একদল হককানী উলামায়েকেরাম, রাজ্যে ইসলামী হুকুমত তথা খোলাফত জারী না থাকার কারণে গ্রামে ও শহরে জুমুআর শর্ত সমূহ পূর্ণভাবে না পাওয়ার কারণে একই শহরে অনেকগুলো মসজিদ হওয়ার কারণে সন্দেহবশতঃ জুমআর নামাজের পরে জুহরের নিয়তে ৪ রাকাআত নামাজ পড়াকে ফিকহের কিতাব সমূহে ইহতিয়াতি জুহর বা আখিরি জুহর নামকরণে স্থানভেদে (ইহতিয়াতান) ওয়াজিব বা মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। কারন আল্লাহ্ পাক না করুন জুমআর এবং ইমামের শর্ত মিল না হওয়ার কারনে যদি জুমআ আদায় না হয় তাহলে আখেরী জুহর চার রাকাত জোহরের চার রাকাত ফরজের দায় মুক্ত করবে। আর যদি জুমআ আদায় হয় তাহলে উক্ত আখেরী জুহর চার রাকাত নফলের মর্যাদা বহন করবে। ইহা শুধু আল্লাহ্ ভীতি ও আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য করা হয়ে থাকে। মুজাদ্দিদুজ্জামান শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশী রহমতুল্লহি আলাইহি এর মেজ সাহেবজাদা, বর্তমান যামানার মুফতিয়ে আজম আল্লামা হযরত আবু জাফর সিদ্দিকী (মুদ্দাযিল্লুহুল আলী), তাঁর রচিত ফাতোয়ায়ে সিদ্দিকীয়াতে লিখেছেন যে, বর্তমানে মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সকল স্থানে আখিরি

Scanned with CamScanner

জুহর নামাজ পড়া আবশ্যক। অনুরূপ হানাফী মাযহাবীদিগের লিখিত কিতাবাদি যথাঃ- ফতোয়ায়ে শামী, আলমগীরী, ফাতোয়ায়ে আজিজী, মেরকাত, ছগীরি, কাবীরি, ফাতহুল কাদীর, মারাকিউল ফালাহের টিকা, তাহতাবী, তাফসীরে, আহমদী, মুহীত, কাফী, সাফরুস সায়াদাত-এর টিকা, নেকায়ার টিকা ইত্যাদি আরো বহু নির্ভরযোগ্য ফিকহের কিতাব সমূহে আখিরি জুহর নামাজ পড়তে বলা হয়েছে। মরুবাসী ইমামগণ ও বুখারার অধিকাংশ ইমামগণ ইহাকে ওয়াজিব বলেছেন।

এছাড়া আমাদের মাথার মুকুট, আমীরে শরীয়ত, হাদীয়ে মিল্লাত, উলিল আমর মুজাদ্দিদুজ্জামান, শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী আল কুরাইশী (রহমতুল্লহি আলাইহি) ফুরফুরা শরীফ ভারত)। এবং আল্লামা বাংলা ও হিন্দ হাফেজে হাদীস মুহম্মদ রুহুল আমীন রহমতুল্লহি আলাইহি (বশিরহাট চব্বিশ পরগণা, ভারত) বাংলাদেশের খ্যাতনামা পীর শাহ্ সূফী নেছার উদ্দীন রহমতুল্লহি আলাইহি (শর্ষিনা, বরিশাল) শাহ সুফী সদর উদ্দীন আহম্মদ রহমতুল্লহি আলাইহি (যশোর)। উত্তরবঙ্গের বগুড়া ঠনঠনিয়া দরবার শরীফের পীর শাহ সুফী জয়নাল আবেদীন রহমতুল্লহি আলাইহি সহ সকল হক্বানী ওলীগণ আখিরি জুহর নামাজ নিজে পড়েছেন এবং মুরীদ মু'তাকেদদিগকে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য তাঁদের লিখিত কিতাবাদী পাঠ করুন।

নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে দু'একটি কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করলাম। বাহরুর রায়েক কিতাবের হাশিয়াতে রয়েছেঃ

وَنَقَلَهُ الْمُقَدِّسِى عَنِ الْمُحِيْطِ كُلَّ مَوْضَعٍ وَقَعَ الشَّكُّ فِىْ كَوْنِهٖ مِصْرًا يَنْبَغِىْ لَهُمْ اَنْ يُّصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمْعَةِ اَرْبَعًا بِنِيَّةِ الظُّهْرِ اِحْتِيَاطًا حَتّٰى لَوْ تَقَعَ الْجُمْعَةُ مَوْقَعَهَا يَخْرُجُوْنَ عَنْ عَهْدَةِ فَرْضِ الْوَقْتِ بِاَدَاءِ الظُّهْرِ –

অর্থঃ আল্লামা মুকাদ্দেসী রহমতুল্লহি আলাইহি মুহীত গ্রন্থ হতে গ্রহণ করেছেন যথাঃ প্রত্যেক স্থান এমন, যেখানে শহর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, তবে তথাকার অধিবাসীদের সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য জুমআর নামাজের পরে জুহরের নিয়তে চার রাকাআত নামাজ পরে নেয়া উচিত, যদিও উক্ত স্থানে জুমআ সংঘটিত হয়, তথাপিও জুহর (আখিরি জুহর) আদায়ের দ্বারা ওয়াক্তের ফরদ্বের দায়ীত্ব ও মুক্ত হয়ে যাবে।

Scanned with CamScanner

ছগীরি কিতাবে রয়েছে যথাঃ

قَالُوْا كُلُّ مَوْضَعٍ وَقَعَ الشَّكُّ فِيْ جَوَازِ الْجُمُعَةِ يَنْبَغِيْ اَنْ يَنْبَغِيْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بِنِيَّةِ اٰخِرِ الظُّهْرِ اَدْرَكْتُ وَقْتَهُ ....

অর্থঃ তাঁরা বলেছেন, প্রত্যেক এমন জায়গা, যেথায় জুমআ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, তথায় আখিরিজ্জুহরে আদরাকতু ওয়াক্তাহু এরূপ নিয়তে চার রাকাআত নামাজ পড়ে নেয়া উচিত।

মুজতাহিদ ইমাম কামাল উদ্দীন রহমতুল্লহি আলাইহি ফতহুল কাদীর গ্রন্থে জুমুআ অধ্যায় লিখেছেন, যথাঃ

اِذَا شْتَبَهَ عَلَى الْاِنْسَانِ ذَالِكَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُّصَلِّيْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَنْوِيْ بِهَا اٰخِرُ فَرْضٍ اَدْرَكْتُ وَقْتَهُ وَلَمْ اُوَدِّهٖ بَعْدَهٗ اِنْ لَّمْ تَصِحَّ الْجُمُعَةِ وَقَعَتْ ظُهْرِهٖ وَاِنْ صَحَتْ كَانَتْ نَفْلًا—

অর্থঃ যে স্থানে মানুষের নিকট জুমআ আদায়ের শর্ত সমূহে সন্দেহ হয়, তথায় চার রাকাআত নামাজ 'আখেরু ফারদিন আদ রাকতু ওয়াক্তাহু .... উয়াদ্দিহি বাদাহু' এই নিয়তে আদায় করা কর্তব্য যদি জুমুআ ছহীহ না হয়, তবে জুহর ঠিকভাবে আদায় হয়ে যাবে। আর শর্ত সাপেক্ষে জুমুআ ছহীহ হলে উক্ত জুহর নফল হিসাবে আদায় হবে।

আখেরি জুহর নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْاٰخِرِ الظُّهْرِ اَدْرَكْتُ وَقْتَهُ وَلَمْ اُصَلِّهٖ بَعْدَهٗ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ—

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা আরবা'আ রাকাআ'তি ছলাতিল আ-খিরিজ্ জুহ্রি আদরাক্তু ওয়াক্তাহু ওয়ালাম উছল্লিহি বা'দাহু মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

৭। দুই রাকাত সুন্নাতুল ওয়াক্ত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ سُنَّةِ الْوَقْتِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ—

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু-আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতি সুন্নাতিল ওয়াক্তি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

Scanned with CamScanner

জুমআর কয়েকটি সুন্নতী খুৎবা

মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ- এ খুতবাকে ذِكْرٌ বলে সম্বোধন করেন। যেমন ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! যখন জুমুয়ার দিন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা মহান আল্লাহ্ পাক উনার যিকিরের দিকে ধাবমান হও (অর্থাৎ খুতবা শুনার জন্য আস) যাবতীয় ব্যবসা, চাকুরী ছেড়ে দাও"। (পবিত্র সূরা জুমায়াহ : আয়াত শরীফ ৯)

উক্ত আয়াত শরীফ-এ অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কিরাম একমত যে, ذِكْرٌ 'যিক্র' শব্দ দ্বারা খুতবাকে বুঝানো হয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাছীর ৯ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৫৬, বুখারী শরীফ ১ম জিলদ পৃষ্ঠা ১২৭, মাবছুত লিস সারাখসী ২য় জিলদ পৃষ্ঠা ২৬-৩১, কবীরী পৃষ্ঠা ৮৭, হিদায়া ১ম জিলদ পৃষ্ঠা ১৩৯ ইত্যাদি সহ অনেক সহীহ হাদীস শরীফ)

এমনিভাবে ফুক্বাহায়ে কিরামের অনেকেই খুতবাকে মহান আল্লাহ্ পাক, উনার যিক্র ও ইবাদতের দিক দিয়ে নামাযের ন্যায় বলেছেন। যেমন হযরত উমর ফারুক রদ্বিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু তিনি বলেন,

اِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمُعَةُ لِاَجْلِ الْخُطْبَةِ

অর্থ : জুমুয়ার নামাযকে (চার রাকায়াতের স্থলে দুই রাকায়াত) সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে একমাত্র খুতবার কারণেই। (ইযালাতুল খফা সহ অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব)

وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوْا : اَلْخُطْبَةُ تَقُوْمُ مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ

অর্থ : কতক মাশায়িখে কিরাম রমহতুল্লাহি আলাইহিম বলেন, খুতবা দু;রাকাআত নামাযের স্থলাভিষিক্ত। (আল ফাতাওয়াত তাতারখানিয়াহ লিল আলায়িল আনছারী আনদারীতী হানাফী দিহলবী হিন্দী কিতাবুছ ছলাত আল ফছল ফী ছলাতিল জুমুয়াত ২য় খণ্ড ৫৯ পৃষ্ঠা সহ অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব)

তাই খুলাছোতুল ফতওয়ায় উল্লেখ আছে-

كُلُّ عَمَلٍ حُرِمَ فِى الصَّلَاةِ حُرِمَ فِيْهَا اَىْ فِى الْخُطْبَةِ فَيَحْرِمُ اَكْلٌ وَشَرْبٌ وَكَلَامٌ وَّلَوْ تَسْبِيْحًا اَوْرَدَّ سَلَامٍ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : যে সকল কাজ-কর্ম নামাযের মধ্যে হারাম সেগুলো খুতবার মধ্যেও হারাম ও নিষিদ্ধ। সুতরাং খুতবা দানকারী ও শ্রবণকারীদের জন্য খাওয়া, পান করা, কথা-বার্তা বলা যদিও তা তাসবীহ্ হোক না কেন এবং সালামের জবাব দেওয়াও জায়িয নয়।

নামাযে ক্বিরাআত শুনা যেরূপ ফরজ-ওয়াজিব খুতবা শুনাও তদ্রুপ ফরজ-ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

وَاِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

অর্থ : "যখন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা, অতি মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো। অবশ্যই তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে।" (পবিত্র সূরা আ'রাফ : আয়াত শরীফ ২০৪)

অনেক প্রসিদ্ধ মুফাসসিরীনে কিরাম এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত আয়াত শরীফ ইমামের পিছনে নামাজ ও খুতবাকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে।

আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমাম, ইমামে আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ্ হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি তিনি উক্ত আয়াত শরীফ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, নামাযে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শ্রবণ করা যেরূপ ফরজ-ওয়াজিব, তদ্রূপ সর্বপ্রকার খুতবাও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ফরজ-ওয়াজিব। যেহেতু উহা মহান আল্লাহ পাক উনার হুকুম আর উনার হুকুম প্রতিটি মুসলিমকে মেনে নেওয়া ফরজ-ওয়াজিব বলেই নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ঈমান আনা এবং নবী পাক ﷺ উনার প্রতি দরুদ, সালাম পড়া ফরজ। তাফসীরে কামালাইনের লেখক আল্লামা হযরত সালামুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه উনার নিকট থেকেও উক্ত অভিমত বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে।

হাদীছ শরীফ-এ আরো উল্লেখ আছে-

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ فَتَحَ الْوَدُوْدَ اَىْ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَاِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَلَا كَلَامَ.

অর্থ : হযরত ইমাম বাইহাক্বী রহমতুল্লাহি আলাইহি ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, ইমাম ছাহেব যখন খুতবা দেওয়ার জন্য হুজরা হতে বের হবেন, তখন সর্বপ্রকার নামায পড়ান ও কথা-বার্তা বলা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ ইমাম ছাহেব যখন খুতবার জন্য বের হবেন তখণ সর্বপ্রকার নামায পড়া নিষিদ্ধ। আর যখন খুতবা

Scanned with CamScanner

দেওয়ার জন্য মিম্বরে উঠবেন তখন সর্বপ্রকার কথাও নিষিদ্ধ। তবে মনে রাখতে হবে ইমাম সাহেব সুন্নত হিসাবে যখন আযানের মুনাজাত করবেন এবং আযানে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লহ ﷺ তে আঙ্গুল চুম্বন দিয়ে চোখে লাগাবেন তখন সকল মুছল্লীও ইমামের সাথে সেই আমল করবেন। এতে হুজুর পাক ﷺ উনার সুপারিশ ওয়াজিব হবে। এবং একটি সুন্নত একশত শহীদের মর্যাদা পাবে। (আবূ দাউদ শরীফ ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃষ্ঠা ৪ নম্বর হাশিয়া সহ প্রায় ২৫০টি প্রসিদ্ধ কিতাব)

হযরত ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার মুয়াত্তা শরীফ-এ উল্লেখ করেন, হযরত ইবনে শিহাব জুহরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

خُرُوْجُ الْاِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ وَخُطْبَتُهٗ يَقْطَعُ الْكَلَامَ.

অর্থ : "ইমামের আগমন নামাযকে বন্ধ করে দেয়, আর তাঁর খুতবা কথা-বার্তাকে বন্ধ করে দেয়।" অর্থাৎ ইমাম ছাহেব যখন খুতবার জন্য হুজরা (রুম) থেকে বের হবেন, তখন নামায (সুন্নত বা নফল) পড়া নিষেধ। আর যখন খুতবা শুরু করে দিবেন, তখন নামাযের সাথে সাথে কথা-বার্তা বলাও নিষেধ।

নামাযে যেরূপ কথা বলা নিষেধ তদ্রুপ খুতবাতেও কথা বলা নিষেধ। এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফ-এ উল্লেখ আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهٖ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ اَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه তিনি সাইয়্যিদুনা হযরত নবী করীম ﷺ উনার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, জুমুয়ার দিন ইমামের খুতবা প্রদানকালে যদি কেউ অন্যকে বলে চুপ কর, তবে সেটাও অন্যায় হবে। (নাসাঈ শরীফ ১ম খণ্ড ২০৭ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে জুমুয়ার নামায যেমন ওয়াক্ত হবার পর পড়তে হয়, খুতবাও তদ্রুপ ওয়াক্ত হবার পর দিতে হয়। ওয়াক্ত হবার পূর্বে বা পরে খুতবা দিলে খুতবা দুরস্ত হবে না।

জুমুয়ার নামাযে যেরূপ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ রয়েছে, জুমুয়ার খুতবায়ও তদ্রুপ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ রয়েছে।

Scanned with CamScanner

খুতবার ফরয ও জুমআ উত্তম সময় :

(১) জুমুয়ার ওয়াক্ত হওয়া অর্থাৎ জুমুয়ার ওয়াক্তের মধ্যে খুতবা দিতে হবে। এর পূর্বে ও পরে খুতবা দিলে খুতবা দুরস্ত হবে না। তবে মনে রাখতে হবে যে, ছহীহ বুখারী মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রসুল পাক ﷺ কোন ঘড়িকে অনুসরণ করেননি বরং প্রত্যেকটি নামাজের তিনটি ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন। আওয়াল তথা প্রথম আওসাত তথা মধ্যম এবং আখির তথা শেষ ওয়াক্ত এবং অন্য হাদীস শরীফ দিয়ে প্রমাণিত যে মধ্যম ওয়াক্তই উত্তম সেই হিসাবেই আমাদের হানাফী মাযহাবে প্রত্যেক নামাজ মধ্যম সময়ে আদায় করা হয়। আর জোহর বা জুমআর নামাজের শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে আছরের আজানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে হিসেবে জোহর বা জুমআর মধ্যম ওয়াক্ত ১.৩০ মি: হতে ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত। এর মধ্যে যে কোন সময় নামাজ ও খুৎবা দিলে মধ্যম ওয়াক্ত হিসাবে উত্তম সময়ে নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

(২) ذِكْرُ اللهِ আল্লাহ পাক, উনার যিকির করা। যেকোন আরবী শব্দে আল্লাহ পাক, উনার যিকির করলে খুতবার ফরয আদায় হয়ে যাবে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি, উনার কুরআন সুন্নাহ সম্মত বিশুদ্ধ মতে উক্ত যিকির দীর্ঘ না হয়ে সংক্ষিপ্ত হলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে হযরত ইমাম আবূ ইউসূফ রহমতুল্লহি আলাইহি ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লহি আলাইহিম, উনাদের মতে যিকির কমপক্ষে এতটুকু দীর্ঘ হতে হবে, যাকে সাধারণভাবে খুতবা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

(৩) খুতবা দেওয়া আলাদা একটি ফরয। কারণ খুতবা ব্যতীত জুমুয়ার নামায শুদ্ধ হবে না।

খুতবার ওয়াজিব :

(১) আরবীতে খুতবা দেওয়া ওয়াজিব। যেহেতু আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া কাট্টা বিদয়াত ও মাকরূহ তাহরীমী। আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা দিলে খুতবা আদায় হবে না, সাথে সাথে নামায ও হবে না। (সমূহ সহীহ হাদীস শরীফের কিতাবে)

খুতবার সুন্নতসমূহ :

(১) ওযু সহকারে খুতবা দিতে হবে। ওযু ছাড়া খুতবা দেওয়া মাকরূহ। হযরত ইমাম ইউসূফ রহমতুল্লহি আলাইহি, উনার মতে নাজায়িয।

(২) দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে হবে। বিনা ওজরে বসে খুতবা দেওয়া মাকরূহ।

(৩) উপস্থিত মুসল্লীদের দিকে মুখ করে খুতবা দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

(৪) খুতবার পূর্বে চুপে চুপে তা'আউয ও তাসমিয়া পাঠ করা। অর্থাৎ আয়ুউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজিম ও বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পাঠ করা।

(৫) এতটুকু আওয়াজে খুতবা দেওয়া যাতে করে উপস্থিত সকলেই শুনতে পায়।

(৬) মহান আল্লাহ পাক, উনার হামদ (حَمْدٌ) প্রশংসা দ্বারা খুতবা আরম্ভ করা।

(৭) আল্লাহ পাক, উনার ছানা ছিফত অর্থাৎ গুণাবলী বর্ণনা কর।

(৮) কালিমা শাহাদাত পাঠ করা।

(৯) নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উনার প্রতি ছলাত বা দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(১০) ওয়াজ নছীহত করা। তথা পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ পাঠ করা।

(১১) দুই খুতবার মধ্যে অল্প সময় বসা।

(১২) দ্বিতীয় খুতবায় পুনরায় হামদ, ছানা ও দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(১৩) কুরআন শরীফ-এর কোন আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করা।

(১৪) সকল মুসলিম নর-মহিলার জন্য দোয়া করা।

(১৫) **খুতবা দেওয়ার সময় লাঠি ব্যবহার করা খাছ সুন্নত :** কেউ কেউ খুতবার সময় লাঠি ব্যবহার করা বিদয়াত বলে থাকে। তাদের উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ অশুদ্ধ ও কুফরীমূলক। কেননা ছহীহ হাদীছ শরীফ-এ উল্লেখ আছে নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ তিনি খুতবার সময় লাঠি ব্যবহার করেছেন। যেমন হাদীছ শরীফ উল্লেখ আছে,

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ الْكُلَفِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ اَيَّامًا شَهِدْنَا فِيْهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى عَصًا اَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ.

অর্থ : হযরত হাকাম বিন হাযান কুলাফী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখনই সাইয়্যিদুনা হযরত রসূলুল্লাহ ﷺ, উনার পিছনে জুমুয়ার নামায আদায় করতাম। আমরা দেখতাম সাইয়্যিদুনা হুযুর পাক ﷺ (খুতবার সময়) লাঠি অথবা জিহাদের ময়দানে ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়াতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ পাক, উনার হামদ ও ছানা পড়ে খুতবা পড়তেন। (আবূ দাউদ শরীফ ১ম খণ্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা, বাজলুল মাজহুদ)

Scanned with CamScanner

ফিক্বাহর নির্ভরযোগ্য ও বিশ্ববিখ্যাত কিতাব গায়াতুল আওতারে উল্লেখ আছে-

অর্থ : খুতবার মধ্যে দাঁড়ানো যেরূপ সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত তদ্রূপ খুতবার সময় লাঠি ব্যবহার করাও খাছ সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত। দলীল সমূহ : গায়াতুল আওতার ১ম জিলদ পৃষ্ঠা ৩৮১, রদ্দুল মুহতার ১ম জিলদ পৃষ্ঠা ৮৬২, শামী, মুহীত্ব, ইমদাদুল ফতওয়া, মিশকাত, মিরকাত, লুমআত, আশআতল লুমআত, মুজাহিরে হক্ব, শরহুত তীবি, ত্বলিকুছ ছবীহ, সিফরুস সায়া'দাত, মাজমাউল বিহার, মারাকিউল ফালাহ, বাহরুর রায়েক, কিতাবুল মাদখাল, ফতওয়ায়ে রহিমিয়া, ইমদাদুল আহকাম, শরহে বেকায়া ১ম খন্ড ২৮৪ পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ফতওয়ার কিতাব সমূহ। আসল কথা- যখন থেকে খাছ সুন্নত মুখস্থ খুৎবা বাদ দিয়ে দেখে খুৎবা চালু হয়েছে তখন থেকে খুৎবাতে লাঠি ব্যবহার বাদ পড়ে গিয়েছে। কারণ খুৎবার বই হাতে নিলে আর লাঠি ধরার সুযোগ থাকে না। লাঠি ধরবে-না খুৎবার বই ধরবে? তবে আলমগীরিতে বর্ণিত হয়েছে-দেখে খুৎবা পড়াও জায়েয আছে। হানাফীদের আরো অনেক ফিক্বাহর কিতাবসমূহে খুতবার সময় লাঠি ব্যবহার করা খাছ সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এটাকে বিদয়াত বলা সুন্নত অস্বীকার হিসেবে গুমরাহী ও কুফরী ছাড়া কিছুই নয়।

(১৬) নামাযের সময় লম্বা করা ও উভয় খুতবা নামাযের সময়ের তুলনায় ছোট করা। কেননা খুতবার সময় নামাযের চেয়ে দীর্ঘ করা সুন্নতের খিলাফ বা মাকরূহ। অথচ আজকাল আমাদের দেশের প্রায় স্থানেই খতীব সাহেবদেরকে দেখা যায় যে, তারা জুমুয়ার খুতবায় নামায অপেক্ষা বেশী সময় নিয়ে থাকেন, যা সম্পূর্ণ সুন্নত পরিপন্থী কাজ। কাজেই আমাদের প্রত্যেকের উচিত হবে, উভয় খুতবা নামাযের ক্বিরাআতের সময়ের চেয়ে ছোট করা এবং উভয় খুতবা সূরায়ে তিওয়ালে মুফাচ্ছালের সমপরিমাণ অথবা তার চেয়ে ছোট করা। এর চেয়ে বড় করা মাকরূহে তাহরীমী।

যেমন প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থ : খুতবা অতিরিক্ত বড় না করে ছোট করা সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত, আর এটার পরিমাপ হলো তিওয়ালে মুফাচ্ছাল সূরার সমপরিমাণ, এর থেকে বড় করা মাকরূহে তাহরীমী। (গায়াতুল আওতার ১ম জিলদ পৃষ্ঠা ৩৭৩, সামী, বাহরুর রায়িক, আলমগীরী ইত্যাদি)

(১৭) খুতবার পূর্বে নিজ ভাষায় ওয়াজ করা সুন্নত : মুসল্লীদেরকে খুৎবার বিষয়বস্তু বুঝানোর জন্য প্রথম আযানের পূর্বে বা পরে এবং ছানী আযানের অবশ্যই পূর্বে ওয়াজ নছীহত করা জায়িয এবং ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লহু তায়ালাহুমগণের সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত। (তবে ওয়াজের পর খুতবার আযানের পূর্বে অবশ্যই মুসল্লীদেরকে ক্ববলাল জুমুয়া পড়ার সময় দিতে হবে। যেমন হাদীছ শরীফ-এ উল্লেখ হয়েছে।

Scanned with CamScanner

⊃ হযরত আবূ হুরায়রা ﷺ জুমুয়ার দিন খুতবার পূর্বে মিম্বরের সম্মুখে দাঁড়ায়ে হাদীছ শরীফ বর্ণনা করতেন। অতঃপর হযরত উমর ইবনুল খত্তাব ﷺ খুতবা প্রদান করতেন। (মুস্তাদরিকে হাকিম, ১ম জিঃ ১০৮জিঃ)

⊃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুছর ﷺ জুমুয়ার দিন লোকদিগকে ওয়াজ-নছীহত করতেন এবং খতীব খুতবার জন্য আগমন করলে তিনি উনার ওয়াজ-নছীহত বন্ধ করে দিতেন। (মুস্তাদরিকে হাকিম)

⊃ হযরত উমর ﷺও হযরত উছমান ﷺ উনাদের খিলাফতকালে বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত তামীমদারী রদ্বিয়াল্লহু তায়ালা আনহু খুতবার পূর্বে ওয়াজ নছীহত করতেন। (মুসনাদে আহমদ ৩য় জিঃ পৃষ্ঠা ৪৪৯)

এছাড়াও অনুরূপ বর্ণনা মওজুয়াতে কবীর, ইক্বামাতুল হুজ্জাহ, ইছাবাহ, ফতওয়ায়ে রহীমিয়া ইত্যাদি আরো অনেক কিতাবে রয়েছে। (কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় ইবারত দেয়া হলো না)

(১৮) একমাত্র আরবী ভাষায়ই খুতবা দেওয়া। স্মর্তব্য যে, উলামায়ে কিরাম আমভাবে আরবী ভাষায় খুতবা দেওয়াকে সুন্নত বল্যার কারণ হলো- যেহেতু সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযুর পাক ﷺ তিনি আরবীতে খুতবা দিয়েছেন। তাই আম ফতওয়া মতে আরবীতে খুতবা দেওয়া সুন্নত। তবে খাছ ফতওয়া মতে বা আহকাম-এর দিক দিয়ে আরবী ভাষায় খুতবা দেওয়া ওয়াজিব। যেহেতু আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা দিলে ফতওয়াগ্রাহ্য মতে নামায শুদ্ধ হবেনা এবং তা বিদয়াত ও মাকরূহ তাহরীমী হবে। তাই আরবী ভাষাতেই খুতবা দেওয়া ওয়াজিব।

দাঁড়ি রাখা ফরজ-ওয়াজিব : যেমন আমভাবে সকলেই জানে যে, দাঁড়ী রাখা সুন্নত। যেহেতু রসূলে পাক ﷺ তিনি দাঁড়ী মুবারক রেখেছেন। তবে খাছভাবে অর্থাৎ আহকাম-এর দিক দিয়ে দাঁড়ী রাখা হচ্ছে ফরয-ওয়াজিব। যেহেতু সকলের মতেই ছহীহ হাদীসের ভিত্তিতে এক মুষ্টির কমে দাঁড়ি কাটা-ছাঁটা হারাম। আর হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা সর্বসম্মতিক্রমেই ফরয। অনুরূপভাবে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া যেহেতু সকলের মতেই বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ ও মাকরূহ তাহরীমী। আর বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ বা মাকরূহ তাহরীমী থেকে বেঁচে থাকা যেহেতু ওয়াজিব। তাই আরবীতে খুতবা দেওয়াও ওয়াজিব। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ছহীহ ও ফতওয়াগ্রাহ্য মত। (মুসনাদ, মুসান্নাফ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ ও ফতওয়ার কিতাব)

আর যেহেতু আরবী ভাষায় খুতবা দেওয়া মহান আল্লাহ পাক, উনার রসূল সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযূর পাক ﷺ, উনার খাছ সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত। সেহেতু উক্ত সুন্নতের খিলাফ অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া বিদয়াত ও মাকরূহ তাহরীমী হওয়াইতো স্বাভাবিক।

Scanned with CamScanner

জুমআর কতিপয় সুন্নতি খুৎবা পেশ করা হলো

خُطْبَةُ الْيَوْمِ فِيْ فَضَائِلِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ حَبِيْبِ اللهِ ﷺ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ نُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِى اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ـ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَشَفِيْعَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ﷺ ـ اَمَّا بَعْدُ : فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ ! اِسْمَعُوْا خُطْبَتِىْ بِالْجَنَانِ خُطْبَةَ الْيَوْمِ فِىْ ـ فَضَائِلِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ حَبِيْبِ اللهِ ﷺ

(١) فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى فِىْ شَانِ حَبِيْبِهٖ ﷺ: يَآ اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ـ وَدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ ـ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

(٢) وَقَالَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ حَبِيْبُ اللهِ ﷺ لِىْ اَسْمَآءٌ اَنَا اَحْمَدُ ، اَنَا مُحَمَّدٌ ، اَنَا الْمَحِىُّ الَّذِىْ لَيْسَ بَعْدَهٗ نَبِىٌّ۔

(٣) وَقَالَ اللهُ تَعَالٰى وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ .

(٤) وَقَالَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ حَبِيْبُ اللهِ ﷺ - فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ

Scanned with CamScanner

وَاُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَآفَّةً وَّخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ۔

(٥) وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗ اَحْمَدُ۔

(٦) وَقَالَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ حَبِيْبُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: يَا حَبِيْبِيْ اَنَا وَاَنْتَ وَمَا سِوَاكَ خَلَقْتُ لِاَجْلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا رَبِّ اَنْتَ وَمَا اَنَا وَمَا سِوَاكَ تَرَكْتُ لِاَجْلِكَ۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنَا بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ۔

(১নং খুতবার বঙ্গানুবাদ)

আজকের খুতবা হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযূর পাক ﷺ উনার ফাযায়িল-ফযীলত সম্পর্কে

মহান আল্লাহ পাক উনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমরা উনার প্রশংসা করছি। উনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, উনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উনার প্রতি ঈমান আনছি। উনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করছি। আমরা মহান আল্লহ পাক উনার নিকট আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

মহান আল্লহ পাক যাকে হিদায়েত দেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। আর আল্লহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ যে গুমরাহীকে দৃঢ় থাকে, তাকে কেউ হিদায়েত তথা সঠিক পথ প্রদর্শন করে না বা করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য

Scanned with CamScanner

দিচ্ছি, আল্লহ পাক ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। উনার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সাইয়্যিদ আমাদের নবী, আমাদের হাবীব, আমাদের সুপারিশকারী, আমাদের মাওলা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ মহান আল্লাহ্ পাক উনার বান্দা তথা পরম হাবীব ও রসূল ﷺ।

হে মানুষেরা! আপনারা গভীর মনোযোগের সাথে খুতবা শুনুন। আজকের খুতবা আখিরী রসূল, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযুর পাক ﷺ উনার ফাযায়িল-ফযীলত সম্পর্কে।

(১) মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, ও আমার নবী ﷺ আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ক কারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।আর আপনি মহান আল্লাহ পাক, উনার অনমতিক্রমে (মা'রিফাত-মুহব্বত, সন্তুষ্টি-রিযামন্দি লাভের জন্য) উনার দিকে আহবানকারী এবং আলোকিত বাতিস্বরূপ অর্থাৎ নূরে মুনাওওয়ার।" (পবিত্র সূরা আহযাব : আয়াত শরীফ ৪৫-৪৬)

(২) হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযুর পাক ﷺ তিনি বলেন, আমার অনেক খাছ নাম মুবারক রয়েছে। ১. আহমদ ﷺ, ২. মুহম্মদ ﷺ, ৩. মাহী- কুফরী ধ্বংসকারী, ৪. হাশির-আমার ক্বদম মুবারক-এ সকলেই জমা হবে, ৫. আক্বিব- আমার পরে কোন নবী নেই।

(৩) মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "ও আমার হাবীব ﷺ আমি আপনাকে সারা আলমের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।" (পবিত্র সূরা আম্বিয়া : আয়াত শরীফ ১০৭)

(৪) হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযুর পাক ﷺ তিনি বলেন, "আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম, উনাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। (১) আমি জাওয়ামিউল কালিম প্রাপ্ত হয়েছি। অর্থাৎ আমাকে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ইলম দেওয়া হয়েছে (২) আমাকে 'রোব' দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে (৩) আমার জন্য গণীমতের মাল

Scanned with CamScanner

হালাল করা হয়েছে (৪) সমগ্র যমীন আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতার মাধ্যম করা হয়েছে (৫) সারা কায়িনাতের জন্য আমাকে নবী-রসূল করে পাঠানো হয়েছে (৬) নবী-রসূল আগমনের সিলসিলা আমার মাধ্যমেই শেষ করা হয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

(৫) মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যখন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম ﷺ বললেন : নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট রসূল হিসেবে এসেছি। তোমাদের নিকট যে তাওরাত কিতাব রয়েছে আমি তার সত্য প্রতিপাদনকারী। আমার পরে আগমনকারী একজন রসূল ﷺ, উনার সুসংবাদ প্রদানকারী। আর উনার নাম মুবারক হবে আহমদ ﷺ। (পবিত্র সূরা ছফ : আয়াত শরীফ ৬)

(৬) হাবীবুল্লাহ হুযুর পাক ﷺ তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন. "ও আমার পিয়ারা হাবীব" আমি এবং আপনি। এছাড়া যা কিছু রয়েছে সব আপনার কারণে (মুহব্বতে) সৃষ্টি করেছি।" হাবীবুল্লাহ হুযুর পাক ﷺ বলেন, "ও আমার রব! শুধু আপনি। আমিও নই, এছাড়া যতকিছু রয়েছে সব আপনার জন্যই আমি তরক (পরিত্যাগ) করেছি।" সুবহানাল্লাহ।

মহান আল্লাহ্ পাক উনার নিকট বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি। এবং উনারই পবিত্র নামে শুরু ও শেষ করছি।

মহান আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব হুযূর পাক ﷺ, উনার শানে বলেন, ("ও আমার হাবীব ﷺ আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমি আপনার যিকির বা আলোচনাকে সমুন্নত করেছি।" (পবিত্র সূরা আলাম নাশরাহ-আয়াত শরীফ- ৪)

মহান আল্লাহ পাক! পবিত্র কুঁরআন শরীফ দ্বারা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে বরকত দান করুন। আর আয়াত শরীফ ও হিকমতপূর্ণ নছীহতের ফায়দা দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতীব দানশীল, পরম দয়ালু, মালিক, কল্যাণদানকারী, অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম করুণাময়।

☐ অতপর তিনি তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় বসে থেকে দ্বিতীয় তথা ছানী খুতবার জন্য দাঁড়াবেন।

Scanned with CamScanner

خُطْبَةُ الْيَوْمِ فِىْ فَضَائِلِ وَاَحْكَامِ سَيِّدِ الْاَعْيَادِ سَيِّدِ عِيْدٍ اَعْظَمَ سَيِّدِ عِيْدٍ اَكْبَرَ عِيْدِ مِيْلَادِ النَّبِيِّ ﷺ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا حَبِيْبَنَا شَفِيْعَنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ﷺ - اَمَّا بَعْدُ فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ! اِسْمَعُوْا خُطْبَتِىْ بِالْجَنَانِ خُطْبَةَ الْيَوْمِ فِىْ فَضَائِلِ سَيِّدِ الْاَعْيَادِ سَيِّدِ عِيْدٍ اَعْظَمَ سَيِّدِ عِيْدٍ اَكْبَرَ عِيْدِ مِيْلَادِ النَّبِيِّ ﷺ - فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ: (١) قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ □ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ - (٢) وَقَالَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ حَبِيْبُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ اَرْبَعَةُ اَعْيَادٍ اَوْ خَمْسَةُ اَعْيَادٍ - (٣) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَقَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا - (٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جُمُعَةٍ مِّنَ الْجُمَعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيْدًا - (٥) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

Scanned with CamScanner

يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ـ (٦) عَنْ اَبِيْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَّوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ . اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ . بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّؤُفٌ رَّحِيْمٌ ـ

(২নং খুতবার বঙ্গানুবাদ)

আজকের খুতবা সাইয়্যিদুল আ'ইয়াদ, সাইয়্যিদু ঈদে আকবর পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ﷺ-উনার ফযীলত ও আহকাম সম্পর্কে

মহান আল্লহ পাক উনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমরা উনার প্রশংসা করছি। উনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, উনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উনার প্রতি ঈমান আনছি। উনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করছি। আমরা মহান আল্লহ পাক উনার নিকট আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

আল্লহ পাক যাকে হিদায়েত দেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। আর আল্লহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ যে গুমরাহীতে দৃঢ় থাকে, তাকে কেউ হিদায়েত তথা সঠিক পথ প্রদর্শন করে না বা করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ পাক ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। উনার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সাইয়্যিদ আমাদের নবী, আমাদের হাবীব, আমাদের সুপারিশকারী আমাদের মাওলা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ মহান আল্লাহ পাক উনার বান্দা তথা পরম হাবিব ও রসূল ﷺ।

হে মানুষেরা! আপনারা গভীর মনোযোগের সাথে খুতবা শুনুন। আজকের খুতবা সমস্ত ঈদের সাইয়্যিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বড় ঈদ পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ -এর ফযীলত এবং আহকাম সম্পর্কে।

Scanned with CamScanner

(১) আল্লহ পাক স্বীয় কালাম পাক-এ ইরশাদ ফরমান- "ও আমার হাবীব ﷺ আপনি বলুন- এই ফযল-করম ও রহমতের জন্য তারা যেন খুশি প্রকাশ করে। দুনিয়াবী সম্পদ যা তারা জমা করে তা থেকে এটা অবশ্যই অনেক উত্তম।" (পবিত্র সূরা ইউনুস عليه السلام : আয়াত শরীফে ৫৮)

(২) হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযুর পাক ﷺ তিনি বলেন, "প্রত্যেক মু'মিন- মুসলমানের জন্য প্রতি মাসে চারটা অথবা পাঁচটা ঈদ রয়েছে।" (আল কিফায়া শরহুল হিদায়া)

(৩) মহান আল্লাহ পাক বলেন, "হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম عليه السلام বললেন : হে বারে এলাহী! আপনি আমাদের জন্য আসমান থেকে একখানা খাদ্যভর্তি খাঞ্চা নাযিল করুন। যা আমাদের জন্য ঈদ বা খুশির কারণ হবে।" (পবিত্র সূরা মায়িদা : আয়াত শরীফ ১১৪)

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আল্লহ পাক, উনার হাবীব হুযুর পাক ﷺ তিনি জুমুয়ার খুতবাতে বললেন, "হে মুসলমানেরা! তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয়ই এই (জুমুয়ার) দিনকে আল্লাহ পাক ঈদের দিন হিসেবে ঘোষণা করেছেন।" (ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা মালিক, মিশকাত, মিরকাত, আশয়াতুল লুময়াত, তালীকুছ ছবীহ, ত্বীবী)

(৫) আল্লাহ পাক বলেন, " (হযরত ঈসা عليه السلام বললেন:) আমি যে দিন বিলাদত শরীফ লাভ করেছি ও বিছাল শরীফ লাভ করবো এবং যে দিন উত্থিত হব সেদিনের প্রতি সালাম।" (পবিত্র সুরা মারইয়াম : আয়াত শরীফ ৩৩)

(৬) হযরত লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনজির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবীবুল্লাহ হুযুর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, হাবীবুল্লাহ হুযুর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "নিশ্চয়ই জুমুয়ার দিন হচ্ছে দিনের সাইয়্যিদ। আল্লাহ পাক উনার কাছে এটা একটি মহান দিন। আল্লাহ পাক উনার কাছে এই জুমুয়ার দিনটি হচ্ছে কুরবানীর ঈদ, রোযার ঈদের চেয়েও বেশি মূল্যবান।" (ইবনে মাজাহ)

মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি এবং উনার পবিত্র নামেই শুরু ও শেষ করছি।

হে মানুষ সকল! আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে নিয়ামত (আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ) উনাকে দিয়েছেন তার আলোচনা করো। (পবিত্র সূরা ফাতির : আয়াত শরীফ ৩)

আল্লাহ পাক! পবিত্র কুরআন শরীফ দ্বারা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে বরকত দান করুন। আর আয়াত শরীফ ও হিকমতপূর্ণ নছীহতের ফায়দা দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতীব দানশীল, পরম দয়ালু, মালিক, কল্যাণদানকারী, অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম করুণাময়।

Scanned with CamScanner

☐ তারপর তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সময় বসে থেকে দ্বিতীয় খুতবার জন্য দাঁড়াবেন।

خُطْبَةُ الْيَوْمِ فِيْ فَضَائِلِ وَاحْكَامِ الْمِيْلَادِ الشَّرِيْفِ وَالْقِيَامِ الشَّرِيْفِ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ ☐ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَشَفِيْعَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ﷺ - اَمَّ بَعْدُ : فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ ! اِسْمَعُوْا خُطْبَتِيْ بِالْجَنَانِ خُطْبَةَ الْيَوْمِ فِيْ فَضَائِلِ وَاَحْكَامِ الْمِيْلَادِ الشَّرِيْفِ وَالْقِيَامِ الشَّرِيْفِ -(١) فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ : اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا - لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا -

(٢) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّهٗ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ بَيْتِهٖ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ ﷺ فَاِذَا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِيْ -(٣) وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -(٤) عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه اَنَّهٗ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِيِّ رضي الله عنه وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ ﷺ

Scanned with CamScanner

لِاَبْنَائِهٖ وَعَشِيْرَتِهٖ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَالَ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ لَكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكَ وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ وَنَجٰى نَجٰتَكَ ـ (٥) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ـ (٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْلِسُ مَعَانَا فِى الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَاِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزْوَاجِهٖ. اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَاَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ـ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنَا بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ الرَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ ـ

৩নং খুতবার বঙ্গানুবাদ

আজকের খুতবা মীলাদ শরীফ ও ক্বিয়াম শরীফ-এর ফযীলত এবং আহকাম সম্পর্কে।

মহান আল্লাহ পাক উনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমরা উনার প্রশংসা করছি। উনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, উনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উনার প্রতি ঈমান আনছি। উনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করছি। আমরা মহান আল্লহ পাক উনার নিকট আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

আল্লহ পাক যাকে হিদায়েত দেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। আর আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ যে গুমরাহীতে দৃঢ় থাকে, তাকে কেউ হিদায়েত তথা সঠিক পথ প্রদর্শন করে না বা করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ পাক ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। উনার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সাইয়্যিদ আমাদের নবী, আমাদের হাবীব, আমাদের সুপারিশকারী আমাদের মাওলা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ মহান আল্লাহ পাক উনার বান্দা তথা পরম হাবীব ও রসূল ﷺ।

Scanned with CamScanner

হে মানুষেরা! আপনারা গভীর মনোযোগের সাথে খুতবা শুনুন। আজকের খুতবা মীলাদ শরীফ ও ক্বিয়াম শরীফ-এর ফযীলত এবং আহকাম সম্পর্কে।

(১) মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, ও আমার হাবীব পাক ﷺ আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। যেন (আপনারা) অর্থাৎ হে মুমিনেরা আল্লাহ পাক ও উনার রসূল হুযূর পাক ﷺ - উনার প্রতি ঈমান আন, উনাকে সম্মান কর এবং উনার খিদমত কর। আর সকাল ও সন্ধ্যায় উনার তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতে থাক। (পবিত্র সূরা আল ফাতাহ : আয়াত শরীফ ৮-৯)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি একদিন উনার নিজ গৃহে সমবেত ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهمম উনাদেরকে আল্লাহ পাক উনার হাবীব হুযুর পাক ﷺ উনার বিলাদত শরীফ-এর ঘটনাসমূহ শুনাচ্ছিলেন। এতে শ্রোতাগণ আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করছিলেন এবং আল্লাহ পাক উনার প্রশংসা তথা তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করছিলেন। আল্লাহ পাক উনার হাবীব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযুর পাক ﷺ উনার উপর ছলাত-সালাম তথা দরূদ শরীফ পাঠ করছিলেন। হাবীবুল্লাহ রসূলে পাক ﷺ তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি উনাদেরকে বিলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করতে দেখে খুশি হয়ে উনাদের উদ্দেশ্যে বললেন- حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِيْ

অর্থাৎ আপনাদের জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ! (কিতাবুত তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযীর, ছুবুলুল হুদা কী মাওলিদিল মুস্তফা ﷺ, হাক্বীক্বতে মুহম্মদী ও মীলাদে আহমদী-৩৫৫ সহ ৪৫০টি প্রসিদ্ধ কিতাব)

(৩) মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এবং উনার সকল ফেরেশতাগণ নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ উনার শানে ছালাত পাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ! আপনারাও উনার প্রতি যথাযথ মুহব্বত ও তা'যীম- এর সাথে সলাত-সালাম বা দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।" (পবিত্র সূরা আহযাব-৫৬ নং আয়াত শরীফ)

Scanned with CamScanner

(٣) وَقَالَ اللهُ تَعَالٰى: وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ (٤) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ ـ (٥) وَقَالَ اللهُ تَعَالٰى: مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ

(٦) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهٗ اَجْرُ مِاَةِ شَهِيْدٍ ـ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّؤُفٌ رَّحِيْمٌ ـ

৪নং খুতবার বঙ্গানুবাদ

আজকের খুতবা হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ উনার সুন্নতের ফযীলত সম্পর্কে

মহান আল্লাহ পাক উনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমরা উনার প্রশংসা করছি। উনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, উনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উনার প্রতি ঈমান আনছি। উনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করছি। আমরা মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

আল্লাহ পাক যাকে হিদায়েত দেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। আর আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ যে গুমরাহীতে দৃঢ় থাকে, তাকে কেউ হিদায়েত তথা সঠিক পথ প্রদর্শন করে না বা করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ পাক ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। উনার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সাইয়্যিদ আমাদের নবী, আমাদের হাবীব, আমাদের সুপারিশকারী আমাদের মাওলা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ মহান আল্লাহ পাক উনার বান্দা তথা পরম হাবীব ও রসূল ﷺ।

Scanned with CamScanner

হে মানুষেরা! আপনারা গভীর মনোযোগের সাথে খুতবা শুনুন। আজকের খুতবা আল্লাহ্ পাক, উনার হাবীব সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ্ হুযুর পাক ﷺ উনার সুন্নতের ফযীলত সম্পর্কে।

(১) আল্লাহ্ পাক বলেন, ও আমার হাবীব! ﷺ আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্ পাক উনার মুহব্বত পেতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর। এতে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে মুহব্বত করবেন। তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু হবেন। (পবিত্র সূরা আলে ইমরান : আয়াত শরীফ ৩১)

(২) সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ্ হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে মুহব্বত করলো সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই মুহব্বত করলো। আম যে আমাকে মুহ্ববত করলো সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে।" (তিরমিযি শরীফ)

(৩) মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, রসূল পাক ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধর। আর তিনি যা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাককে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক কঠিন শাস্তিদাতা। (পবিত্র সূরা হাশর : আয়াত শরীফ ৭)

(৪) নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ্ হুযূর পাক ﷺ তিনি বলেন, "আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যতদিন সে দুটিকে শক্ত করে আঁকড়িয়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথ ভ্রষ্ট, গুমরাহ্ হবেনা। একটি হচ্ছে আল্লাহ্ পাক-উনার কিতাব, দ্বিতীয়টি হচ্ছে উনার রসূল হুযূর পাক ﷺ উনার সুন্নাহ। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মিশকাত শরীফ)

(৫) মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, যে আল্লাহ্ পাক এবং উনার রসূল হুযূর পাক ﷺ উনার ইতায়াত করবে সে বিরাট সাফলতা লাভ করবে। (পবিত্র সূরা আহযাব : আয়াত শরীফ ৭১)

(৬) হাবীবুল্লাহ্, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযূর পাক ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ফিৎসা-ফ্যাসাদের যামানায় একটি মাত্র সুন্নাতকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়িয়ে ধরবে মৃত্যু পর্যন্ত। সে একশত শহীদের ছাওয়াব পাবে।" (মিশকাত শরীফ-৩০ পৃষ্ঠা)

মহান আল্লাহ্ পাক উনার নিকট বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে পানাহ্ চাচ্ছি এবং উনারই পবিত্র নামেই শুরু ও শেষ করছি।

রসূল পাক ﷺ হচ্ছেন তোমাদের জন্য আদর্শ। (তিনিই তোমাদের অনুসরণীয় অনুকরণীয়)। (পবিত্র সূরা আহযাব : আয়াত শরীফ ২১)

Scanned with CamScanner

মহান আল্লাহ পাক! পবিত্র কুরআন শরীফ দ্বারা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে বরকত দান করুন। আর আয়াত শরীফ ও হিকমতপূর্ণ নছীহতের ফায়দা দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতীব দানশীল, পরম দয়ালু, মালিক, কল্যাণদানকারী, অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম করুণাময়।

☐ তাঁরপর তিন তাস্‌বীহ পরিমাণ সময় বসে থেকে দ্বিতীয় খুতবার জন্য দাঁড়াবেন।

خُطْبَةُ الْيَوْمِ فِيْ فَضَائِلِ اَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالٰى :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا نَبِيَّنَا حَبِيْبَنَا شَفِيْعَنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

اَمَّا بَعْدُ : فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ! اِسْمَعُوْا خُطْبَتِيْ بِالْجَنَانِ خُطْبَةَ الْيَوْمِ فِيْ فَضَائِلِ اَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالٰى ـ(١) قَالَ اللهُ تَعَالٰى: اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ(٢) وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَعَالٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوْلِيَائِىْ تَحْتَ قَبَائِىْ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِىْ اِلَّا اَوْلِيَائِىْ ـ(٣) وَقَالَ اللهُ تَعَالٰى : وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ـ(٤) وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشَّيْخُ لِقَوْمِهٖ كَالنَّبِيِّ فِيْ اُمَّتِهٖ ،(٥) وَقَالَ اللهُ تَعَالٰى: يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ـ (٦) وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالٰى مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ ـ

Scanned with CamScanner

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ - بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

(৫নং খুতবার বঙ্গানুবাদ)

আজকের খুতবা আল্লহর অলী রহমাতুল্লহি আলাইহিম উনাদের ফযীলত সম্পর্কে :

মহান আল্লাহ পাক উনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমরা উনার প্রশংসা করছি। উনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, উনার কাছে ক্ষমা পার্থনা করছি। উনার প্রতি ঈমান আনছি। উনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করছি। আমরা মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

মহান আল্লাহ পাক যাকে হিদায়েত দেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। আর আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ যে গুমরাহীতে দৃঢ় থাকে, তাকে কেউ হিদায়েত তথা সঠিক পথ প্রদর্শন করে না বা করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ পাক ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। উনার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সাইয়্যিদ আমাদের নবী, আমাদের হাবীব আমাদের সুপারিশকারী আমাদের মাওলা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ মহান আল্লাহ পাক উনার বান্দা তথা পরম হাবীব ও রসূল ﷺ।

হে মানুষেরা! আপনারা গভীর মনোযোগের সাথে খুতবা শুনুন। আজকের খুতবা আল্লাহর অলী রহমাতুল্লহি আলাইহিম উনাদের ফযীলত সম্পর্কে।

(১) মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "(হে ঈমানদারগণ!) তোমরা সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক, উনার অলীগণের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা, পেরেশানী নেই।" (পবিত্র সূরা ইউনুস আলাইহিস্ সালাম : আয়াত শরীফ ৬২)

(২) নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, "নিশ্চয়ই আমার ওলীগণ আমার কুদরতী জুব্বা মুবারক-এর নিচে অবস্থান করেন। আমি অথবা আমার ওলীগণ ব্যতীত কেউ উনাদের সঠিক মাক্বাম সম্পর্কে অবগত নয়।" (বুখারী হাদীসে কুদসী)

Scanned with CamScanner

(৩) মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "তোমরা ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করো যিনি আমার দিকে রুজু আছেন।" (পবিত্র সূরা লুক্বমান : আয়াত শরীফ ১৫)

(৪) হাবীবুল্লাহ, সাইয়িদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযূর পাক ﷺ বলেন, "শায়খ বা মুর্শিদ মুরীদের মাঝে সেরূপ সম্মানিত ও মর্যাদাবান যেরূপ উম্মতের মাঝে নবী আলাইহিমুস সালাম।" (দাইলামী, মাক্বাসিদুল হাসানা, জামিউছ্ ছগীর ইত্যাদি)

(৫) মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর। আর ছদিক্বীন তথা আল্লাহ পাক উনার অলীগণের ছোহবত ইখতিয়ার কর।" (পবিত্র সূরা তওবা : আয়াত শরীফ ১১৯)

(৬) হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, আল্লাহ পাক বলেন, "যে ব্যক্তি আমার অলীগণের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে অনিবার্য যুদ্ধ ঘোষণা করি। (বুখারী শরীফ হাদীসে কুদসী-২/৯৬৩পৃ)

মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি এবং উনারই পবিত্র নামেই শুরু ও শেষ করছি।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক উনার রহমত মুহসিন (আল্লাহর অলী) উনাদের নিকটেই থাকে।" (পবিত্র সূরা আ'রাফ : আয়াত শরীফ ৫৬)

মহান আল্লাহ পাক! পবিত্র কুরআন শরীফ দ্বারা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে বরকত দান করুন। আর আয়াত শরীফ ও হিকমতপূর্ণ নছীহতের ফায়দা দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতীব দানশীল, পরম দয়ালু, মালিক, কল্যাণদানকারী, অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম করুণাময়।

□ তারপর তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় বসে থেকে দ্বিতীয় খুতবার জন্য দাঁড়াবেন।

خُطْبَةُ الْيَوْمِ فِيْ فَضَائِلِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالٰى :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ
يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا
اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا حَبِيْبَنَا

وَشَفِيْعَنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ﷺ . اَمَّا بَعْدُ : فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ اِسْمَعُوْا خُطْبَتِىْ بِالْجَنَانِ خُطْبَةَ الْيَوْمِ فِىْ فَضَائِلِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

(١) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا .(٢) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ .(٣) وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ .(٤) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ .(٥) وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اُذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .(٦) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ .

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ . بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنَا بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّؤُفٌ الرَّحِيْمٌ .

Scanned with CamScanner

(৬নং খুতবার বঙ্গানুবাদ)

আজকের খুতবা আল্লাহ্ পাক, উনার যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে

মহান আল্লাহ্ পাক উনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমরা উনার প্রশংসা করছি। উনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, উনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উনার প্রতি ঈমান আনছি। উনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করছি। আমরা মহান আল্লাহ্ পাক উনার নিকট আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ কাজ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

আল্লাহ্পাক যাকে হিদায়েত দেন তাকে কেউ গুমরাহ্ করতে পারে না। আর আল্লাহ্ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ যে গুমরাহীতে দৃঢ় থাকে, তাকে কেউ হিদায়েত তথা সঠিক পথ প্রদর্শন করে না বা করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ পাক ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। উনার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সাইয়্যিদ আমাদের নবী, আমাদের হাবীব, আমাদের সুপারিশকারী আমাদের মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ মহান আল্লাহ্ পাক উনার বান্দা তথা পরম হাবীব ও রসূল ﷺ।

হে মানুষেরা! আপনারা গভীর মনোযোগের সাথে খুতবা শুনুন। আজকের খুতবা আল্লাহ্ পাক, উনার যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে :-

(১) মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "হে ইমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহ্ পাক, উনার যিকির কর বিশেষ করে সকাল-সন্ধা (সর্বাবস্থায়) উনার তাসবীহ্-তাহ্লীল পাঠে মনোনিবেশ কর।" (পবিত্র সূরা আহযাব : আয়াত শরীফ ৪১-৪২)

(২) হাবীবুল্লাহ্, সাইয়্যিদুল মুরসালীন ইমামুল মুরসালীন হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "শয়তান আদম সন্তানের ক্বলবের (বাম স্তনের দু'আঙ্গুল নিচে ক্বলবের মাকাম বা স্থান) উপর অবস্থান করে। যখন সে আল্লাহ্ পাক, উনার যিকির করে তখন শয়তান পালিয়ে যায়। প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আর যখন আল্লাহ্ পাক, উনার যিকির থেকে গাফিল থাকে (যিকির করে না) তখন শয়তান ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দেয়। তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।" (বুখারী শরীফ)

Scanned with CamScanner

(৩) মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন. "যে ব্যক্তি পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাক, উনার যিকির থেকে গাফিল হয় (তার গাফলতির কারণে) তখন তার জন্য একজন শয়তান মুকাররার (নির্দিষ্ট) হয়ে যায়। অর্থাৎ তার বদ আমলের জন্য একটা শয়তান তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়, যে শয়তান তার সাথী হয়ে ভাল কাজে নিরুৎসাহিত ও মন্দ কাজে উৎসাহিত করে।" (পবিত্র সুরা যুখরুফ : আয়াত শরীফ ৩৬)

(৪) হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালিন, হুযুর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন. "প্রত্যেক জিনিস পরিষ্কারের যন্ত্র আছে। আর ক্বলব (অন্ত র) পরিষ্কার করার যন্ত্র আল্লাহ্ পাক, উনার যিকির।" (ইমাম বাইহাকী তার দাওয়াতে কবীরে উল্লেখ করেছেন)

(৫) মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "তোমরা বেশি বেশি আল্লাহ্ পাক, উনার যিকির কর তাহলে অবশ্যই সফলকাম (কৃতকার্য) হবে।" (পবিত্র সূরা জুমুয়া : আয়াত শরীফ ১০)

(৬) হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক, উনার যিকির করে আর যে যিকির করে না তার মিছাল বা দৃষ্টান্ত হচ্ছে মৃত ও জীবিত।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ পাক, উনার নিকট বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে পানাহ চাই এবং তারই পবিত্র নামে শুরু ও শেষ করছি।

"সাবধান! অর্থাৎ জেনে রাখ আল্লাহ্ পাক, উনার যিকিরের দ্বারাই ক্বলব (অন্ত র) প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা রা'য়াদ : আয়াত শরীফ ২৮)

মহান আল্লাহ্ পাক" পবিত্র কুরআন শরীফ দ্বারা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে বরকত দান করুন। আর আয়াত শরীফ ও হিকমতপূর্ণ নছীহতের ফায়দা দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতীব দানশীল, পরম দয়ালু, মালিক, কল্যাণদানকারী, অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম করুণাময়।

☐ তারপর তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সময় বসে থেকে দ্বিতীয় খুতবার জন্য দাঁড়াবেন। (এই খুৎবাগুলোই পুরা বছর ঘুরে ঘুরে পড়া যাবে। অচিরেই আমার লিখিত একটি পূর্ণাঙ্গ খুৎবা বই বের হবে। ইনশা আল্লাহ)

Scanned with CamScanner

প্রত্যেক জুমুআর ছানী খুৎবা

اَلْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ لِلْجُمُعَةِ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا اَمَرَ ـ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اِرْغَامًا لِّمَنْ جَحَدَ بِهٖ وَكَفَرَ ـ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَشَفِيْعَنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ﷺ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ وَالْبَشَرِ ـ

فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مُخْبِرًا وَّاٰمِرًا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا حَبِيْبِنَا شَفِيْعِنَا مَوْلٰنَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ الْمُتَطَهِّرَاتِ حَضْرَتُ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِنَّ السَّلَامُ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ خُصُوْصًا مِّنْهُمْ ذِى الْاَصْلِ الْعَرِيْقِ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ خَلِيْفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدِنَا اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ بْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ وَعَلَى الزَّاهِدِ الْاَوَّابِ وَنَاطِقِ بِالْحَقِّ وَالصَّوَابِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عُمَرَ الْفَارُوْقِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ وَعَلٰى جَامِعِ الْقُرْاٰنِ كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْاِيْقَانِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عُثْمَانِبْنِ عَفَّانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ وَعَلٰى اَسَدِ اللّٰهِ الْغَالِبِ اَقْضٰهُمْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ وَعَلَى الْاِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَبِىْ مُحَمَّدِنِ

Scanned with CamScanner

الْحَسَنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ وَعَلٰى تَمَامِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ صَلَاةً دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحٰبِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ ـ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ، وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ ـ اَللّٰهُمَّ اَهْلِكِ الْكَفَرَةَ وَالْفَسَقَةَ وَالْمُبْتَدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ، اَللّٰهُمَّ مَزِّقْ جَمْعَهُمْ اَللّٰهُمَّ دَمِّرْ دِيَارَهُمْ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ سَيِّدِنَا حَبِيْبِنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ خَلِّدْ مُلْكَنَا وَسَائِرَ مَمَالِكِ الْاِسْلَامِ اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ سَيِّدِنَا حَبِيْبِنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَاكْتُبِ اللّٰهُمَّ السِّتْرَةَ وَالسَّلَامَةَ وَالْعَفِيَةَ عَلَيْنَا، وَعَلٰى عِبَادِكَ الْحَجَّاجِ وَالْغُزَاةِ وَالْمُسَافِرِيْنَ فِىْ بَرِّكَ وَبَحْرِكَ مِنْ اُمَّةِ حَبِيْبِنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْمَعِيْنَ ـ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَاَجَلُّ وَاَهَمُّ وَاَتَمُّ وَاَكْبَرُ ـ

Scanned with CamScanner

خُطْبَةُ الْيَوْمِ فِيْ اَحْكَامِ وَفَضَائِلِ عِيْدِ الْفِطْرِ :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَشَفِيْعَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ﷺ ۔اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۔

اَمَّا بَعْدُ : فَيَاَيُّهَا النَّاسُ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ (١) فَاعْلَمُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا ۔(اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ) ۔(٢) فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

(٣) يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِعْلَمُوْا اَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَّاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۔اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

Scanned with CamScanner

(٤) قَدْ مُنِعَ صِيَامُ خَمْسَةِ اَيَّامٍ يَوْمَ عِيْدِ الْفِطْرِ وَعِيْدِ الْاَضْحٰى وَثَلَاثَةِ اَيَّامٍ بَعْدَهٗ. اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ . (٥) فَاِذَا صَلُّوْا فَنَادٰى مُنَادِىْ اَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا رَاشِدِيْنَ اِلٰى رِحَالِكُمْ . اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ .

(٦) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّارِيْقَ . اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ . اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى . بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنَا بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ الرَّحِيْمُ . اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

৭নং খুতবার বঙ্গানুবাদ

আজকের খুতবা ঈদুল ফিতরের আহকাম ও ফযীলত সম্পর্কে :

তাকবীর: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

মহান আল্লাহ পাক উনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমরা উনার প্রশংসা করছি। উনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, উনার কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করছি। উনার প্রতি ঈমান আনছি। উনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করছি। আমরা মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

আল্লাহ পাক যাকে হিদায়েত দেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ যে গুমরাহীতে দৃঢ় থাকে, তাকে কেউ হিদায়েত

Scanned with CamScanner

তথা সঠিক পথ প্রদর্শন করে না বা করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ পাক ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। উনার কোন শরীক (অংশীদার) নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সাইয়্যিদ আমাদের নবী, আমাদের হাবীব, আমাদের সুপারিশকারী আমাদের মাওলা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ মহান আল্লাহ পাক উনার বান্দা তথা পরম হাবীব ও রসূল ﷺ।

তাকবীর: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

(১) হে মানুষেরা! আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে রহমত করুন। জেনে রাখুন, আল্লাহ পাক, উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ বলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ঈদ রয়েছে। আর এই দিন হচ্ছে আমাদের ঈদের দিন।

তাকবীর: আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

(২) আল্লাহ পাক, উনার হাবীর হুযূর পাক ﷺ গরীব- মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থা এবং অশ্লীল-অশালীন কথা-বার্তা জনিত অপবিত্রতা হতে রোযাকে পবিত্র করার জন্য সদক্বাতুল ফিতরকে ফরয করেছেন। (বুখারী শরীফ)

তাকবীর : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

(৩) হে মানুষেরা! আপনারা জেনে রাখুন। সদক্বাতুল ফিতর হচ্ছে ওয়াজিব। প্রত্যেক মুসলমান- সে ছোট হোক বড় হোক, স্বাধীন হোক, গোলাম হোক। আর পুরুষ হোক মহিলা হোক সকলের জন্যই সদক্বাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব অর্থাৎ সকলের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

(৪) বছরের পাঁচদিন রোযা রাখা নিষেধ। তা হচ্ছে ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আদ্বহার দিন। আর ঈদুল আদ্বহার পরের তিন দিন। (বুখারী ও মুসলিম)

তাকবীর: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

(৫) যখন ঈদের নামায শেষ হয়। তখন একজন ঘোষণাকারী ফেরেশতা ঘোষণা দিতে থাকেন। নিশ্চয়ই তোমাদের রব তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাজেই, তোমরা হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে তোমাদের আবাসে ফিরে যাও। (মুসলিম, মিশকাত)

তাকবীর: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

Scanned with CamScanner

(৬) হযরত জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ পাক, উনার হাবীব হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন। অর্থাৎ এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে আসতেন। (বুখারী, মুসলিম)

তাকবীরঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

আল্লাহ পাক, উনার নিকট বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি এবং উনারই পবিত্র নামে শুরু ও শেষ করছি। "সেই ব্যক্তি সফলতা লাভ করেছে যে ব্যক্তি তাযকিয়া (পরিশুদ্ধিতা) লাভ করেছে। তার রব, আল্লাহ পাক, উনার নামে যিকির করেছে। অতপর নামায আদায় করেছে।"

তাকবীর : আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

আল্লাহ পাক! পবিত্র কুরআন শরীফ দ্বারা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে বরকত দান করুন। আর আয়াত শরীফ ও হিকমতপূর্ণ নছীহতের ফায়দা দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতীব দানশীল, পরম দয়ালু মালিক, কল্যাণদানকারী, অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম করুণাময়।

☐ তারপর তিন তসবীহ পরিমাণ সময় বসে থেকে দ্বিতীয় খুতবার জন্য দাঁড়াবেন।

خُطْبَةُ الْيَوْمِ فِىْ اَحْكَامِ وَفَضَائِلِ عِيْدِ الْاَضْحٰى :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِىْ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَشَفِيْعَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صلى الله عليه وسلم ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ

Scanned with CamScanner

اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ اَمَّا بَعْدُ: فَيَاَيُّهَا النَّاسُ رَحِمَكُمُ اللهُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ (١) قَالَ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًاوَهٰذَا عِيْدُنَا ـ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ (٢) وَقَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ، رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ـ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (٣) وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ وَّجَدَ سَعَةً اَنْ يُّضَحِّ وَلَمْ يُّضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا ـ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ (٤) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ـ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، (٥) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ يُضَحِّيْ ـ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ـ وَنَفَعْنَا بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ الرَّحِيْمُ ـ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

Scanned with CamScanner

৮নং খুতবার বঙ্গানুবাদ

আজকের খুতবা ঈদুল আদ্বহার আহকাম ও ফযীলত সম্পর্কে

তাকবীর: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

মহান আল্লাহ পাক উনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আমরা উনার প্রশংসা করছি। উনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, উনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উনার প্রতি ঈমান আনছি। উনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করছি। আমরা মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

আল্লাহ পাক যাকে হিদায়েত দেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। আর আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ যে গুমরাহীতে দৃঢ় থাকে, তাকে কেউ হিদায়েত তথা সঠিক পথ প্রদর্শন করে না বা করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ পাক ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। উনার কোন শরীফ (অংশীদার) নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সাইয়্যিদ আমাদের নবী, আমাদের হাবীব, আমাদের সুপারিশকারী আমাদের মাওলা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ মহান আল্লাহ পাক উনার বান্দা তথা পরম হাবীব ও রসূল ﷺ।

তাকবীর: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

(১) হে মানুষ সকল! আল্লাহ পাক আপনাদেরকে রহমত করুন। জেনে রাখুন! আল্লাহ্ পাক, উনার হাবীব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঈদ (খুশি) রয়েছে। আর ইহা হচ্ছে আমাদের ঈদ। (বুখারী, মুসলিম)

তাকবীর: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

(২) অতঃপর তিনি (হযরত ইব্রাহিম عليه السلام) বললেন, আমি আমার রবের দিকে গমন করছি। তিনি অবশ্যই আমাকে হিদায়েত তথা নবুয়ত দান করবেন। ও আমার রব! আমাকে নেক সন্তান দান করুন। অতঃপর আমি (আল্লাহ) উনাকে একজন চরম ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছি পবিত্র সূরা সফ্ফাত আয়াত শরীফ ১০১-১০২।

Scanned with CamScanner

তাকবীরঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

(৩) আল্লাহ্ পাক, উনার হাবীব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (বুখারী, মুসলিম)

তাকবীরঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

(৪) কাজেই, আপনি আপনার রব, উনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন এবং কুরবানী দিন অর্থাৎ আপনার উম্মতগণ নামাজ ও কুরবানী আদায় করেন। (পবিত্র সূরা কাওছার আয়াত শরীফ-২)

তাকবীরঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

(৫) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর رضي الله عنه তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাক, উনার হাবীব সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযূর পাক ﷺ তিনি মদীনা শরীফ-এ দশ বছর অবস্থান করেছিলেন। এই দশ বছরের প্রতি বছরেই তিনি কুরবানী দিয়েছেন। (মুসলিম মিশকাত)

তাকবীরঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

(৬) (ও আমার হাবীব ﷺ!) আপনি বলুন- আমার নামায, কুরবানী, আমার হায়াত ও মউত সবই আল্লাহ্ পাক-রব্বুল আলামীন, উনার সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত। (পবিত্র সূরা আনয়াম)

তাকবীরঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

আল্লাহ্ পাক, উনার নিকট বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি এবং উনারই পবিত্র নামে শুরু ও শেষ করছি। কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত কখনো আল্লাহ্ পাক, উনার নিকট পৌছেনা অর্থাৎ দরকার হয় না। তবে তোমাদের তাকওয়া বা আল্লহ্‌ভীতি উনার নিকট পৌছে থাকে অর্থাৎ যথেষ্ঠ হয়ে থাকে।

তাকবীরঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

আল্লাহ্ পাক! পবিত্র কুরআন শরীফ দ্বারা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে বরকত দান করুন। আর আয়াত শরীফ ও হিকমতপূর্ণ নছীহতের ফায়দা দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতীব দানশীল, পরম দয়ালু, মালিক, কল্যাণদানকারী, অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম করুণাময়।

Scanned with CamScanner

☐ তারপর তিন তাছবীহ্ পরিমাণ সময় বসে থেকে দ্বিতীয় খুতবার জন্য দাঁড়াবেন।

اَلْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ لِلْعِيْدَيْنِ :

ইহাই দুই ঈদের ছানী বা দ্বিতীয় খুৎবাহ :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا اَمَرَ ـ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اِرْغَامًا لِّمَنْ جَحَدَ بِهٖ وَكَفَرَ ـ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا نَبِيَّنَا حَبِيْبَنَا شَفِيْعَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ﷺ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ وَالْبَشَرِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ (١) فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مُخْبِرًا وَّاٰمِرًا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلٰنَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ الْمُتَطَهَّرَاتِ حَضْرَتُ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِنَّ السَّلَامُ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ خُصُوْصًا مِّنْهُمْ ذِى الْاَصْلِ الْعَرِيْقِ اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ خَلِيْفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدِنَا اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ بْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ وَعَلٰى الزَّاهِدِ الْاَوَّابِ وَالنَّاطِقِ بِالْحَقِّ وَالصَّوَابِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عُمَرَ الْفَارُوْقِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ وَعَلٰى جَامِعِ الْقُرْاٰنِ

Scanned with CamScanner

كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْاِيْقَانِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانِ ذِى النُّوْرَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَعَلٰى اَسَدِ اللهِ الْغَالِبِ اَقْضَهُمْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - وَعَلٰى الْاِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ سَيِدِنَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَبِىْ مُحَمَّدِنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاَبِىْ عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَعَلٰى اُمِّهِمَا سَيِّدَةِ النِّسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَضْرَتْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَعَلٰى عَمَّيْهِ الْمُعَظَّمَيْنِ عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ اَبِىْ عَمَرَةَ الْهَمْزَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاَبِى الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَعَلٰى تَمَامِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ صَلَاةً وَّسَلَامًا دَاءِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ - اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - اَللهُ اَللهُ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ ، فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِىْ حُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ ، اَللّٰهُمَّ اَهْلِكِ الْكَفَرَةَ وَالْفَسَقَةَ وَالْمُبْتَدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ ، اَللّٰهُمَّ مَزِّقْ جَمْعَهُمْ ، اَللّٰهُمَّ دَمِّرْ دِيَارَهُمْ ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ سَيِّدِنَا حَبِيْبِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ خَلِّدْ مُلْكَنَا وَسَائِرَ مَمَالِكِ الْاِسْلَامِ - اَللّٰهُمَّ

Scanned with CamScanner

انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ سَيِّدِنَا حَبِيْبِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَاكْتُبِ اللّٰهُمَّ السِّتْرَةَ وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ عَلَيْنَا، وَعَلٰى عِبَادِكَ الْحُجَّاجِ وَالْغُزَاةِ وَالْمُسَافِرِيْنَ فِيْ بَرِّكَ وَبَحْرِكَ مِنْ اُمَّةِ حَبِيْبِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْمَعِيْنَ ـ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَاَجَلُّ وَاَهَمُّ وَاَتَمُّ وَاَكْبَرُ ـ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

নিকাহ বা বিবাহের খুৎবা :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا وَشَفِيْعَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ اللهُ تَعَالٰى : يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً، عَنْ

Scanned with CamScanner

اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ ـ وَقَالَ
اللهُ تَعَالٰى: فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ
بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهٗ سَاقِطٌ ـ قَالَ اللهُ تَعَالٰى: اَلرِّجَالُ
قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ـ عَنْ اَبِىْ
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلنِّكَاحُ سُنَّتِىْ فَمَنْ لَّمْ
يَعْمَلْ بِسُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ ـ بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمْ فِى الْخَيْرِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ ﷺ ـ

৯নং খুতবার বঙ্গানুবাদ
নিকাহ বা বিবাহের আহকাম ও ফযীলত সম্পর্কে খুৎবা :

মহান আল্লাহ পাক, ওনার জন্যই প্রসস্ত প্রশংসা। আমরা উনার প্রশংসা করছি। উনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। উনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উনার প্রতি ঈমান আনছি। উনার উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) করছি। আমরা মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

আল্লাহ পাক যাকে হিদায়েত দেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। আর আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ যে গুমরাহীতে দৃঢ় থাকে, তাকে কেউ হিদায়েত তথা সঠিক পথ প্রদর্শন করে না বা করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ পাক ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। উনার কোন

Scanned with CamScanner

শরীক (অংশীদার) নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সাইয়্যিদ আমাদের নবী, আমাদের হাবীব, আমাদের সুপারিশকারী আমাদের মাওলা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ মহান আল্লাহ্ পাক উনার বান্দা তথা পরম হাবীব ও রসূল ﷺ।

(১) মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ্ পাক উনাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একটি নফস (হযরত আদম ﷺ) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং উনার দেহ মুবারক-এর অংশ তথা বাঁকা হাড় থেকে উনার আহলিয়াকে (স্ত্রীকে) পয়দা করেছেন। আর উনাদের মাধ্যমে অনেক পুরুষ ও মহিলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।" (সূরা নিসা : আয়াত শরীফ ১)

(২) হযরত আবূ হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ পাক, উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিয়ে করা হয়। ১. মাল-সম্পদ ২. তার বংশ ৩. তার সৌন্দর্য ৪. তার দ্বীনদারী। তবে তোমরা সর্বাবস্থায় দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিবে।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

(৩) মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "তোমরা তোমাদের পছন্দমত দুইজন, তিনজন অথবা চারজন মেয়েকে বিয়ে কর। যদি সমতা রক্ষা করতে না পার তাহলে একজনকেই গ্রহণ কর।" (সূরা নিসা : আয়াত শরীফ ৩)

(৪) হযরত আবূ হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ পাক, উনার হাবীব সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "যদি কোন ব্যক্তির দুজন আহলিয়া (স্ত্রী) থাকে সে আর যদি সে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে না পারে তাহলে ক্বিয়ামতের দিন সে অর্ধাঙ্গ হয়ে উঠবে।" (তিরমীযী শরীফ)

(৫) মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "পুরুষেরা হচ্ছে মহিলাদের পরিচালক। আল্লাহ পাক তোমাদের একজনকে অন্যজনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।" (পবিত্র সূরা নিসা, আয়াত শরীফ-৩৪)

(৬) হযরত আবূ হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, বিবাহ হচ্ছে আমার অন্যতম একটি সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ সে আমার দলভুক্ত নয়।" (মুসনাদে আহমদ শরীফ)

মহান আল্লাহ পাক, উনার নিকট বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি। আল্লাহ পাক, উনার রসূল হুযূর পাক ﷺ, উনার মধ্যেই তোমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সর্বক্ষেত্রে তোমাদের জন্য আদর্শ তথা অনুসরণীয়-অনুকরণীয়। (পবিত্র সূরা আহযাব : আয়াত শরীফ ২১)

মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে, তোমাদেরকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণ দান করুন। আমিন।

Scanned with CamScanner

صَلٰوةُ التَّهَجُّدِ
তাহাজ্জুদ নামাজের বিবরণঃ

হাদীসঃ হযরত আবু হোরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, হুজুর আকরাম ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন যে, ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি আল্লাহপাকের রহমত বর্ষিত হবে, যাঁরা রাত্রিতে উঠে নিজে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এবং আপন বিবিকে উঠায়ে পড়ায়। যদি তারা উঠতে না চায় তবে তাঁদের মুখে পানি ছিটায়ে উঠায়। আবার ঐ সমস্ত স্ত্রী লোকদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে যারা রাত্রিতে উঠে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং আপন স্বামীকে উঠায়ে পড়ায়। যদি তারা উঠতে না চায় তবে তাদের মুখে পানি ছিটায়ে উঠায়। (আবু দাউদ-নাছায়ী সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীছের কিতাব) আর একটি হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাজকে আপনার কবরের চাঁদ বলা হয়েছে। মোট কথা নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়নে আদায়কারীসহ অন্যান্য নফল ইবাদতকারী আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীল তথা আল্লার অলী বান্দাগণের অন্যতম হয়ে যায়। (বুখারী ২য় খন্ড ৯৬৩ পৃ:)

সময় ও নিয়মঃ তাহাজ্জুদ নামাজের ওয়াক্ত রাত ১২ টার পর হতে ছোবহে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত। রসূলুল্লাহ ﷺ কখনও ৪ রাকাত ৮ রাকাত ও ১২ রাকাআত পড়েছেন। ইহা পড়ার সহজ নিয়ম হচ্ছে ২ রাকাত করে নিয়ত করে প্রতি রাকাতে সুরা ফাতেহার পর তিন বার সুরা এখলাস পড়ে নামাজ শেষ করা। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সুরা দ্বারাও এই নামাজ পড়া যায়। তিন বার সুরা ইখলাছ এক খতম কুরআন পাঠের ছওয়াব। (মুসলিম, দারেমী)

নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিত তাহাজ্জুদি সুন্নাতু রসুলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

صَلٰوةُ الْقَضَاءِ
ক্বাদ্বা নামাজের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, ক্বাযা তিন প্রকার। যথাঃ

১। قَضَاءُ التَّرْتِيْبِ (ক্বাদ্বাউত্ তারতীব) বা তারতীবের কাদ্বাঃ অর্থাৎ কোন ব্যক্তির যদি একাধিক্রমে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ক্বাদ্বা হয়ে যায় অথবা পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে যে কোন ওয়াক্তের নামাজ ক্বাদ্বা হলে তাকে তারতীবের ক্বাদ্বা বলে। এরূপ ক্বাদ্বা নামাজ আদায় কালে তারতীব রক্ষা করা (যথা ফজরের পর জোহর তৎপর আছর, মাগরিব, এশা) ওয়াজিব।

Scanned with CamScanner

উল্লেখ্য যে, তারতীবের ক্বাদ্বা আদায় না করে ওয়াক্তের নামাজ আদায় করলে তা বাতিল হয়ে যাবে। তবে ক্বাদ্বার কথা ভুলে গেলে, বা ওয়াক্ত এত সংকীর্ণ যে ক্বাদ্বা আদায় করতে গেলে ওয়াক্তের নামাজ ফউত হয়ে যাবে তাহলে আগে ওয়াক্তের নামাজ পড়া জায়েজ আছে। (আলমগীরি, শামী, মুহীত, কাজী খান ইত্যাদি কিতাব)

২। قَضَاءُ الْمُطْلَقِ ক্বাদ্বাউল মুতলাক ঃ সাধারণ ক্বাদ্বা বা পুরাতন ক্বাদ্বা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ছয় ওয়াক্ত বা তদুর্ধ ওয়াক্তের নামাজ ক্বাদ্বা হলে তাকে ক্বাদ্বাউল মুতলাক সাধারণ বা পুরাতন ক্বাদ্বা বলে। এরূপ ক্বাদ্বা আদায় রতে তরতীব রক্ষা করা লাগবে না। যেমন যদি কারো এক মাসের নামাজ ক্বাদ্বা হয় তবে ইচ্ছা করলে এক মাসের ফজরের নামাজ এক সঙ্গেই আদায় করতে পারবে। অনুরুপ জুহর, আছর, মাগরিব ও এশা।

৩। قَضَاءُ الْعُمْرِ ক্বাদ্বাউল উমুরি ঃ জীবনের ক্বাদ্বা। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পর থেকে জীবনের বহু নামাজ ক্বাদ্বা হওয়া। এই নামাজ সম্পর্কে উমরী ক্বাদ্বার বিবরণে দেখুন।

এ কথা বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার যে, শরয়ী ওজর ব্যতীত নামাজ ক্বাদ্বা করা কোন ক্রমেই জায়েজ নেই। শরয়ী ওজর যেমনঃ নামাজের ওয়াক্ত ভূলে গেলে, মাল-ছামান হারানোর ভয় থাকলে, পায়খানা- পেশাবের বেগ থাকলে ইত্যাদি।

ক্বাদ্বা নামাজের নিয়তঃ

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক নামাজে যেভাবে নিয়ত রয়েছে সব ঠিক থাকবে তবে শুধু 'ক্বাদ্বা' কথাটি যোগ করতে হবে।

যেমনঃ ফজরের দুই রাকাআত ক্বাদ্বা নামাজের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْقَضَاءِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ–

নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছালাতিল ক্বাদ্বায়িল ফাজরি ফারদুল্লহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

জোহর ৪ রাকাআত ফরদ্ব নামাজের ক্বদা ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْقَضَاءِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ–

Scanned with CamScanner

নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা আরবা'য়া রাকাআ'তি ছলাতিল ক্বাদ্বায়ি জ্জুহরি ফারদুল্লহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

অনুরূপ আছরেঃ صَلٰوةِ الْقَضَاءِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى
ছালাতিল ক্বাদ্বায়িল আছরি ফারদুল্লহি তায়া'লা।

মাগরিবে ঃ ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْقَضَاءِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى
ছালাছা রাকআতি ছালাতিল ক্বাদ্বায়িল মাগরিবি ফারদুল্লহি তায়া'লা।

এশাতেঃ صَلٰوةِ الْقَضَاءِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى
ছালাতিল ক্বাদ্বায়িল ইশায়ি ফারদুল্লহি তায়া'লা।

উমরী ক্বাদ্বার বিবরণ

মহিলা পুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পর হতে অথাৎ ৭-১০ বছর বয়স হতেই নামাজ ফরজ হয়। জীবনের প্রথমে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর হতে যদি কোন ব্যক্তির ভূলবশত:- নামাজ না পড়া হয়ে থাকে, উক্ত নামাজ জীবনের যে কোন সময় আদায় করাকে উমরী ক্বাদ্বা বলে।

প্রকাশ থাকে যে, আলমগীরি সহ অসংখ্য কিতাব মর্মে জানা যায়, হাদীস শরীফে ইশ্‌রাক, চাশত, যাওয়াল, আউয়াবীন ইত্যাদি যে সকল নামাজের ফজিলতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে সে সকল নামাজ ব্যতীত উমরী ক্বাদ্বার ফরজ ও ওয়াজিব আদায় করা বহুগুণে উত্তম। সুন্নতের কাদ্বা পড়তে হবেনা। ক্বাদ্বা ও নফল নামাজ নিজ ঘরে পড়াই উত্তম।

উমরী ক্বাদ্বা পড়ার নিয়ম ঃ

জীবনের একটি হিসাব ধরে, যে কয় বৎসরের নামাজ 'ফউত' হয়েছে বলে মনে ধারণা জন্মে, সে কয় বৎসরের নামাজ উমরী কাদ্বার নিয়তে পড়ে নিবেন। যেমনঃ ধরা গেল, কোন ব্যক্তির ৩ বৎসরের নামাজ ফউত হয়েছে, সে ব্যক্তি প্রথমে তিন বৎসরের ফজরের 'ফরজ' নিয়মিতভাবে পড়ে নেবে। তৎপর জুহর, তৎপর আছর, তৎপর মাগরিব, তৎপর ইশা, তৎপর বেতের। ইহাই সহজ পন্থা। অথবা প্রত্যেক নামাজের সময় মাগরীব নামাজের পরে এবং ফজর নামাজের আগে ও অন্যান্য সকল নামাজের পরে নিয়মিতভাবে তিন বছর আদায় করলে তিন বছরের নামাজ আদায় হয়ে যাবে। (সমুহ হাদীস ও ফিকহার কিতাব)

Scanned with CamScanner

তিন রাকাআত বিশিষ্ট উমরী
ক্বাদ্বা আদায়ের নিয়মঃ

আলমগীরি সহ অসংখ্য কিতাবে ক্বাদ্বার বয়ানে লিখিত আছে, বেতের নামাজের উমরী ক্বাদ্বা আদায়কালে তিন রাকাআ'ত যথারীতি পড়ে শেষ রাকাআতে তাশাহহুদ দরুদ শরীফ দোয়া মাছুরা পড়ে ছালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, এবং ফাতিহা ও তৎসঙ্গে কোন সূরা পড়ে রুকু সেজদা যথা নিয়মে করে বসে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাছুরা পড়ে ছালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।

মাগরিবের নামাজ ও ঠিক বেতেরের নিয়মে আদায় করবে। (দোররোল মোখতার ১ম খণ্ড, তরিকুল ইসলাম ২য় খণ্ড, ত্বহাবী, দারেমী, আলমগিরী, শামীসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ ও ফতওয়ার কিতাব)

উম্‌রী ক্বাদ্বার নিয়তঃ

ফজরের ২ রাকাআত ফরদ্ব উমরী ক্বাদ্বার নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْقَضَاءِ الْعُمْرِيِّ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিল ক্বাদ্বায়িল উমরিয়্যিল ফাজরি ফারদুল্লহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

জুহরের ৪ রাকাআত উমরী ক্বাদ্বার নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْقَضَاءِ الْعُمْرِيِّ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা আরবা'য়া রাকা'আতি ছলাতিল ক্বাদ্বায়িল উমরিয়্যিজ্জুহরি ফারদুল্লহি তায়ালা মুতা-ওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

মাগরিব, ইশা ও বেতের অনুরূপ নিয়ত করত ঃ

বলবে ঃ

ثَلٰثَ رَكْعَاتِ قَضَاءِ الْعُمْرِيِّ الْمَغْرِبِ ছালাছা রাকআতি ক্বাদ্বায়িল উ'ম্‌রিয়্যিল মাগরিবি।

قَضَاءِ الْعُمْرِيِّ الْعِشَاءِ ক্বাদ্বায়িল উ'মৃরিয়্যিল ই'শায়ি।

قَضَاءِ الْعُمْرِيِّ الْوِتْرِ ক্বাদ্বায়িল উ'মৃরিয়্যিল য়িত্‌রি।

Scanned with CamScanner

পীড়িত ব্যক্তির নামাজ

একমাত্র পাগল বা বেহুঁশ না হলে নামাজ কোন অবস্থাতেই মাফ নেই। সেই মর্মে কোন ব্যক্তি যদি মারাত্মক অসুখে পতিত হয়, কিন্তু তার মস্তিস্ক ঠিক থাকে তবুও তাকে নামাজ পড়তে হবে। এমনকি মহিলাদের প্রসববেদনা উপস্থিত হলে, সন্তানের কিছু অংশ বের হলেও যদি নেফাসের রক্ত জারী না হয়, এমতবস্থায় নামাজের সময় উপস্থিত হয় তা হলেও তার উপর নামাজ ফরজ থাকবে। সেই সময়ে পড়তে সক্ষম না হলেও সুস্থ হওয়ার পরে ক্বাদা পড়তে হবে।

পীড়িত ব্যক্তির নামাজ পড়ার নিয়ম ঃ-

পীড়িত ব্যক্তি যদি দাঁড়াতে অক্ষম হয়, তাহলে বসে নামাজ পড়বে। তবে বসে এমনভাবে রুকু করবে, যেন মাথা দুই হাঁটুর সীমার বাইরে না যায়। বসে নামাজ পড়তে অক্ষম হলে শুয়ে ইশারার সাথে নামাজ পড়বে। তবে শুয়ে নামাজ পড়ার দু'টি নিয়মঃ

১। কেবলার দিকে দু'পা লম্বা করে পূর্ব শিয়রী হয়ে মাথার নীচে উঁচু কিছু দিয়ে শুবে। তৎপর মাথার ইশারায় রুকু সেজদা করে নামাজ আদায় করবে। মাথা হালানের শক্তি না থাকলে শক্তি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, নামাজ পড়বে না। কারণ শুধু চোখের ইশারায় বা মনে মনে রুকু সেজদার মাধ্যমে নামাজ হয় না। (হেদায়া, নেহায়া, কেনায়া, সুন্নী বেহেস্তি জেউর সহ অসংখ্য কিতাব)

২। উত্তর শিয়রী হয়ে ডান কাতে, অথবা মাজুরী হালতে দক্ষিণ শিয়রী হয়ে বামকাতে কেবলার দিকে চেহারা রেখে মাথার ইশারায় নামাজ পড়বে। এ দু'অবস্থার প্রথমটিই উত্তম।

বিঃ দ্রঃ একদিন একরাত বেহুঁশ বা পাগল হয়ে থাকার পর, হুঁশ ফিরে এলে উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ক্বাদ্বা পড়তে হবে। এর চেয়ে বেশী সময় পাগল বা বেহুঁশ হয়ে থাকলে তার বাদ পড়ে যাওয়া নামাজের ক্বাদ্বা পড়তে হবে না। (আলমগীরি, হিন্দিয়া, শামী, তাতার খানিয়া মুছান্নাফ ইবনি আবি শায়বাসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস ও নির্ভর যোগ্য ফতওয়ার কিতাব)

صَلٰوةُ الْقَصْرِ

কছরের নামাজের বিবরণ

قَصَر ক্বছর অর্থ কম। শরীয়তের পরিভাষায় মুছাফিরী হালতে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজের দুই রাকাআত পড়াকে قَصَر (ক্বছর) বলে।

কোন ব্যক্তি নিজ বস্তি হতে ৪৮ মাইল, অর্থাৎ তিন দিন তিন রাতের পথ অতিক্রম করলে শরীয়তে তাকে মুছাফির বলে। এই মুছাফিরের জন্য 'চার' রাকাআত বিশিষ্ট নামাজ দুই রাকাআত পড়া ফরজ। ইহাই ক্বছরের নামাজ। দুই বা তিন রাকাআত নামাজে ক্বছর নেই। (আলমগীরি, শামী, মুসলিম, তিরমিযী সহ অসংখ্য হাদীস শরীফ ও ফতওয়ার কিতাব)

Scanned with CamScanner

জুহরের ২ রাকাআত ক্বছর নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْقَصْرِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিল ক্বাছরিজ্জুহরি ফারদুল্লহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

আছরে ও ইশাতে জুহরের অনুরূপ নিয়ত করে বলবেঃ

صَلٰوةِ الْقَصْرِ الْعَصْرِ ছলাতিল ক্বাছরিল আছরি ও صَلٰوةِ الْقَصْرِ الْعِشَاءِ ছলাতিল ক্বছরিল ই'শায়ি।

মুক্বীম ও মুছাফিরের নামাজ পড়ার নিয়মঃ

প্রকাশ থাকে যে, মুছাফির যদি একাকী অথবা মুছাফির ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে, তবে সর্ব সম্মতিক্রমে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজের দুই রাকাআত পড়বে। আর দুই বা তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামাজের সমস্তই পড়বে। কারণ দুই বা তিন রাকাআতে 'ক্বছর' নেই।

পক্ষান্তরে মুছাফির মুছল্লি যদি 'মুক্বীম' ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে তবে চার রাকাআ'তই পড়বে। কারণ ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম যদি মুছাফির হয়, আর মুক্তাদি মুক্বীম, তবে ইমাম দুই রাকাআত পড়ে ছালাম ফিরালে, মুক্বীম মুক্তাদিগণ দাঁড়িয়ে বিনা কেরাআতে অবশিষ্ট দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়ে নেবে। এই অবশিষ্ট রাকাআ'ত নামাজ পড়তে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা পড়বে না। শুধু ক্বেরাআত পড়া পরিমাণ সময়টুকু দাঁড়িয়ে থেকে রুকু সেজদা করবে। তৎপর তাশাহহুদ দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পড়ে যথা নিয়মে নামাজ শেষ করবে।

বিঃ দ্রঃ ইমাম মুছাফির হলে জামাআত আরম্ভের পূর্বে ঘোষণা দিতে হবে যে, ইমাম মুছাফির। তাঁর সালামের পরে মুছল্লীগণ দুই রাকাত পড়ে নিবে।

صَلٰوةُ الْاَوَّابِيْنَ

আউয়াবীন নামাজের বিবরণঃ

মাগরিবের নামাজের ফরজ ও সুন্নতের পর ২ রাকাআত করে নিয়ত করে প্রত্যেক রাকাআতে সুরা ফাতেহার পর তিনবার সুরা ইখলাছ পাঠ করে ৬ রাকাআত নামাজ পড়তে হয়। সূরা ইখলাস ছাড়া অন্য সূরাও পড়া যায়। এই নামাজ উর্দ্ধে ২০ রাকাআত কমপক্ষে ৬ রাকাআত।

Scanned with CamScanner

ফজিলতঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ৬ রাকাআত আউয়াবীন নামাজ পরবে, সে ঐ রকম ১২ বৎসরের এবাদতের ছওয়াব পাবে, যেমন দিনের বেলায় রোজা রেখে এবং সারা রাত জেগে নফল নামাজ ইত্যাদি পরে ১২ বৎসর বন্দেগী করেছে। (তিরমিযি শরীফ, মিশকাত, মিরকাত, মুছান্নাফ, বায়হাকী ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব।

নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَى صَلٰوةِ الْاَوَّبِيْنِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাআতাই ছলাতিল আউয়াবীনি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

صَلٰوةُ الْعِشْرَاقِ

ইশরাক্বের নামাজের বিবরণঃ

প্রকাশ থাকে যে, সূর্য্য উদয়ের পর হতে ২ ঘন্টা পর্যন্ত ইশরাক্বের নামাজ পড়ার সময়। মালাবুদ্দা মিনহু কিতাবে লিখিত আছে, ফজরের নামাজ পড়ার পর যে ব্যক্তি জিকির আজকার তসবীহ তাহলীল ও মুরাক্বাবা মুশাহাদার মাধ্যমে বসে থেকে সূর্য উদয়ের পর দুই দুই রাকাআত করে ৪ রাকাত ইশরাক্বের নামাজ পড়বে, সে এক হজ্জ ও এক ওমরা পালন করার ছওয়াব পাবে এবং আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল মাকছুদ পুরা করার জিম্মাদারী গ্রহণ করবেন। আর বেহেস্তে তার জন্য ৭০টি বালাখানা নির্মাণ করতে আদেশ দিবেন। (ছুব্হানাল্লাহ) (মালাবুদ্দা মিনহু, কিতাব আল আছার, মুসনাদ-ই আবু হানীফা, তাফসীরে আহ্মদী সহ অসংখ্য ছহীহ কিতাব)

নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَى صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ–

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিল ঈশরাক্বি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

Scanned with CamScanner

صَلٰوةُ الضُّحٰى

চাশ্তের নামাজের বিবরণঃ

সময়, নিয়ম ও নিয়তঃ

সময়ঃ ইশরাক্বের নামাজের পর হতে দ্বি প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত এই নামাজের সময় থাকে। এই নামাজ দুই হতে আট রাকাআত পর্যন্ত পড়া যায়।

হুজুর ﷺ প্রায়শঃ চার রাকাআতই পড়তেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যারা চাশতের নামাজ পড়বে তাদের দ্বীন দুনিয়া শুভ হতে থাকবে। কোন কোন হক্কানী অলীগণ বলেছেন, দুইটি জিনিষ কখনো একত্রিত হতে পারে না, যথাঃ চাশতের নামাজ ও গরীবি। এই নামাজের নিয়ত দুই রাকাআত করেও পড়া যায়, আবার এক সঙ্গে চার আকাআতের নিয়ত করা যায়। হুজুর ﷺ এক নিয়তে চার রাকাআতই পড়তেন বিধায় চার রাকাআ'তের নিয়ত প্রদত্ত হলোঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الضُّحٰى سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা আরবা'য়া রাকআ'তি ছালাতিদ্দুহা সুন্নাতু রসুলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

صَلٰوةُ لَيْلَةِ الْبَرَاْةِ

শবে বরাতের নামাজের ফাযীলত ও বর্ণনা

শবে বরাতের রাত্রির বহু ফজিলত হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ মুবারক করেছেনঃ

مَنْ صَامَ يَوْمَ خَامِسَ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ تَمَسَّسْهُ النَّارُ اَبَدًا-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শা'বান চাঁদের পনেরই তারিখের দিন রোজা রাখবে কখনই তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা। (মুছান্নাফ, দারেমী ইত্যাদি)

আরেক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

طُوْبٰى لِمَنْ يَعْمَلُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ خَيْرًا-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের পনেরই তারিখের রাত্রিতে এবাদত করবে, তারই জন্য সৌভাগ্য এবং তার জন্য সুসংবাদ। (দারেমী, দারেকুতনি ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

শবে বরাতের নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْبَرَاتِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাআতাই ছলাতিল লাইলাতিল বারায়াতি সুন্নাতু রসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

এরূপ নিয়ত করে কমপক্ষে ৮/১২ (বার) রাকাআত উর্দ্ধে যত বেশী পারো নামাজ পড়তে হবে।

১৪ রাকাত নামাজের বিবরণ :

শব-ই-বরাত রাতের ইবাদত ২০টি কবুল হজ্জ ও তিনশত পঞ্চাশ বৎসরের নামাজ রোযার চেয়ে উত্তম সওয়াব :

واخرج البيهقى عن على قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان قام فصلى اربع عشرة ركعة ثم جلس بعد الفراغ فقرأ بام القران اربع عشرة مرة وقل هو الله احد اربع عشرة مرة قل اعوذ برب الفلق اربع عشرة وقل اعوذ برب الناس اربع عشرة مرة والاية الكرسى مرة لقد جاءكم رسول من انفسكم الاية فلما فرغ من صلاته سالته عما رايت من صنيعه قال من مثل الذى رأيت كان له ثواب عشرين حجة مبرورة وصيام عشرين سنة مقبولة فاذا اصبح فى ذلك اليوم صائما كان كصيام ستين سنة ماضية وسنة مستقبلة.

হযরত ইমাম বাইহাক্বী রহমতুল্লাহি আলাইহি চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ﷺ উনার থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আলী ﷺ বলেন, আমি হযরত রসূলে পাক ﷺ উনাকে ১৫ই শা'বানের রাত তথা শবে বরাতে দেখলাম, তিনি দাঁড়ালেন অতঃপর দুই রাকাত দুই রাকাত করে (প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে) ১৪ রাকায়াত নামায আদায় করলেন। অতঃপর বসলেন,

Scanned with CamScanner

তারপর সূরা ফাতিহা ১৪ বার, সূরা ইখলাস ১৪ বার, সূরা ফালাক্ব ১৪ বার, বার, সূরা নাস ১৪ বার, আয়াতুল কুরসী ১ বার এবং লাক্বাদ জা'আকুম একবার পাঠ করলেন। অতঃপর যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন আমি রসূলে পাক ﷺ উনাকে যা করতে দেখলাম সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। জিজ্ঞাসার জবাবে হযরত রসূলে পাক ﷺ তিনি বললেন ,শবে বরাতে যা আমাকে করতে দেখলেন অনুরূপ আমল যে ব্যক্তি করবে তার আমলনামায় বিশটি কবূল হজ্জের এবং বিশ বছরের কবূল রোযার ছওয়াব দেয়া হবে। এবং পরবর্তী দিনে যদি রোযা রাখে তাহলে তাকে পূর্বের ৬০ বছরের এবং পরের ৬০ বছরের মোট ১২০ বছরের ছওয়াব দেয়া হবে। এবং প্রত্যেক রাকআতের বিনিময়ে ২ খতম করে মোট ২৮ খতম কুরআন শরীফ পাঠ করার ছওয়াব তাকে দেয়া হবে। (মুসলিম, মিরকাত ইত্যাদি) তাফসিরে রুহুল বয়ান ৭ম খণ্ড, তাফ: খযিন ৪র্থ খণ্ড, তাফ: বাগবি, নুজহাতুল মাজালিস সহ প্রায় ৫৫টি প্রসিদ্ধ কিতাবে এসেছে শব-ই-বরাতের রাত জেগে ইবাদত ও দিনে রোযা রাখলে ৩৫০ বৎসরেরও বেশী নামাজ রোযার সওয়াব দেয়া হবে। তবে প্রতিটি নফল ইবাদতের সওয়াব পাওয়ার জন্যে অবশ্যই মুমিন, হারাম পরিত্যাগ কারী এবং ফরজ ইবাদত কারী হতে হবে। দলীল: তাফসিরে দুররুল মুনসুর ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা, তাফসিরে রুহুল বয়ান ৮/৪০২ পৃষ্ঠা, তাফসিরে জাদুল মাইছির ৭ম খণ্ড ১১২, তাফ: খযিন ৪র্থ খণ্ড ১১২ পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

পবিত্র কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফসহ সব কিছু অতি সহজে মুখস্ত করার পরিক্ষিত আমল :

এই পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্র দরবারে আশা করিতে পারি, হয়তবা তিনি কাহারও অন্তরে কোরআন পাক হেফজ করিবার শওক পয়দা করিয়া দিবেন। শিশুকে হেফজ করাইতে কোন আমলের প্রয়োজন হয় না। যদি কেহ বৃদ্ধ বয়সে হেফজ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহার জন্য হুজুরে পাক ﷺ-উনার বর্ণিত একটা পরীক্ষিত আমল লিখিতেছি।

একদিন হযরত আলী رضي الله عنه আসিয়া আরজ করিলেন-ইয়া রছুলাল্লাহ্ ﷺ আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হউক, কোনআন শরীফ যাহা মুখস্ত করি তাহাই ভুলিয়া যাই। হুজুর ﷺ বলেন, হে আলী! رضي الله عنه তোমাকে একটি আমল শিখাইতেছি, ইহা দ্বারা উপকৃত হইবে এবং তুমি যাহা শিখিবে তাহা অন্তরে

Scanned with CamScanner

অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। তারপর হুজুর ﷺ বলেন, জুমার রাত্রে যদি সম্ভব হয় শেষ তৃতীয়াংশ থাকিতে উঠিবে, কেননা উহা ফেরেশ্তাদের অবতরণের সময় এবং দোয়া কবুলের সময়। (ঐ সময়ের ইবাদতের আদেশই হযরত ইয়াকুব عليه السلام আপন সন্তানদিগকে দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন অতি সত্বর তোমাদের জন্য আমার মাওলার নিকট মাগফেরাত কামনা করিব।) আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে অর্ধ রাত্রে উঠিও, আর যদি উহাও সম্ভব না হয় তবে প্রথশ অংশেই দাঁড়াও, এবং চার রাকাত নফল নামাজ এই তরতীবে আদায় কর যে, প্রথম রাকাতে পবিত্র ছুরায়ে ফাতিহার পর পবিত্র সুরা ইয়াছীন শরীফ, দ্বিতীয় রাকাতে পবিত্র সুরা ফাতিহার পর পবিত্র ছূরায়ে দোখান তৃতীয় রাকাতে পবিত্র সুরা ফাতিহার পর পবিত্র ছুরায়ে আলিফলাম মীম ছাজদাহ এবং চতুর্থ রাকাতে পবিত্র সুরা ফাতিহার পর পবিত্র ছুরায়ে মুলক্ পড়িবে এবং নামাজ শেষ করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার খুব হামদ্ ও ছানা করিবে এবং আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ ছালাম শরীফ পাঠ করিবে। তারপর সমস্ত মুসলমানের জন্য বিশেষ করিয়া যাহারা তোমার পূর্বে মারা গিয়াছে উক্ত সকলের জন্যই এস্তিগ্ফার করিয়া নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে।-

দোয়া পরে লেখা হইতেছে। এখানে হাম্দ ও ছানা সম্বলিত একটি দোয়া হিছনে হাছীন ও মুনাজাতে মাক্বুল সহ অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব হইতে সংগৃহীত লেখা যাইতেছে। যাহারা নিজে লিখিতে পড়িতে অপারগ তাহারা অন্যের মারফত ইহা পড়াইয়া লইবে।

হাম্দ ও ছানা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضٰى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ
اَللّٰهُمَّ لَاۤ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْهَاشِمِيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْبَرَكَةِ الْكِرَامِ وَعَلٰى
سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةِ اَجْمَعِيْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ
سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ
اِنَّكَ سَمِيْعٌ مُّجِيْبُ الدَّعْوَاتِ.

Scanned with CamScanner

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। প্রশংসা তাঁহার সৃষ্ট জগতের সম পরিমাণ, তাঁহার সন্তুষ্টির পরিমাণ, তাঁহার আরশের ওজন পরিমাণ, তাঁহার লিখিত বাণীর কালি পরিমাণ। ও আল্লাহ্ পাক আমি আপনার প্রশংসার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিব না। আপনি নিজের প্রশংসা যতগুলো করিয়াছেন আপনি সেই পরিমাণ প্রশংসারই মালিক! ও আল্লাহ্ পাক অসংখ্য দরূদ ও ছালাম বর্ষণ করুন আমাদের সর্দার মোহাম্মদ ﷺ উনার উপর যিনি হাশেমী এবং উম্মি তথা সকল নবী عليهم السلام দের সরদার। আরও রহমত নাজিল করুন তাঁহার পরিবার পরিজন, ছাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عليهم السلام ও সকল ফেরেশ্‌তাদের উপর।

ও পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে এবং আমাদের পূর্বে ঈমানের সহিত চলিয়া যাওয়া ভাইদিগকে আপনি ক্ষমা করুন। এবং আমাদের অন্তরে মোমেনদের জন্য সামান্যতম হিংসা বা দুশমনীও পয়দা হইতে দিবেন না। ও আমার রব! নিশ্চয়ই আপনি মেহেরবান এবং দয়ালু। আয় আল্লাহ্! পাক আমাকে আর আমার মাতাপিতাকে এবং সমস্ত মোমেন ভাই বোনকে আপনি মাফ করিয়া দিন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী প্রার্থনা কবুল কারি। অতঃপর হযরত আলী رضي الله عنه কে শিখানো নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবেন।

পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফ অতি সহজে হেফজ্ করিবার পরিক্ষীত দোয়া

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ اَبَدًا مَّآ اَبْقَيْتَنِيْ وَارْحَمْنِيْ اَنْ اَتَكَلَّفَ
مَالَايَعْنِيْنِيْ وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ
بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُلْزِمَ قَلْبِيْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِيْ وَارْزُقْنِيْ اَنْ اَقْرَاَهٗ
عَلَى النَّحْوِ الَّذِيْ يُرْضِيْكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ
وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ
تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِيْ وَاَنْ تُطْلِقَ بِهٖ لِسَانِيْ وَاَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِيْ وَاَنْ تَشْرَحَ بِهٖ
صَدْرِيْ وَاَنْ تَغْسِلَ بِهٖ بَدَنِيْ فَاِنَّهٗ لَا يُعِيْنُنِيْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيْهِ اِلَّا اَنْتَ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

Scanned with CamScanner

অর্থ: ও মহান আল্লাহ্ পাক আপনি আমার উপর মেহেরবানী করুন, যত দিন আমি জীবিত থাকি যেন পাপকার্যে লিপ্ত না হই এবং আমার উপর দয়া করুন, যেন আমি অনর্থক কাজে কষ্ট বা সময় ব্যায় না করি এবং আপনার সন্তুষ্টি পূর্ণ কাজের দিকে যেন আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। ও আল্লাহ্ পাক আছমান এবং জমীনকে আপনি নজীর বিহীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি আজমত, সম্মান এবং এমন ইজ্জতের অধিকারী যাহা হাছেল করার কল্পনাও করা যায় না, ও মেহেরবান আল্লাহ্ পাক আপনার বুজুর্গী এবং কুদরতী চেহারার নূর মোবারকের উছিলায় প্রার্থনা করিতেছি যে, যেইভাবে আপনি আমাকে কালামে পাক শিক্ষা দিয়াছেন সেই ভাবে উহাকে হেফজ করিবার ক্ষমতা আমার অন্তরে দান করুন এবং যেইভাবে পড়িলে আপনার সন্তুষ্টি লাভ হয় সেইভাবে পড়িবার তাওফীক দান করুন। ও আছমান এবং জমীনকে নজীর বিহীন সৃষ্টিকর্তা। আপনি এমন বুজুর্গী এবং ইজ্জতের মালিক যাহা হাছেল করিবার কল্পনাও করা যায় না। আয় মেহেরবান আল্লাহ্ পাক আপনি আমার দৃষ্টিকে স্বীয় কিতাবের নূরে রওশন করিয়া দিন এবং আমার জবানকে উহার উপর চালু করিয়া দিন। এবং উহার বরকতে আমার অন্তরের সংকীর্ণতা দূর করিয়া দিন এবং আমার অন্তরকে প্রশস্ত করিয়া দিন এবং উহার বরকতে আমার শরীরের যাবতীয় গোনাহের ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিন, যেহেতু সত্যের পথে আপনি ব্যতীত আমার কোন সাহায্যকারী নাই এবং আপনি ব্যতীত আমার এই আরজু আর কেহই পূর্ণ করিতে পারিবে না বরং গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা ও ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করা মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়।

অতঃপর হুজুরে আকরাম ﷺ এরশাদ মুবারক করেন, হে আলী! رضي الله عنه এই আমল তিন জুমআ অথবা পাঁচ জুমআ অথবা সাত জুমআ পর্যন্ত করিবে। ইন্শাআল্লাহ্ নিশ্চয়ই দোয়া কবুল হইবে। হুজুর ﷺ আরও বলেন, ঐ আল্লাহ পাক-উনার কছম খাইয়া বলিতেছি যিনি আমাকে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, যে কোন মোমেন এই দোয়া করিবে তাহার দোয়া বৃথা যাইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাছ رضي الله عنه বলেন, পাঁচ, সাত জুমআ যাইতেই হযরত আলী رضي الله عنه হুজুরে পাক ﷺ উনার দরবারে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রছুলাল্লাহ্ ﷺ প্রথম প্রথম আমার চার আয়াত পড়িলেও মনে থাকিত না অথচ বর্তমানে চল্লিশ আয়াত পড়িলেও উহা এইভাবে মুখস্থ হইয়া যায় যেমন নাকি কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতেছি এবং প্রথমে আমি হাদীছ শুনিতাম কিন্তু উহা স্মরণ থাকিত না, আর বর্তমানে হাদীছ শুনিয়া অন্যের নিকট বর্ণনা করিতে একটি অক্ষরও এদিক ওদিক হয় না। মহান আল্লাহ পাক আপন নবী পাক ﷺ উনার রহমতের উছিলায় আমাকে এবং আপনাদিগকে পবিত্র কোরআন এবং হাদীছ শরীফ হেফজ করিবার তওফীক দান করুন আমিন। (নুজহাতুল মাজালিস, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুসান্নাফ, খারেজী ছয় উছুলী তাবলীগিদের ফাজায়েলে আমল ২৪২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

নবীজী পাক ﷺ বলেন তিনটি কাজ যে করেনা সে আমার উম্মত নয়:

مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَلَمْ يُعَظِّمْ عَلِمَنَا فَلَيْسَ مِنَّا দলীল : মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত, ছয় উছুলী তাবলীগিদের ফাজায়েলে আমল সহ সকল ইসলামী দলের লিখিত সকল কিতাব সহ প্রায় একশত পাঁচটি প্রসিদ্ধ কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

বিবাহ সুন্নত ও গান বাজনা এবং ছবি, ভিডিও হারাম বিধায় এমন ধরনের কাজ কর্ম বিশিষ্ট সকল ইবাদত ও বিবাহ অভিশপ্ত এবং ঈমান ধ্বংসের কারণ :

বিবাহ অনুষ্ঠানে গান বাজনা হলে এবং বিবাহ সহ নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত যানাযা, ইফতার, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং ওয়াজ নছীহত তথা যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা ইবাদতে ছবি, ভিডিও, টিভির ব্যবস্থা থাকলে উহা কস্মিন কালেও কবুল হবে না বরং অনুশোচনার মধ্য দিয়ে করে থাকলে কবিরা গুনাহ্ হবে এবং জিদ করে অথবা জায়েজ মনে করে করলে ঈমান নষ্ট হয়ে কাফির হয়ে যাবে। সে আলেম হাফেজ কারী, ইমাম, মুফাসসীর, পীর সাহেব যে কেউ হোকনা কেন। পবিত্র সুরা বাক্বারা- ৫ম রুকু ৪২ ও ৮৫নং আয়াত শরীফ, সুরা আলে ইমরান ৮৫, সুরা নূর ৩০ ও ৩১নং এবং সুরা আহযাব ৩৩ নং আয়াতশরীফ সহ সহীহ্ বুখারী ২/৮৮০, সহীহ-মসলিম ১/৮২০ পৃষ্ঠা সহ ৩৬০টিরও বেশী নির্ভর যোগ্য দলীল।

যেমন- بُعِثْتُ لِكَسْرِ الْمَزَامِيْرِ وَالْاَصْنَامِ এবং كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ ছহীহ বুখারী ২/৮৮০ পৃ: মুসলিম ১/৮২০ পৃ: সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

নবীজি পাক ﷺ বলেন সকল খেলাধুলাই হারাম :

নবীজি পাক ﷺ বলেন- كُلُّ لَعْبٍ حَرَامٌ- (কেবলমাত্র জিহাদের প্রস্তুতির জন্য তিনটি ব্যতীত) অর্থ প্রতিটি খেলা ধুলাই হারাম- মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ) মহান আল্লাহ পাক বলেন-

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ অর্থ: আসমান যমিনের মধ্য বর্তী কোন কিছুই আমি খেলা ধুলার জন্য সৃষ্টি করিনাই। পবিত্র সুরা দু খান- আয়াত শরীফ ৩৮। অতএব ফুটবল, ক্রিকেট সহ যেকোন খেলাকে কেউ জায়েজ মনে করে সমর্থন করলে বা খেললে পবিত্র কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ অস্বীকার করার কারনে সেই বেঈমান হবে। আর হারাম মনে করে করলে কবিরা গুনাহে গুনাহগার হবে। (মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত, মুসনাদ, মুছান্নাফ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

Scanned with CamScanner

ছলাতুল হাজাত

মহান আল্লাহ পাক বলেন وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

অর্থ: তোমরা নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য চাও, মহান আল্লাহ পাক ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন। (পবিত্র সুরা বাকারা ১৫৩নং আয়াত শরীফ)

ছহীহ্ হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির কোন প্রয়োজন দেখা দেয় বা সে কোন অভাবের সম্মুখীন হয় বা বিপদে পড়ে বা রোগব্যাধী, অথবা মামলা মুকদ্দমায় পড়ে, উহা দ্বীন সংক্রান্ত হউক বা দুনিয়া সংক্রান্ত এবং উক্ত কাজের সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে হউক, বা বান্দার সঙ্গে হউক তাহার উচিত এই যে, সে যেন খুব ভাল করিয়া অজু করে তারপর দুই রাকাত নামাজ পড়ে অতঃপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসামূলক দোয়া পাঠ করে ও হুজুর ﷺ উনার উপর দরুদ শরীফ পড়িয়া নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে। ইনশা-আল্লাহ তাহার হাজাত নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। (সহীহ মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَظَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ—

প্রখ্যাত অলী- ওহাব বিন মোনাব্বিহ রহমাতুল্লহি আলাইহি বলিয়াছেন: নামাজের সাহায্যেই আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে হাজাত পূরণের প্রার্থনা করা হয়। আগেকার লোকেরা যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে নামাজের প্রতিই মনোনিবেশ করিতেন। এই প্রসঙ্গে অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে।

যুবক যুবতিসহ যারা হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া লাভ করবে :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفٰهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ—

(بُخَارِيْ، مُسْلِمْ، مِشْكٰوةْ صـ ٦٨)

Scanned with CamScanner

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ পাক তাঁর (আরশের নিচে) ছায়ায় স্থান দিবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতিত কোন ছায়া থাকবে না। তারা হল- (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) সেই যুবক যে যুবক বয়সে আল্লাহ্র ইবাদতে সময় কাটিয়ে দেয়। অর্থাৎ নিজের যৌবন কাল ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। (৩) সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে-উহা থেকে বের হয়ে যতক্ষণ না ইবাদতের জন্য আবার মসজিদে ফিরে আসে। (৪) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র মহব্বতে পরস্পর সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয় এবং আল্লাহর মহব্বতেই পরস্পর পৃথক হয়। অর্থাৎ সাক্ষাতে অসাক্ষাতে একমাত্র খালিছ-আল্লাহর মহব্বতেই মহব্বত রাখে। (৫) ঐ ব্যক্তি যে নিরিবিলিতে আল্লাহ্র জিকির করে। আর তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুবিসর্জন দিতে থাকে (আল্লাহ্র ভয়ে)। (৬) সেই ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী মহিলা (ব্যাভিচারের জন্য) আহবান করে, আর সে বলে, আমি মহান আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) ঐ ব্যক্তি যে গোপনে দান বা ছদকা করে যে, বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না যে, ডান হাত কি খরচ করেছে। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত-পৃষ্ঠা ৬৮ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللهُ فِىْ ظِلِّهٖ – (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مِشْكٰوة ص ٤١٦)

অর্থ : রসূলুল্লহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি কোন ঋণগ্রস্তকে অবকাশ বৃদ্ধি করে দেয়, অথবা সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়, আল্লাহপাক তাকে নিজ কুদরতি মদদ এর ছায়ায় স্থান দান করবেন। (মুসলিম, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪১৬ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ)

ব্যাখ্যা : সুবহানাল্লহ! কোন অস্বচ্ছল পাওনাদারকে অবকাশ দেয়া বা একেবারে ক্ষমা করে দেয়া আরশের নীচে ছায়া পাওয়ার উপায়, এজন্য গোটা জগতের সম্পদ ব্যয় করলেও তার চেয়েও সেরা উপকার আরশের নীচে ঐ দিন ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া।

صَلٰوةُ التَّسْبِيْحِ

ছলাতুত্তাছবীহ এর বিবরণ

ছহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ যারা ছলাতুত তাছবীহ পড়বে আল্লাহপাক তাদের ছগীরা, কবীরা, জাহেরী, বাতেনী, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত সমস্ত পাপই ক্ষমা করে দিবেন। হযরত নবী করিম ﷺ স্বয়ং তাঁর প্রিয় চাচা আব্বাছ ﷺকে বল্লেন হে চাচাজান, আমি আপনাকে দ্বীন-দুনিয়ায় লাভবান হওয়ার জন্য কোন আমল

Scanned with CamScanner

শিক্ষা দিব কি? উত্তরে হযরত আব্বাছ ﷺ বল্লেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তখন হযরত ﷺ বল্লেন তবে আপনি নিম্নলিখিত তছ্বীহ্ অনুযায়ী চারি রাকাআত নামাজ আদায় করুন। নিশ্চয়ই তদ্বারা আপনার দ্বীন, দুনিয়া এবং সকল কাজই শুভ হবে। (মুসলিম, আবুদাউদ ফতহুল মুলহীম, ফতহুল মুনয়িমসহ অনেক সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

অতএব ছলাতুত্তাসবীহ্ এর নামাজ প্রত্যেকেই সক্ষমে দৈনিক একবার পড়তে চেষ্টা করবে অপারগে সপ্তাহে একবার, অপারগে মাসে একবার, অপারগে বৎসরে একবার, অপারগে জীবনে একবার পড়তে চেষ্টা করা একান্তই কর্তব্য।

ছলাতুত্তাছবীহ্ পড়ার নিয়ত ও নিয়মঃ

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, তাছবীহ্ এর নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নির্ধারিত নেই- নামাজের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ব্যতীত যখন ইচ্ছা তখনই পড়া যায়। এই নামাজ ৪ রাকাআত মাত্র।

নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা আরবা'য়া রাকাআ'তি ছলাতিত্তাছবীহি সুন্নাতু রসুলিল্লাহি তাআ'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

নিয়মঃ নিয়ত ও তাকবীর তাহরীমা পাঠান্তে, ছানা ও তাউজ-তাছমিয়া পড়ার পর সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে নিম্নলিখিত দোয়া ১৫ বার পড়তে হবে।

যথা দোয়াঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-

বাংলা উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার।

উক্ত দোয়া পাঠের পর সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ে উক্ত দোয়া পুনঃ ১০ বার পড়তে হবে। তৎপর তাকবীর বলে রুকুতে গিয়া রুকুর তাছবীহ্ পাঠান্তে উক্ত দোয়া ১০ বার পড়তে হবে। তৎপর রুকু হতে দাঁড়ায়ে 'রব্বানা লাকাল হামদ' পাঠ করে উক্ত দোয়া ১০ বার পড়তে হবে। তৎপর তাকবীর বলে ১ম ছেজদা দিয়ে ছেজদার তাছবীহ শেষ করে উক্ত দোয়া ১০ বার পরে সোজা হয়ে বসে দুই

Scanned with CamScanner

সেজদার মাঝখানে উক্ত দোয়া ১০ বার পরে পুনঃ ছেজদা করে উক্ত দোয়া ১০ বার পড়তে হবে, তৎপর ২য় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমে সূরা ফাতিহার পূর্বে যথারিতি উক্ত দোয়া ১৫ বার পাঠ করতে হবে। সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য সূরা পাঠ করে ১০ বার তৎপর পূর্বের নিয়মে রুকু ও ছেজদার তাছবীহ পাঠ করে- রুকুতে ১০ বার, দাঁড়িয়ে ১০ বার, ছেজদায় ১০ বার, দুই ছেজদার মাঝখানে ১০ বার, ২য় ছেজদায় ১০ বার পড়ে বসে আত্তাহিয়াতু পাঠ করে ৩য় ও ৪র্থ রাকায়াতে পূর্বের নিয়মে পড়ে শেষ বৈঠক করে আত্তাহিয়াতু, দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পাঠ করে- ছালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

উক্ত ৪ রাকাআত নামাজের প্রত্যেক রাকায়াতে ৭৫ বার করে ৪ রাকাআতে মোট ৭৫×৪ = ৩০০ বার তাছবীহ পাঠ করা হয়। অতিরিক্ত তাছবীহ পাঠ করা হয় বলেই এই নামাজকে ছলাতুত্তাছবীহ্ (বা তাছবীহ এর নামাজ) বলা হয়।

এই নামাজে সূরা ফাতিহার পর পর ১ম রাকাআতে সূরা ইযাযুলযিলাতিল আরদু. ২য় রাকাআতে সূরা তাকাছুর, ৩য় রাকাআতে সূরা কাফিরুন, ৪র্থ রাকাআতে সূরা এখলাছ পাঠ করা মুস্তাহাব-সুন্নত। এ ছাড়া অন্য সুরাও পাঠ করে নামাজ পড়া যায়। (শামী, দুররুল মুখতার, আলমগীরি, মুসলিম, কিতাব আল আছার সহ অসংখ্য কিতাব)

আর যদি কেহ হঠাৎ উক্ত দোয়া ভুলে গিয়ে ছোহ্ ছেজদা করে আত্তাহিয়াতু, দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পরে নামাজ শেষ করে, তবে নামাজ হয়ে যাবে। উক্ত দোয়া আর পড়তে হবে না। (ছিরাজুল ওয়াহ্হাজ সহ অনেক নির্ভর যোগ্য কিতাব)

صَلٰوةُ الْإِسْتِخْرَاءِ

ইস্তিখারোর নামাজের বিবরণঃ

হুজুর আকরাম ﷺ ফরমাইয়েছেন, ইস্তিখারা ছাড়া কোন কাজ করলে তা ভাল হবেনা। অতএব যে কোন কাজ করার পূর্বে ইস্তিখারা করা মুমিন মুসলমানদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

ইস্তি খারার নামাজ ২ রাকায়াত নফল মাত্র। ইহার জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নির্ধারিত নেই, তবে রাত্রিতে ইশার নামাজের পরে পড়াই উত্তম। যদি কোন কাজ করার ব্যপারে সন্দেহ হয় কাজটি ভাল হবে কি মন্দ হবে তা জানতে ইচ্ছা করলে ইশার নামাজ পড়ার পর তৌবা ইস্তিগফার করে ২ রাকাআত ইস্তিখারার নামাজ পড়বে। তাহলে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ পাক উনার ইচ্ছায় উক্ত কাজের সমাধান মিলবে।

Scanned with CamScanner

নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِسْتِخْرَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছালাতিল ইস্তিখারায়ি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

নিয়মঃ উক্ত রূপ নিয়ত করতঃ ছানা, তাউজ, তাছমিয়া পরে সূরা ফাতিহার পর ১ম রাকাআতে সূরা কাফিরুন ও ২য় রাকায়াতে সুরা ইখলাছ (তবে ইহা মুস্তাহাব অন্য সূরাও পাঠ করা যাবে) পাঠ করে নামাজ শেষ করে কাকুতি মিনতি করে দোয়া ও মুনাজাত করে নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়ে ডান কাতে কেবলা মুখী হয়ে শুয়ে থাকলে তার কল্পনীয় কাজের সমাধান মিলবে ইন্‌শাআল্লাহ। তবে ১ম রাতে না হলে ২য়, ৩য় রাত পর্যন্ত উক্ত নিয়ম পালন করতে হবে।

ইস্তিখারার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ. فَاِنَّكَ تَقْدِرُوْ لَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَمَعَاشِىْ اَوْعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَقَدِّرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرُ شَرٌّلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَمَعَاشِىْ اَوْعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَقَدِّرْهُ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِىْ بِهٖ.

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাখীরুকা বিই'লমিকা ওয়াস্তাক্বদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আজীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়্যুব, আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুল্লী ফী-দ্বীনী ওয়া দুনইয়াইয়া ওয়া মাআ'শী আও আ'ক্বিবাতি আমরী ফাক্বাদ্দিরহু লী ওয়াইয়াস সিরহুলী ছুম্মা বারিকলী ফীহি। ওয়াইং কুংতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুল্লী ফীদীনী ওয়া দুনইয়াইয়া ওয়া মাআশী আও আ'ক্বিবাতি আমরী। ফাছরিফ্‌হু আন্নী ওয়াছরিফ্‌নী আ'নহু ওয়া ক্বাদ্দির্‌হু লিল খইরা হাইছু কা-না ছুম্মা রদ্দিনী বিহী।

صَلٰوةُ التَّوبَةِ
তওবার নামাজের বিবরণঃ

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, তৌবার নামাজের নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। ইহা নফল নামাজ। যখন কোন মানুষ পাপ কার্য্য করে ফেলে, তখন ওজু করতঃ পাক ছাফ হয়ে তৌবা ইস্তিগফার করে দুই রাকাআ'ত ছলাতুত্তৌবা বা তৌবার নামাজ পড়ে বিনয় সহকারে আল্লাহপাকের নিকট দোয়া করে প্রতিজ্ঞা করবে যে, আমি যেন আর জীবনে এরূপ কাজ না করি, ও আমার আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করুন ও সাহায্য করুন।

নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّوْبَةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহিতায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিত্তাওবাতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

নিয়মঃ উক্তরূপ নিয়ত করে তাহরীমা বেঁধে ছানা, তাউজ, তাছমিয়া পাঠ করে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা মিলায়ে দুই রাকাআত নামাজ শেষ করে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা চাইতে হবে। মহান আল্লাহ পাক বলেন নিশ্চই ক্ষমা প্রার্থনা কারীর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাঁর গুনাহর জায়গা নেকী দিয়ে আমি পরিবর্তন করে দিব। নিশ্চই তিনি তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা কারীদের ভাল বাসেন।

(পবিত্র কুরআন শরীফ)- بَدَّلْتُ سَيِّاٰتِكُمْ حَسَنَاتٍ (আর ছহী মুছলিম সহ অসংখ্য হাদীস শরীফে এসেছে اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا لَا ذَنْبَ لَهُ অর্থ : যে, ব্যক্তি গুনাহ হতে তওয়া করে ফিরে আসল সে ঐ রকম নিষ্পাপ হলো যেন সে কোন দিন কোন গুনাহই করে নাই। (মুসলিম, মিশকাত সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

صَلٰوةُ الْحَاجَاتِ
হাজতের নামাজঃ

হাজতের নামাজের কোন নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নেই। দুই রাকাআত নামাজ নফল হিসাবে পড়তে হয়। যখন কোন ব্যক্তি কোন বিপদে পরে, বা পরার আশংকায় উপণীত হয় তখন ২ রাকায়াত ছলাতুল হাজত পরে আল্লাহপাকের নিকট কাঁদাকাটি করে দোয়া করলে মহান আল্লাহ পাক তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। (দারেমী দারেকুতনী সহ অসংখ্য হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْحَاجَاتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহিতায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিল হাজাতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

صَلٰوةُ الْكُسُوْفِ

কুসূফের নামাজঃ

كُسُوْفٌ শব্দের অর্থ সূর্য্য গ্রহণ। কুসূফ-এর নামাজের নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। সূর্য্যগ্রহণ লাগলে জামাআতের সাথে চুপে চুপে অতি দীর্ঘ ক্বেরাআতে দুই রাকাআত নামাজ মসজিদে অথবা মাঠে পড়বে। ইহা সুন্নাত। জামাআ'ত ছাড়াও এই নামাজ পড়া যায় মেয়েরা একা একা ঘরের কোণে এই নামাজ আদায় করবে। নামাজ শেষে মহিলা পুরুষ সকলে সূর্য্যগ্রহণ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত জিকির, আজকার, তাসবীহ, তাহলীল ও ইস্তিগফার দরুদশরিফ, মিলাদ, কিয়াম শরীফ ইত্যাদি পড়তে থাকবে। ইহা সুন্নত। (বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

কুসুফের নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাকাআ'তাই ছলাতিল কুসূফি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

صَلٰوةُ الْخُسُوْفِ

খুসূফের নামাজঃ

خُسُوْفٌ শব্দের অর্থ চন্দ্র গ্রহণ।

চন্দ্রগহণ লাগলে সূর্য্য গ্রহণের নামাজের ন্যায় একা একা দুই রাকাআত নামাজ পড়তে হয়। এই কারণে একা পড়তে হয় যে, চন্দ্রগ্রহণ, রাত্রিতে লাগে, আর রাত্রিতে সকলের একত্রিত হওয়া কষ্টসাধ্য। (কিতাব আল আছার, মুছান্নাফ ইত্যাদি সহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

Scanned with CamScanner

নিয়তঃ এই নামাজের নিয়ত কসূফের নামাজের অনুরূপ শুধু كُسُوْفٌ (কুসুফ) এর স্থলে خسوف (খুসুফ) শব্দ বলবে।

صَلٰوةُ الشُّكْرِ

শুকরানা নামাজ

কোন দুঃসাধ্য কাজ হাসেল হলে, কোন আনন্দের সংবাদ শ্রবণ করলে, ভাল যে কোন ব্যাপার সমাধা করতে পারলে, শুকরানা দুই রাকাআত নামাজ পড়বে। প্রত্যেক রাকাআত ফাতিহার পর ৩ বার সূরা ইখলাস যোগে। ইহা ছাড়া যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যায়। (মুজাহিরে হক্ব, মুসনাদি আব্দুর রাজ্জাক সহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الشُّكْرِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহিতা'য়ালা রাকাআ'তাই ছলাতিশ শুক্‌রি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

صَلٰوةُ الْاِسْتِسْقَاءِ

ইস্তিস্কার নামাজঃ

اِسْتِسْقَاءٌ শব্দের অর্থ পানি চাওয়া। এই নামাজ সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ্। এই নামাজ মোট দু'রাকাআত।

পড়ার নিয়মঃ যখন আকাশে রহমতের বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হয়ে যায় ও বৃষ্টির অভাবে মানুষের অত্যান্ত দুরুবস্থা ঘটে, তখন দেশস্থ লোকজন মাঠে নেমে ইমাম সহকারে জামাতের সাথে-আজান ও একামত ছাড়া প্রকাশ্য কেরাআতে দু'রাকাআত ইস্তিস্কার নামাজ পড়বে। নামাজ শেষ করে ইমাম সাহেব ঈদের খুৎবার ন্যায় দুটি খুৎবা পাঠ করবে, ১ম ও ২য় খুৎবার মাঝখানে বসবে। খুৎবা পাঠ করতে ইমাম লাঠিতে ভর দিবে এবং মেম্বর ছাড়া মাটিতে দাঁড়ায়ে খুৎবা পাঠ করবে। খুৎবা পাঠান্তে ইস্তিগফার পড়ে আল্লাহ পাকের নিকট বিনয় সহকারে কাঁদাকাটি করে দোয়া পড়ে হাত উঠায়ে মুনাজাত করবে। ১ দিন ২ দিন ৩ দিন পর্যন্ত এরূপ করবে ইহা আলমগীরিতে উল্লেখ আছে। ইমাম দাঁড়ায়ে এবং মোক্তাদিগণ বসে দোয়া করবে। (শরহে মুনিয়া, আলমগিরী, বুখারী, মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ ও ফতওয়ার কিতাব)

Scanned with CamScanner

ইস্তিসক্বার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ رَائِثٍ مُّمَرِّعًا النَّبَاتِ . اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ . وَبَهَائِمَكَ وَاَنْزِلْ رَحْمَتَكَ اَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ وَنَحْوَ ذٰلِكَ .

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লহুম্মা আসক্বিনা গাইছাম্ মুগীছাম্ মারী'য়ান নাফিয়া'ন গইরা দ্ব-ররিন আজিলান, গইরা আজিলিন রয়িছিন মুমাররিয়ান নাবাতি। আল্লাহুম্মা আছক্বি ই'বাদাকা ওয়া বাহায়িমাকা ওয়া 'আংযিল রহমাতাকা আহয়ী বালাদাকাল মাইয়্যাতা ওয়া নাহওয়া যা-লিকা।

ইস্তিসক্বার নামাজ পড়ার পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত কাজগুলি পালন করতে হবে। (১) খাস দেলে নিজের গুনাহ মাফের জন্য তৌবা করবে। (২) বিধর্মীকে উক্ত সময় তথায় থাকতে দেবেনা। (৩) শিশু সন্তানদেরকে দুগ্ধ এবং পালিত পশু ও বাছুরকে ঘাস ও দুগ্ধ খেতে দিবেনা। (৪) প্রত্যেকের হাত উল্টা করতঃ মাথা বরাবর উঁচু করে মুনাজাত করবে। দোয়ার সময় ইমাম পশ্চিম দিক হবে। অন্য কোন দোয়ার হাত ছিনা হতে উঁচুতে উঠানো মাকরুহ। পারলে তিন দিন রোজা রাখবে। বৃদ্ধ ও বুযর্গ লোককে সঙ্গে করে মুনাজাত করবে। (আলমগীরি, শামী, দুররুল মুখতার, মুছান্নাফ, মুসনাদি আবু হানীফ সহ আসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

ইস্তিস্কার নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহিতা'য়ালা রাকাআ'তাই ছলাতিল ইস্তিস্কায়ি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

জোহর ও আছরের ফরজ নামাজে কেরাআত خَفِيْ খফি (অপ্রকাশ্য) করে এবং মাগরিব, ঈশা ও ফজর-এর ফরজ নামাজ جِهْرِيْ জেহরী (প্রকাশ্য) করে পড়ার কারণ এবং এতদসংক্রান্ত মাছয়ালাঃ

Scanned with CamScanner

মক্কী জীবনে হযরত রাসূলে করীম ﷺ প্রথম দিকে দিনের ও রাত্রের নামাজ جَهْرِىْ (প্রকাশ্য) করে পড়তেন। কিন্তু কাফের মুশরিকরা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনে ঠাট্টা, বিদ্রুপ, উপহাস, নির্যাতন ইত্যাদি করতে থাকে। তারা কুরআন শরীফ, জিব্রাইল عليه السلام কে, ও স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ পাক আয়াত নাযিল করে নির্দেশ দেন।

لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا (بنى اسرائيل-١١٠)

অতঃপর রসূল ﷺ দিনের দু'ওয়াক্ত নামাজে ক্বিরাত خَفِىْ (খফি) করে এবং রাতের তিন ওয়াক্ত নামাজে কিরাত جَهْرِىْ জেহরী করে পড়তে থাকেন। উদ্দেশ্য ছিল দিনের বেলায় خَفِىْ (গোপন) করে পড়ার কারণে যেন কাফেররা তেলাওয়াতে কালাম শুনে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করতে না পারে। আর রাতে কাফেরদের উহা শ্রবণ করার সম্ভাবনা না থাকায় উহা جَهْرِىْ করে পড়তে থাকেন। মদীনা শরীফে হিজরতের পরে কাফের মুশরিকদের তরফ থেকে উক্ত অসুবিধা সৃষ্টির কারণ বিদুরিত হওয়া স্বত্বেও হযরত রসূল ﷺ শুধুমাত্র জুমআ' ও ঈ'দাইনের নামাজে কিরাত جَهْرِىْ করে পড়লেও জোহর ও আছর নামাজ পূর্বের মত চুপিচুপি পড়তে থাকেন এবং হায়াত মুবারকের শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত রাখেন।

এ কারণে সমস্ত সাহাবারে কেরাম رضي الله عنهم, আয়েম্মায়ে কেরাম, চার মাযহাবের ইমামগণ এবং আজহারে যাওয়াহের সহ সকলেই এই বিষয়ে একতম হয়েছেন যে দিনের নামাজ خَفِىْ করে এবং রাতের নামাজে جَهْرِىْ করে পড়তে হবে। যদিও ওযর তথা আস্তে চুপিচুপি পড়ার কারণ বিদুরিত হয়েছে কিন্তু উহার হুকুম রহিত হয়নি। যেমনঃ তাওয়াফের সময় رمل করা।

প্রকাশ থাকে যে, দিনের নামাজ বলতে শুধুমাত্র জোহর ও আছর বুঝানো হয়েছে, জুমআ' ও ঈ'দাঈন নয়।

Scanned with CamScanner

كما فى حاشية كنز الدقائق كان النبى ﷺ بجهر فى الصلواة كلها فى ابتداء الامرالى ان قصد الكفار ان لايسمعوا القران كانوا يلعبون فيه مانزل الله تعالى لاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا بان تجهر بصلواة الليل وتخافت بصلواة النهار لانهم كانوا مستعرين للاذى فى صلوة النهار وكان بجهر فى العيدين والجمعة لان اقامتها كانت فى المدينة لجمع وما كان لكفار حينيذ قوة الاذى ثم وان زال هذا العذر بقى الحكم كالرمل فى الطواف ولانه عليه السلام واجب علينهما جميع ٨ عمره فكانا واجبا (كنز ص ٢٣ رقم الحاشية-٢) وايضا فى در المختار وكان عليه الصلواة والسلام يجهر فى الكل ثم تركه فى الظهر يهلعصر ورفع اذى الكفار ...... الشامى ص ٣٩٤ جـ ١- رفى الهداية- وقال عليه الصلواة والسلام صلواة النهار عجماء اى ليست فيهما قرائة مسموعة- هداية جـ-١- ١١٢/١٥ وفى تفسير جلالين لاتجهر بصلواتك بقرائتك فيها فيسمعك المشركون فيسبونك ويسبوا القران ومن انزله ولاتخافت تسربها لينتفع اصحابك وابتغ اقصد بين ذلك الجهر والمخافت سبيلا طريقا واسطا (سورة بنى اسرائيل صـ ٢٣٨) وفى البخارى فى كتاب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه فى قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله ﷺ مختفى بمكة كان اذا صلى باصحابه رفع صوته بالقران فاذا سمع المشركون سبوا القران ومن انزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه ﷺ ولاتجهر بصلاتك اى بقرائتك فيسمع المشركون فيسبوا القران ولاتخافت بها عن اصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا (بخارى جـ٢ صـ٦٨٦) وروى الترميذى فى جامعه عن ابن عباس رضي الله عنه هكذا اى ماروى البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه (ترميذى صـ١٤٢ ابوا --- -) وفى حاشية الترميذى مانقل المحشى من البيضاوى قيل معناه مجمر بصلواتك كما ولا تخافت بسرها وابتغ بين ذلك سبيلا بالاخفاف نهارا والجهر ليلا (ترميذى صـ١٤٧ جـ-١) وايضا شرح المحشى فى حاشية جلالين بهذه الاية لا تجهر بصلاتك – الخ ثم نقل وقد روى ابن مردوية عن ابى هريرة رضي الله عنه كان النبى ﷺ اذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء وقال الطبرى ولا يبعدن ليكون المراد ولا تجهر بصلاتك اى بقرائتك فيها نهارا ولا تخافت بهاليلاً – (جلالين صـ٢٣٨ حـ-٣)

এখানে উল্লেখ্য مسلم صـــ١٨٣ جـــ١ و بخاری صـــ ٦٨٧ جـــ٢ উনার মধ্যে এসেছে হযরত আয়েশা ﷺ উক্ত আয়াতের শানে নুযুলে বলেছেন قالت انزل ذلك فى الـــدعاء এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম নববী বলেন, ولكـــن المختار الا ظهر ما قال ابن عابس ﷺ (মুসলিম শরাহ নব্বী, পৃঃ ১৮৩) তা ছাড়াও হযরত আয়েশা ﷺ উনার হাদীস এর দুয়া অর্থ এখানে গ্রহণ করলে ইবনে আব্বাছ ﷺ উনার হাদীস এর মর্ম অর্থহীন হয়ে যায় না, নুযুলে আয়াতের শান উভয়টি গ্রহণ করা যেতে পারে, অপরদিকে হযরত আবু হুরাইরা ﷺ উনার হাদীস, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে اذا صلى عند البيت এর দ্বারা দোয়া داخل الصلواة করা যুক্তি সংগত وقديجمع بينهما انه نزلت فى الـــدعاء داخـــل الصلوة كما يدل عليه لفظ ابن جرير (حاشية جلالين)

আর দুয়াএর আম অর্থ داخل الـــصلواة وخارجهـــا গ্রহণ করা সর্বোত্তম এ কারণে যে মধ্যপন্থায় দুয়া করাই হল আদর, তদুপরি চুপিচুপি تـــضرع وخفيـــة থাকে سراً ও বলা চলে, তা সব থেকে ভাল।

মোট কথা সূরা বণী ইসরাইলের উক্ত আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইহাই জানা যায় যে, হযরত রসূল ﷺ মক্কী জীবনের প্রথম দিকে সকল নামাজের ইমামতি جهرى করতেন। পরে কাফেরদের ধৃষ্টতার কারণে দিনের নামাজ خفى করেন ও রাতের নামাজ جهـــرى করে পড়েন। মদীনা শরীফ তাশরীফ আনার পরে রসূল ﷺ দিনের নামাজে তেলাওয়াত পূর্বের মত অব্যাহত রাখেন। তবে জুম্‌আ ও ঈদাইনের ক্ষেত্রে جهرى এর বিধান দেন। এই নিয়মই শরীয়তের নির্দেশ এবং হুজুর ﷺ থেকে প্রমাণিত যাহা ওয়াজিব।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, জুহর ও আছর নামাজে কিরাত خفـــى করে পড়া ইমাম ও মুনফারিদ তথা একা নামাজ উভয়ের জন্য ওয়াজিব, পক্ষান্তরে রাতের নামাজ কিরাত جهرى করে পড়া শুধুমাত্র ইমামের জন্য ওয়াজিব, منفـــرد এর জন্য ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ منفـــرد এর জন্য خيـــار বা স্বাধীনতা রয়েছে চাই সে جهرى করে পড়ুক বা خفى করে পড়ুক, পড়তে পারে। তবে جهرى করে পড়া উত্তম।

Scanned with CamScanner

(ويخير المنفرد فى الجهرى) وهو افضل ريكتفى بادناه (قوله وهو افضل) يكون الاداء على هيئة الجماعة ولهذا كان اداؤه باذان واقامـــة افضل وروى فى الخبران من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملائكة مخ- (شامى صـــ ٣٩٤ جـــ١)

অতএব, ১। ইমাম যদি جهرى নামাজে ভুলক্রমে ক্বিরাত خفـــى করে পড়েন তাহলে سجدة سهو (সুহ সিজদা) ওয়াজিব হবে।

২। আর বছররী তথা জুহর ও আছর নামাজে ইমাম অথবা منفـــرد ভুলক্রমে কিরাত جهرى করে পড়েন তাহলে উভয়ের জন্য ســجدة ســـهو (সহু সিজদা) ওয়াজিব হবে। ইমাম কারখী প্রমুখ যদিও منفرد এর ক্ষেত্রে سجده سهو ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে কিন্তু সহীহ ফতোয়া ওয়াজিব হওয়ার দিকে রয়েছে। (ফত:শামী, আলমগীরীসহ অসংখ্য কিতাব)

وقال فى الفتح فحيث كانت المخافة واجبة على المنفرد ينبغى ان يجب بتركها السجود- شامى جـــ١ صـــ٣٩٤ وايضا كما فى بها رشـــريعت مسئله- منفرد نى سرى نماز مين جهر سى پرها توسجده واجب هـــى اورجهر مين اهسته تونيح- (حصه چهارم صـــ٥٤)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে সংক্ষিপ্ত আমল সমূহঃ

প্রকাশ থাকে যে, চব্বিশ ঘন্টার সুন্নতী জীবন নামে আমার এক খণ্ড বই বের হবে ইনশাআল্লাহ তার মধ্যে সমস্ত সুন্নতী আমল বিস্তারিত পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রত্যেক ফরজ নামাজে ছালাম ফিরানোর পর কয়েকবার ইস্তিগফার পড়ে, মাথায় ডান হাত রেখে যে ব্যক্তি ১১ বার يا قوى 'ইয়া ক্বাবিয়্যু' ও ৭ বার يا قادر 'ইয়া ক্বাদিরু' পড়বে তার মেধা শক্তি সমস্ত জীবন সতেজ থাকবে-ব্রেন বিকার হবে না, ব্রেন কোমল ও স্বতেজ হবে ইনশাআল্লাহ। (মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুজাহিরে হক্ব সহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

Scanned with CamScanner

তৎপর তিনবার নিম্নের আয়াতে কারিমা পড়ে দুই হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলীতে ফুঁক দিয়ে চোখে লাগাবে ইহাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি অক্ষুন্ন থাকবে এবং হেদায়েতের দরজা খুলে যাবে। (সমূহ হাদীস শরীফ ও ফিকার কিতাব)

আয়াত শরীফ ঃ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ .

উচ্চারণঃ ফাকাশাফ্না আংকা গিত্বআকা, ফাবাছরুকাল ইয়াওমা হাদীদ।
এরপর একবার আয়াতুল কুরসী পড়বে।

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত ঃ

(ক) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজ বাদ আয়াতুল কুরসী ১ বার পাঠ করবে, তার মধ্যে আর জান্নাতের মধ্যে মৃত্যুই একমাত্র বাধা হয়ে থাকবে। তার মানে সে জান্নাতি।

(খ) যে ব্যক্তি নিয়মিত আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার বালা মুসিবত দূর হবে এবং সে মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব করতে পারবে না।

(গ) যে ব্যক্তি রাত্রিতে ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর, এবং তার প্রতিবেশীর ধন-সম্পদ ও বাড়ী-ঘরের সকল প্রকার ক্ষতি আল্লাহ্ পাক হেফাজত করবেন। (বুখারী, মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর পড়বেঃ

سُبْحَانَ اللهِ সুবাহানাল্লাহ ৩৩ বার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু-১০০ বার। মাঝে মাঝে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ﷺ বলতে হবে।

اَللهُ اَكْبَرُ আল্লাহু আকবার ৩৪ বার

হুজুর ﷺ উনার মুবারক আদেশে জান্নাতের সরদারিনী হযরত ফাতেমা রদিয়াল্লাহু আনহা এই আমল করতেন, একেই তাসবীহ্ ফাতেমী বলা হয়। এতে দিন ও দুনিয়ার প্রভূত উপকার লাভ করবে। (হাকিম, কিতাব আল আছার ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

মাগরিব ও ফজরের বিশেষ আমলঃ

মাগরিব এবং ফজরে উপরোক্ত আমলের সাথে নিম্নোক্ত আমলগুলি করবে।

যথাঃ-

* যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাজ শেষ করে নিম্নোক্ত কালামটি ৭ বার পাঠ করবে সে ঐ দিবা রাতে মারা গেলে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে।

প্রত্যেহ ফজর ও ই'শা নামাজের পরে তরিক্বার দরুদ বা যেকোন দরুদ শরীফ এবং ইস্তিগফার ১০০ বার পাঠ করলে জিন্দেগীর গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং রুজি রোজগারে বরকত হবে। (দারেমী, দারে কুতনী, দায়লামী সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস)

মৃত্যু পর্যন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাল থাকার আমল :

প্রত্যেক নামাজের পরে . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবিন। ৭ বার পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিলে মৃত্যু পর্যন্ত শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্ পাক হেফাজত করবেন। (কিতাব আল আছার, তিব্বে ওসমানী, তিব্বে লোকমানী, দারেমী ইত্যাদি)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার।

অর্থঃ ও আমার আল্লাহ্ পাক আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন। (দারিমী, মুজাহিরি হক্ব ইত্যাদি)

ফজর ও মাগরিবে যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করবে সে ব্যক্তি, হিংস্র প্রাণীর (যেমনঃ সাপ, বিচ্ছু) এবং হিংসুটে শত্রুর সকল প্রকার অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকবে।

পবিত্র সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাস ৭ বার করে পাঠ করলে সকল যাদু কেটে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ সালামুন আলা নূহিন ফিল আলামীন।

* যে ব্যক্তি নিম্নের আয়াতে কারিমার আমল করবে ফজরে ও মাগরিবে, আমলকারীর পার্শ্ববর্তী ১ মাইলের মধ্যে সকল কবরবাসীর কবর আযাব মাফ হবে। যথা يٰسٓ . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'ইয়াছিন' ﷺ।

তার পর ৭ বার পড়বে, اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

আল্লাহুম্মা ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলুবি ছাব্বিত ক্বলবী আলা দ্বীনিকা।

Scanned with CamScanner

অর্থঃ ও আমার আল্লাহ্ পাক এবং অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অটুট রাখবেন।

তৎপর ৭ বার পড়বে اَللّٰهُمَّ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

আল্লাহুম্মা ইয়া মুছার্‌রিফাল কুলুবি ছররিফ কুলুবানা আলা ত্বআতিকা।

অর্থঃ ও আমার আল্লাহ্ পাক ও অন্তর সমূহের রদবদলকারী আমাদের অন্তর সমূহ আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন। (মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক, মুছান্নাফ ইবনি আবিশায়বা ইত্যাদি হাদীস শরীফের কিতাব)

* যে ব্যক্তি ফজর মাগরিবে ৭ বার করে নিম্নের কালামগুলি পড়বে। সে কবরে মুনকার-নকীরের প্রশ্নের জওয়াব অতি সহজে দিতে পারবে। যথাঃ-

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا. وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّبِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا.

উচ্চারণঃ রদীতুবিল্লাহি রব্বাওঁ ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনাওঁ ওয়াবি মুহাম্মাদিন ﷺ নাবীয়্যাও ওয়া রসুলা। ওবিল কুরআনি ইমামাওঁ ওবিল কা'বাতি ক্বিবলাতাওঁ ওয়বিল মু'মিনীনা ইখ্‌ওয়ানা। এর অর্থ কবর তালকীনের বর্ণনায় দেখুন।

বিশ লক্ষ ছওয়াব হাসিলের দোয়া :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু আহাদাং ছমাদান লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। ইহা পাঠকরলে বিশ লক্ষ ছওয়াব আল্লাহ্ পাক দান করবেন। (মুসনাদ, মুছান্নাফ, দারেমী হাকিম, সহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

ফজর ও মাগরিবে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠের ফজিলত ও নিয়মঃ

ছহীহ্ হাদীস শরীফঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াছার রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ফজর বাদ তিনবার-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

'আয়ুউবিল্লাহিস সামীয়িল আলীমি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম' পাঠ করে সূরা হাশরের هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য

Scanned with CamScanner

রহমতের দোয়া করবে। আর সে দিনে তার মৃত্যু হলে, তার নসীবে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় অর্থাৎ মাগরিবের বাদে অনুরূপভাবে পাঠ করবে, সেও সারা রাত উক্ত মর্তবার অধিকারী হবে। (মিশকাত, তাফসীরে মাযহারী) মুসনাদ, আশআতুল লুমআত বই সহ অসংখ্য হাদীসের কিতাব)

এখানে কিছু কথা জেনে রাখা দরকার তা এই যে, উক্ত আমল করার সময় 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়া নিয়ে সাধারনের মধ্যে কিছু মতানৈক্য দেখা যায়, কেউ "বিসমিল্লাহ" পড়েন আবার কেউ বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েন না। এখানে আমার কথা হচ্ছে, আমরা উপরে বর্ণিত হাদীস শরীফে "বিস্‌মিল্লাহ' পাঠের উল্লেখ পাচ্ছিনা। সুতরাং এই দৃষ্টিতে উক্ত আমল করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ না করাই ভাল। তবে সহীহ হাদীস শরীফে 'মুতলাক' ভাবে কোরআনের যে কোন আয়াত পাঠ করতে বিসমিল্লাহ্ পাঠের আদেশ আছে হিসেবে বিসমিল্লাহ পাঠ করলে কোন ক্ষতি নেই। বরং সে দৃষ্টিতে সুন্নত হবে। যে কোন আয়াত পাঠের সময় "বিসমিল্লাহ' পাঠের উল্লেখ আছে বলেই যশোহরের পীর মুজাদ্দিদুজ্জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশী রহমতুল্লহি আলাইহি এর খলিফা শাহ্ সূফী ছদর উদ্দীন রহমতুল্লহি আলাইহি তাঁর লিখিত এলমে তাসাউফ কাদেরীয়া তরিকায় উক্ত আমল করার সময় 'বিসমিল্লাহ' এর উল্লেখ করেছেন। আর কেহ যদি তার কামেল পীর মুর্শিদ এর বাতলানো নিয়ম অনুপাতে আমল করেন তাতে আপত্তির কিছু নেই। কেননা কামেল পীর মুর্শিদ বিনা তাহকীকে কোন কাজ করেন না। কেহ যদি প্রশ্ন করেন কামেল পীর যদি হাদীসের বিপরীত আমল করেন তবুও কি তা মানতে হবে? তবে উত্তর হবে, না। কিন্তু কুরআন-হাদীসের খেলাফ আমল করে কেহ কামালিয়াতে পৌছতে পারেন না। আর এখানে যেহেতু হাদীস শরীফে মুতলাক বা সাধারণভাবে কোরআন শরীফের আয়াত পাঠে 'বিসমিল্লাহ' পাঠের উল্লেখ আছে সেহেতু হয়তো বা তিনি (ছদর উদ্দীন রহমতুল্লহি আলাইহি সে দিকে খেয়াল করে আমল করেছেন। আল্লাহু-আ'লামু। আল্লাহ্ পাক অধিক জ্ঞাত।

সুরা হাশরের আমল এখানে হাদীস শরীফ অনুপাতে আমলের ধারা বর্ণিত হলো। যথা-

তিনবার পড়বেঃ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

তৎপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার যথাঃ-

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ . هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ . اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

Scanned with CamScanner

উচ্চারণঃ আয়ুযুবিল্লাহিস্ সামীয়ি'ল আ'লীমি মিনাশ শাইত্ব নিররজীম। (তিনবার)

হুয়াল্লহুল্লাযী লা-ইলাহা-ইল্লাহু আ'লিমুল গইবি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রহীম। হুয়াল্ল হুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু আল মালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আ'যিযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির, সুব্হানাল্লহি আম্মা ইউশ্রিকুন। হুয়াল্লহুল খলিকুল বারিউল মুছউয়িরু লাহুল আছ মাউল হুস্না ইউছাব্বিহু লাহু মা-ফিস্সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়া হুয়াল আ'যিযুল হাকীম।

নিত্য প্রয়োজনীয় কতিপয় দোয়া সমূহঃ

দলীল সমূহ : বুখারী, মুসলিম, মুসনাদ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত।

*** আশি বৎসরের গুনাহ মাফ হওয়ার দরুদ শরীফ :**

প্রতি জুমআ'বারে আছর নামাজ পরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করলে আশিবছরের গুনাহ মাফ হবে এবং অসংখ্য প্রতিদান তাকে দেয়া হবে। (দায়লামী, বায়হাকী, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا شَفِيْعِنَا مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا–

উচ্চারণ: আল্লহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা নাবিয়্যিনা শাফিয়ি'না মাওলানা মুহাম্মাদ্দিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহি ও সাল্লিম তাসলীমা।

* খানা খাওয়ার পূর্বে এই দোয়া পড়তে হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَاتِ اللّٰهِ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারোকাতিল্লাহ।

* খানা খাওয়া শেষ করে এই দোয়া পড়তে হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . –

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্আমানি ওয়া সাক্বানী ওয়া জাআলানী মিনাল মুসলিমীন। (সমূহ ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

* দাওয়াত খেয়ে এই দোয়া পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

আল্লাহুম্মা আত্ব্য়ি'ম মান আত্আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বানী।

* ঘুমানোর সময় এই দোয়া পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْىٰ– আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া।

Scanned with CamScanner

* ঘুম থেকে জেগে এই দোয়া পড়তে হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ –

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

*পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করে এই দোয়া পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ –

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ।

* পেশাব-পায়খানা সেরে ডান পা দিয়ে বের হয়ে এই দোয়া পড়তে হয়।

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَعَافَانِىْ –

গুফরানাকা আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আ'ন্নিল আযা ওয়া আ'ফানী।

* মসজিদে প্রবেশ করতে ডান পা দিয়ে এই দোয়া পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ –

আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রহমাতিকা ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহি ﷺ।

* মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা দিয়ে বের হয়ে এই দোয়া পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ –

আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা মিং ফাদলিকা ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহি ﷺ।

বিঃদ্রঃ পায়খানাতে ঢুকতে প্রথম বাম পা ও বের হতে ডান পা, পক্ষান্তরে মসজিদে ঢুকতে প্রথম ডান পা ও বের হতে বাম পায়ে বের হওয়া খাছ সুন্নত।

* কোন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে এই বলে ছালাম করতে হয়।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহ্।

* সালামের উত্তরে বলতে হয়।

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ –

ওয়া আ'লাইকুমুসসালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

Scanned with CamScanner

* অমুসলিম ও মুসলমান একত্রে থাকলে এই বলে ছালাম দিতে হয়।

اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى আস্‌সালামু আ'লা মানিত্তাবাআ'ল হুদা।

* কোন অমুসলিম যদি সালাম বা আদাব দেয় তার উত্তরে বলতে হয়।

هَدَاكَ اللّٰهُ হাদাকাল্লহ্। অর্থ : আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়েত দিন।

* মুছাহাফা করার সময়, অর্থাৎ দুই হাতে হাত মিলায়ে বলতে হয়-

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ ইয়াগফিরুল্লহু লানা ওয়া লাকুম।

* মুয়ানাক্বা বা উভয়ে বুকে দুই দিকে মোট তিনবার বুক মিলায়ে কোলাকুলীর সময় বলতে হয়-

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا مُحَبَّةً لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ﷺ

আল্লাহুম্মা যিদ্‌না মুহাব্বাতান লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী ﷺ।

* স্ত্রী সহবাসের সময় এই দোয়া পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا.

আল্লহুম্মা জান্নিব্‌নাশ্‌শাইত্বনা ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বনা মিম্মা রাযাক্বতানা।

স্ত্রী সহবাসের পূর্বে ওজু করে তিনবার দরুদ শরীফ পড়ে يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْنُ ইয়া ক্বিইউ ইয়ামাতিনু ১৩০ বার পাঠ করার পরে স্ত্রী সহবাস শুরু করলে অতি সহজেই স্ত্রীকে তৃপ্তি দিতে পারবে এবং নিজেও পরিতৃপ্ত হবে ও সুস্থ ও নেক্কার সন্তান জন্ম নিবে। (মিরকাতুল মানাজীহ, কিতাব আল আছার ইত্যাদি)

* বাড়ি থেকে বের হবার দোয়া :

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ﷺ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-

বিস্‌মিল্লাহী তাওয়াক্কালতু আ'লাল্লহি ওয়া রসুলিহী ﷺ লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়িল আ'জীম।

মহান আল্লাহ্ পাক বলেন-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ-

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল হয় মহান আল্লাহ্ পাক তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। (পবিত্র সুরা ত্বলাক্ব আয়াত শরীফ-৩)

Scanned with CamScanner

* পানির উপর চলাচলকারী যানবাহনে আরোহণের দোয়া।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

বিস্‌মিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রব্বী লাগাফুরুর রহীম।

* স্থল ও আকাশে চলাচলকারী যানবাহনে আরোহণের দোয়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ

وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

আল্লাহু আকবার (৩ বার) সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খরোলানা হা-যা ওয়া মা-কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা-রব্বিনা-লামুং ক্বলিবূন।

* মৃত্যুর খবর বা যে কোন মুছিবতে পড়ার দোয়া।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ٥ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি র-জিউন এবং লা-ইলাহা ইল্লা আংতা সুবহানাকা ইন্নি কুংতু মিনায যলিমীন।

ছহীহ্ হাদীস শরীফের আলোকে যে সকল ব্যক্তিদের দেহ কবরে পঁচবেনাঃ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নিম্নলিখিত দশ প্রকার লোকের দেহ কবরে পঁচবেনা। যথাঃ (১) পয়গম্বরগনের দেহ। (২) শহীদগণ। (৩) হক্কানী আলেমগণ। (৪) গাজী গণ (ধর্মযোদ্ধা)। (৫) সঠিক আক্বিদা পোষন ও আমলকারী কোরআনের হাফেজগণ। (৬) মোয়াজ্জিনগণ। (৭) সুবিচারক বাদশা বা সরদারগণ। (৮) সূতিকা রোগে মৃত মহিলাগণ। (৯) বিনা অপরাধে অন্যের দ্বারা জুলুমের শিকার নিহত ব্যক্তিগণ। (১০) শক্রবারে মৃত মুমিন বান্দাগণ। (দাকায়েকুল আখবার, ৮৮ পৃঃ সহ, দারেমী, বায়হাক্বী ইত্যাদি অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

জান্নাতী দশজন ব্যক্তির নামঃ

দুনিয়াতেই রসূল ﷺ যাঁদেরকে জান্নাতী বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁদেরকে 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' বলা হয় তাঁরা হচ্ছেনঃ-

(১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه। (২) হযর ওমর ফারুক رضي الله عنه। (৩) হযরত ওছমান গণী رضي الله عنه। (৪) হযরত আলী رضي الله عنه। (৫) হযরত তালাহা رضي الله عنه। (৬) হযরত যুবাইর رضي الله عنه। (৭) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ رضي الله عنه। (৮) হযরত সা'দ ইবনে আবিওয়াক্কাস رضي الله عنه। (৯) হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ رضي الله عنه। (১০) হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররা رضي الله عنه। (আক্বাহেদে নাছাফী, মুসলিম, মিশকাত ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

জান্নাতী ১০টি পশুর নামঃ

হযরত মুকাতিল ﷺ উনার বর্ণনা হতে জানা যায় যে, নিম্নলিখিত ১০টি জন্তু বিশেষ কারণে বেহেস্তে স্থান লাভ করবে। যথাঃ (১) হযরত সালেহ عليه السلام উনার উষ্ট্রী। (২) হযরত ইব্রাহিম عليه السلام উনার মেষ। (৩) হযরত ইসমাইল عليه السلام উনার দুম্বা। (৪) হযরত মুসা عليه السلام উনার গাভী। (৫) হযরত ইউনুছ عليه السلام উনাকে যে মাছ খেয়েছিল সে মাছ। (৬) হযরত সুলইমান عليه السلام উনার সাথে যে পিপিলিকা কথা বলেছে সে পিপিলিকা। (৭) হযরত ওযাইর عليه السلام উনার গাধা। (৮) হযরত মুহম্মদ ﷺ উনার উষ্ট্রী। (৯) যে হুদহুদ পাখী হযরত সুলাইমান عليه السلام উনার চিঠি রাণী বিলকিসের কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে হুদহুদ পাখী। (১০) আসহাবে কাহাফের কুকুর। (দাকায়েক ৯৬ পৃঃ, দারেমী, কিতাব আল আছারসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

আট বেহেস্তের নামঃ

যথাঃ (১) দারুল খুলদ্। (২) দারুল মাক্বাম। (৩) দারুস সালাম। (৪) জান্নাতুল আ'দন্। (৫) দারুল ক্বারার। (৬) দারুন্নাঈ'ম। (৭) জান্নাতুল মা'ওয়া, ও (৮) জান্নাতুল ফিরদৌস। (পবিত্র কুরআন ও বুখারী, মুসলিমসহ সমূহ হাদীস শরীফের কিতাব)

সাত দোযখের নামঃ

যথাঃ (১) লাজা। (২) হুতামা (৩) ছায়ীর (৪) ছাক্বার (৫) জাহীম। (৬) হাবীয়া ও (৭) জাহান্নাম। (পবিত্র কুরআন ও সমূহ ছহীহ হাদীস শরীফ)

বিশেষ সতর্কবাণী

কতিপয় কুফরী কালাম

মানুষ বহু কথা মুখে উচ্চারণ করে থাকে, সকল কথার দ্বারা মানুষকে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। কথা সমূহের মধ্যে কতিপয় কথা এমন রয়েছে যা মুখে উচ্চারণ করলে সাথে সাথে ঈমান চলে যায়। তার জীবনের সমস্ত নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কালেমা রদ্দেকুফর না পড়া পর্যন্ত সে মোমিন হবে না। এরূপ ব্যক্তির বিবাহ দোহরাতে হবে এবং হজ্জ করে থাকলে পুনঃ হজ্জ করতে হবে। অতএব সাবধান। জিহবাকে অবশ্যই হেফাজত করে রাখতে হবে, নইলে জাহান্নাম ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

Scanned with CamScanner

এ মর্মে রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহবা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব হবে তথা আমি জান্নাতের জামিনদার হবো। (বুখারী, মুসলিমসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস)

নিম্নে কতিপয় কুফরী কালাম উল্লেখ করা হলঃ-

১। যদি কেহ বলে উপরে আল্লাহ্ জমীনে তুমি বা ওমুক ব্যক্তি অথবা বলে আগে আল্লাহ্ পাছে তুমি, তবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে বেঈমান হবে।

২। যদি কেহ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه এবং হযরত ওমর رضي الله عنه সহ যে কোন সাহাবী رضي الله عنه কে গালী দেয়, তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে বেঈমান হবে।

৩। খঞ্জনী, বাঁশী, হারমোনিয়াম ও গ্রামোফোন বাজায়ে কুরআন শরীফ পাঠ করলে বা জিকির করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে বেঈমান হবে।

৪। কোন পশু-পাখীর ডাক শুনে কেহ যদি এই বিশ্বাসে বলে মানুষ মারা যাবে। তবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে বেঈমান হবে।

৫। যে ব্যক্তি তুচ্ছ মনে করে কোন সুন্নতকে সর্বদা ছেড়ে দেয় কিংবা ঘৃনা বশতঃ উহা ত্যাগ করে তবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে বেঈমান হবে।

৬। যদি কেহ বলে এ যামানায় যতক্ষণ বিশ্বাস ঘাতকতা না করি বা মিথ্যা কথা না বলি ততক্ষণ একদিনও চলতে পারবনা। কিংবা বলে যদি তুমি বেচা কেনা, কাজ-কারবারে মিথ্যা না বল তবে রুটি বা খোরাক জুটবে না। তবে সে কাফের হবে।

৭। রমদ্বান মাসে যদি কেহ ঐ মাসকে লক্ষ্য করে বলে কি মুসিবত, কি বিপদ আমাদের মাথার উপর চাপল, তবে সে কাফের হবে।

৮। যদি কেহ ঠাট্টা-বিদ্রুপ, কৌতুক বা অবজ্ঞাভরেও মুখ হতে কুফরী কালাম বের করে, তবে সে কাফের হবে।

৯। যদি কেউ বিবির সঙ্গে ঝগড়ায় অপারগ হয়ে বলে, আমি কেমন করে তোমার সঙ্গে পারব আল্লাহ তায়া'লাই মেয়ে লোকদের সঙ্গে পারেন না, নাউযুবিল্লাহ! সে কাফের হবে।

১০। যদি কেউ হারাম জিনিষ খাবার পূর্বে বিস্মিল্লাহ বলে অথবা হরিবন কাব্য যেমন- জুয়া, মদ, সুদ, ঘুষ, জেনা, চুরি, ডাকাতি, ছবি, ভিডিও টিভি, গান-বাজনা ইত্যাদি কাজ বিসমিল্লাহ, কুরআন-হাদীস, ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদি দ্বারা বা মিশ্রণে শুরু করে তাহলে আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় কাজ হওয়ার কারণে তাঁর সহিত উপহাস প্রমাণিত হওয়ায় সে কাফের হবে। (সুরা বাকারা ৪২ আয়াত, আলে ইমরান ৮৫ আয়াত)

Scanned with CamScanner

১১। গণকের কথা বিশ্বাস করলে সে কাফের হবে।

১২। ছবি, ভিডিও টিভি, মহিলাদের ভিতরে স্যাটেলাইট টিভি, গান-বাজনা, সিনেমা, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, জেনা ব্যভিচার এক কথায় কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফ যা হারাম করেছে তা হালাল বা যা কিছু কুরআন, হাদীস শরীফ হালাল বা জায়েজ করেছে তা হারাম বললে আল্লাহ্ পাককে অস্বীকার করার কারণে সে কাফের হয়ে যাবে। (শরহে আক্বঈদে নছফী, ফিকহে আকবর, আক্বঈদে দেওবন্দ, দারেমী, দারে কুতনী সহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

কতিপয় অমূল্যবাণী

১। **৮টি অভ্যাস আল্লাহ পাকের নিকট অতীব ঘৃণ্যঃ** (ক) ধনীর কৃপণতা। (খ) দরিদ্রের অহংকার। (গ) মেয়েদের লজ্জাহীনতা। (ঘ) বৃদ্ধলোকের জেনা করা ও সংসারাসক্তি। (ঙ) যুবকের অলসতা (চ) বাদশার অত্যাচার। (ছ) সাধুর অহংকার। (জ) নামাজীর লোক দেখানো নামাজ

২। **৪টি অভ্যাস অবলম্বন করলে মৃত্যু ছাড়া কোন রোগ আক্রমণ করবে নাঃ** (ক) সর্বদা নিয়মিত মধু সেবন করা ও কালোজিরা খাওয়া। (খ) সর্বদা নিয়মিত নামাজ পড়া। (গ) দুনিয়ার দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা হতে মনকে মুক্ত রাখা। (ঘ) সর্বপ্রকার জেনা বর্জন করা। (ঙ) ফজরের সুন্নতের পূর্বে ৪১ বার সুরা ফাতিহা পাঠ করা

৩। **তিনটি বিষয় দুঃখকে বিদুরিত করেঃ** (ক) আল্লাহর যিকির করা (খ) তাঁর অলীদের সাথে সাক্ষাৎ করা (গ) সুন্নাতের পায়রবী করা।

৪। **পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে মুল্যবান মনে করঃ** (ক) নিজের যৌবনকে বৃদ্ধ হবার আগে (খ) নিজের স্বাস্থ্যবান অবস্থায় রুগ্ন হবার আগে (গ) নিজের ধন-দৌলতকে গরীব হবার আগে (ঘ) হায়াতকে মৃত্যুর আগে (ঙ) কাজে ব্যস্ত হবার আগে নিজের অবসর সময়কে। (মুসলিম, মিশকাত, মিরকাতসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

ছহীহ্ বুখারী শরীফের শেষ হাদিস

হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, দু'টি বাক্য এমন, যা দয়ালু আল্লার নিকট অধিক প্রিয়, মিযানের পাল্লায় অধিক ভারী এবং মুখে উচ্চারণ করতে খুবই সহজ। যথাঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ —

উচ্চরণঃ সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আজীম।

ফজিলতঃ এই কালামদ্বয় একবার মুখে উচ্চারণ করলে আসমান জমিনের ফাঁকা জায়গা নেকীতে পূর্ণ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ্!

Scanned with CamScanner

মুনাজাত

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ–

উচ্চারণঃ রব্বানা যলামনা আংফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়াতার হামনা লানা কুনান্না মিনাল খ-সিরীন।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ–

উচ্চারণঃ রব্বানা লা-তুযিগ ক্বুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুংকা রহ্মাতান ইন্নাকা আংতাল ওয়াহ্হাব।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

উচ্চরণঃ রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আ'যাবান্নার।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِاَحْبَابِنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ مُّجِيْبُ الدَّعْوَاتِ–

উচ্চারণঃ আল্লহুম্মাগ ফিরলানা ওয়ালি ওয়ালি দাইয়্যিনা ওয়ালি আহ্বাবিনা ওয়ালি জামিয়িল মু'মিনিনা ওয়াল মু'মিনাতি ইন্নাকা সামিউম মুজিবুদ দা'ওয়াতি।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا–

উচ্চারণঃ রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানী ছগীরা।

দরুদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

উচ্চারণঃ আল্লহুম্মা ছল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিম মা'দানিল জুদি ওয়াল কারামি ওয়া আলিহী ও সাল্লিম। মুনাজাতের পূর্বে ও উক্ত দরুদ শরীফ পড়তে হবে। কারণ হাদীস শরীফে এসেছে সেই দোয়া আসমান জমিনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। ------ যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়ার সামনে পিছনে দরুদ শরীফ পাঠ করা না হয়। (মুসলিম, তিরমিযী সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

Scanned with CamScanner

হাত তুলে মুনাজাত সুন্নত হিসাবে একশত শহীদের মর্যাদা তার সংক্ষিপ্ত দলীল সমূহ:

এক নজরে হাত তুলে মুনাজাতের অকাট্য দলীলসমূহ দেখে নিন :

(১) সুরা বাক্বারা-১৮৬ নং আয়াত। (২) সুরা মু'মিন ৬০ নং আয়াত "ওয়াদউউনী আসতাজিব লাকুম" অর্থ- তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। এখানে হাত তুলে ডাকা ঐভাবে প্রতিষ্ঠিত হিসাবে প্রমাণিত হয়- যেভাবে সুরা বাক্বারায় আল্লাহ্ পাক বলেছেন- "কুলূ ওয়াশরাবু" তোমরা খাও এবং পান কর।" এখানে আল্লাহ্ পাক ডান হাত দিয়ে তুলে মুখ দিয়ে খাও- এ কথা বলেন নি তার পরে ও নির্বোধ জ্ঞানহীন চতুষ্পদ জন্তু তথা গরু, ছাগল সরাসরি মুখ লাগিয়ে দিয়ে খায় এবং পান করে? আর জ্ঞানী মানুষ ডান হাত দিয়ে তুলে মুখ দিয়ে খেয়ে ও পান করে থাকেন। যদিও কুরআন শরীফে শুধু খাও ও পান কর শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ পাক বলেছেন "আমাকে ডাক" কথাটি হাদীস শরীফ এবং জ্ঞানের মাধ্যমে হাত তুলে আল্লাহ্ পাককে ডাকার পর হাত দিয়ে মুখ মছেহের মধ্য দিয়ে দোয়া শেষ করতে হয়। উপরোক্ত আয়াত দুটি খন্ডন করার জন্য মুনাজাত বিরোধীরা পারবে কি একটি আয়াত পেশ করতে? যার অর্থ "তোমরা আমাকে ডেকনা তথা মুনাজাত করো না।" কারণ কুরআন শরীফের আয়াতকে নাছেখ আয়াত দিয়েই খন্ডন করতে হবে। মুখের কথা দিয়ে নয়। মুনাজাতের এমন আয়াত থাকার পরেও মুনাজাতের বিরোধীতা করার অর্থই হচ্ছে পবিত্র কুরআন অস্বীকার করা যা প্রকাশ্য বেঈমানী বা কুফরী।

(৩) তিরমিযী শরীফ (৪) মিছবাহুল লুগাত (৫) শরহে মুসলিম (৬) লুমআত (৭) মিশকাত (৮) আশয়াতুল লুমআত (৯) মুযাহিরে হক্ব (১০) আল বাইয়্যিনাত (১১) আল ইহসান (১২) মুছনাদে আব্দুর রাজ্জাক (১৩) মুস্তাদরিকে হাকিম (১৪) কিতাব আল আছার (১৫) মুসনাদি আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লহি আলাইহি (১৬) ফিকহে আকবর (১৭) মিরকাত ১/১৮৯ পৃঃ (১৮) কবিরী ১/২৫১ (১৯) আনওয়ারে কুদসিইয়াহ্ (২০) ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন ২/২৬ পৃঃ (২১) ফতহুল মুলহীম ২/৪০৭ পৃঃ (২২) মুজাহিরে হক ১/৭০ পৃঃ (২৩) মুসলিম শরীফ (২৪) শরহে বুখারী ফতহুল মুবিন (২৫) হাশিয়ায়ে মিশকাত (২৬) ফতওয়ায়ে শামী (২৭) ইশবাউল কালাম (২৮) আছমাউল লুগাত (২৯) হুসনুল মাকাছেদ (৩০) ফতহুল ক্বাদীর (৩১) মুছান্নিফ ইবনি আবি শায়বাহ্ (৩২) আল মওজুআতুল কবির (৩৩) তাদরীবুর রাবী ১/২৯৯ পৃঃ, (৩৪) ইলাউস সুনান ১/৫৯ পৃঃ (৩৫) মিশকাত ১/৩০ পৃঃ, (৩৬) নূরুল আনওয়ার (৩৭) সুরা আরাফ-৩ (৩৮) সুরা আরাফ-১৫৭ (৩৯) সুরা হাশর-৭ (৪০) আবু দাউদ (৪১) বজলুল মাজহুদ (৪২) শরহিল মানার (৪৩) মানার (৪৪) সুরা নিছা-১১৫ (৪৫) ইবনুছ ছালাহ (৪৬) সুরা হাশর-২ (৪৭) সুরা বাকারা-১৪৩ (৪৮) তাফসীরে আহমদী (৪৯) সুরা আলে ইমরান-১১০ ১৫৯ (৫০) সুরা শুরা-৩৮ (৫১) ইবনে মাযাহ-৩৯৫০ (৫২) মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১/১৭৮ (৫৩) মুসলিম ২/১২৮ (৫৪) তিরমিযী-২১৬৭ (৫৫) আররি সালাহ্ ১/৪৭১, (৫৬) আহকামুল কুরআন ১/২৮১ (৫৭) সুনানুদ দারিমী ১/৫৮, (৫৮) ত্বহাবী শরীফ ১/৩৬ (৫৯) তাফসীরুল কুরআন ১/৫৫৫ পৃঃ (৬০) তাফ: রুহুল বয়ান (৬১) তাফ: মাযহারী (৬২) তাফ: আবু সাউদ (৬৩) তাফ: কবীর (৬৪) তাফ: ইবনে

Scanned with CamScanner

আব্বাস ﷺ (৬৫) তাফ: মাদারিক (৬৬) তাফ: মায়ানিউত তানযীল (৬৭) তাফ: কুরতুবি (৬৮) তাফ: খাযেন (৬৯) তাফ: দুররে মানছুর (৭০) তাফ: কাশশাফ (৭১) তাফ: বায়জাবী (৭২) তাফ: বাগবী (৭৩) বুখারী-৭৩১৫ (৭৪) ত্বাবক্বাতে ইবনে সাদ ৩/১৩৬ (৭৫) দারিমী (৭৬) সহীহ বুখারী ৮/৬৩৯-৬৪০ (৭৭) বুখারী ৮/৭২০ (৭৮) উমদাতুল ক্বারী (৭৯) ফয়জুল বারী (৮০) ফতহুল বারী (৮১) আবু দাউদ ২/১৯৪ (৮২) ইরশাদুশ শারী (৮৩) আইনী (৮৪) তাফ: আবি সাউদ ৮/১০৮ (৮৫) তাফ: আবি সাউদ ৩/৩১৯ (৮৬) সুরা নিছা-৫৯ (৮৭) আল ইশফাক আলাল আহকাম (৮৮) আকাইদে নছফী (৮৯) জামিউর রুমুজ (৯০) ফতওয়ায়ে আলমগিরী (৯১) মিশকাত ১/১৬৮ (৯২) বুখারী ২/৯৬৩ পৃঃ (৯৩) কিতাবুল আযকার ১/৮ (৯৪) সুরা বাক্বারা-১১১ (৯৫) সুরা নমল-৬৪ (৯৬) সুরা বণী ইসরাঈল-৭১ (৯৭) সুরা তওবা-১১৯ (৯৮) সুরা নিছা-৬৯ (৯৯) সিহামুল ইছাবাহ্ (১০০) ইবনে আসাকীর (১০১) ইলাউস সুনান (১০২) ইবনে মাজাহ্ (১০৩) তাফ: আজিজী (১০৪) তাফ: মায়ারিফুস সুনান (১০৫) তিরমিযী ২/৪৭ (১০৬) বায়হাকী (১০৭) কাজী খান ১/৫০৭ (১০৮) রুদ্দুল মুহতার ১/৭৪ (১০৯) আহসানুল ফাতওয়া ৩ খন্ড/৫৭ পৃঃ (১১০) মিশকাত ১/১৯৫ পৃঃ (১১১) বুখারী ২/৯৩৮ (১১২) বুখারী ১/১৬১ (১১৩) তাইসিরুল বারী ৮/২৩২ (১১৪) ফতহুল বারী (১১৫) তাইসিরুল বারী ২/৯৮ (১১৬) মুছান্নিফ ইবনি আবি শায়বাহ্ ২/৪৮৬ (১১৭) মিশকাত ১/১৩১ (১১৮) তুহফাতুল আহ ওয়াযী ১/১২৮ (১১৯) মুসলিম ১/২৯৩ (১২০) নাসঈ ১ম খন্ড/২২৪ পৃঃ (১২১) আবু দাউদ ১/১৭২ (১২২) দায়লামী ১/২২৫ (১২৩) তানজিয়াতুশ শরীয়ত ২/৩১৬ (১২৪) মিশকাত ১/২১৯ (১২৫) মিশকাত ১ খ./১৯৬ (১২৬) তানজিমুল আশতাত ১ খ./৩১৮ (১২৭) মুছান্নাফ ২/৪৮৬ (১২৮) আবি শায়বাহ্ ২/৪৮৬ (১২৯) মিশকাত ১-১৯৫ (১৩০) মিশকাত ১/১৯৬ (১৩১) অন্য হাদীস মিশকাত ১/১৯৬ (১৩২) উমরের ছেলের বর্ণনা মিশকাত ১/১৯৬ (১৩৩) হাশিয়ায়ে মিশকাত ১/১৯৬ (১৩৪) উমদাতুল ক্বারী ৬/২৩৮ (১৩৫) তালিকুছ ছবীহ্ ৩/৫৩ (১৩৬) তালিকুছ ছবীহ্ ৩/৫৬ (১৩৭) আশআতুল লুমআত ২/১৭৬ (১৩৮) তানজিমুল আশতাত ৩/১৪৫ (১৩৯) মুজাহিরে হক্ব ২/২৪৩ (১৪০) মুজাহিরে হক্ব ২/২২৫পৃঃ (১৪১) রুদ্দুল মুহতার ১/৪৭৪ (১৪২) শরহুল হাছীন (১৪৩) রেসালাহ্ ১/৪ (১৪৪) লাওয়াকিহুল আনওয়ার ১/৭২৯ (১৪৫) মিরকাতুল মাছাবীহ্ ৫/৪৭ (১৪৬) তিবরানী (১৪৭) আল আওসাত (১৪৮) মাজমাউয যাওয়ায়িদ (১৪৯) মিশকাত ১/১৯৬ (১৫০) মিশকাত ১/১৯৫ (১৫১) তাইসিরুল বারী ১/২৩৩ (১৫২) মিশকাত এর অন্যান্য হাদীসসমূহ (১৫৩) তাইসিরুল বারী শরহে বুখারী ১/২৩৩ (১৫৪) অন্য বর্ণনার আবু দাউদ (১৫৫) মিরকাত শরহে মিশকাত অন্য বর্ণনা (১৫৬) অন্য বর্ণনায় আবু দাউদ (১৫৭) কিতাবুল আযকার (১৫৮) অন্য বর্ণনা দুররুল মুখতার (১৫৮) হিসনে হাসীন (১৬০) দারুল উলুম দেওবন্দ ২ খ./১৯৯।

অনুরূপ ৫০০টি দলীল হাত তুলে মুনাজাতের পক্ষে রয়েছে কলেবর বেড়ে যাবে বলে সংক্ষেপ করা হলো।

Scanned with CamScanner

সূরা ফাতিহার খাস আমল

অসংখ্য মশহুর কিতাবের সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, ফজরের সুন্নত এবং ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এই সূরা বিসমিল্লাহ্‌র সহিত ৪১ বার পাঠ করে আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন প্রার্থনা করা হলে তাহা অবশ্যই মঞ্জুর হবে। এভাবে আমলকারী গরিব হলে ধনী হবে, ঋণী থাকলে ঋণ মুক্ত হবে, দূর্বল থাকলে সবল হবে, সকলের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হবে এবং শত্রু ভীত হবে। চল্লিশ দিন একাধারে এই আমল করা হলে নিঃসন্তান দম্পত্তি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তান লাভ করবে। দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গলের জন্য এই আমলটির প্রচলন রাখা আবশ্যক। এই আমল যতদিন করা হবে ততদিন আমলকারী আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ হেফাযতে থাকবে।

"বিসমিল্লাহ্‌র সহিত নিম্নরূপে সূরাটি মিলিয়ে পাঠ করবে-'বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহীমিলহামদু লিল্লাহি রব্বীল আলামীন.........।

১। সূরা ফাতিহা এভাবে মিলিয়ে পাঠ করলে আল্লাহ্ পাকের "রহমান ও রহিম" নামের সঙ্গে তার প্রশংসা সূচক 'হামদ' শব্দটিও যোগ হয় বিধায় এর ফযীলত বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

২। সহীহ্ হাদীস শরীফে রয়েছে যে, এই সূরার আমলের মাধ্যমে সাপের বিষ বিনষ্ট হয়, মৃগীরোগ ভাল হয়। বহুমূত্র, বাত, যক্ষ্মা ইত্যাদি কঠিন রোগ ভাল হয়। ইহা ছাড়া মনের নেক বাসনা পূর্ণ হয় এবং রুযী বৃদ্ধি পায়।

৩। এই সূরা 'বিসমিল্লাহ্'র সহিত মিলিয়ে ৪১ বার পাঠ করে প্লেগ বা কলেরা রোগীর শরীরে ফুঁক দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৪। এই সূরা বিসমিল্লাহ্‌র সহিত ৪১ বার পাঠ করে রোগীর মুখে ফুঁক দিলে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় রোগী আরোগ্য প্রাপ্ত হবে।

৫। কোন নেক মনের বাসনা বা সৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ফজরের নামাযের পর ১২৫ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করলে মনের বাসনা পূরণ হয়ে থাকে।

৬। হযরত ইমাম জাফর সাদেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, সূরা ফাতিহা বিসমিল্লাহ্‌র সহিত ৪০ বার পাঠ করে প্রত্যেকবার পানিতে ফুঁক দিয়ে জ্বরের রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় জ্বর ভাল হয়ে থাকে।

৭। প্রত্যহ শেষ রাতে কেহ এই সূরা ৪১ বার পাঠ করলে জীবনে তাড়াতাড়ি উন্নতি করা যায় এবং মনের নেক মকসূদ পূর্ণ হয়।

৮। ফজরের নামাজের পর প্রত্যহ একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত এই সুরা ৩১৩ বার পাঠ করলে যে কোন কঠিন কাজও সহজ হয়।

Scanned with CamScanner

৯। বিসমিল্লাহ্‌র সহিত সূরা ফাতিহা প্রতি ফরজ নামাযের পর ৭বার পাঠ করা হলে আল্লাহ্ পাক তাঁর জন্য রহমতের দরজা উম্মুক্ত করে দেন এবং ১০০ বার পাঠ করা হলে খুব তাড়াতাড়ি মনের বাসনা পূরণ হয়।

১০। এই সূরা লিখে এভাবে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আয়াতটি ৭বার লিখে পানিতে ধুয়ে যে সকল বৃক্ষে ফল হয় না সেই সকল বৃক্ষের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া হলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ফল হবে।

১১। প্রসিদ্ধ কিতাবের ও ছহীহ্ হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায় যে, হযরত আলী رضي الله عنه মনের বাসনা পূর্ণ হবার নিমিত্ত সূরা ফাতিহা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ১০০ বার পাঠ করার জন্য নছিহত করেছেন।

ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লহি আলাইহি নির্জনে ১০০ বার পাঠ করার জন্য বলেছেন। হযরত কুতুব শাহাব উদ্দীন রহমতুল্লহি আলাইহি স্বপ্নযোগে হুজুর ﷺ উনার নিকট হতে মনের কামনা-বাসনা পূরণের নিমিত্ত ১০০০ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

রুযী বৃদ্ধির উৎকৃষ্ট আমল

১। মশহুর কিতাবে ও ছহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ সহকারে ফজরের নামাযের পরে ত্রিশ বার, যোহরের নামাযের পর পঁচিশবার, আসরের নামাযের পর বিশ বার, মাগরীব নামাযের পর পনের বার এবং এশার নামাযান্তে দশ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করবে তার সম্মান এবং রুযী বৃদ্ধি পাবে। প্রার্থনা মঞ্জুর হবে এবং মনের আশা পূরণ হবে।

২। এক সপ্তাহ যাবত বিসমিল্লাহ্‌র সহিত প্রতি চন্দ্রমাসের প্রথম রোববার হতে সত্তর বার পাঠ করে, সোমবার ষাট বার এবং মঙ্গলবার পঞ্চাশ বার, বুধবার চল্লিশবার, বৃহস্পতিবার ত্রিশ বার, শুক্রবার বিশ বার, শনিবার দশ বার পাঠ করলে রুযী রোযগার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। প্রত্যহ চন্দ্র উদয়ের পর পাঠ করবে। কোন দিন পাঠ করায় বিরতি দেয়া যাবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় খুব তাড়াতাড়ি আমলের ফলাফল প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

৩। প্রত্যহ ফজরের সুন্নতের পর বিসমিল্লাহ্‌র সহিত ৪১ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করা হলে সকল প্রকার রোগের আক্রমণ হতে নিরাপত্তা লাভ করা যায় এবং স্বাস্থ্য অটুট থাকে। (বুখারী মুসলিম শরিফ সহ অসংখ্য কিতাব)

৪। শয়নকালে সূরা ফাতিহা, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাছ তিনবার করে পাঠ করলে সারা রাত আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে থাকা যায়।

Scanned with CamScanner

৫। যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর সূরা ফাতিহা একশত পঁচিশবার পাঠ করবে, ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই তার উদ্দেশ্য সফল হবে।

৬। একশত একুশ বার কারারুদ্ধ ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে হাত কড়া এবং পায়ের বেড়ির উপর ফুঁক দিলে যাত্রা পথের বিপদাপদ হতে আল্লাহ্ পাক হেফাযত করবেন। এবং অতি শীঘ্রয়ই মুক্তি পাবে।

৮। ৪১ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে কোন চোখের রোগী অথবা দাঁতের রোগীর শরীরে ফুঁক দিলে তা ভাল হবে এবং যাত্রা পথের বিপদাপদ হতে আল্লাহ্ পাক হেফাযত করবেন।

সূরা ফাতিহার ফযীলতের বিশেষ বিবরণ

মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসার সহিত সূরা ফাতেহা শুরু হয়েছে। এই সূরার মধ্যে আল্লাহ্ পাকের দয়া সূচক 'রহমান' এবং 'রহিম' নাম দুটিও বিদ্যমান। এ কারণে সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের স্মরণ করা হয়। সরল পথ মানে ভাল কাজ করার পথ। ভাল পথে চলার পথ, আল্লাহ্ পাককে চেনার পথ, অভাবহীনের পথ, নিশ্চিন্তার পথ, শান্তির পথ ইত্যাদি বুঝায়। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা শক্তি এবং প্রার্থনা-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এই কারণেই এই সূরার আমলের মাধ্যমে নানাবিধ ফযীলত অর্জিত হয়ে থাকে।

নামাজের ফজিলত :

ঈমানের বর্ণনাকালে মহান আল্লাহ পাকের পাক কালামের একটি আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাই পনুরায় এখানে বলিতেছি-

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ..............

উচ্চারণ- ওয়াল্লাযিনা ইউ'মিনুনা বিল গইবি ওয়া ইউক্বিমুনাছ ছলাত।......।

অর্থাৎ- যে সমস্ত লোক না দেখিয়াও আল্লাহতায়ালার প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং নামাজ কায়েম করিয়াছে (এই কোরান তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিবে।

(পবিত্র সূরা বাক্বারা আয়াত শরীফ-৩)

মহান আল্লাহ্তায়ালা কোরআন শরীফের অন্যত্র বলিয়াছেন :-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۞

উচ্চারণ-ক্বাদ আফলাহাল মুমিনুনাল-লাযিনা-হুম ফিই ছলাতিহিম খশিউন।

অর্থ- যে সমস্ত ঈমানদারগণ ভয় ও নম্রতার সহিত নামাজ আদায় করিয়া থাকে, তাহারাই মুক্তি পাইবে ও সফলকাম হইবেই হইবে।

(১৮ পারা-পবিত্র সূরা মুমিনুন- আয়াতশরীফ-১,২)

Scanned with CamScanner

আমাদের অস্তিমের কাণ্ডারী নূরনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলিয়াছেন :-

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ - مَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ—

উচ্চারণ : আছ্-ছলাতু, ইমাদুদ্দিন, মান আক্বামাহা ফাকাদ আক্বামাদ্দিন, ওয়ামান তারাকাহা ফাক্বাদ হাদামাদ্দিন।

অর্থ : নামাজ ধর্মের খুঁটি, যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে, সে ইসলামকে বাঁচাইয়া রাখে, আর যে ব্যক্তি নামাজ ছাড়িয়া দেয়, সে ইসলামকেই ধ্বংস করিয়া দেয়। (মুসলিম শরীফ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ। জানিয়া রাখুন যে, হযরত আদম عليه السلام হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পয়গম্বর পর্যন্ত যত পয়গম্বর পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের উম্মতের উপর নামাজ পড়া ফরজ ছিল। কাহারও উপর দশ ওয়াক্ত ক্বাহারও উপর ৩০ ওয়াক্ত, কাহারও উপর ৪০ ওয়াক্ত এবং কাহারও উপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিল। আমাদের শেষ নবী ﷺ যখন মে'রাজ শরীফে গমন করিয়াছিলেন, তখন প্রথমে মহান আল্লাহপাক ৫০ ওয়াক্ত নামাজেরই আদেশ করিয়াছিলেন, পরে হযরত নবী করিম ﷺ উনার মহব্বতে উহা কমাইয়া ৫ ওয়াক্ত করিয়া দেন। তবে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিবে তাহাকে আপনার মহব্বতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার ছওয়াব দান করা হইবে।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا—(পবিত্র আল কুরআন)

আমাদের নবী করিম ﷺ- কে মহান আল্লাহতায়ালা দোস্ত বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যখন তিনি মে'রাজ শরীফে গিয়াছিলেন তখন মহান আল্লাহ তায়া'লা বলিয়াছিলেন যে, হে আমার প্রিয় দোস্ত। দুনিয়াতে নিয়ম আছে, কেহ কোন দোস্তে র সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে কোন একটা বস্তু উপহার স্বরূপ লইয়া যায়। আপনি আমার জন্য কিবস্তু উপহার আনিয়াছেন? তদুত্তরে হযরত নবী করিম ﷺ বলিয়াছিলেন যে, হে আমার মা'আবুদ! আমার এমন কি আছে, যাহা আপনাকে উপহার দিতে পারি। তবে এমন একটি বস্তু আপনাকে উপহার দিতেছি, যাহা

Scanned with CamScanner

ইতিপূর্বে কেহ আপনাকে দেয় নাই; আমার পাপী উম্মতগণের পাপরাশিই আপনাকে উপহার দিলাম। ইহাতে মহান আল্লাহ তায়া'লা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, হে আমার প্রিয় দোস্ত। আপনার দেওয়া উপহার আমি সানন্দে গ্রহণ করিলাম। আর আমিও আপনাকে এবং আপনার উম্মতদিগকে একটি উপহার দিতেছি, তাহা এই যে, আপনাকে ও আপনার প্রত্যেক উম্মতকে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও বৎসরে ১ মাস রোজা পালন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি আমার দেওয়া এই উপহারের প্রতি অবহেলা না করিয়া সযত্নে গ্রহণ করিবে, আমি তাহার যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিব। এবং দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে জান্নাত দান করিব। সুবনাহাল্লাহ। (মুসনাদ, মুছান্নাফ, হাকিমসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন! নামাজ আমাদের জন্য মহান আল্লাহ-তায়ালার দেওয়া একটি উপহার। যে ব্যক্তি এই উপহারের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে, সে কখনও মহান আল্লাহর বান্দা নামেরও যোগ্য নহে। কেননা, কোন ব্যক্তি যদি আপন দোস্তের দেওয়া কোন জিনিস ঘৃণা করিয়া বা অবহেলা করিয়া গ্রহণ না করে, তা'হইলে সে ব্যক্তি তাহার সহিত দোস্তী মহব্বতের কোন দাবী করিতে পারে না।

যাহা হউক, মহান আল্লাহ তায়া'লা নামাজের ফজিলত সম্বন্ধে তাহার পাক কালামে বলিয়াছেন :-

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ـ اُوْلٰئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۞ اُولٰئِكَ هُمُ الخ..

উচ্চারণ : ওয়াল্লাযিনা হুম আ'লা ছলাতিহিম ইউহাফিজুনা উলাইকা ফি জান্নাতিম মুকরামুন।

অর্থ : যে সমস্ত লোক সযত্নে নামাজ আদায় করিবে, তাহারাই বেহেস্তে যাইয়া অশেষ সম্মানের অধিকারী হইবে। এবং তাহারা চিরস্থায়ী ভাবে জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা হইবে। (পবিত্র সূরা মুমিনুন-আয়াতশরীফ-৯-১১)

হযরত নবী করিম ﷺ বলিয়াছেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, তোমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদীর ন্যায়। তোমরা যদি প্রত্যহ পাঁচবার ঐ নদীতে গোছল কর, তবে যেমন তোমাদের শরীরে কোন ময়লা থাকিতে পারে না, তেমনি যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়িবে, কোন প্রকার পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। (মুসলিমসহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব) তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি নিয়মিতভাবে অজু করিয়া ভয় মিশ্রিত ভক্তির

Scanned with CamScanner

সহিত নামাজ পড়িবে, তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা দোজখের অগ্নি হারাম করিয়া দিবেন। কিয়ামতের দিন সেই নামাজই তাহাকে দোজখ হইতে রক্ষা করিবে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঈমান শর্ত। (সমূহ সহীহ্ হাদীস শরীফ), তিনি আরও একটি হাদীছ শরীফে বলিয়াছেন যে, নামাজ পড়িবার সময়ে মৃত্তিকার উপর সিজদা করিবার কালে তোমাদের কপালে যদি ধুলা-মাটি লাগিয়া যায়, তবে উহা মুছিয়া ফেলিও না। কেননা, ঐ ধূলা-মাটি যতক্ষণ তোমাদের কপালে থাকিবে, ততক্ষণ তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হইতে থাকিবে। (সমূহ সহীহ্ হাদীস শরীফ)

এক বর্ণনায় ছহীহ্ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে যে, হযরত আদম عليه السلام উনার উপর ফজরের নামাজ, হযরত দাউদ عليه السلام মতান্তরে হযরত ইবরাহীম عليه السلام -উনার উপর জোহরের নামাজ, হযরত ছোলাইমান عليه السلام মতান্তরে হযরত ইউনুস عليه السلام উনার উপর আছরের নামাজ, হযরত ইয়াকুব عليه السلام মতান্তরে হযরত আইয়ুব عليه السلام-উনার উপর মাগরিবের নামজ এবং হযরত ইউনুছ عليه السلام মতান্তরে হযরত মুছা عليه السلام উনার উপর অর্থাৎ উনাদের উম্মতদের উপর এশার নামাজ ফরজ ছিল। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত আদায় করিবে, সে উপরোক্ত পগয়ম্বরদের উম্মতের সমতুল্য ছওয়াব লাভ করিবে।

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা رضي الله عنها বলিয়াছেন যে, এক সময়ে হযরত নবী করিম ﷺ আমার সহিত কথোপকথন করিতে ছিলেন, এমন সময়ে নামাজের ওয়াক্ত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার শরীরের রং ও মুখের চেহারা পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাঁহার হাবভাব দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল যে, তিনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। আমি হুজুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, ও আয়েশা رضي الله عنها, ইহা মহান আল্লাহ পাকের আদেশ প্রতিপালনের সময়, এ সময়ে প্রত্যেকের অকারণে ভয় হওয়া আবশ্যক। (দারেমী, দারে কুতনীসহ্ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

হযরত নবী করিম ﷺ বলিয়াছেন যে, যখন কোন বান্দা ওজু করিয়া জায়নামাজে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ্ তায়া'লা একজন ফেরেস্তাকে পাঠাইয়া তাহাকে বলিয়া দেন যে, আমার অমুক বান্দা নামাজ পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার শরীরে পূর্বের পাপরাশি সঞ্চিত আছে। নাপাক পদার্থ সঙ্গে লইয়া নামাজ পড়িলে তাহার নামাজ শুদ্ধ হইবে না; অতএব, উহার শরীর হইতে সমস্ত পাপরাশি উঠাইয়া তুমি মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া থাক, আর আমার বান্দা নিষ্পাপ অবস্থায়

Scanned with CamScanner

নামাজ আদায় করুক। মহান আল্লাহ্ তায়ালার আদেশানুযায়ী উক্ত ফেরেস্তা তাহার সমস্ত পাপ উঠাইয়া নিজ মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অতঃপর, নামাজ পড়া শেষ হইলে ফেরেস্তাটি বলে যে, ও মহান আল্লাহ্পাক আপনার বান্দার নামাজ পড়া শেষ হইয়াছে, উহার পাপরাশি এখন উহার শরীরে ছাড়িয়ে দেই। তদুত্তরে মহান আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন যে, আমার নাম "রহ্মানুর রাহিম"। আমি বান্দার শরীর হইতে পাপের বোঝা নামাইয়া পুনরায় যদি সেই বোঝা তাহাকে চাপাইয়া দেই, তবে আর আমার ঐ নামের কি সার্থকতা রহিল? এতএব, হে ফেরেস্তা! আমার ঐ বান্দার পাপের বোঝা (জাহান্নাম) দোজখে নিক্ষেপ করিয়া ভষ্ম করিয়া দাও। এখন হইতে এই বান্দা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। সুবহানাল্লহ্। নামাজের কি অসীম ফজিলত।

(তিবরানী, দারেমী শরীফ সহ অনেক সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

অন্য এক বর্ণনা একদিন হযরত নবী করিম ﷺ আপন সাহাবা رضي الله عنهم গণসহ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ইহুদী আসিয়া বলিল যে, হে রসুল ﷺ আপনাকে আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আপনি যদি তাহার সদুত্তর দিতে পারেন তবেই বুঝিব যে, আপনি সত্যই আল্লাহ্র নবী। কেননা, আমি জানি যে, কোন নবী ব্যতীত অন্য কেহই আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইবে না। তখন হযরত নবী করিম ﷺ বলিলেন যে, তোমার প্রশ্ন কি? তদুত্তরে ইহুদী বলিলেন যে, আপনার ও আপনার উম্মতের উপর যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, ইহার নিগূঢ় তত্ব কি? হযরত নবী করিম ﷺ উত্তর করিলেন যে, সূর্য যখন পশ্চিম আকাশের দিকে ঢলিয়া পড়ে, তখন প্রথম আসমানে একদল ফেরেস্তা মহান আল্লাহ্তায়ালার ইবাদতে লিপ্ত হয়, ঐ সময়ে সমস্ত আসমানের দরজা উম্মুক্ত হয় এবং মানুষ ও ফেরেস্তাগণের যাবতীয় ইবাদত মহান আল্লাহ্র দরবারে পৌছিয়া যায়। ইহাই জোহরের সময়। এই সময়ে প্রার্থনা করিলে মহান আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট কবুল হইয়া থাকে, আসরের ওয়াক্তে নামাজের আদেশ হইবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সময়ে নামাজ পড়িলে তাহাকে শয়তান কোনরূপ ধোকা দিতে সক্ষম হইবে না। মাগরিবের ওয়াক্তে হযরত আইয়ুব عليه السلام উনার তওবা উম্মতের জন্য কবুল হইয়াছিল, উক্ত সময়ে নামাজ পড়িয়া বান্দা আল্লাহতায়ালার নিকট যে প্রার্থনা করিবে, তাহাই কবুল হইবে। ইশার ওয়াক্ত এমনি সময়ে যে, আমার পূর্ববর্তী যাবতীয় নবীগণের ও তাহাদের উম্মতগণের উপর ইশার নামাজ ফরজ ছিল, এই নামাজ পড়িলে যাবতীয় পয়গম্বরগণের উপর আদিষ্ট

Scanned with CamScanner

নামাজের ছওয়াব পাওয়া যাইবে। আর ফজরের ওয়াক্তের মর্ম এই যে, যখন সূর্য উদিত হয়, তখন উহা শয়তানের মাথার উপর উদিত হয়, সেই সময়ে কাফের-মুশরিকগণ তাহাদের দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া শয়তানকে সিজদা করিয়া থাকে। খোদাতায়ালা আমাকে ও আমার উম্মতগণকে উহার পূর্বেই নামাজ পড়িতে আদেশ করিয়াছেন, যাহাতে আমরা কাফের-মুশরিকগণের অন্তর্ভূক্ত না হই। ইহা শুনিয়া সেই ইহুদী বলিল যে, বুঝিলাম। আপনি সত্যই আল্লাহর নবী, এই বলিয়া সে সদল-বলে কালেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল। সুবহানাল্লহ্। (কিতাব আল আছার, তাফসীরে আহমদি সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফের কিতাব।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের গুরুত্ব শুনিলেন তো? এখন আশা করি প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অবশ্যাবশ্য আদায় করিবেন। এই মহৎ কাজ করিয়া ঠিক ঈমান আকিদা পোষণ করিয়া জান্নাতি এবং দুনিয়াতে শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করিবেন এই মহৎ উদ্দেশ্যেই পুস্তকটি ছাপানো হলো।

হযরত নবী করিম ﷺ বলিয়াছেন যে, "তুমি যখন নামাজে দাঁড়াইবে, তখন মনে মনে এইরূপ ধারণা করিবে যে, আমি আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি, এবং তাহাকে দেখিতেছি। যদিও আমি তাহাকে দেখিতে না পারি তবে তিনি আমাকে অবশ্যই দেখিতেছেন।" (বুখারী মুসলিম শরীফসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

দেখুন, দুনিয়ার কোন বাদশাহ, আমীর-ওমরাহের বা কোন রাজকর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, আপনি কত আদবের সহিত দাঁড়ান। আর আপনি যখন শাহানশাহ বাদশাহর বাদশাহ্ মহান আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে দাঁড়াইতেছেন, তখন আপনাকে কিরূপ আদব ও নম্রতার সহিত দাঁড়ান উচিত। যখন আপনি নামাজে দাঁড়াইবেন, তখন আরও ধারণা করিয়া লইবেন যে, আমার ডান ও বামদিকে দোজখ ও সম্মুখের দিকে বেহেস্ত অবস্থিত। আর আমি দোজখের উপরস্থিত পুলছিরাতের উপর দাঁড়াইয়াছি। একটুকু অসাবধান বা অন্যমনস্ক হইলে পুলছিরাতের উপর হইতে দোজখের মধ্যে পতিত হইব। যদি এইরূপ ভয়, ভক্তি ও সাবধানতার সহিত নামাজ পড়িতে পারেন, তবে আপনার নামাজ আউলিয়া লোকের নামাজের সমতুল্য বলিয়া গণ্য হইবে। (তাফসীরে আহমদীসহ অসংখ্য তাফসীরের কিতাব)

Scanned with CamScanner

নামাজের সময় হইলে, হযরত আলীর ﷺ রং ও চেহারার পরিবর্তন হইয়া যাইত, তাঁহাকে সহজে চেনা যাইত না। কতিপয় লোক হযরত আলী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হুজুর! নামাজের সময়ে আপনার চেহারা এরূপ হবার কারণ কি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে দায়িত্ব আপনাদের উপর অর্পিত হইয়াছে (নামাজ) তাহা পালন করিতে আসমান, জমিন, পর্বত ও সমুদ্র স্বীকার করে নাই, অবশেষে মানুষের উপর ইহা অর্পণ করা হইয়াছে। অতএব, বুঝিয়া দেখুন যে, ইহা কত কঠিন দায়িত্ব পালনের সময় এসময়ে সকলেরই মনে অত্যন্ত ভয় হওয়া উচিত। (দারেমী, দারে কুতনীসহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

কোন এক সময়ে যুদ্ধে হযরত আলী ﷺ উনার পায়ে একটি তীর বিদ্ধ হইয়াছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মহাবীর হযরত আলী ﷺ ছুটাছুটি করিতেছিলেন; অনেক চেষ্টা করিয়াও পা হইতে উক্ত তীরটি বাহির করা যাইতেছিল না অবশেষে নামাজের সময়ে তিনি নামাজের নিয়ত করিলে হযরত নবী করিম ﷺ উনার ইঙ্গিতে কতিপয় সাহাবা ﷺ সজোরে টানিয়া তীরটি বাহির করিয়া ফেলিলেন। রক্তে জায়নামাজ ভিজিয়া গেল কিন্তু হযরত আলী ﷺ ইহার বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিলেন না। নামাজান্তে জায়নামাজে রক্ত দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, এখানে এত রক্ত কিসের? প্রিয় পাঠকগণ! চিন্তা করিয়া দেখুন, তিনি কেমন তম্ময় হইয়া নামাজ পড়িতেন। ফলতঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের নামাজ এইরূপই হইয়া থাকে। নামাজের ফজিলত সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম, এখন না পড়িলে কিরূপ আজাব হইবে তাহাও কিছু শ্রবণ করুন।

বেনামাজীর শাস্তি

আল্লাহ তায়া'লা তাঁহার পাক কালাম, কোরআন শরীফে বলিয়াছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ—

উচ্চারণ :- ফাওয়াইলুল-লিল মুছল্লী-নাল লাযিনাহুম আংছলাতিহিম ছাহুন আল্লাযিনা হুম ইউরায়ুন। (পবিত্র সূরা মাউন আয়াত শরীফ-৪-৬)

অর্থ- যে সমস্ত লোক নামাজ পড়িতে আলস্য করে; তাহাদের জন্য অয়েল নামক দোজখ নির্দিষ্ট আছে ও তাহাদের জন্য অভিস্পাত এবং যাহারা লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে।

Scanned with CamScanner

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ . اُوْلٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ . اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ .

হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাহান্নাম তথা দোযখের মধ্যে একটি বিরাট গর্ত আছে, তাহার নাম "অয়েল।" উহা এতই কঠিন আজাবে পরিপূর্ণ যে, অন্যান্য দোজখীগণ প্রত্যেহ ৭০ বার মহান আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা করে যে, মহান আল্লাহ্ তায়ালা! আপনি আমাকে ঐ অয়েল দোজখ হইতে রক্ষা করুন। চিন্তা করিয়া দেখুন যে, যাহারা নামাজ পড়িতে আলস্য করে, ঠিক সময় মত পড়ে না; কখনো পড়ে, কখন পড়ে না, তাহাদের কিরূপ শাস্তি হইতে পারে? হাদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজ স্বেচ্ছাই ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য ৮০ হোকবা দোজখে থাকিতে হইবে। যার পরিমাণ ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর। যাহারা মাঝে মাঝে নামাজ পড়ে, আর মাঝে মাঝে পড়ে না, তাহাদের জন্যই এই ব্যবস্থা, আর যাহারা মোটেই পড়ে না। তাহাদের জন্য তো কোন হিসাব নিকাশ নাই; তাহাদের অনন্তকাল দোজখের কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে-যাহার শেষ নাই, অন্ত নাই। (দারেমীসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

হযরত নবী করিম ﷺ বলিয়াছেন যে, "মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুসলমানগণ নামাজ পড়ে, আর কাফিরেরা নামাজ পড়েনা।" (মুসলিম, মিশকাতসহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

যদি কেহ অবহেলা করিয়া বলে যে, "কিসের নামাজ?" "নামাজ পড়িয়া কি হইবে?" তবে সে কাফের হইবে। কতক লোক নানা প্রকার অজুহাত দেখাইয়া বলে যে, আমরা দরিদ্র লোক, সারাদিন রুজি-রোজগারের চিন্তায়ই ব্যস্ত থাকি, আমাদের নামাজ পড়িবার অবসর কোথায়? কিন্তু তাহারা চিন্তা করে না যে, রূজি-রোজগার দুনিয়ার অস্থায়ী সুখ-শান্তির জন্য, আর নামাজ অনন্তকালের সুখ-শান্তির জন্য। যে ব্যক্তি দুই দিনের সুখের আশায়ে শত শত বৎসরের সুখ-শান্তি নষ্ট করে, তাহার মত আহাম্মক আর আছে কি? আরও চিন্তা করিয়া দেখুন, রুজি- রোজগার দিবার মালিক মহান আল্লাহ্ তায়া'লা। তিনি যদি মেহেরবানী করিয়া না দেন, তবে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও এক কপর্দকও রোজগার করিতে পারিবে না। আর যদি তিনি দয়া করিয়া দেন, এক ঘন্টার মধ্যে আপনাকে শত সহস্র টাকা, এমন কি পৃথিবীর রাজত্ব পর্যন্ত দান করিতে পারেন। সুতরাং তুচ্ছ রূজি-রোজগারের জন্য মহামূল্য সম্পদ নামাজ ছাড়িয়া দেওয়া কখনই বুদ্ধিমানের কার্য নহে।

Scanned with CamScanner

দুনিয়ার মাত্র ৫০-৬০ বছরের জীবনে ভালভাবে খাওয়ার জন্য, ভাল বাড়ী, গাড়ী, মহিলা পাওয়ার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবনের ঝুকি নিয়ে পরিশ্রম করিতে হয়। আর সহীহ্ হাদীস শরীফ দ্বারা জানাযায় কবর চল্লিশ হাজার বছর পুলছিরাত ত্রিশ হাজার বছর এবং কেয়ামত দিবস পঞ্চাশ হাজার বছরের লম্বা জীবণের পরে চিরস্থায়ী জান্নাত অথবা জাহান্নাম। তাহা হইলে এতবড় জীবনের জন্য কি কোন পরিশ্রমের দরকার নেই? আছে! আর তাহা হইলো প্রতিটা মুহূর্তই মহান আল্লাহ্ পাক ও উনার রসূল পাক ﷺ উনার সন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে উনার হুকুম মানিয়া লইলে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকুরী সহ কৃষি, মজুরী, লেখা-পড়া এমন কি প্রশ্রাব, পাইখানা পর্যন্ত আল্লাহপাকের ইবাদৎ হিসাবে গণ্য হইবে। ইনশা আল্লাহ (সকল নির্ভরযোগ্য হাদীস শরীফ ও ফতওয়ার কিতাব)

আবার দেখুন, অনেক স্ত্রীলোক বলিয়া থাকে যে, ছেলে-মেয়ে লইয়া সংসারে নানা ঝঞ্ঝাট, নামাজ পড়িবার সময় হইয়া উঠে না। কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আমার অতিরিক্ত কাপড় নাই, একখানা মাত্র কাপড়, তাহাও ছেলে-মেয়ের মল-মূত্রে খারাপ হইয়া থাকে, নামাজ পড়িব কিরূপে? জানিয়া রাখুন! এই সমস্ত বাজে ওজরের কোন মূল্য নেই। যাহাদের নামাজ পড়িবার অভ্যাস ও আগ্রহ আছে, তাহারা শত শত অসুবিধার মধ্যেও নামাজ পড়িয়া থাকে। আর যাহারা পড়িবে না, তাহাদের ওজরের অন্ত নাই। কিন্তু, কিয়ামতের দিন এই সমস্ত ওজর আপত্তি কিছুমাত্র কাজে আসিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, নামাজ ছাড়িয়া সেই শরীর দ্বারা কাজ করি সেই শরীরের প্রতিটি অঙ্গই যেকোনো মুহূর্তেই মহান আল্লাহ্ পাক অবশ করিয়া মৃত্যুও দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

বে-নামাজীর জন্য আল্লাহ তায়া'লা কমের পক্ষে ১৫টি আজাব নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। উহার ছয়টি দুনিয়াতে হইবে। যথা- (১) তাহার জীবনে কোনরূপ বরকত হইবে না অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে স্ত্রী পরিজন টাকা পয়সা অঢেল থাকার পরেও তাদের অন্তর হইতে এবং সংসার হইতে বরকত তথা শান্তি উঠিয়া যাইবে/রোগ, শোক, বিপদ, আপদ লাগিয়াই থাকিবে। (২) আল্লাহ তায়ালা তাহার চেহারা হইতে নেক লোকের নূরানী চিহ্ন উঠাইয়া লইবেন। (৩) সে যাহা কিছু নেককার্য করিবে, তাহার ছওয়াব পাইবে না। (৪) তাহার প্রার্থনা আল্লাহর নিকট কবুল হইবে না। (৫) আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় রহমতের ফেরেস্তা তাহার উপর অসন্তুষ্ট থাকিবে। (৬) ইসলামের মূল্যবান নেয়ামত সমূহ হইতে সে বঞ্চিত হইবে।

Scanned with CamScanner

তিনটি আজাব মৃত্যুকালে হইবে, যথাঃ-

(১) অত্যন্ত দূর্দশাগ্রস্ত হইয়া মরিবে। (২) ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরিবে। (৩) মৃত্যকালে তাহার এত পীপাসা হইবে যে, তাহার ইচ্ছা হইবে দুনিয়ার সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিতে।

তিনটি আজাব কবরের মধ্যে হইবে, যথা-(১) তাহার কবর এরূপ সংকীর্ণ হইবে যে, তাহার এক পার্শ্বের হাড় অপর পার্শ্বের হাড়ের সহিত মিলিত হইয়া চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যাইবে। (২) তাহার কবরে দিবা-রাত্রি সর্বদা অগ্নি প্রজ্জলিত ফেরেস্তা নিযুক্ত করিবেন। তাহার হাতে লোহার মুগুর থাকিবে, সে মৃতব্যক্তিকে বলিতে থাকিবে যে, রে হতভাগা! দুনিয়ায় কেন নামাজ পড়িস নাই, আজ তাহার ফল ভোগ কর। এই বলিয়া ফজরের নামাজ না পড়ার জন্য ফজর হইতে জোহর পর্যন্ত, জোহরের নামাজ না পড়ার জন্য জোহর হইতে আছর পর্যন্ত, আছরের নামাজ না পড়ার জন্য আছর হইতে মাগরিব পর্যন্ত, মাগরিবের নামাজের জন্য মাগরিব হইতে ইশা পর্যন্ত ও ইশার নামাজ না পড়ার জন্য ইশা হইতে ফজর পর্যন্ত মারিতে থাকিবে। আঘাত করিতে থাকিবে। প্রত্যেকবার মারিবার সময়ে বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইবে এবং তাহার শরীর চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া ৫০ গজ মাটির নীচে ঢুকিয়া যাইবে। সেই ফেরেস্তা পুনরায় তাহাকে তুলিয়া তাহার হাড়-মাংস একত্রিত করিলে, মহান আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে পুনরায় শরীর গঠিত হইবে এবং ফেরেস্তাটি আবার তাহাকে মারিতে থাকিবে। এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

তিনটি আজাব হাসরের মাঠে হইবে। যথা- (১) একজন ফেরেস্তা তাহাকে উর্ধপদ, অধোঃমস্তক অবস্থায় হাসরের মাঝে লইয়া যাইবে। (২) আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখিবেন না। (৩) সে চিরকালের জন্য দোযখী হইয়া আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করিবে। (কিতাব-আলআছার সহ অসংখ্য হাদীশ শরীফের কিতাব)

আট শ্রেণীর মানুষ অভিশপ্ত

হযরত নবী করিম ﷺ বলিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে আট শ্রেণীর লোকের উপর কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা অসন্তষ্ট হইবেন, তাহাদের মুখাকৃতি অত্যন্ত কুশ্রী ও ভীষণাকার ধারণ করিবে। হাশরের মাঠে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিবে। ইহা শুনিয়া সাহাবগণ رضي الله عنهم জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইয়া রছুলুল্লাহ ﷺ। সেই সমস্ত হতভাগা কাহারা? তদুত্তরে হযরত নবী করিম ﷺ বলিলেন যে। ১। জেনাকার, (২) জালেম অবিচারক বাদশাহ বা হাকীম, (৩) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, (৪) সুদখোর, (৫) পরনিন্দাকারী, (৬)

Scanned with CamScanner

অন্যায় অত্যাচারী, (৭) মিথ্যা সাক্ষীদাতা ও (৮) বেনামাজী। ইহাদের মধ্যে বেনামাজীর শাস্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে। বেনামাজীকে অগ্নিয় পোষাক পড়াইয়া অগ্নির সিকলে বন্ধন করিয়া অগ্নির কোড়া মারা হইবে। বেহেস্ত তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকিবে যে, হে হতভাগ্য! তুমি আমার দিকে অগ্রসর হইও না। দোজখ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে যে, এস-এস আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি, তোমার দ্বারা আমার জঠর জ্বালা নিবারণ করিব। এই বলিয়া দোজখ তাহার লোলুপ জিহ্বা বাহির করিয়া তাহাকে আপন উদরে টানিয়া লইবে। (কিতাব আল আছারসহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

হযরত নবী করিম ﷺ আরও বলিয়াছেন যে, জাহান্নাম দোজখের মধ্যে 'লমলম' নামে একটি কূপ আছে। উহা অসংখ্য সাপ-বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটা সাপ, একএকটা পাহাড় সদৃশ্য ও এক একটা বিচ্ছু হস্তী সমতুল্য। সেই সমস্ত সাপ-বিচ্ছু সর্বদা বেনামাজীকে দংশন করিবে। একবার দংশন করিলে- সে মাটির নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌছবে আবার শরীর তৈরী হবে আবার দংশন করিবে এভাবে অনাদীকাল বেনামাজী এবং নবী ﷺ উনার দুশমনদের শাস্তি হতেই থাকিবে। কারন মৃত্যু আর আসিবে না যতই কষ্ট হোঁক বা শাস্তি হোক। (কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফসহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰ-

অর্থ- সেখানে তারা মরবেওনা কখনও বাঁচার মত বাচঁতেও পারবে না। (পবিত্র আল কুরআন শরীফ)

জানাজা পর্ব

মোর্দাকে গোসল দেওয়ার বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, যখন মুর্দারকে গোসল করানোর ইচ্ছা করবে তখন বড়ই পাতা বা উসনান পাতা পানিতে দিয়ে পানি গরম করে নিবে। ইহা মোস্তাহাব আর বড়ই পাতা বা উসনান পাতাযদি না পাওয়া যায় তবে শুধু এক ফরদা কাপড় দিয়ে পুরুষ হলে- নাভী থেকে হাঁটুর নীচে এবং মেয়ে হলে বুক থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে দিবে। তৎপর মুর্দাকে একটি পরিষ্কার ও পাক চৌকি বা তক্তার উপর চিত করে উত্তর শিয়রে শোয়াবে। উল্লেখ্য যে, গোসল করানোর জায়গা পরদা করে নিতে হবে। গোসলদাতা ও সাহায্যকারীকে ওজু করে নিতে হবে। গোসল দাতা ও সাহায্যকারী ছাড়া মুর্দাকে কেহ দেখতে পারবেনা। পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে গোসল করাবে। স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল করাতে পারবে। কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীকে গোসল করাতে পারবে না। তবে একেবারেই যদি কোন মহিলা অতঃপর মুহরিম না পাওয়া যায় তাহলে বাধ্য হয়ে স্বামী মাজুরী (অপারগ) হালে ধুইতে পারবে। তবে শাহাওয়াতের দৃষ্টি দিতে পারবে না।

Scanned with CamScanner

গোসলদাতা দু'হাতে কিছু ন্যাকড়া জড়িয়ে কাপড়ের নীচে হাত দিয়ে প্রথমে ঢিলা দ্বারা পরে পানি দ্বারা নাজাসাতের স্থানগুলি ধুয়ে দিবে। তারপর নামাজের ন্যায় অজু করাবে। তবে মুর্দা যদি নাবালেগ নাবালেগা হয় তাহলে অজু করানো লাগবেনা। অজু করাতে কুলি ও নাকে পানি প্রবেশ করাবে না। প্রথমে চেহারা মুখমণ্ডল তৎপর ডান হাত ও পরে বাম হাত কনুইসহ দুয়ে দিবে। চেহারা ধোয়ানোর সময় মুর্দার মুখের ভিতর ভিজা ন্যাকড়া অথবা তুলা দ্বারা দাঁত জিহ্বা, মুখগহ্বর, সাধারণভাবে পরিষ্কার করতে হবে। তবে মুর্দা যদি নাপাকী অবস্থায় অথবা মেয়েরা হায়েজ নেফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে মুখ গহ্বর অবশ্যই বিশেষভাবে পরিষ্কার করতে হবে। তৎপর শুদ্ধমতে মাথা মছেহ করিয়ে দিবে ও সাথে সাথে পা ধুয়ে দিবে। অজু করানো শেষ করে নাক, মুখ ও কান বিশুদ্ধ তুলার টুকরা বা কাপড়ের টুকরা দ্বারা বন্ধ করে দিবে। তৎপর মুর্দাকে বাম দিকে কাত করিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্ব শরীরে পানি ঢেলে দিবে এবং সাবান দিয়ে সর্বশরীর, দাঁড়ী, চুল উত্তমরূপে পরিষ্কার করে দিবে। তৎপর ডান কাত করিয়ে অনুরূপ করবে। এরপর গোসলদাতা মুর্দাকে আধা বসা করে আস্তে আস্তে পেটে চাপ দিবে, এ রকম করার পর যদি মুর্দার পেট থেকে কিছু বের হয় তাহলে কুলুখের দ্বারা মুছে পরে পানি দ্বারা ধুয়ে দিবে। মুর্দাকে পুনরায় অজু বা গোসল করাতে হবেনা। তৎপর গামছা বা তোয়ালে দিয়ে উত্তমরূপে শরীর মুছে দিবে। এবার ভিজা কাপড় সরায়ে শুক্না কাপড় দিয়ে ঢেকে দিবে।

উল্লেখ্য যে, মহিলা এবং পুরুষের গোসলের নিয়ম একই রূপ। মহিলাদের গোসল করানোর পর মাথার চুলগুলো দুইভাগে ভাগ করে কাঁধের দুই অংশ দিয়ে বুকের উপর রেখে দিবে। মুর্দা যদি এমন ফুলে বা পঁচে যায় যে, স্পর্শ করা যায়না, তবে শরীরে শুধু তিনবার পানি ঢেলে দিয়ে গোসলের কাজ সমাধা করবে। (আলমগীরি, মুসলিম, আবু দাউদ, শামীসহ অসংখ্য কিতাব)

বিঃদ্রঃ- মুর্দার চুলে বা দাঁড়িতে যদি প্রলেপযুক্ত খেজাব লাগানো থাকে তবে উক্ত চুল ও দাঁড়ি কেটে দিয়ে মুর্দাকে গোসল করাতে হবে, নইলে উক্ত মুর্দা নাপাকই থেকে যাবে, এবং নাপাক অবস্থায় কবরে যাবে। কারণ চুলে ও দাঁড়িতে খেজাব বা কলপ লাগালে ভিতরে পানি ঢুকবে না শরীরও পাক হবে না। যেমন মেয়েদের হাতে বা পায়ে নেল পালিশ দিলেও ওজু গোসল না হয়ে পূর্ণ নাপাক থেকে যাবে।

নেইল পালিশ, কলপ ও খেজাব নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল :

বুখারী, মুসলিম, রিয়াদুস সলিহীন ৪/৬৭৯ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব। এবং পাকা চুল দাঁড়ি উপড়ে ফেলা নিষিদ্ধ। (বুখারীসহ অনেক হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

মুর্দাকে কাফন পড়ানোর বিবরণ

মুর্দাকে কাফন দেওয়া ফরজে কেফায়া। মুর্দা যদি পুরুষ হয় তার জন্য তিনখানা কাপড় দেওয়া সুন্নাত। যথাঃ ১। লেফাফা (চাঁদর)। ২। ইজার (পরিধেয় কাপড়)। ৩। কামিছ (জামা)। মুর্দা স্ত্রী লোক হলে- তার জন্য পাঁচখানা। ৪। ছেরবন্দ। ৫। সিনা বন্দ (বা ওড়না)।

প্রকাশ থাকে যে, লেফাফা ও ইজার মাথার একটু উপর হতে পায়ের একটু নীচ পর্যন্ত লম্বা হওয়া চাই, যেন গিরা বা মোড়ন দেওয়া যায়। আর কামিছ, পুরুষের গলা হতে পা পর্যন্ত এবং মেয়েদের গলা হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হওয়া আবশ্যক। ছিনাবন্দ বুক হতে নাভী পর্যন্ত প্রস্থ এবং তিন হাত লম্বা হওয়া আবশ্যক। ওড়না দুই হাত লম্বা ও একহাত প্রস্থ হওয়া আবশ্যক। সর্বাবস্থায় কাফন সাদা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাদা পোষাক সুন্নত হওয়ার দলীল

কারণ কাফনের কাপড় ও হজ্জের ইহরাম সাদা হওয়ার মূল কারণ সর্বাবস্থায় সাদা কাপড় পড়া খাছ সুন্নত। (বুখারী ২/৮৬৭ পৃষ্ঠা, মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস)

কাফন বিছানা ও পরানোর নিয়মঃ

পুরুষের জন্যঃ

পাক বিছানা বা চৌকিতে প্রথমে লেফাফা বিছাবে তার উপর ইজার তার উপর কামিছের নীচের অংশ বিছায়ে উপরের অংশ মুর্দার মাথার নিকট রাখবে। তৎপর মুর্দাকে আদরের সাথে কাফনের উপর রাখবে। এরপর মুর্দার মাথায়, দাঁড়িতে এবং সমস্ত শরীরে খুশবু লাগাবে। পেশানী, নাক, দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ের উপর কর্পুর লাগাবে। তৎপর গোছানো কামিছের উপরের অংশের ফাঁড়া দিয়ে মুর্দার মাথা প্রবেশ করায়ে পা বরাবর টেনে বিছায়ে দিবে। এ সময়ে মুর্দার গা ঢাকা কাপড়খানা খুব সতর্কতার সাথে খুলে নিবে যেন মুর্দা কোন ক্রমেই উলঙ্গ না হয়ে যায়। এরপর 'ইজার' মুর্দার বাম দিক হতে ডান দিক শরীরের উপর বিছাবে, অতঃপর ডান দিক হতে বাম দিক। তৎপর লেফাফা অনুরূপ বাম থেকে ডানে ও পরে ডান থেকে বামে জড়িয়ে দিবে। যদি কাফন খুলে যাওয়ার ভয় থাকে তবে আলাদা কাপড়ের টুকরা দিয়ে মাথার উপরিভাগে কোমড়ে ও পায়ের নীচে গিরা দিয়ে নিবে। অথবা মাথা ও পায়ে মোড়ন দেওয়া জায়েজ আছে। মুর্দাকে কবরে নামিয়ে সকল বাঁধন খুলে দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

মেয়ে লোকের জন্যঃ

স্ত্রী মুর্দারের কাফন বিছাতে প্রথমে 'ছিনাবন্দ' আড়াআড়ীভাবে বিছাবে। তার উপর 'লেফাফা' লম্বাভাবে তার উপর 'ইজার', তার উপর 'কামিছ', এর নীচের ফরদ বিছাবে-আর উপরের ফরদ মুর্দার মাথার নিকট রেখে দিয়ে মুর্দাকে তার উপর রেখে কামিছ পড়ায়ে দিবে। এ সময়ে গোসলের পর মুর্দাকে ঢেকে দেওয়া কাপড়খানা খুব সাবধানে খুলে নিবে যেন কোন ক্রমেই ছতর দেখা না যায়। এরপর মাথার চুলগুলো দুই ভাগ করে কাঁধের দুই পাশ দিয়ে নিয়ে বুজে কামিছের উপর রেখে দিবে। এবং পুরুষের ন্যায় খশবু ও কর্পুর লাগাবে। তৎপর 'ছেরবন্দ' বা ওড়নার মধ্যভাগ মাথার সঙ্গে জড়ায়ে আঁচল দ্বয় দ্বারা দুই পার্শ্বের চুল ঢেকে স্তনদ্বয় ও পেটের উপর রাখবে। হস্তদ্বয় মুর্দার পাঁজরের সাথে লম্বাভাবে টান করে রাখবে। তৎপর ইজার প্রথমে বাম দিক থেকে উঠায়ে ডান দিকে বিছায়ে দিবে, অনুরূপ ডান দিক থেকে উঠায়ে বাম দিক বিছায়ে দিবে। তৎপর 'লেফাফা' ও ইজারের ন্যায় উঠায়ে মুর্দাকে জড়িয়ে দিবে। তৎপর 'ছিনাবন্দ' ও বাম দিক থেকে উঠাবে, পরে ডান দিক থেকে উঠায়ে মুর্দাকে পড়িয়ে দিবে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, মহিলা-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কাপড় ভিন্ন ভিন্নভাবে উঠাতে হবে একত্রে উঠালে তা জায়েজ হবেনা। জাদুল আখেরাত কিতাবে লিখিত আছে, মহিলা-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে 'কামিছ' পড়ানোর পর মুর্দার বুকের উপর শাহাদত আঙ্গুলী দ্বারা 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম' ও কালেমা তৈয়্যেবা' আর কপালে শুধু 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম' লিখবে। ইহাতে মুর্দা কবর আযাব হতে নাজাত পাবে। এরপর খাটুনীতে উঠায়ে জানাজার নামাজ পড়াবে।

জানাযা নামাজ পড়ার বিবরণ

জানাজার নামাজ ফরজে কেফায়া। চার তাকবীরের সাথে রুকু, সেজদা ব্যতীত জানাজার নামাজ আদায় করতে হয়। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করায়ে কাফন পরিয়ে খোলা জায়গায় উত্তর শিয়রী অবস্থায় রেখে ইমাম মৃত ব্যক্তির বক্ষ বরাবর দাঁড়াবে। তৎপর সকলে নিয়ত করতঃ জানাজার নামাজ শুরু করবে।

জানাযা নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ
اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

Scanned with CamScanner

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উয়াদ্দিয়া লিল্লাহি তায়া'লা আরবা'আ তাকবীরাতি ছলাতিল জানাযাতি ফারদ্বিল কিফায়াতি আছ্ছানাউ লিল্লাহি তায়া'লা ওয়াচ্ছলাতু আলান্নাবিয়্যি ওয়াদ্দুয়া'উ লিহাযাল (মেয়ে হলে লিহাযিহিল) মায়্যিতি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

এইরূপে নিয়ত করতঃ আল্লাহু আকবার বলার সময় দুইহাত কানের লতি পর্যন্ত পৌছায়ে নাভীর নীচে বাম কব্জির উপরে ডান কব্জি দিয়ে চেপে ধরবে। ইহাই জানাযার প্রথম তাকবীর। তৎপর ছানা পড়ে এক তাকবীর, তৎপর দরুদ শরীফ পরে এক তাকবীর, তৎপর দোয়া পড়ে এক তাকবীর দিতে হয়। কিন্তু প্রথম তাকবীর ব্যতীত অন্য তিন তাকবীরে আর হাত উঠানো যাবে না। (সুনানুদ্দারিমি, দারে কুতনী, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাকসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব) ছানা পড়ে সকলে ২য় তাকবীর বলবে।

ছানাঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চরণঃ সুবহানাকা আল্লহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তায়া'লা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া-লা ইলাহা গাইরুকা। 'আল্লহু আকবার'।

তৎপর সকলে দরুদ শরীফ পড়ে ৩য় তাকবীর বলবে। নামাজের দরুদ শরীফই জানাযার দরুদ শরীফ। অতএব দরুদ শরীফ নামাজে ব্যবহৃত দোয়া সমূহে দেখুন। তৎপর সকলে নিম্নের দোয়া পরে ৪র্থ তাকবীর বলবে।

৩য় তাকবীরের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَنَا . اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ . وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ . بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলি হায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গয়িবিনা ওয়া ছগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উংছানা। আল্লহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্য়িহি আলাল ইসলামি, ওয়ামাং তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমানি বিরহ্মাতিকা ইয়া আর হামার রহিমীন। আল্লহু আকবার।

Scanned with CamScanner

আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে ডানে-বামে সালাম দিয়ে নামাজ শেষ করবে। উল্লেখ্য যে, ডান দিকে সালাম দিয়ে ডান ডাত ও বাম দিকে ছালাম দিয়ে বাম হাত ছেড়ে দিতে হবে।

পক্ষান্তরে মুর্দা যদি নাবালেগ 'পুরুষ' হয়, তাহলে ৩য় তাকবীরে উপরোক্ত দোয়া না পড়ে, সকলে নিম্নের দোয়া পড়ে ৪র্থ তাকবীর বলবে। যথাঃ-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا –

উচ্চারণঃ আল্লহুম্মাজ আ'লহু লানা ফারতাঁও ওয়াজআল হুলানা আজরাওঁ ওয়াযুখ্‌রাওঁ ওয়াজ আ'লহু-লানা শাফিআ'ওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফিআ'। আল্লাহু আকবার।

আর মুর্দা যদি নাবালেগা মেয়ে হয় তাহলে নিম্নের দোয়া পড়ে ৪র্থ তাকবীর বলবে যথাঃ-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً.

উচ্চারণঃ আল্লহুম্মাজ আ'লহালানা ফারতাঁও ওয়াজআ'ল হালানা আজরাওঁ ওয়াযুখ্‌রাওঁ ওয়াজ আলহা-লানা শাফিআতাওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফিআ'তান। 'আল্লহু আকবার'।

জানাযার পর মুর্দার খাটুনী বহণ করা ও মাটি দেয়ার নিয়ম

চারজন পরহেজগার লোক মুর্দার খাটনীর চার পার্শ্বে ধরে ডান কাঁধে নিবে। (ইহা সুন্নাত)। কাঁধে নিবার সময় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (বিছমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রসূলিল্লাহ্ (ﷺ) বলবে। (ইহা মুস্তাহাব-সুন্নত) তৎপর দশ কদম, হাঁটার পর মুর্দা বহণকারীগণের ডান পার্শ্বের সম্মুখের ব্যক্তি তার পশ্চাতের ব্যক্তির নিকট যাবে। এবং ডান পার্শ্বের পশ্চাতের ব্যক্তি বাম পার্শ্বের পশ্চাতের ব্যক্তির নিকট, এবং বামপার্শ্বের পশ্চাতের ব্যক্তি বাম পার্শ্বের সম্মুখের ব্যক্তির নিকট, আর বামপার্শ্বের সম্মুখের ব্যক্তি ডান পার্শ্বের সম্মুখের ব্যক্তির স্থানে যাবে। প্রতি দশ কদম পর পর চার বার এরূপ ঘুরবে। এরূপে ৪০ কদম পূর্ণ হলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব স্থানে এসে পৌছবে। এরূপ করা মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে সকল ব্যক্তি এমন করে ৪০ কদম হাঁটবে আল্লহ পাক তাদের ৪০টি কবিরা গুণাহ্ মাফ করে দিবেন। এরূপ করা মুস্তাহাব-সুন্নত। (বাহরুর রায়েক, কবিরী, মাজালেছুল আরবাআ, কিতাব আল আছার, মুসনাদে আবু হানীফাসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

Scanned with CamScanner

তৎপর সাধারণভাবে হেঁটে মুর্দাকে কবরের পশ্চিম পার্শ্বে রেখে দিবে। তৎপর তিন ব্যক্তি কবরে নেমে মুর্দাকে আদবের সাথে ধরে কবরে কেবলামুখী করে রেখে দিয়ে তিন জন একে একে উঠবে। মুর্দাকে কবরে রেখে সকলে বলবে, بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (বিস্মিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রসূলিল্লাহ্ ﷺ)। এরপর বাঁশ দ্বারা কবর বন্ধ করে দিবে। পরে তার উপর মাটি দ্বারা ঢেকে দিবে। প্রত্যেকে তিনবার করে মাটি দেওয়া উচিত। প্রথম মাটি দেওয়ার সময় বলবে, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (মিনহা খলাক্বনাকুম) ২য় বার বলবে وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (ওয়াফিহা নুঈ'দুকুম) ৩য় বার বলবে- وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখ্‌রা।)

মাটি দেওয়া শেষ করে কবরবাসীর উদ্দেশ্যে দোয়া কালাম পড়ে ছাওয়াব রেছানী করবে। মাটি দেওয়ার পর দীর্ঘ সময় কবরস্থানে অবস্থান করা সুন্নাত। মুর্দাকে দাফনের পর কবরস্থানে এক খতম কোরআন শরীফ পড়া ভাল। কমের পক্ষে দাফনের পর কবরস্থানে দাঁড়ায়ে সুরা 'মুলক' সুরা 'ইয়াছিন' পাঠ করবে। তৎপর মুর্দার মাথার দিকে সূরা বাকারার প্রথম الم (আলিফ- লাম- মীম) হতে مُفْلِحُوْنَ (মুফলিহুন) পর্যন্ত আর পায়ের দিকে দাঁড়ায়ে সূরা বাক্বারার শেষে (আমানার রসুলু হতে শেষ পর্যন্ত পড়বে। মিশকাত শরীফে আছে মুর্দাকে দাফনের পর কবরস্থানে সূরা ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক, ও নাস পড়বে। আলমগীরি কিতাবে আছে দাফনের পর একটি উট যবেহ করে বন্টন করে নিতে যত সময় লাগে তত সময় পরিমাণ কবরস্থানে অবস্থান করে দোয়া-দরুদ পড়া মুস্তাহাব।

দাফনের পর মুর্দার শিয়রে ও পায়ের নিকট দাঁড়িয়ে সূরা বাক্বারার যে অংশগুলি পড়তে হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হলো। মাথার নিকট দাঁড়িয়ে পড়বে। যথা ঃ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ○ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

Scanned with CamScanner

উচ্চারণঃ

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'

আলিফ-লাম-মীম। যালিকাল কিতাবু লা রইবা ফীহি। হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন। আল্লাযীনা ইউ'মিনুনা বিল গইবি ওয়া ইউক্বীমুনাস্‌সলাতা ওয়া মিম্মা রযাক্বনা হুম ইউং ফিকুন। ওয়াল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উংযিলা ইলাইকা ওয়ামা উংযিলা মিং ক্ববলিক, ওয়াবিল আখিরাতি হুম ইউকিনূন। উলায়িকা আলা হুদাম্মির রব্বিহিম ওয়া উলায়িকা হুমুল মুফলিহুন। পবিত্র সুরা বাক্বারা ১-৫ নং আয়াত শরীফ।

পায়ের নিকট দাঁড়িয়ে পড়বে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ—لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ— لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ط رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ط رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ط وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ—

বাংলা উচ্চারণঃ

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'

আমানার রসূলু বিমা উংযিলা ইলাইহি মিররব্বিহি ওয়াল মু'মিনূন। কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী-লা নুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম্ মিররুছুলিহী, ওয়াক্বালু সামি'না ওয়া আতা'না গুফরানাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাছীর। লা ইউকাল্লিফুল্লহু নাফছান ইল্লাবুসআ'হা লাহা মা কাসাবাত ওয়া আ'লাইহা মাকতাসাবাত, রব্বানা লা তুয়াখিযনা ইন্নাসীনা আও আখত'না, রব্বানা ওয়ালা তাহ্‌মিল আ'লাইনা ইছরং কামা হামালতাহু আ'লাল্লাযীনা মিং ক্ববলিনা রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা-ত্ব-ক্বতালানা বিহ্ ওয়া'ফু আ'ন্না, ওয়াগফিরলানা, ওয়ার হামনা, আংতা মাওলা-না-ফাংছুরনা আ'লাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

Scanned with CamScanner

تَلْقِيْنُ الْمَيِّتِ

মুর্দাকে তালক্বীন করার বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে تَلْقِيْنٌ তালক্বীনুন শব্দের অর্থ শিখানো বা বুঝানো। এবং মৃত্যুর পথযাত্রীকে কালেমা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আর এখানে 'তালক্বীনের' অর্থ হচ্ছে মুর্দাকে কবরে রেখে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত কালামগুলি শুনিয়ে দেওয়া। এতে মুর্দা বিশেষ উপকার লাভ করে। এমনকি মুনকার নকীরের সওয়াল জওয়াব থেকে নাজাত পেয়ে যায়। তালক্বীনের দলীলঃ কালামগুলি নিম্নরূপ-

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ–

তোমাদের মৃতদের কলেমার তালক্বীন দাও। (মুসলিম, মিশকাত, ফতহুল মুলহীম, রিয়াদুস সলিহীন ৩/৪২৫ পৃঃ ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীসের শরীফের কিতাব)

মুর্দার শিয়রের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মুর্দা ও তার মায়ের নাম ধরে তিনবার ডান দিয়ে বলবে, যথাঃ

(এখানে মুর্দা ও তার মায়ের নাম) يَا فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ

اُذْكُرْ دِيْنَكَ الَّذِىْ خَرَجْتَ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً. اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. قُلْ رَّضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا. وَبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّ بِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا

বাংলা উচ্চারণঃ ইয়া 'ফুলানাবনি ফুলানিন। এখানে প্রথম ফুলান এর স্থানে মুর্দার নাম আর ২য় ফুলান এর স্থানে মুর্দার মায়ের নাম নিবে। যদি মায়ের নাম জানা না থাকে, তবে হাওয়া আলাইহাচ্ছালামের নাম উল্লেখ করবে। মুর্দা মেয়ে হলে 'ইবনুন' এর স্থানে 'বিনতি' বলতে হবে।

উয্‌কুর দীনাকাল্লাযী খরাজতা মিনাদ্দুন্‌ইয়া শাহাদাতান আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আ'ব্দুহু ওয়া রসূলুহু। ক্বুর রদীতু বিল্লাহি রব্বাওঁ ওয়াবিল ইসলামি দীনাওঁ ওয়াবি মুহাম্মাদিন ﷺ নাবিয়্যাওঁ ওয়া রাসূলা। ওয়াবিল কুরআনি ইমামাওঁ ওয়াবিল ক্বা'বাতি ক্বিবলাতাওঁ ওয়া বিল মু'মিনীনা ইখ্‌ওয়ানা"।

Scanned with CamScanner

অর্থঃ হে অমুকের পুত্র অমুক, মেয়ে হলে অমুকের মেয়ে অমুক। আপনি-আপনার উক্ত দ্বীনের (ধর্মের) কথা স্বরণ করুন। যার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আপনি দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। তাহা এই সাক্ষ্য দেওয়া, আল্লহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

আপনি বলুন, আমি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী রাসুল হিসাবে পেয়ে খুশী হয়েছি। অতঃপর কোরআনকে ইমাম, কা'বাকে ক্বিবলা এবং মুমিনদিগকে ভাই হিসাবে পেয়েও আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

কবরে তালক্বীনের উপকারিতা

দাফনের পর মুর্দাকে তালক্বীন করা ও তার জন্য দোয়া করা সুন্নাতে যায়েদা তথা মুস্তাহাব। আর ইহার উপকারিতা অশেষ। যথাঃ হযরত সাঈদ বিন আব্দুল্লাহ আযদী رضي الله عنه বলেন যে, আমি আবু উমামা বাহেলী رضي الله عنه-উনার মরণ শয্যায় তাঁর নিকট গিয়েছিলাম তিনি বল্লেন, হে আবু সাঈদ। আমি যখন মরে যাবো তখন আমার জন্য এই কাজগুলো করবেন, যাহা করার জন্য রাসূলুল্লহ্ ﷺ আমাদিগকে নির্দেশ দিয়েছেন। হুজুর ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন যে, যখন তোমাদের মাঝ থেকে কেহ মরে যাবে, এবং তাকে যখন কবরস্থ করবে, তখন তোমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি উক্ত মুর্দার শিয়রের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলবে হে অমুক ব্যক্তি 'অমুক মেয়ের' সন্তান! তখন সে (মুর্দা) তাহা শুনবে, কিন্তু জওয়াব দিতে পারবেনা। অতঃপর ২য় বার অনুরূপভাবে ডাক দিবে, তখন সে (মুর্দা) কবরের মধ্যে উঠে বসবে; তৎপর ৩য় বার অনুরূপভাবে ডাক দিবে, এভাবে সে (মুর্দা) বলবে, বর্ণনা করো আল্লাহ পাক তোমার উপর (অর্থাৎ ডাকনে ওয়ালার উপর) রহমত করুন। হুজুর ﷺ বলেছেন, কিন্তু মুর্দার উক্ত কথাগুলি তোমরা শুনতে পারবেনা। অতঃপর উক্ত মুর্দাকে অর্থাৎ কবরবাসীকে বলবে যে, হে ব্যক্তি তুমি উক্ত দ্বীনের (ধর্মের) কথা স্মরণ করো যার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তুমি দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছ। তাহা এই সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, এবং মুহম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এবং তুমি ইহাও বলো যে, তুমি একথাগুলির উপরও সন্তুষ্ট আছো, যথাঃ তোমার প্রভু মহান আল্লহ্ পাক, তোমার দ্বীন ইসলাম, এবং তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং কুরআন তোমার ইমাম, কা'বা তোমার কিব্লা, মুসলমানগণ তোমার ভাই।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি মুর্দাকে এমনভাবে শুনায়ে দাও, তাহলে মুনকার-নকীর উক্ত মুর্দার নিকট হতে চলে যাবে। এবং মুনকার-নকীর এই কথা বলতে থাকবে যে, চলো উক্ত ব্যক্তির নিকট আমরা কেন বসবো ও'কেতো প্রশ্নের জাওয়াব শিখায়েই দেয়া হলো এবং স্বয়ং আল্লহ্ পাক উক্ত মুর্দার তরফ থেকে মুনকার নকীরকে জওয়াব দিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী-সুবহানাল্লাহিল আজীম।

Scanned with CamScanner

জনৈক সাহাবী رضي الله عنه জিজ্ঞাসা করলেন ও মহান আল্লাহ্ পাক উনার রসূল ﷺ, যদি উক্ত মুর্দা ব্যক্তির মায়ের নাম জানা না থাকে। হুজুর ﷺ বল্লেন, তাহলে তাকে হাওয়া আলাইহাস্ সালাম উনার পুত্র বলে ডাক দিবে। (এহ্ইয়ায়ু উলুমদ্দীন, মুছান্নাফ ইবনি আবি শায়বাসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

বিঃ দ্রঃ- মুর্দা স্ত্রী লোক হলে ইব্নি এর স্থলে বিনতি বলতে হবে।

زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ
কবর যিয়ারতের বিবরণ

কবর যিয়ারত করা সুন্নতে রসূল ﷺ। কবরে সেজদা করা, পূজা করা, আল্লাহ পাক ব্যতীত সরাসরি কবরবাসীর নিকট কিছু চাওয়া শেরেক তথা হারাম। কিন্তু নবী-রসূল এবং আউলিয়া কেরামগণের অছিলা দিয়া আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করাতে কোন দোষ নেই বরং এ রকম করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক সপ্তাহে পিতা মাতার কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পিতা মাতা অথবা যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। এবং বাধ্য সন্তান বলে তার নাম লিখিত হয়। (বায়হাকী শরীফসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীসের কিতাব) কবর যিয়ারত করা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সমান। (সুবহানাল্লহ)

কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে প্রথমে কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে ছালাম দিবে। কারণ কবরবাসীকে দাঁড়িয়ে ছালাম দেয়া খাছ সুন্নত এই কারণে মিলাদ শরীফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে হজুর ﷺ-কে সালাম দেয়া হয়।

সালামঃ-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশা আল্লহু বিকুম লাহিকুনা নাছআলুল্লহা লানা ওয়া লাকুমুল আ'ফিয়াতা।

Scanned with CamScanner

অর্থঃ হে মুমিন এবং মুসলমান অধিবাসীগণ, তোমাদের প্রতি ছালাম। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমরা তোমাদের নিকট উপস্থিত হব, আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। (মুসলিম শরীফ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

হাদীস শরীফঃ হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম ﷺ মদিনাতে (জান্নাতুল বাকী) কবরস্থানের পার্শ্ব দিয়ে যাবার সময় কবরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বল্লেনঃ

সালামঃ-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ –

(আচ্ছালামু আ'লাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি ইয়াগফিরুল্লহু লানা ওয়া লাকুম আংতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছারি।)

অর্থঃ হে কবরের অধিবাসীগণ! আপনাদের প্রতি ছালাম। আল্লহ পাক আমাদিগকে ও আপনাদিগকে মাফ করুন, আপনারা আমাদের পূর্বে গিয়েছেন আমরা আপনাদের অনুসরণ করতেছি। (তিরমিজীসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)। এছাড়াও নিম্নরূপভাবে কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে ছালাম দেয়া যায়।

সালামঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ

وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا

وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ وَيَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ – اٰمِيْنٌ

উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি মিনাল মুসলিমীনা ওয়াল মু'মিনীনা আংতুম লানা সালাফুঁও ওয়া নাহ্‌নু লাকুম তাবিয়ুঁও ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লাহিকুনা, ইয়ার হামুল্লাহুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা নাছয়ালুল্লহা লানা ওয়ালা কুমুল আফিয়াতা, ওয়া ইয়ার হামনাল্লহু ওয়া ইয়্যাকুম, আমীন।

অর্থঃ হে কবরে শায়িত মোমিন মুসলমানগণ আপনাদের শান্তি হউক ও মহান আল্লাহ পাক আপনাদিগকে ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের পূর্বে মহা প্রস্থান করেছেন এবং আমরা আপনাদের অনুসরণ করছি। নিশ্চয় আমরা আপনাদের সহিত মিলিত হব। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য ক্ষমা চাই। যেন তিনি আমাদের পূর্বের ও পরের মহা প্রস্থানকারী লোকদের এবং আমাদের ও আপনাদের উপর তাঁর দয়া ও কৃপা বর্ষণ করেন।

Scanned with CamScanner

উপরোক্ত তিনটি ছালামের যে কোন একটি বলে ছালাম করলেই চলবে।

অতঃপর এস্তিগফার ৭ বার পড়বে। যথাঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ –

বাংলা উচ্চারণঃ আস্তাগফিরুল্লহা রব্বি মিং কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি। লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যীল আজীম। তৎপর সূরা ফাতিহা তিনবার, সূরা ইখলাস ১০ বার, সূরা তাকাসুর ১ বার, আয়াতুল কুরসী ১ বার, সম্ভব হলে সূরা ইয়াছিন ১ বার অতঃপর দরুদ শরীফ ১১ বার পড়ে হাত তুলে মুনাজাত সওয়াব রেছানী করবে।

সুরা তাকাসুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ○ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ○ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ○ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ○ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ○ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ○

উচ্চারণঃ আলহা কুমুত্তাকাছুর। হাত্তাযুরতুমুল মাক্বাবীর- কাল্লাছাওফা তা'লামুন ছুম্মা কাল্লা ছাওফা তা'লামুন। কাল্লা লাও তা'লামুনা ই'লমাল ইয়াক্বীন। লাতারাবুন্নাল জাহীম ছুম্মা লাতারাবুন্নাহা আইনাল ইয়াক্বীন। ছুম্মা লাতুছ আলুন্না ইয়াওমা ইযিন আ'নিন নায়ী'ম।

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত অপরিসীম। তার মধ্যে দু'একটি বর্ণিত হলোঃ ১। যে ব্যক্তি প্রতি নিয়ত ফরজ নামাজ বাদ আয়াতুল কুরসী ১ বার পাঠ করবে তার মধ্যে আর জান্নাতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল বাধা হয়ে থাকবে। (সুবহানাল্লাহ।) ২। যে ব্যক্তি ঘুমানোর পূর্বে উহা পাঠ করবে তার জান মাল ও তার প্রতিবেশীর জান মাল আল্লাহ পাক হেফাজত করবেন। (দারেমী, দারেকুতনী, কিতাব-আল আছার-মুছান্নাফ ইবনি আবি শয়েবা সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব).

Scanned with CamScanner

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ . لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ -

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম। লাতা'খুযুহু ছিনাতুঁওয়ালা নাযুম। লাহু মা-ফিসসামাওয়াতি ওমা ফিল আরদি। মানযাল্লাযী ইয়াশ ফায়ু ইংদাহু ইল্লা বি ইযনিহী। ইয়া'লামু-মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খলফাহুম। ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়ীম মিন ই'লমিহি ইল্লা বিমাশায়া। অসি'য়া কুরসিইয়্যু হুসসামা ওয়াতি ওয়াল আরদা। ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফযুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আ'জীম।

আহকামে জানাযা

(গোসল, কাফন, দাফন ও জানাযার নামাযের বর্ণনা)

মৃত ব্যক্তির প্রতি বর্তব্য

রূহ বের হয়ে গেলে হাত ও পা সোজা করে দিবে, চোখ বন্ধ করে দিবে। মুখ যাতে হা করে না থাকতে পারে সেজন্য চিবুক এবং মাথার সাথে প্রয়োজনবোধে একখানা কাপড় বেঁধে দিবে।

অনরূপভাবে দুই পা যাতে ফাঁকা হয়ে যেতে না পারে সেজন্য দু'পা সোজাভাবে একত্র করে দিবে, সমস্ত শরীর একখানা চাদর দিয়ে ঢেকে দিবে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করবে। চোখ ও মুখ বন্ধ করার সময় পড়েবে,

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

লোবান বা আগরবাতি জ্বালাবে। কোন নাপাক ব্যক্তি লাশের কাছে থাকবেনা। গোছল দেওয়ার পূর্বে মৃতের নিকটে কুরআন শরীফ পড়া দুরস্ত নয়।

Scanned with CamScanner

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম

মুর্দাকে গোসল দেওয়া জীবিত মুসলমানদের পক্ষে ফরযে কিফায়া। যে খাটে মুর্দাকে গোসল দেওয়া হবে তা পাক-সাফ করে দিতে হবে এবং লোবান বা আগরবাতি ইত্যাদি সুগন্ধির ধূপ দিবে, তিন, পাঁচ বা সাতবার বিজোড় সংখ্যায় সেই খাটে পানি দিয়ে যাবে। তারপর সেই মৃতকে রাখবে।

তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে পরিধানের কাপড়-চোপড় ইত্যাদি যা কিছু থাকে সব খুলে দিবে। মেয়েলোক হলে অবশ্যই খাছ পর্দা করবে। মৃতের গোসলের পানি যাতে ঘর-বাড়িতে ছড়িয়ে না যায় সেজন্য কোন গর্ত করবে।

নাকে ও কানে তুলা দিয়ে রাখবে যাতে পানি ঢুকতে না পারে। কুল পাতা দিয়ে পানি কিছুটা গরম করে নিবে। হাতে নেকড়া পেঁচিয়ে স্বাভাবিক স্থান তিনবার মুছে পানি ঢেলে পরিস্কার করে দিবে। নেকড়া ছাড়া খালি হাতে কব্জি পর্যন্ত ধৌত করার কোন আবশ্যকতা নেই। কুলি করাতে ও নাকে পানি দিতে হবেনা। তবে হায়েয ও নেফাছ অবস্থায় অথবা অন্য কারণে নাপাকী অবস্থায় মৃত্যু হলে তুলা বা নেকড়া ভিজিয়ে মুখের ও নাকের ভিতর পরিষ্কার করে ভিজিয়ে দিতে হবে। ওযু করাবে প্রথমে মুখমন্ডলে তিনবার ধোয়াবে, পরে ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার, পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে, ছের বা মাথা মাসেহ করাবে। তারপর ডান পা ও বাম পা তিন তিনবার করে ধোয়াবে। ওযু শেষ হলে মাথা ও দাড়ি সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করাবে।

তারপর মুর্দাকে বাম কাতে শায়িত করে তার ডান পার্শ্বের শরীরের উপর মাথা হতে পা পর্যন্ত কুল পাতা মিশ্রিত গরম পানি তিনবার বা পাঁচবার ঢেলে পরিস্কার করবে। অতঃপর ডান কাতে ভর করিয়ে বাম পার্শ্বের দিকে উক্তরূপে পরিষ্কার করবে।

যদি পেট হতে কিছু ময়লা বের হয়। তবে তা নেকড়া দিয়ে ভাল করে মুছে এবং পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিবে। কিন্তু তার ওজু ও গোসল আর দোহরাতে হবেনা। তারপর মুর্দাকে মাথা হতে পা পর্যন্ত কর্পূরের পানি ঢেলে দিবে। এইরূপে গোসলের পর একটা পাক-সাফ শুকনা কাপড় দিয়ে গোটা শরীর মুছিয়ে কাফন পরাবে।

আরো কতিপয় মাসয়ালা

জীবিতাবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে মারা গেলে নাম রাখতে হবে। যথানিয়মে গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফন করতে হবে। যে শিশুর মৃত অবস্থায় প্রসব হয়েছে তারও নাম রাখতে হবে ও গোসল দিতে হবে। কিন্তু নিয়মিত কাফন, জানাযা দেওয়া আবশ্যক নয়। একখানা কাপড়ে লেপটিয়ে মাটি দিয়ে রাখলেই হবে।

অকালে গর্ভপাত হলে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ না পায় তবে গোসল ও নিয়মিত কাফন দিতে হবে না, শুধু একখানা কাপড়ে লেপটিয়ে মাটি দিয়ে রাখতে হবে। নিয়মিত কাফন ও জানাযা আবশ্যক নয়।

Scanned with CamScanner

সন্তানের মাথা বের হওয়ার সময় যদিও জীবিত বলে মনে হয় কিন্তু তৎক্ষনাৎ মারা যায় তবে ঐ সন্তানকে মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছে বলে মনে করতে হবে। অবশ্য যদি বুক পর্যন্ত বের হয়ে মারা যায়, তবে রয়স্কা মেয়েলোকের মত পাঁচ কাপড় দেওয়া সুন্নত ও উত্তম-যদিও তিন কাপড় দিলে চলে।

ছোট ছেলেকে-মেয়ে লোকেও গোসল ও কাফন পরাতে পারে কিন্তু তার জন্যও তিন কাপড় দেওয়া সুন্নত। কোথাও যদি কোন মৃত লোকের কোন অঙ্গ যথা মাথা, হাত, পা অথবা মাথা ছাড়া শরীরের অর্ধেক পাওয়া যায় তবে তা শুধু একখানা কাপড়ে পেঁচিয়ে দিয়ে দিলেই চলবে। যদি মাথাসহ অর্ধেক অথবা মাথা ছাড়া বেশি অর্ধেক অঙ্গ পাওয়া যায়, তবে নিয়ম মতো কাফন দিতে হবে। কোথাও কবর খুঁড়ে যদি লাশ পাওয়া যায়, সেই লাশ যদি না পচে থাকে এবং তার উপর কাফন না থাকে তবে নিয়ম মতো কাফন দিয়ে মাটি দিতে হবে। যদি লাশ পচে থাকে, তবে শুধু উপরে একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে মাটি দিয়ে দিলেই চলবে।

ওলী ব্যতীত অন্যের অনুমতিতে কেউ জানাযার নামায পড়লে ওয়ালী ইচ্ছা করলে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তে পারে। কিন্তু অলী পড়লে অন্য আর কেউ পড়তে পরেনা। মৃত ব্যক্তির নিকটতম অলী বা গার্জিয়ান যেমন পিতা বা পুত্র। তবে পিতার তুলনায় পুত্র বেশি হক্বদার।

ছলাতুল জানাযা

জানাযার নামাযের ফযীলত

হাদীছ শরীফ-এ উল্লেখ আছে, "যে ব্যক্তি জানাযার নামাযে শরীক হবে আল্লাহ পাক তাকে উহুদ পাহাড়ের সমান ছাওয়াব দান করবেন। যে ব্যক্তি জানাযার পর দাফন কার্যে শরীক হবে আল্লাহ পাক তাকে দুই পাহাড় পরিমাণ ছওয়াব দান করবেন।" (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ পাক উনার সাথে শরীক করেনি এমন চল্লিশজন মুসলমান কোন মৃতের জানাযায় শরীক হলে আল্লাহ পাক তাদের বরকতে উক্ত মৃতকে ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম শরীফ)

জানাযার নামাযের শর্ত

নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যে কোন সময় জানাযার নামায পড়া যায়। জানাযার নামাযের জামায়াত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় তায়াম্মুম দুরস্ত আছে। অন্যান্য নামাযের সময় বা জামায়াত ছুটে যাওয়ার ভয়ে তায়াম্মুম দুরস্ত নয়। (মুসনাদ, মুছান্নাফ, শামী ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

জানাযার নামায ছহীহ্ হওয়ার শর্ত দুই প্রকারের। এক প্রকারের শর্ত হলো নামাযীদের পক্ষে, যেমন- (১) নামাযীর শরীর পাক, (২) পোশাক পাক, (৩) জায়গা পাক, (৪) ছতর ঢাকা, (৫) ক্বিবলা মুখী হওয়া, (৬) দাঁড়িয়ে নামায পড়া এবং (৭) নিয়ত করা শর্ত। একমাত্র মৃত লাশকে যেই স্থানে রাখা হয়, তা পাক হতে হবে এবং নামাযীগণ সেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন, সেই স্থান অবশ্যই পাক হতে হবে। নতুবা জানাযার নামায ছহীহ্ হবে না।

যদি কেউ জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার নামায পড়ে, তার জুতার উপর ও তলা ও জুতার নিচের স্থান পাক হতে হবে। নতুবা নামায হবে না। যদি জুতা খুলে জুতার উপর পা রেখে নামায পড়ে, তবে জুতার উপরিভাগ ও জুতার তলা পাক হতে হবে। এমতাবস্থায় জুতার তলার নিচের স্থান পাক না হলেও চলবে। যে সমস্ত মাঠে কুকুর, গরু, ছাগল পেশাব করে। সেই সমস্ত খোলা মাঠে নামাজের সময় জুতা খুলে জুতার উপরে পা রেখে নামাজ পড়াই খালী পায়ে পড়ার চেয়ে উত্তম। (শামী, আহম্মদ, মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি)

জানাযার নামাযের জন্য জামায়াত শর্ত নয়। কেউ যদি একজন মুমিন সকল মুমিনের পক্ষ হতে, বালিগই হোক, বা নাবালিগই হোক জানাযা পড়ে দেয় তবেই ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মৃতের মাগফিরাত ও জীবিত লোকের ছওয়াব হাছিল করার জন্য জামায়াত বড় করে জানাযার নামায পড়া আবশ্যক।

জানাযার নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য আর এক প্রকারের শর্ত হলো মৃতের সম্পর্কে।

ইহা ছয়টি- (১) মৃত লাশ মুসলমান হওয়া, কাফির বা মুরতাদের লাশের উপর জানাযা জায়িয হবে না।

(২) মৃতের শরীর ও কাফন পাক হওয়া চাই। কাফন পরানোর পূর্বে কোন নাপাকী বের হলে তা ধুয়ে পাক করে নিতে হবে। তবে কাফন পরানোর পর নাপাকী বের হলে জানাযার নামাযে ব্যাঘাত হবেনা। যদি গোসল না দিয়ে বা পানি নাপাওয়ার দরুন তায়াম্মুম না করিয়া জানাযা পড়া হয়, দুরস্ত হবেনা। কোন কারণে বিনা গোসল বা বিনা তায়াম্মুম বা বিনা জানাযায় মাটি দিয়ে থাকলে কবর আর খোঁড়া যাবেনা।

কবরের উপরই জানাযার নামাজ পড়তে হবে। তবে যতদিন পর্যন্ত লাশ না ফাটে ততদিন পর্যন্ত জানাযা পড়া যাবে অর্থাৎ ৩ দিন পর্যন্ত । যখন লাশ ফেটে গেছে বলে মনে করবে, তখন আর কবরের উপরও জানাযার নামাজ পড়া দূরস্ত হবে না অর্থাৎ ৩ দিন পার হয়ে গেছে। যে খাটুনীর উপর লাশ রাখা হয় , তা যদি পাক হয়, তাহলে খাটুনির নিচের জায়গা কোন কারণে পাক না হলেও জানাযা দুরস্ত হবে।

Scanned with CamScanner

(৩) মৃতের ছতর ঢাকা থাকা চাই কোন উলঙ্গ লাশের জানাযা দুরস্ত হবে না। কোন কারণে যদি কাফনের কাপড় না পাওয়া যায় তাহলে জীবিতাবস্থায় যেই পরিমাণ ছতর ঢাকা ফরয ছিল, সেই পরিমাণ ছতর ঢাকা হলেও জানাযা দুরস্ত হয়ে যাবে।

(৪) মৃতের লাশ নামাযীদের সামনে হওয়া চাই, লাশ নামাযীদের পিছনে থাকলে দুরস্ত হবে না।

(৫) মৃতের লাশ বা লাশের খাটুনী মাটিতে থাকা চাই। কারো হাতের উপর, কাঁধের উপর বা কোন গাড়ির উপর লাশ রেখে জানাযার নামায পড়লে দুরস্ত হবে না। (শরহে বিকায়া)

(৬) মৃতের লাশ উপস্থিত থাকা চাই। অনুপস্থিত মৃতের উপর আমাদের হানাফী মাযহাব মতে গয়িবানা জানাযার নামায পড়া মাকরুহ্।

জানাযার নামাজের দুটো ফরয। (১) চার তাকবীর বলা, (২) দাঁড়িয়ে নামায পড়া। (বুখারী মুসলিম মুসনাদ, মুছান্নাফ, কিতাব আল আছারসহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফ)

জানাযার নামাযের নিয়ম

জানাযার নামায পড়ার পূর্বে মাইয়্যিতের অলী বা অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, মাইয়্যিতের কোন ঋণ আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে সেগুলো কে এবং কিভাবে পরিশোধ করবে তা জানতে হবে। নামায ও রোযা ক্বদ্বা আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে তার কাফফারা দিতে হবে। সেটা কে বা কিভাবে আদায় করবে তাও জানতে হবে।

নামাজ রোযার কাফফারা : (বিতরসহ দৈনিক ছয় ওয়াক্ত নামাযের কাফফারা দিতে হবে। যত ওয়াক্ত নামায ক্বদ্বা থাকবে, তার প্রতি ওয়াক্তের জন্য এক ফিতরা পরিমাণ কাফফারা দিতে হবে। একইভাবে প্রতিটি রোযার জন্য এক ফিতরা। তবে প্রতি রোযা বা নামাযের জন্য ২ কেজি আটা বা ময়দা কিংবা তার সমপরিমাণ মূল্য দেওয়া আফদ্বল বা উত্তম)

অতঃপর বিজোড় সংখ্যায় কাতার করতে হবে। লোকসংখ্যা বেশি হলে মুকাব্বির থাকবে।

মাইয়্যিত পুরুষ না মহিলা, ছেলে না মেয়ে তা উপস্থিত মুছল্লীদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। এভাবে বলতে পারে, মাইয়্যিত বয়স্ক পুরুষ/বয়স্কা মহিলা/নাবালিগ ছেলে/নাবালিগা মেয়ে।

যারা আরবীতে নিয়ত করতে পারেন তারা আরবীতে নিয়ত করবেন। যারা আরবীতে নিয়ত করতে পারেন না তারা বাংলাতে এভাবে নিয়ত করবেন-

Scanned with CamScanner

'ফরযে কিফায়া জানাযার নামায, চার তাকবীরের সাথে উক্ত ইমাম ছাহেবের পিছনে আদায় করার নিয়ত করছি।' আল্লাহু আকবার।

তারপর ছানা পড়তে হবে। যাদের জানাযার নামাযের জন্য নির্ধারিত ছানা জানা আছে তারা সেই ছানাই পড়বেন। যদি জানা না থাকে তাহলে নামাযের মধ্যে পঠিত ছানা পড়লেও চলবে। অতঃপর দ্বিতীয় তাকবীর হবে। সেই তাকবীরে হাত তুলতে হবে না। তারপর দরূদ শরীফ পড়বেন। যাদের জানাযার নামাযের জন্য নির্ধারিত দরূদ শরীফ জানা আছে তারা সেই দরূদ শরীফই পড়বেন। আর যাদের জানা নেই তারা নামাযের মধ্যে যে দরুদ শরীফ পাঠ করেন সেই দরূদ শরীফ পড়বেন। তারপর তৃতীয় তাকবীর হবে। সেই তাকবীরে হাত উঠাতে হবে না। অতঃপর দোয়া পাঠ করবেন। যারা দোয়া জানেন তারা সেই দোয়াই পাঠ করবেন।

আর যারা জানে না তারা পড়বেন- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهٗ

আর মহিলা হলে- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهَا

তারপর চতুর্থ তাকবীর হবে। সেই তাকবীরেও হাত তুলতে হবে না। এরপর সালাম ফিরানো হবে। ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ডান হাত, বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় বাম হাত ছেড়ে দিবেন। তারপর কাতার ভঙ্গ করে সামনে আসবেন। ছওয়াব রেসানী করে মুনাজাত করা হবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

অর্থাৎ ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ডান হাত, বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় বাম হাত ছেড়ে দিয়ে কাতার ভঙ্গ করে একত্রিত হয়ে ছওয়াব রেসানী করার পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করবে কেননা জানাযা নামাযের কাতার ভঙ্গ করে সকলে একত্রিত হয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব সুন্নত। দাফনের আগে ও পরে মুনাজাত করাও মুস্তাহাব সুন্নত। (দলীল- মাসিক আল বাইয়্যিনাত শরীফ, বুখারী, মুসলিম সহ অসংখ্যা সহীহ হাদীস শরীফ এবং আমার লিখিত "মুনাজাত একশত শহীদের মর্যাদা" নামক কিতাবে এ সম্পর্কে অসংখ্য দলীল পাওয়া যাবে)

ছওয়াব রেসানীর নিয়ম :

১. ইস্তগফার (৩ বার) اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

২. সূরা ফাতিহা শরীফ (১বার)

৩. সূরা ইখলাছ (৩ বার)

৪. যে কোন দরূদ শরীফ (৫ বার)

অতঃপর মুনাজাত

Scanned with CamScanner

সীমিতের ভিতরে জানাযা সম্পর্কিত আরো কিছু জরুরী মাসয়ালা :

কতকগুলো লাশ আসলে পৃথক পৃথক জানাযা পড়াই উত্তম। তবে যদি সবগুলোর একত্রে জানাযা পড়তে চায় তাও দুরস্ত আছে। কিন্তু তেমন অবস্থায় সবগুলো লাশের মাথা এমন ভাবে একদিকে রাখবে যেন ইমাম প্রত্যেকটির সিনা বরাবর দাঁড়াতে পারে।

যদি মহিলা, 'পুরুষ, নাবালিগ, নাবালিগা বিভিন্ন প্রকার মৃতের লাশ একত্রিত হয় তাহলে ইমামের সিনা বরাবর প্রথম পুরুষের, তারপর নাবালিগ ছেলেদের তারপর নাবালিগা মেয়েদের পরে মহিলাদের লাশ রাখবে জানাযার নামাযের জামায়াত আরম্ভ হওয়ার পর যদি কেউ এসে জানাযায় শরীক হতে চায়, তবে কাতারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। ইমাম যখন আর একবার তাকবীর বলবেন তখন তাকবীরে তাহরীমা করবে।

ইমাম সালাম ফিরানোর পর বাকী তাকবীর নিজে নিজে আদায় করবে। জানাযার লাশের সঙ্গে গমনকারীদের জানাযার পিছনে পিছনে যাওয়া মুস্তাহাব। ঘোড়া ও গাড়িতে আগে আগে যাওয়া মাকরূহ। জানাযার লাশের পিছে পায়ে হেঁটে যাওয়া মুস্তাহাব। জানাযার সঙ্গে যাওয়াতে অনেক ছওয়াব আছে কিন্তু যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে দোয়া-কালাম পড়া মাকরূহ। কবরস্থানে হাসি-ঠাট্টা করা বা বাজে আলাপ করা মাকরূহ।

দাফন করার সুন্নত তরীক্বা :

জানাযার নামায পড়া যেমন ফরযে কিফায়া, দাফন করাও ফরযে কিফায়া। জানাযা শেষ হওয়া মাত্রই লাশকে দাফন করার জন্য কবরস্থানে নিয়ে যেতে হবে। মুর্দাকে নিয়ে গেলে ৪০টি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কবরের কাছে পৌছলে মাইয়্যিতের খাট না রাখা পর্যন্ত কারো পক্ষে বসা মাকরূহ। লাশ নিজ নিজ ডান কাঁধে নিয়ে দ্রুত হেঁটে যাবে, তবে দৌড়াবেনা।

মুর্দা কবরে রাখার পর ঐ কবর হতে যত মাটি উঠানো হয়েছে, তা সবই কবরের উপর দিবে। তাছাড়া অতিরিক্ত মাটি আবশ্যক না হলে দেওয়া মাকরূহ এক বিঘতের চেয়ে বেশি উঁচু হয়ে যায় তবে মাকরূহ হবে না। কবরের উপরটা চতুষ্কোণ করা মাকরূহ। বিঘতখানেক উঁচু করে উটের পিঠের ন্যায় মাঝখানে উঁচু এবং দুদিকে ঢালু করা মুস্তাহাব। দাফন কার্যে উপস্থিতসকলেই কবরে তিন তিন বার মাটি দেওয়া মুস্তাহাব। মাটি মাথার দিক হতে উভয় হাতে দিবে।

তালকীন অনেক ছহীহ বর্ণনায় রয়েছে, মাইয়্যিতকে দাফন করার পর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ থেকে একজন প্রশ্ন করবে, মার্ রব্বুকা? অন্যান্য সবাই বলবে, রব্বিইয়াল্লাহ। এরপর বলবে, ওয়া মান নাবিয়্যুকা? অন্যান্য সকলেই বলবে, নাবিয়্যী মুহম্মাদুর রসুলুল্লহ ﷺ। অতঃপর বলবে, ওয়ামা দ্বীনুকা? সকলেই বলবে, দ্বিনিয়্যাল ইসলাম।

Scanned with CamScanner

'তালক্বীন' সম্পর্কে হাফিযুল হুফফায, সুলতানুল আরিফীন হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, "যখন মৃত ব্যক্তিকে তালক্বীন করবে তখন তার মায়ের নাম নিয়ে বলবে, হে অমুকের সন্তান অমুক! তুমি বলো। আর যদি মায়ের নাম জানা না থাকে তাহলে হযরত হাওয়া عليها السلام উনার নাম মুবারক ধরে বলবে যে, হে হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম উনার সন্ত ান অমুক! তুমি বলো, রব্বিইয়াল্লাহু 'আমার রব আল্লাহ পাক।' ওয়া দ্বীনিয়্যাল ইসলাম 'আমার দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।' ওয়া নাবিয়্যী মুহম্মদ صلى الله عليه وسلم 'আমার নবী হচ্ছেন হযরত মুহম্মদ صلى الله عليه وسلم।'

'ফতওয়ায়ে শামী' কিতাবে উল্লেখ আছে, হযরত নবী করীম صلى الله عليه وسلم হতে বর্ণিত, "তিনি দাফনের পর তালক্বীন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে বলবে, হে অমুকের পুত্র অমুক, তুমি যে দ্বীনের উপর ছিলে সে দ্বীনকে স্মরণ কর।"

সহীহ্ হাদীছ শরীফ-এইরশাদ মুবারক হয়েছে, "যখন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কবরে তালক্বীন দেওয়া হয় তখন মুনকার ও নকীর ফেরেশতাদ্বয় পরস্পর পরস্পরের হাতে ধরে বলেন যে, তাকে প্রশ্ন করে কি হবে, তাকে তো সব শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। চল আমরা চলে যাই। অর্থাৎ তালক্বীনের কারণে সে সুওয়াল-জাওয়াব থেকে নিস্কৃতি ও নাযাত পায়।" সুবহানাল্লাহ!

শরীয়তের উছূল হচ্ছে, যে আমল সম্পর্কে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ রয়েছে, সে আমল সম্পর্কে ক্বিয়াস করাই নিষিদ্ধ। অতএব, সে আমল সম্পর্কে ক্বিয়াস করে কুরআন-সুন্নাহের নির্দেশের খিলাফ কোন মত বা প্রথা জারি করা সুস্পষ্ট গুমরাহী যা হারাম ও কুফরী।

হযরত ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم যাঁরা সরাসরি আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم উনার সন্তুষ্টি লাভ করেছেন উনারা আরো বেশি সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল বাড়াতে চেয়েছিলেন তখন হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم শক্ত নির্দেশ দিলেন, "যদি কেউ আমার সুন্নতের খিলাফ কোন আমল বাড়ায় বা কমায় তাহলে তা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না।" এর দ্বারা এটাই ছাবিত হয় যে, যে বিষয়ে যে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফরজ , ওয়াজিব ও সুন্নত সাব্যস্ত হয়েছে তার খিলাফ কোন ক্বিয়াসই শরীয়তে কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয় বা হবে না।

Scanned with CamScanner

কাজেই মৃত ব্যক্তির কবরে সুন্নত তরীক্বায় তালক্বীন দেওয়া হচ্ছে খাছ সুন্নত। এখানে যদি কেউ তালক্বীনের শব্দগুলোর উপর ক্বিয়াস করে আযান দেওয়ার প্রথা চালু করে তাহলে তা অবশ্যই বিদয়াতে সাইয়্যিয়াহ হবে। যা স্পষ্ট গুমরাহী, হারাম, নাজায়িয ও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।যদিকেউ এরপরও উপেরোক্ত ক্ষেত্রে ক্বিয়াস করে তাহলে সে উম্মতে হাবীব ﷺ থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কারণ সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলামে এমন বিদয়াত চালু করলো যা আমাদের দ্বীন ইসলামে নেই তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

এ প্রসঙ্গে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "যখন কোন সম্প্রদায় একটি বিদয়াত কাজ করে তখনই তৎপরিবর্তে একটি সুন্নত বিলুপ্ত হয়। সুতরাং এমতাবস্থায় বিদয়াত ছেড়ে দিয়ে সুন্নতেরই অনুসরণ করতে হবে।" (আহমদ, মিশকাত)

মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহ পাক উনার রসূল ﷺ উনার মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব : আয়াত শরীফ ২১) অর্থাৎ জ্বিন-ইনসান সকলের জন্যই হুযূর পাক ﷺ তিনি আদর্শ। সে আদর্শ মুতাবিক চলা সকলের জন্যই ফরয।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, "তোমাদের নিকট রসূলে পাক ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো; আর যা হতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক। আর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক কঠোর শাস্তিদাতা।" (পবিত্র সূরা হাশর : আয়াত শরীফ ৭)

মূলকথা হলো মৃত ব্যক্তির কবরে আযান দেওয়া জায়িয নেই। তা কুরআন-সুন্নাহর খিলাফ ও প্রকাশ্য বিদয়াতের অন্তর্ভুক্ত যা গুমরাহী। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার কবরে 'তালক্বীন' দিতে হবে। যা কারআন-সুন্নাহর নির্দেশ তথা সুন্নত।

তবে তালক্বীন-এর যেহেতু একাধিক পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে,তাই বর্তমানে তালক্বীন দেওয়ার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে- মাইয়্যিতকে দাফন করার পর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ থেকে একজন প্রশ্ন করবে, مَنْ رَّبُّكَ মার্ রব্বুকা? অন্যান্য সবাই বলবে,

Scanned with CamScanner

رَبِّيَ اللهُ রব্বিইয়াল্লাহ। এরপর বলবে, وَمَنْ نَّبِيُّكَ ওয়া মান নাবিয়্যুকা? অন্যান্য সকলেই বলবে, نَبِيِّ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ নাবিয়্যী মুহম্মাদুর রসূলুল্লাহি ﷺ। অতঃপর বলবে, وَمَا دِيْنُكَ ওয়ামা দ্বীনুকা? সকলেই বলবে, دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ দ্বীনিয়্যাল ইসলাম। (মুসনাদ, মুছান্নাফ-কিতাব আল আছারসহ অনেক সহীহ্ হাদীস শরীফ)

মাসয়ালা

চল্লিশ বছরের ইবাদৎ নষ্ট হয় যে কারণে :

হক্কানী আলেমের মজলিসে, পবিত্র মসজীদে এবং কবর যিয়ারতের সময় দুনিয়াদারী কথা বললে চল্লিশ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যায় (তাফসীরে আহমদি সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

কবর দেওয়ার পর কবর খুঁড়ে মুর্দাকে বের করা দুরস্ত নয়, তবে অন্য বান্দার হক নষ্ট হলে, অর্থাৎ অন্যের যমীনে কবর দেওয়া হলে যদি জমির মালিক মূল্য দেওয়া সত্ত্বেও দাবি ছাড়তে রাজি না হয় অথবা কারো মুল্যবান জিনিস কবরে ছাড়া পড়লে, কবর খোঁড়া জায়িয হবে।

নিজের জন্য কাফন তৈরি করে রাখা জায়িয। কিন্তু কবর তৈরি করে রাখা মাকরুহ। মেয়ে লোকের জন্য কবর জিয়ারত করা জায়িয নেই। এক কবরে একজনের বেশি দাফন করা জায়িয নেই। তবে নিরুপায় হয়ে একাধিক জনকে দাফন করতে হয়, এমতাবস্থায় সকল মুর্দাই যদি পুরুষ হয়। তবে যে সব চেয়ে ভাল, তাকে সামনে ও ক্বিবলার দিকে রাখবে।

যদি মহিলা, পুরুষ, বালক, বালিকা হয়, তবে প্রথম পুরুষ, তারপর বালককে, তারপর বালিকা তারপর স্ত্রীলোককে রাখতে হবে। যদি কোন বয়ঃপ্রাপ্ত, সজ্ঞান মুসলমান পাক থাকাবস্থায় বিনা অপরাধে মজলুম বা অত্যাচারিত হয়ে অন্য কোন মুসলমান বা জিম্মি দ্বারা ধারালো অস্ত্র দ্বারা নিহত হয় এবং সেইরূপ হত্যার অপরাধে মালের বিনিময় নির্ধারিত না হয় বরং কিছাছেরই বিধান হয়, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় অথবা যুদ্ধক্ষেত্র হতে অজ্ঞান অবস্থায় বের করার পর দুনিয়াবী কোন কথা বলার পূর্বেই মারা যায় অথবা কোন কাফির, ডাকাত বা রাষ্ট্রদ্রোহী বা তাগুত ও জালেম শাসক দ্বারা নিহত হয়, তবে সেইরূপ নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলে গণ্য করতে হবে।

সেইরূপ শহীদের জন্য হুকুম এই যে, তার শরীর হতে রক্ত মুছে ফেলবেনা। তবে সুন্নত তরীকার চেয়ে বেশি হলে যেমন জুতা, টুপি, বস্ত্র ইত্যাদি খুলে ফেলবে এবং সুন্নত তরীক্বার চেয়ে কম হলে পূরণ করে দিবে। জানাযা ও দাফন কার্য অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় করবে। (শরহে বিকায়া বুখারী, মুসলিম, মিশকাতসহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

اَلصَّوْمُ

রোযা পর্ব

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেছেনঃ-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার। (পবিত্র সূরা বাক্বারা ১৮৩ নং আয়াত শরীফ)

স্মরণীয় 'তাক্বওয়া' হচ্ছে সমস্ত আমলের মূল। তাই আল্লাহ পাক তিনি তাক্বওয়া হাছিল করার জন্য বান্দাদের আদেশ করেছেন-

تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى-

অর্থ : " তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া।
(পবিত্র সূরা বাক্বারা শরীফ : আয়াত শরীফ ১৯৭)

'তাক্বওয়া' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ ভীতি। অর্থাৎ আল্লাহ পাক উনাকে ভয় করে উনার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার নাম তাক্বওয়া। আর রমাদ্বান শরীফ মাসের রোযার দ্বারা সেই তাক্বওয়া হাছিল হয়ে থাকে। এ মর্মে হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমল দশ গুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ পাক বলেন, রোযা ব্যতীত। কেননা, রোযা একমাত্র আমারই জন্য রাখা হয় এবং তার প্রতিফল আমি নিজেই (যত ইচ্ছা) দান করব। সে (বান্দা) আমারই জন্য আপন প্রবৃত্তি ও খাদ্য-পানীয় হতে বিরত থাকে।" (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ-

অর্থাৎ নামায, হজ্জ, যাকাত, ফিতরা, কুরবানী ইত্যাদি অনেকে লোক দেখানোর জন্য ও করতে পারে। কিন্তু রোযা কেউ লোক দেখানোর জন্য করতে পারেনা। কেননা গোপনে পানাহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহ পাক উনাকে ভয় করে সে পানাহার থেকে বিরত থাকে।

রমাদ্বান শরীফ-এর ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীছ শরীফ বর্ণিত রয়েছে। হাদীছ শরীফ-এ হাবীবুল্লাহ হুযুর পাক ﷺ বলেন ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে রমাদ্বান শরীফ-এর রোযা যে ব্যক্তি রাখবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে রমাদ্বান শরীফ-এর রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তারও

Scanned with CamScanner

পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে আর যে ব্যক্তি ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে ক্বদর রাত্রি ইবাদতে কাটাবে, তারও পূর্বকৃত গুণাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।" (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

হাদীছে শরীফ-এ আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "যে ব্যক্তি রমাদ্বান শরীফ-এ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত রোযা রাখবে, সে ওই দিনের মত নিষ্পাপ হবে যেদিন তার মা তাকে (নিষ্পাপরূপে) জন্মদান করেছেন।" (মুসলিম শরীফ)

অপর এক হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "রমাদ্বান শরীফ-এর প্রত্যেক রাত্রির শেষভাগে প্রত্যেক রোযাদার উম্মতে হাবীবীকে ক্ষমা করা হবে।" (আহমদ)

অপর হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "রোযাদারের ঘুম ইবাদতের শামিল, রোযাদারের চিশ্চুপ থাকা তাসবীহ পাঠের মধ্যে পরিগণিত, রোযাদারের দুআ নির্ঘাত কবুলযোগ্য এবং রোযাদারের আমলের ছওয়াব ১০গুণ হতে সাতগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়।" (কানুযুল উম্মাল)

অতএব, যে ব্যক্তি এ মাসের হক্ব আদায় করবে সে আল্লাহ পাক উনার রহমত, মাগফিরাত ও নাযাত হাছিল করবে। আর যে ব্যক্তি হক্ব আদায় করবে না সে কোনটিই হাছিল করতে পারবে না। উপরন্তু তার জন্য কঠিন পরিণতি রয়েছে। যে সম্পর্কে হাদীছ শরীফ-এ হুযুর পাক ﷺ তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "হালাকি বা ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য যে রমাদ্বান শরীফ-এর মাস পেল অথচ সে তার গুনাহখতা ক্ষমা করাতে পারলোনা।" (আহমদ)

আয় আল্লাহ পাক! আমাদের সকলকে মাহে রমাদ্বান শরীফ-এর যথাযথ হক্ব আদায় করত : তার রহমত, বরকত, সাকীনা, মাগফিরাত, নামাজের পরিপূর্ণ হিস্যাহ দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন!

চাঁদ দেখে রমাদ্বান শরীফ শুরু ও শেষ করার হুকুম-আহকাম

বান্দার যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী, কর্মপদ্ধতি তথা ইসলামের সকল আমল আরবী মাসের তারিখ ও সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে চাঁদের সংশ্লিষ্টতা অপরিহার্য। ইসলামের বিশেষ বিশেষ দিবস এবং আমলসমূহ বিভিন্ন মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন : নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ঈদ, আশূরা, শবে ক্বদর, শবে বরাত, লাইলাতুর রগাইব, সর্বোপরি সাইয়্যিদে ঈদে আ'যম পবিত্র ঈদে মীলাদুন নবী ﷺ। যেমন হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ۔

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তিনি চাঁদ দেখার সাথে মাস নির্ধারণ করেছেন।" (মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ)

Scanned with CamScanner

উপরোল্লিখিত প্রতিটি দিবসই চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট। চাঁদ উঠার মাধ্যমে মাস শুরু হওয়ার পরই এ সকল মহিমান্বিত দিবস এবং আমলসমূহের দিবস নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ দ্বারাই চাঁদ দেখে সংশ্লিষ্ট আমলসমূহ পালন করার নির্দেশ প্রমাণিত। সুতরাং রমাদ্বান শরীফ অবশ্যই নির্ভুলভাবে চাঁদ দেখে শুরু ও শেষ করতে হবে। যেমন এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফ- এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ.

অর্থ : "তোমরা চাঁদ দেখে রমাদ্বান শরীফ-এর রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখেই রোযা শেষ করো তথা ঈদ পালন করো। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় তোমরা চাঁদ দেখতে না পাও তবে শা'বান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করো।" (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

মূলত সব মাসের ক্ষেত্রে একই হুকুম। এক্ষেত্রে একদিন আগ-পিছ হলেই উক্ত আমলসমূহ কবুল হবে না। আরবী প্রতি মাস ২৯ কিংবা ৩০ দিনে পূর্ণ হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে প্রতি মাসের ২৯ তারিখ শেষে চাঁদ তালাশ করে তারিখ নির্ধারণ করতে হয়। ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলে সেই মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হয়ে থাকে। তারপর থেকে পরবর্তী মাস গণনা শুরু করতে হয়।

সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, ইবাদতসমূহ ছহীহ-শুদ্ধভাবে আদায় করার জন্য চাঁদ দেখার গুরুত্ব অপরিসীম।

অতএব, প্রত্যেক এলাকা থেকে কিছু লোককে অবশ্যই চাঁদ তালাশ করতে হবে যা ওয়াজিবে কিফায়া। যদি কেউই তালাশ না করে তাহলে সকলেই ওয়াজিবে কিফায়া তরক করার কারণে গুনাহগার হবে।

চাঁদ নিয়ে ইহুদী-মুশরিকদের গভীর চক্রান্ত

মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ

অর্থ : "নিশ্চয়ই সময়কে (মাসকে) আগ-পিছ করা কুফরীকে বৃদ্ধি করে দেয়।" (সূরা তওবা : আয়াত শরীফ ৩৭)

নাসী বলা হয় চাঁদ অনুযায়ী মাস গণনা না করে তারিখ আগ-পিছ করাকে। যা কালামুল্লাহ শরীফে সুস্পষ্ট কুফরী বলা হয়েছে। শুধু কুফরীই নয়, বরং তা কুফরীর বৃদ্ধিসাধন করে। নাউযুবিল্লাহ!

Scanned with CamScanner

কেননা, চাঁদ যে দিন দৃশ্যমান হলো সেদিন থেকে তারিখ গণনা না করে যদি তার পর থেকে বা পূর্ব থেকে গণনা করা হয় তবে ওই মাসের চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আমল নির্দিষ্ট সময়ে আদায় না করার কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে।

মূলত এ বিষয়টি কাফির-মুশরিক, ইহুদী-নাছারারা উপলব্ধি করে মুসলমানদের সকল আমল নষ্ট করার লক্ষ্যে বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে তাদের পোষ্য বিভ্রান্ত মুসলিম শাসক দ্বারা নাসী তথা মাসকে আগ-পিছ করে যাচ্ছে। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সউদী আরবের ওহাবী সরকার। তাদের পূর্ব পুরুষ ইহুদী হওয়ার সুবাদে ইহুদীরা তাদের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশে তারিখ আগ-পিছ করে মুসলমানদের বিশেষ বিশেষ আমল যেমন রোযা, হজ্জ, ঈদ, কুরবানী, শবে বরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদি আমল বিনষ্ট করছে। এমনকি উলামায়ে ছূ'দের মাধ্যমে আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীতে সেই অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। নাউযুবিল্লাহ্!

তাই সকলকে এ বিষয়ে এখনই সতর্ক হতে হবে যেন ইহুদী-নাছারা, মুশরিকরা তাদের দালাল, ওহাবী-খারিজী, তাবলীগী, জামাতী হেফাজতী, চরমনাই, লা-মাযহাবী, উলামায়ে ছূ'দের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান-আমল নষ্ট করার সুযোগ না পায়। এক্ষেত্রে সকল মুসলিম উম্মাহকে সঠিক সুন্নতী পদ্ধতিতে চাঁদ দেখে ঈদ করার দিকে মনোযোগী হতে হবে।

রোযার পরিচয়

সাধারণত রোযা বলতে ছুবহি ছদিক্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত নির্জন অবস্থান ও পানাহার থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়। তবে এর সাথে সাথে মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-কাটাকাটি, গালি-গালাজ, অশ্লীল-অশালীন, ফাসিক্বী ও নাফরমানিমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ ছহীহ্ হাদীছ শরীফ-এ বর্ণিত রয়েছে- মহান আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "যে ব্যক্তি রমাদ্বান শরীফ এ খারাপ কাজ করে, শরাব পান করে, ব্যভিচার করে ছবি, ভিডিও, টিভি, মহিলাদের সাথে বেপর্দদা হওয়া সহ বিভিন্ন হারাম কাজ করে এমন ব্যক্তি রমাদ্বান শরীফ-এর রোযা রাখলেও তা কবুল হবে না। বরং আল্লাহ্ পাক উনার ফেরেশতাকুল, তথা আসমানের সব অধিবাসী উনারা পরবর্তী রমাদ্বান শরীফ-এর পূর্ব পর্যন্ত ওই ব্যক্তির উপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকেন।" নাউযুবিল্লাহ! (গুনইয়াতুত ত্বলিবীন)

Scanned with CamScanner

পবিত্র মাহে রমাদ্বান শরীফ-এ মু'মিন-মুসলমানের করণীয় বিষয়াবলী

মহিমান্বিত মাসসমূহের মধ্যে পবিত্র রমাদ্বান শরীফ অন্যতম। এ মাসের ইবাদত-বন্দেগীর ফযীলত অন্যান্য মাসের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এ মাসে বেশি বেশি তওবা-ইস্তিগফার, ইবাদত-বন্দেগী করে তাক্বওয়া হাছিলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক ও উনার হাবীব ﷺ উনাদের রেজামন্দি-সন্তুষ্টি হাছিল করাই সকলের দায়িত্ব-কর্তব্য। পবিত্র রমাদ্বান শরীফ-এ ইবাদতের ফযীলত সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "রমাদ্বান শরীফ-এ আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়ে থাকে।" (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

এ সম্পর্কে ইমাম- মুজতাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহিম উনারা বলেন, রোযা এমন একটি ইবাদত যার ছওয়াবের পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব ﷺ উনারাই ভালো জানেন। আর তাই হাদীছে কুদসী শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

অর্থ : "নিশ্চয়ই রোযা একমাত্র আমার জন্যই রাখা হয়, আর আমিই এর প্রতিদান দিবো।" সুবহানাল্লাহ!

সুতরাং মাহে রমাদ্বান শরীফ-এ প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ-মহিলার নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী আমল করা উচিত-

১. রোযা রাখা।
২. তারাবীহ নামায নিয়মিত ২০ রাকাত আদায় করা।
৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে (পুরুষ হলে) আদায় করা।
৪. কালামুল্লাহ শরীফ খতম করা বা বেশি বেশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৫. যিকির-আযকার করা।
৬. হালাল উপার্জন করা বা হালাল খাদ্য গ্রহণ করা।
৭. মিথ্যা কথা না বলা
৮. হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।
৯. আওলিয়ায়ে কিরাম উনাদের ছোহবত ইখতিয়ার করা।
১০. খুরমা-খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করা ও সাহরী শেষ করা।
১১. গরীব-মিসকীনদের খাওয়ানো বা সাহরী-ইফতার করানো।
১২. বেশি বেশি দান ছদক্বা করা।

Scanned with CamScanner

১৩. যাকাত আদায় করা।

১৪. সর্বপ্রকার অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা।

১৫. প্রত্যেক ঘরে ঘরে রহ্মত-বরকতের জন্য অবশ্যই বেশি বেশি মীলাদ শরীফ-ক্বিয়াম শরীফ ও দুআর মাহ্ফিলের ব্যবস্থা করা।

১৬. কাউকে কষ্ট না দেয়া।

১৭. হারাম গান-বাজনা, ছবি, টিভি পরিহার করে হামদ, না'ত, ক্বাছীদা শরীফ শ্রবণ করা। এমনকি টিভিতে ওয়াজ, নছিহত এবং কুরআন তেলাওয়াত শুনা দেখা অশ্লীল সিনেমা দেখার চেয়েও বড় গুনাহ্। কারণ ইহাতে হালাল হারাম মিশ্রিত হয়, যা পরিপূর্ণ নিষিদ্ধ- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ পবিত্র সূরা বাক্বারা আয়াত শরীফ-৪২-৫ম রুকু।

১৮. অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা। কেননা রোযাদারের চুপ থাকাটা ঘুমও ইবাদত তুল্য।

১৯. দিনের বেলা প্রয়োজন বা পরিমাণ মতো ঘুমানো। কেননা রোযাদারের ঘুমও ইবাদত তুল্য।

২০. সঠিক সময়ে সতর্কতার সাথে সাহ্রী ও ইফতার করা।

২১. যাদের পক্ষে সম্ভব রমাদ্বান শরীফ-এর শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা। যা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া।

২২. শেষ দশ দিন বিজোড় রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদর তালাশ করা। সজাগ থেকে ইবাদত-বন্দেগী ও দুআ ইস্তিগফার করা।

মোট কথা, পূর্ণ এক মাস রোযা, ইবাদত-বন্দেগী, রিয়াযত-মুশাক্কাত, যিকির-ফিকির, ইলম অর্জনের মাধ্যমে তাক্বওয়া হাছিল করত আগামী দিনগুলোতেও একইভাবে তাক্বওয়ার দ্বারা আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব ﷺ উনাদের মতে মত ও পথে পথ থাকার কোশেশ করাই সকলের দায়িত্ব-কর্তব্য।

রোযার প্রকারভেদ

রোযার প্রকারভেদ : রোযা মোট ছয় প্রকার। যথা- ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নত, ৪. মুস্তাহাব, ৫. মাকরূহ, ৬. হারাম।

ফরয রোযা : পবিত্র রমাদ্বান শরীফ-এর এক মাস রোযা হচ্ছে ফরয রোযা।

ওয়াজিব রোযা :

* মানত- এর রোযা।

* নফল রোযার ক্বাযা, যা শুরু করার পর ফাসিদ (ভঙ্গ) হয়ে গিয়েছিলো।

* বিভিন্ন কাফফারার রোযা।

Scanned with CamScanner

সুন্নত রোযা :

* পবিত্র আশূরা মিনাল মুহররম (দশই মুহররম) উপলক্ষে দুটি রোযা রাখা। অর্থাৎ ৯/১০ অথবা ১০/১১ তারিখে রোযা রাখা। পূর্ব ও পরের দুই বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বায়হাক্বী, মিশকাত ইত্যাদি)

* প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা। সাড়া বছর রোযা রাখার ছওয়াব। (বুখারী, মুসলিম)

* পহেলা রজব এর দিনে রোযা রাখা। মি'রাজ শরীফ-এর দিনে রোযা রাখা। ষাট মাস রোযা রাখার ছওয়াব। (বায়হাক্বী, মুছান্নাফ ইত্যাদি)

* শবে বরাত উপলক্ষে ১৫ই শা'বানে রোযা রাখা। শাওওয়াল মাসের ৬টি রোযা। যিলহজ্জ মাসের ১-৯ তারিখ পর্যন্ত ৯টি রোযা। সাড়া বছর রোযা রাখার ছওয়াব। (বুখারী, মুসলিম)

মুস্তাহাব-সুন্নত রোযা :

* প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখা। (অর্থাৎ আইয়ামে বে'য)

* প্রতি সপ্তাহের ইয়াওমুল ইছনাইনিল আযীম তথা সোমবার শরীফ এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখা। সাড়া বছর রোযা রাখার ছওয়াব। (বুখারী, মুসলিমসহ অনেক ছহীহ হাদীস)

* যে পাঁচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ সে পাঁচ দিন ব্যতীত অন্যান্য যে কোন দিন রোযা রাখা। যা হক্বানী ওলীদের বিশেষ গুণ।

মাকরূহ রোযা :

* ইয়ামুশ শক্ব অর্থাৎ চাঁদের ত্রিশ তারিখ দিনে রোযা রাখা সাধারণভাবে মাকরূহ।

* এছাড়া আশুরা উপলক্ষে শুধু ১দিন রোযা রাখা।

হারাম রোযা :

* পবিত্র ঈদুল ফিতর-এর দিন।

* পবিত্র ঈদুল আদ্বহার দিন।

* এবং ঈদুল আদ্বহা-এর দিনের পরবর্তী তিন দিন (১১,১২, ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে) রোযা রাখা হারাম। (মুসনাদ, মুছান্নাফ, কিতাব আল আছারসহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফ)

রোযা ফরয হওয়ার শর্তাবলী

রোযা ফরয হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো থাকা আবশ্যক-

১. মুসলমান হওয়া।
২. বালিগ হওয়া।
৩. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।
৪. সুস্থ হওয়া।
৫. মুক্বীম হওয়া। অর্থাৎ মুসাফির না হওয়া, কেননা মুসাফিরের জন্য বাধ্যবাধকতা থাকেনা। তবে মুক্বীম হওয়ার পর অবশ্যই ক্বাদ্বা আদায় করতে হবে।

Scanned with CamScanner

যার উপর রোযা আদায় করা ফরয নয়

১. মুসাফির এর জন্য রোযা আদায় করা ফরয নয়। তবে আদায় করাই উত্তম। মুক্বীম হওয়ার পর অবশ্যই ক্বাদ্বা আদায় করতে হবে।

২. অসুস্থ ব্যাক্তির উপর রোযা আদায় করা ফরয নয়। তবে সুস্থ হলে ক্বাদ্বা আদায় করতে হবে। ৩. মহিলাদের মাসিক স্বভাবিক মাজুরতা, সন্তান হওয়ার কারণে মাজুরতার সময় তাদের উপর রোযা ফরয নয়। তবে উভয় মাজুরতা থেকে পবিত্র হলে ক্বাদ্বা আদায় করতে হবে।

বি. দ্র. বালিগ না হলেও ছোট ছেলে-মেয়ে যারা রোযা রাখতে পারবে তাদেরকে রোযা রাখিয়ে অভ্যাস করানো পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য। রোযার ছওয়াব পিতা-মাতা পাবে।

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং শুধু ক্বাদ্বা ওয়াজিব হয়

নিম্নলিখিত কারণসমূহে রোযা ভঙ্গ হয় এবং তার জন্য ক্বাদ্বা আদায় করতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না। সেগুলো হচ্ছে;

১. ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করলে। ২. আহলিয়াকে (স্ত্রী) বুছা বা স্পর্শ করার কারণে মনি নির্গত হলে। ৩. কোন অখাদ্য বস্তু তথা পাথর, লোহার টুকরো, ফলের আঁটি ইত্যাদি গিলে ফেললে। ৪. স্বাভাবিক স্থান ব্যতীত অন্যস্থানে মেলামেশায় মনি নির্গত হলে। ৫. জোরপূর্বক রোযাদারকে কিছু খাওয়ানো হলে। ৬. ভুলক্রমে কিছু খেতে আরম্ভ করে রোযা ভঙ্গ হয়েছে মনে করে পুনরায় আহার করলে। ৭. কুলি করার সময় পেটে পানি চলে গেলে। ৮. প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তায় ওষুধ বা অন্য কিছু প্রবেশ করালে। ৯. রাত মনে করে ছুবহি ছাদিক্বের পর পানাহার করলে। ১০. সন্ধ্যা মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বেই ইফতার করলে। ১১. মুখে বমি এনে পুনরায় তা পেটে প্রবেশ করালে। ১২. দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্য কণা বের করে খেয়ে ফেললে। ১৩. শরীরের কোন ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগানোর ফলে তা ভেতরে প্রবেশ করলে। ১৪. ভুলক্রমে রোযা অবস্থায় ইনজেকশন, ইনহিলার, স্যালাইন, ইনসুলিন ইত্যাদি ব্যবহার করলে। ১৫. নাকে বা কানে তেল বা তরল ওষুধ প্রবেশ করালে। ১৬. আগরবাতির ধোঁয়া নাকে প্রবেশ করলে। ১৭. রোযা রেখে পেস্ট, কয়লা, পাউডার, ছাই ইত্যাদি যে কোন প্রকার মাজন দ্বারা দাঁত মাজা মাকরূহ। এগুলোর সামান্য অংশও যদি গলায় প্রবেশ করে তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এছাড়া সর্বাবস্থায় গুল ব্যবহার করা হারাম। কারণ গুল মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৮. রাত্রি বাকি আছে মনে করে ছুবহি. ছাদিক্বের পর পানাহার করলে বা নির্জনবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

নিম্নোক্ত কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না-

১. ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করলে। অতঃপর শেষ সময় পর্যন্ত পানাহার না করলে।
২. ভুলক্রমে স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস করলে।
৩. রোযার মধ্যে দিনে ঘুমালে এবং ঘুমের মধ্যে গোসল ফরয হলে।
৪. আহলিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে মনি নির্গত হলে।
৫. তেল মালিশ করলে। ৬. শিঙ্গা লাগালে।

Scanned with CamScanner

৭. চোখে সুরমা বা ওষুধ দিলে। উল্লেখ্য, ওষুধের স্বাদ গলায় অনুভূত হলে বা সুরমার রঙ থুথুর সাথে দেখা গেলেও রোযা ভঙ্গ হবে না।
৮. আহলিয়াকে (স্ত্রী) বুছা বা চুমু দিলে।
৯. আপনা আপনি বমি করলে।
১০. রোযাদারের গলায় অনিচ্ছাকৃতভাবে ধোঁয়া গেলে।
১১. মুখে থুথু এলে বারবার না ফেলে গিলে ফেললে ইহাই উত্তম। বারবার থুথু ফেললে শরীর দুর্বল হবে।
১২. রোযা অবস্থায় নখ ও চুল কাটলে। (দাঁড়ি কাটা যাবেনা যেহেতু তা কাটা সর্বদাই হারাম)
১৩. রোযাদার ব্যক্তি স্বপ্নে কিছু খেলে বা পান করলে।
১৪. রাস্তায় চলাচলের সময় গাড়ির ধোঁয়া, রান্না করার সময় রান্নার ধোঁয়া নাকে প্রবেশ করলে মাজুর বা অক্ষমতার কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না।
১৫. রোযা অবস্থায় সন্তানকে দুধ খাওয়ালে মায়ের রোযা ভঙ্গ হবে না। এমনকি ওযুও ভঙ্গ হবে না। (বুখারী মুসলিম মিশকাতসহ অনেক ছহীহ হাদীস)

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং ক্বাদ্বা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়

নিম্নলিখিত কাজসমূহ দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং ক্বাদ্বা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করা ওয়াজিব হয়। যথা:

১. ইচ্ছাকৃত স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস করলে।
২. স্বেচ্ছায় পানাহার করলে।
৩. স্বেচ্ছায় ওষুধ পান করলে বা ইনজেকশন, ইনসুলিন অথবা স্যালাইন গ্রহণ করলে।
৪. শিঙ্গা লাগানোর পর রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পানাহার করলে।
৫. ধূমপান করলে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)

ক্বাদ্বা ও কাফফারা আদায় করার নিয়ম

কাফফারা আদায় কারার নিয়ম : আর কাফফারা হচ্ছে দু'মাস ধারাবাহিক রোযা রাখা অথবা ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা তৃপ্তিসহকারে খাদ্য খাওয়ানো অথবা কোন গোলাম আযাদ করা।

সন্তানসম্ভবা ও দুগ্ধদায়িনীর রোযা রাখার হুকুম

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী যদি আশঙ্কাবোধ করে যে, রোযা রাখলে যথাক্রমে তাদের গর্ভস্থ ভ্রূণ ও দুগ্ধপানকারী সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে তাদের জন্য রোযা না রাখা জায়িয হবে। পরে এর ক্বাদ্বা আদায় করে নিবে। কাফফারা বা ফিদিয়া প্রদান করতে হবে না।

Scanned with CamScanner

বয়ো-বৃদ্ধের রোযার হুকুম

অতিশয় বৃদ্ধ যে রোযা রাখতে অক্ষম তার জন্য অনুমতি রয়েছে যে, সে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে এবং প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে তৃপ্তি সহকারে দু'বেলা খাওয়াবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তিনি ইরশাদ মুবারক ফরমান :

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

অর্থ : "যাদের রোযা রাখতে অতিশয় কষ্ট হয় তাদের কর্তব্য হলো এর পরিবর্তে ফিদিয়া তথা একজন অভাবগ্রস্তকে (মিসকীন) খাদ্য দান করা"। (পবিত্র সূরা বাক্বারা- আয়াত শরীফ-১৮৪)

রোযার নিয়ত ও ইফতারের দুআ এবং সুন্নত আমলসমূহ

সাহরীর পরিচয় : রমাদ্বান শরীফ মাসে শেষ রাতের খাবারকে সাহরী বলে। অর্থাৎ ছুবহি ছাদিক্বের পূর্বে রোযা রাখার নিয়তে পানাহার করাকে সাহরী বলে। সাহরী করা খাছ সুন্নতে রসূল ﷺ। হাদীস শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

নিম্নোক্তভাবে রোযার নিয়ত করা ফরজ :

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.(بخارى ومسلم)

মাসআলা : কেউ যদি ছুবহি ছাদিক্বের পূর্বে নিয়ত করতে ভুলে যায় তাহলে তাকে দ্বিপ্রহরের পূর্বে নিয়ত করতে হবে। তখন এভাবে নিয়ত করবে :

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ الْيَوْمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন আছুমাল ইয়াওমা মিং শাহরি রমাদ্বানাল মুবারোকি ফারদ্বাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফা তাক্বাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম।

সাহরীর সুন্নাত আমল : জরুরত আন্দাজ খাওয়া-দাওয়া করার পর বেজোড় সংখ্যক খুরমা- খেজুর খাওয়া খাছ সুন্নত। রাতের শেষভাগে সুবহি সাদিকের পূর্বে সাহরী করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

Scanned with CamScanner

ইফতার-এর পরিচয়

ইফতার অর্থ ভঙ্গ করা। সন্ধ্যা রাতে তথা মাগরিবের আযানের পর খুরমা-খেজুর, দুধ, শরবত ইত্যাদি দ্বারা পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলে।

ইফতার-এর দুআ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা আফত্বরতু।

অর্থ : আয় আল্লাহ পাক! আমি আপনারই সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনারই দেয়া রিযিক্ব দ্বারা ইফতার করছি। (বোখারী মুসলিম)

ইফতার-এর সুন্নত আমল :

* খুরমা- খেজুর দ্বারা ইফতার শুরু করা খাছ সুন্নত।

* ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা খাছ সুন্নত। হাদীছে কুদসী শরীফ-এ রয়েছে, আল্লাহ পাক তিনি বলেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ওই ব্যক্তিরাই যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে অর্থাৎ সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করে।" কিন্তু সময় হয়নি এ অবস্থায় তাড়াতাড়ি করে পানাহার করলে ক্বাদ্বা-কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

* ইফতার করার পূর্বে তিনবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা।

* কোন রোযাদারকে ইফতার করানো। এটা অত্যধিক ফযীলতের কারণ।

বি. দ্র. সাহ্‌রী ও ইফতার-এর সময়ের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে যেন সময় কম-বেশি না হয়। সেজন্য সাবধানতার নিমিত্তে সাহ্‌রী-এর সময় থেকে ৫মিনিট কমিয়ে ও ইফতারী-এর সময় থাকে ৫ মিনিট বাড়িয়ে সাহরী ও ইফতার করা উচিত।

আর ইফতার ও সাহরীর ঘোষণার জন্য সাইরেন বাজানো হারাম : উহা ইহুদী-নাছারা মুশরিকদের আমল হিসাবে তাশাব্বুহ যা নিষিদ্ধ হারাম কবিরা গুনাহ। এক্ষেত্রে ইফতারীর জন্য আযান দেয়া আর সাহরীর জন্য মুখে বা মাইকে ঘোষণা দেয়াই সর্বোত্তম ও একমাত্র মাধ্যম। (বুখারী মুসলিম, মিশকাত সহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফ)

ছলাতুত তারাবীহ-এর হুকুম ও আহকাম

ছলাতুত তারাবীহ বা তারাবীহ নামায : তারাবীহ শব্দটি বহুবচন। একবচনে 'তারবীহাতুন'। এর অর্থ হচ্ছে বিশ্রাম নেয়া বা আরাম করা। পাঁচ তারবীহাতুন মিলে এক তারাবীহ। অর্থাৎ, চার রাকাআত পর পর বসে দুআ, দরূদ ও তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে বিশ্রাম নিয়ে বিশ রাকাআত নামায আদায় করা হয় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে 'তারাবীহ'।

Scanned with CamScanner

মাসআলা : তারাবীহ্ নামায বিশ রাকাআত।

পুরুষ-মহিলা প্রত্যেকের জন্যই এ নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। বিশ রাকাআত থেকে কেউ যদি এক রাকাআতও কম পড়ে তাহলে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ তরক করার কারণে কবিরা গুনাহে গুনাহ্গার হবে।

তারাবীহ নামায জামাআতে পড়া, তা খতম তারাবীহ্ হোক বা সূরা তারাবীহ হোক উভয়টিই পৃথকভাবে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ কিফায়া। মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জামাআত-এর সাথে তারাবীহ বা অন্যান্য নামায আদায় করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও কুফরী।

তারাবীহ্ নামায বিশ রাকাআত পড়ার দলীল

আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ফতওয়া মুতাবিক তারাবীহ্-এর নামায বিশ রাকাআত পড়াই সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। অতএব, কেউ যদি বিশ রাকাআত থেকে এক রাকাআতও কম পড়ে, তবে তার সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ তরক করার গুনাহ হবে। অর্থাৎ তারাবীহ-এর নামায বিশ রাকাআতই পড়তে হবে। এর উপরই ইজমা হয়েছে। যারা তারাবীহ-এর নামায ৮ রাকাআত বলে থাকে, তারা বুখারী শরীফ-এ বর্ণিত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ছিদ্দীক্বা আলাইহাস সালাম উনার হাদীছ শরীফখানা দলীলস্বরূপ পেশ করে থাকে। যাতে বর্ণিত আছে যে, "আল্লাহ্ পাক উনার রসূল হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ রমাদ্বান শরীফ-এ এবং রমাদ্বান শরীফ ব্যতীত অন্যান্য মাসে (বিতর সহ) ১১ রাকাআত নামায আদায় করতেন।" মূলত এটি হচ্ছে তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা, তারাবীহ্- এর নামাযের বর্ণনা নয়। কারণ তারাবীহ নামায শুধুমাত্র রমাদ্বান শরীফ-এর জন্যই নির্দিষ্ট। রমাদ্বান শরীফ ব্যতীত অন্যান্য মাসে তারাবীহ নামায নেই। আর তাহাজ্জুদের নামায সারা বছরই পড়তে হয়। জানা আবশ্যক যে, তারাবীহ সুন্নত আর তাহাজ্জুদ নফল। তারাবীহ্ জামাতে পড়া আর তাহাজ্জুদ একা পড়া সুন্নত। তাহাজ্জুদ নামায জামাত পড়া হারাম।

অতএব, "তারাবীহ-এর নামায বিশ রাকাআত"-এ ব্যাপারে বহু হাদীছ শরীফ বর্ণিত হয়েছে।

যেমন এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফ-এ বর্ণিত রয়েছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক উনার হাবীব صلى الله عليه وسلم বিশ রাকাআত তারাবীহ্ নামায পড়তেন বিতর নামায ব্যতীত।" অর্থাৎ তিনি বিশ রাকাআত তারাবীহ্ নামায পড়তেন বিতর নামায ব্যতীত।" অর্থাৎ তারাবীহ্ নামায বিশ রাকাআত এবং বিতর তিন রাকাআত মোট তেইশ রাকাআত। (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা)

হাদীছ শরীফ-এ আরো বর্ণিত রয়েছে-

عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ رضي الله عنه عَنْهُمَا وَغَيْرُهُمَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِشْرِيْنَ رَكْعَةً .

অর্থ : "হযরত আলী رضي الله عنه ও হযরত উমর ইবনুল খত্তাব رضي الله عنه এবং অন্যান্য ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم উনাদের থেকে বর্ণিত রয়েছে, তারাবীহ নামায বিশ রাকাআত।" (তিরমিযী শরীফ)

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ كَانُوْ يُقِيْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً عَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْهُمْ .

অর্থ : হযরত ইমাম বায়হাক্বী রহমতুল্লাহি আলাইহি ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, "খুলাফায়ে রাশিদীন হযরত উমর ফারূক رضي الله عنه, হযরত উছমান যুন নূরাইন رضي الله عنه, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু رضي الله عنه উনারা সকলেই বিশ রাকাআত (তারাবীহ) নামায আদায় করেছেন।"

عَنْ يَزِيْدِ بْنِ رُوْمَانَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنْهُ فِىْ رَمَضَانَ بِثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً .

অর্থ : "হযরত ইয়াযীদ ইবনে রূমান রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, হযরত উমর ফারূক্ব رضي الله عنه উনার খিলাফতকালে সকল ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم উনারা সকলেই তারাবীহ নামায ও বিতর নামাযসহ মোট তেইশ রাকাআত নামায আদায় করতেন।" (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক)

Scanned with CamScanner

তারাবীহ্ নামায-এ দু'রাকাআত পর পর দুআ

তারাবীহ্ নামায-এর দু'রাকাআত পর নিম্নোক্ত দুআ পড়া উত্তম।

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ يَا كَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ يَاقَدِيْمَ الْاِحْسَانِ اَحْسِنْ اِلَيْنَا بِاِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : হা-যা মিং ফাদ্বলি রব্বী ইয়া কারীমাল মা'রূফ, ইয়া ক্বদীমাল ইহ্সান, আহ্সিন ইলাইনা বি ইহ্সানিকাল ক্বদীম। ছাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিকা বিরহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন।

তারাবীহ্ নামায-এর মুনাজাত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ ﷺ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا. رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ. رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ. اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

মুনাজাত : আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া হাবীবিনা ওয়া শাফী'য়িনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ﷺ। রব্বিরহাম হুমা কামা রব্বাইয়্যানী ছগীরা, রব্বানা আফ্রিগ্ আলাইনা ছব্রাওঁ ওয়া তাওয়াফ্ফানা মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া না'উযুবিকা মিনান নার। ইয়া খলিক্বাল জান্নাতি ওয়ান নার। বিরহ্মাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গফ্ফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বা-র। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান নার। ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীর। বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন। সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইয্যাতি আম্মা ইয়াছিফুন-ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন। ওয়াল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

Scanned with CamScanner

বগুড়া সেন্ট্রাল মসজিদে, মহাস্থান মসজিদে এবং অন্যান্য সকল মসজিদে মহিলা জামাত কেন নিষিদ্ধ নয়?

তাদের প্রচার করা লিফলেটে দেখতে পেলাম বগুড়া সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ওহাবী মৌলভী মোনারের এবং কারবালা মাদ্রাসার মৌলভী ফজলুল করিম রাজুর নাম। এই কওমী ওহাবী মৌলভীরাই হযরত ওমর রদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু ও মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আন্হা সহ সোয়া লক্ষ সাহাবীর ইজমা অস্বীকার করে বগুড়াতে সর্বপ্রথম হানাফি মাজহাবের অত্র মসজিদে মহিলাদেরকে একসাথে নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা শুরু করেছে এবং অহরহ ছবি তুলে ও ভিডিও করে, তারা হিন্দু রবিঠাকুরের জন্ম জয়ন্তি পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পত্রিকায় হারাম ছবির পোজ দিয়ে কুফরী করেছে। নাউযুবিল্লাহ। (দৈনিক করতোয়া, ১২ই জুন/১১.দ্র.) হাদিস শরীফে এসেছে, "যে বা যারা কোন পাপ কাজ অথবা নেক কাজের সূচনা করে ক্বেয়ামত পর্যন্ত ঐ পাপ কাজের গুনাহ্ অথবা ঐ নেক কাজের সওয়াব তাদের আমল নামায় পৌঁছতে থাকবে"। (মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি) অথচ এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্মের ছদ্দনামে সাধারন মানুষকে হুজুর পাক ﷺ উনার জন্মদিন তথা ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী ﷺ পালন করা বিদয়াত, শিরক ইত্যাদি মিথ্যা ফতওয়া দিয়ে বিভ্রান্ত ও সন্দেহের ভিতরে ফেলে কুফরী করে থাকে। তারা এবং জামিল মাদ্রাসার মৌলভী আ: সবুর সহ অনেকেই নওগাঁ পোর্শা এবং মহাদেবপুরের বাহাছ হতে মিলাদ ক্বিয়াম বিরোধী দলিল না দিতে পেরে পালিয়ে এসেছে।

মহিলা জামাত নিষিদ্ধ হওয়ার কতিপয় দলিল

"হযরত উম্মে হুমায়িদ রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে আমি বললাম ইয়া রসূলাল্লাহ্ ﷺ, আমার মনে চায় আমি আপনার সাথে নামাজ আদায় করি। তিনি বললেন, আমি জানি কিন্তু তোমাদের (মহিলাদের) জন্য মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা বাড়িতে নামাজ আদায় করা শ্রেয়। বাড়িতে নামাজ আদায় করা অপেক্ষা নিজ কক্ষে নামাজ আদায় করা উত্তম, নিজ কক্ষে অপেক্ষা নিভৃত গৃহকোনে নামাজ আদায় করা উত্তম" "মেয়েরা ঘরের প্রকোষ্ঠে নামাজ আদায় করলে (পুরুষেরা জামাতে নামাজ আদায় করে সাতাশ গুন সওয়াব বেশি পায় তার চাইতে আরও) ২৫ গুন ছওয়াব তারা বেশি পাবে সুবহানাল্লাহ (আহমদ, তিবরানী, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান সহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)। প্রকাশ থাকেযে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের সংখ্যা, অমুসলিমদের নিকটে বেশি দেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে ও ঈদগাহে ঋতুবর্তী মহিলাসহ সকলকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর হুজুর পাক ﷺ তিনি হচ্ছেন পুরুষ,

Scanned with CamScanner

মহিলা সকলেরই নবী। কাজেই তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করা মহিলাদের জন্য অনুমতি ছিল। ফরজে আইন ছিল না। যেমন ইসলামের প্রথম দিকে মদ জায়েজ ছিল কিন্তু পরে তা হুজুর পাক ﷺ উনার মাধ্যমেই নাযায়েজ হয়েছে। লক্ষ্যনীয় যে, স্বয়ং নবী, রসূলদের ইমাম হুজুর পাক ছল্লাল্লহু আলাইহিওয়া সাল্লাম এর ইমামতিতে মসজিদে নববীতে (যে মসজিদে এক রাকায়াত নামাজ ৫০ হাজার রাকায়াতের চাইতে উত্তম) সেই মসজিদে মহিলাদেরকে জামাতে নামাজ আদায় করতে তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন। বর্তমানে যারা মহিলাদেরকে নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করে তারা কি হুজুর পাক ﷺ উনার চাইতে বড় ইমাম? নাউযুবিল্লাহ। এবং মহিলাগুলো কি মা আয়িশা সিদ্দীকা রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার চাইতেও বেশি পরহিযগার ও পর্দানশীলা? নাউযুবিল্লাহ।

প্রকাশ থাকে যে, তাঁর আলোচনাগুলো মহিলা, পুরুষ সকলের জন্যই শোনা জরুরী ছিল এবং তিনি ছিলেন কুরআন শরীফের ভাষায় সকল মহিলা পুরুষের রূহানী পিতা (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) সূরা আহযাব, আয়াত: ৬। যার কারনে তার নিকটে কোন মহিলার প্রয়োজন হতো না তারপরেও তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহিলা থেকে পর্দা করতেন। প্রকাশ থাকে যে, মহিলাদের ইমাম মহিলারাও হতে পারবে না। যদি মহিলাদের ইমাম মহিলা হতে পারতো তাহলে সাত লক্ষ হাদীস শরীফের হাফেজা হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রা. ইমাম হতে পারতেন। কিন্তু তিনি কোনদিন কোন মহিলার ইমাম হয়ে নামায পড়াননি। তারপরেও তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বর্ণযুগের জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী। কিন্তু বর্তমানে মেয়েদের জন্য একমাত্র তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কোন পর পুরুষের আদেশ মান্য করা জায়েয নেই। যেহেতু নামাজে ফরজে আইন পর্দার ব্যাপারে রয়েছে এবং রুকু, সিজদা সহ সকল জায়গায় জামাতে পর পুরুষ ইমামের আদেশ মান্য করতে তাদেরকে বাধ্য হতে হয়। এছাড়াও মা আয়েশা সিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আন্হা ও হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সহ সোয়া লক্ষ সাহাবীর ইজমাকে স্বীকৃতি দেওয়া কুরআন সুন্নাহর আলোকেই ফরজ ওয়াজিব ও উহা অস্বীকার করা কুফরী। কারন পরবর্তীতে তাঁদের মত অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে তাঁদের চাইতে নিজেদেরকে বেশি ধার্মিক ও জ্ঞানী-বুদ্ধিমান দাবী করা এবং তাঁদেরকে ইসলাম বিরোধী মিথ্যা অপবাদ দেওয়া যা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় হিসেবে সম্পূর্ণই কুফরী। (সূরা ফাতাহ ২৯, সূরা তাওবা ১০০, সূরা তাহরীম ৮নং আয়াত)।

মহিলা জামাত নিষিদ্ধ হওয়ার কতিপয় দলিল : (১) বুখারী, (২) মুসলিম সহ ওহাবী পন্থী কওমী মৌলভীদের কিতাব (৩) দারুল উলুম দেওবন্দ ৩/৪৯ পৃষ্ঠা, (৪) ফতওয়ায়ে রহিমীয়া ১/১৭৩ পৃষ্ঠা, (৫) গায়াতুল আওতার ১/২৬৩, (৬)

Scanned with CamScanner

শামী, দূররুল মুখতার ১/৩৮৩, (৭) ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৩২, (৮) আইনুল হিদায়া ১/৪৫৮, (৯) ইমদাদুল আহকাম ১/৪২৫, (১০) কেফায়া ১/৩১৭, (১১) উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী ৫/১৫৬, (১২) ফতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম ২/৪২৮, (১৩) তাফহিমুল মুসলিম ১৪/২১, (১৪) ফয়জুল বারী শরহে বুখারী ২/৩২২, (১৫) নুরুল হিদায়া ১/১০১, (১৬) বাহরুর রায়েক ১/৩৫৮, (১৭) মাদানুল হাকায়েক ১/১৪৩, (১৮) আহসানুল মাসায়েল ১/৩৮, (১৯) শরহে বেকায়া ১/১০৮, (২০) শরহে সেকায়া ১/১৮৭, (২১) জাওহারাতুন নাইয়ারাহ ১/৭৮, (২২) মারকিউল ফালাহ ১/২০৫, (২৩) কুদুরী ১/৩৬, (২৪) ফতওয়ায়ে নঈমিয়া ১/৩৫, (২৫) মায়ারিফে মাদানিয়াহ শরহে তিরমিজী ৮/১০৮, (২৬) শরহে সুনানুন নাসাই, (২৭) ঈমাম সূয়ুতি ২/২৮২, (২৮) মিরকাত শরহে মিশকাত ৩/৫৭ ও ৬৭, (২৯) আশয়াতুল লুময়াত শরহে মিশকাত ১/৪৬২, (৩০) দর্সে তিরমিজী ২/৩২১, (৩১) মারিফেসুনান ৪/৪৪৫, (৩২) এলাউছ সুনান ৪/২৪১, (৩৩) আউয়ালুল মাসালিক ৪/১০৬, (৩৪) তাতারখানিয়া ১/৬২৮, (৩৫) খুলাছাতুল ফতওয়া ১/১৫৫, (৩৬) বাদায়েছ সুনায়ী ১/১৫৭, (৩৭) আইনি শরহে হিদায়া ১/৭৩৯, (৩৮) হিদায়া মায়াদদিরায়া ১/১২৬, (৩৯) তরীকুল ইসলাম ৭/৩৩, (৪০) মাবছুত লিসসারাখছি ২/৪১ সহ প্রায় ৪০০ টিরও বেশি কিতাবে মহিলা জামাআত নিষিদ্ধ থাকার পরেও ইমামতি করে টাকা কামানোর আশায় ছহীহ হাদিসের ভাষায় বোবা শয়তান সেজে উপরোক্ত ওহাবী কওমী মৌলভীরা নিজেরা কুফরী করলেও নিজেদের কওমি, জামিল ও কারবালা মাদ্রাসায় মহিলা জামাআত না হওয়াই প্রমাণ করে যে, তারাও জানে ইহা জায়েয নয় সম্পূর্ণ হারাম।

মক্কা মদীনার দৃষ্টান্ত : প্রশ্ন হতে পারে মক্কা মদীনা সহ অনেক জায়গায়তো মহিলা জামাত ও ছবি, ভিডিও, টিভি, সেটেলাইট হয়ে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বর্তমানে যারা মক্কা মদীনা শাসন করছে তারা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমান আক্বিদা নষ্ট করার উদ্দেশে বৃটিশ খ্রীস্টানদের সৃষ্টি ওহাবী দল। জলদস্যু পরিবার। যারা কেউই আসল আরব দেশীয় বা নবী ﷺ অথবা সাহাবীদের রা. আওলাদ নয়। যারা ইসলামের ভিতরে অসংখ্য হারামকে হালাল, হালালকে হারাম ফতওয়া দিয়ে ও আমল করে বিশ্বব্যাপি টিভির মাধ্যমে তা ছাপিয়ে দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি, হানাহানি ও দলাদলি সৃষ্টি করে ঈমান ধ্বংসের অপচেষ্টা করতে গিয়ে ইসলামী শরীয়তে হারাম ছবি, ভিডিও, সিসিটিভি, বেপর্দা, মহিলা জামাত এবং চারটির উর্ধ্বে বিবাহ জায়েজ করা সহ অসংখ্য হারাম আমলকে হালাল হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছে যেগুলো হুজুর পাক ﷺ ও সাহাবায়েকেরাম এবং হক্কানী ওলীদের মত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত। "তাছাড়াও

Scanned with CamScanner

ইসলামী শরীয়তে কোন দেশ বা ব্যক্তিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। বরং শরীয়তের দলিল হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াস"। (নুরুল আনোয়ার সহ সকল উছুলে ফিকাহর কিতাব এবং ছবি, টিভি, সেটেলাইট হারাম হওয়ার অসংখ্য দলীল রয়েছে তার কতিপয় নিম্নরূপ: সূরা নূর, আয়াত ৩০ ও ৩১, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩, সূরা বাকারাহ, আয়াত ৪২ ও ৮৫, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫, বুখারী ২য় খণ্ড ৮৮০পৃ., মুসলিম ২য় খণ্ড ৮২০ পৃষ্ঠাসহ ৩৫৩টি হাদীস শরীফের কিতাবের উদ্বৃতিতে প্রায় ৩,৫০০ টি হাদীস শরীফ। আরব দেশের মাধ্যমে উক্ত হারামগুলো জাযিরা টিভির মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচার করতে পারলে সকল মুসলিম অতি সহজেই আরবরা করছে হিসেবে দলীল মনে করে সবাই করা শুরু করে দেবে এটাই হলো ইহুদি খৃস্টানদের কুট-কৌশল) তাদেরই ভ্রান্ত মতের অনুসারী ও প্রচার প্রসারকারী আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধু কওমি, চরমোনাইয়ের বিভ্রান্ত মৌলভীগন। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সুবিধাকে চাঙ্গা করার জন্য ইচ্ছামত ফতওয়াবাজী করে শান্ত মুসলিম সমাজের মধ্যে ভাগা-ভাগি ও ফেতনা সৃষ্টি করা এই ওহাবী মৌলভীদের নিত্য দিনের কর্মসূচী। কারন দান ছদকার পয়সায় জীবন চলেতো! অন্য মানুষের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করতে হলে ইসলামের নামে এত জঙ্গিপনার সুযোগ তারা পেত না।

শয়তানের আমল : ভ্রান্ত মতবাদী হুজুর পাক ﷺ উনার আমাদের ন্যায় মাটির মানুষ বলে নিজে কুফরী আকিদা পোষণ এবং সরল প্রান মুসলমান উম্মাহ্‌কে কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপচেষ্টা করেও সে লিখেছে তিনি কিসের তৈরী তা জেনে কোন উপকার নেই। নাউযুবিল্লাহ। সেকি জানেনা আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবিব হুজুর পাক ﷺ সম্পর্কে সঠিক ঈমান ও আকিদা পোষণ ও প্রচার ঠিক ১(এক) ও ০(শুন্য) এর দৃষ্টান্তের মত? ১ হচ্ছে ঈমান আকিদা আর ০ হচ্ছে আমল। ১ যদি না থাকে লক্ষ কোটি শুন্যের যেমন কোন মূল্য নেই তেমনি ঈমান আকিদা গরমিল করে কুফরী করলে লক্ষ কোটি আমলেরও কোন মূল্য থাকেনা? যেমন ইবলিশ শয়তান ৬ লক্ষ্য বৎসর ইবাদত করা এবং সকল ফেরেশতার শিক্ষক হওয়ার পরেও আল্লাহপাকের হুকুম অমান্য করে কুফরী করার কারনে সে মালাউন হয়ে গেছে। ভ্রান্ত মতবাদী সুন্নত বিবর্জিত জীবন যাপন ও অসংখ্য হারামের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে এবং হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি ও কুফরী আকিদা পোষণ ও প্রচার করার পরও বলতে চায় এ আলোচনায় কোন উপকার নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

Scanned with CamScanner

সোমবার-বৃহস্পতিবারের রোযা পৃথক ভাবে দুই বৎসরের রোযা রাখার সমান:

মহান আল্লহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে এরশাদ মুবারক করেন مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا অর্থ : যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করবে তাকে তার দশগুণ সওয়াব দান করা হবে।

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ ذٰلِكَ يَوْمٌ وُّلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ اَوْ اُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِيْ وَاَنَا صَائِمٌ (روه الترمذى)

হযরত ক্বাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাকে সোমবার ও বৃহস্পতিবার (যেহেতু উনি রোযা রাখেন সেহেতু) এই রোযা সম্পর্কে জিঙ্গাসা করা হলে তিনি ইরশাদ মুবারক করলেন যে, সোমবার ও বৃহস্পতিবার সপ্তাহিক আমল মহান আল্লাহর নিকটে উপস্থাপন করা হয়। আমিচাই আমার তথা আমার উম্মতের আমল নামা রোযা অবস্থায় উনার নিকটে আনুষ্ঠানিক ভাবে উপস্থাপন করা হোক। এবং পবিত্র সোমবার দিন পৃথিবীতে আমার পবিত্র মিলাদ তথা জন্ম মুবারক হয়েছে এবং এদিনেই আমার বেছাল শরীফ তথা আল্লহর দীদার হবে। (এইজন্য তোমরাও সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখবে।)

(মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত, রিয়াদুস সলেহীন ৩খন্ড ৫৩২পৃ:-১২৫৭ ও ১২৫৮ নং হাদীস শরীফ সহ ৫২টি ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

ইয়াওমে আশুরা ও আরাফার রোযা তিন বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়:

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. مِشْكٰوة ص ١٧٩

অর্থ: হযরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আমি আল্লাহর নিকট আশাবাদী যে, আরাফা দিবস (৯ই হিলহজ্জ)-এর রোযা তার পূর্ববর্তী এক বৎসর এবং পরবর্তী এক বৎসরের গুনাহ মুছে দিবে। আর মহান আল্লাহর নিকট (এও) আশাবাদী যে, আশুরা দিবসের রোযা তার পূর্ববর্তী এক বৎসরের গুনাহ মুছে দিবে।

Scanned with CamScanner

(খারেজীদের ফয়জুল কালাম ২৮৭ পৃ, মুসলিম, ফতহুল মুলহীম, ফতহুল মুনয়ীম, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, শরহুত তীবি, মিশকাত-পৃষ্ঠা ১৭৯ ইত্যাদি)

ব্যাখ্যা : আশুরার রোযার শ্রেষ্ঠত্ব বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ও জিলহজ্জের নয় তারিখের রোযার ফযীলত রমদ্বানের রোযা ব্যতিরেকে। উম্মতে মুহাম্মাদীর সৌভাগ্য কতই না বেশী যে, তাদের এক দিনের নফল রোযা এক বছর ও দুই বছরের সমস্ত গুনাহ মাফকারী। তাই এ উম্মতের উচিত আশুরা ও জিলহজ্বের ৯ তারিখে রোযা রেখে গুনাহ মাফ করানো।

শাওয়ালের ছয়টি রোযা সাড়া বৎসর রোযা রাখার ছওয়াব :

وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، مِشْكٰوة ص ١٧٩)

অর্থ: হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেছেন- যে ব্যক্তি রমদ্বানের রোযা রাখে অতঃপর শাওয়ালের ৬টি রোযাকে তার (রমদ্বানের রোযার) অনুসরণ করায় অর্থাৎ শাওয়ালের ৬টি রোযা রাখে- তাহলে তার সাড়া বৎসর রোযা রাখার ন্যায় হবে অর্থাৎ সওয়াব পাবে। (খারেজীদের ফয়জুল কালাম ২৮৭ পৃ, মুসলিম, ফতহুল মুলহীম, ফতহুল মুনয়ীম, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, শরহুত তীবি, মিশকাত-পৃষ্ঠা ১৭৯ ইত্যাদি)

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লহি আলাইহি-উনার নিকট এই ছয়টি রোযা পর পর রাখা উত্তম। অর্থাৎ ২রা শাওয়াল থেকে ৭ই শাওয়াল পর্যন্ত রাখবে। কিন্তু ইমাম আযম রহমতুল্লহি আলাইহি-উনার নিকট পৃথক পৃথকভাবে রাখা উত্তম। যাতে রোযা পুরো মাসকে ঘিরে নেয়। অর্থাৎ পূর্ণ মাসব্যাপী হয়। (ফতহুল মারাম)

মোট ৩৬টি রোযা হয়। রোযা আবশ্যই নেকীর কাজ। পবিত্র কুরআন শরীফে আছে, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا অর্থাৎ একটি নেকীর কাজ করলে ১০টা নেক কাজের প্রতিফল পাবে। সেই নিয়মানুযায়ী ৩৬×১০=৩৬০টি রোযা রাখার সওয়াব পাবে। আর বৎসর ৩৬৫ দিনে ৫দিন রোযা রাখা হারাম। ঈদুল ফিতরের ১দিন, কুরবানী তথা জিলহজ্বের দশ, বার, তের তারিখ। (যুক্তির আলোকে ইসলামের বিধান)।

Scanned with CamScanner

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَرْبَعٌ لَمْ تَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامُ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرُ وَثَلَاثَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ . مِشْكٰوة ص ١٨٠)

অর্থ: হযরত হাফসা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি বিষয় এমন যেগুলোকে নবী করীম ﷺ কখনও ছাড়তেন না। আশুরার রোযা, যিলহজ্জের প্রথম দশকের রোযা, প্রত্যেক আরবী মাসের তিন দিনের রোযা (অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের আইয়ামে বে'য এবং ফজরের পূর্বের দুইরাকাত সুন্নত নামাজ। (নাসায়ী, মিশকাত-১৮০, খারেজীদের ফয়জুল কালাম ২৮৭ পৃ, মুসলিম, ফতহুল মুলহীম, ফতহুল মুনয়ীম, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, শরহুত তীবি, ইত্যাদি)

ব্যাখ্যা : "যিহলজ্জের প্রথম দশক" অর্থে এখানে নয় দিনকেই বুঝিয়েছেন, কেননা অপর হাদীসে দশ তারিখ ঈদের দিনে রোযা রাখতে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন তবে কুরবাণীর পশু জবেহ পর্যন্ত কোন কিছু না খাওয়া উত্তম এবং রোযা ও আলাদা কুরবাণী করার সওয়াব।

সাড়া বৎসর সচ্ছল জিবিকা লাভের উপায় আশুরার রাতে ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করা

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عِيَالِهٖ فِى النَّفَقَةِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهٖ قَالَ سُفْيَانُ اِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَالِكَ—(رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَالْبَيْهَقِىُّ . مِشْكٰوة ص ١٧٠)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে আশুরার মহরমের ১০ তারিখে নিজের পরিবারের প্রতি প্রশস্ততার সাথে খরচ করবে, আল্লাহ তায়ালা সাড়া বৎসর তার প্রতি আপন দান প্রশস্ত রাখবেন। অর্থাৎ তাকে কুদরতি মদদ দিয়ে স্বচ্ছলতা দান করবেন তাবেয়ী হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহমতুল্লহি আলাইহি বলেন, আমরা এর পরীক্ষা করেছি এবং ব্যাপারটিকে এরূপই পেয়েছি।

(রযীন, বায়হাকী, মিশকাত-পৃষ্ঠা ১৭০, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, শরহুত তিবী, খারিজীদের ফয়জুল কালাম ২৮৭পৃ: ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

দশ হাজার দিনের নামাজ রোযার চেয়ে উত্তম ইবাদতের দিন ইয়াওমে আরাফা :

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللهِ اَنْ يُّتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَّقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোন দিন আল্লাহর নিকট যাতে আল্লাহর ইবাদত করা হয়, জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা প্রিয় নেই। (কেননা তার) প্রতিদিনের একটি রোযা এক বৎসরের রোযার বরাবর (এ মাসের নবম তারিখ ও দশম তারিখ ছাড়া। কেননা নবম তারিখের রোযার আলাদা ফযীলত, তাহলো এক বছরের পূর্বাপরের সমস্ত গোনাহ মাফ হয় ও দশ তারিখ রোযা রাখা নিষিদ্ধ।) ও প্রত্যেক রজনীতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পূর্ণ ইবাদতের মধ্যে জাগরণ করা ক্বদর রজনীতে জাগরণ করার সমতুল্য।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-পৃষ্ঠা ১২৮ মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, শরহুত তিবী, খারেজীদের ফয়জুল কালাম ২৯৩ পৃ, ইত্যাদি)

ব্যাখ্যা : আমাদের অনেকেরই পক্ষে সারাটি বছর রোযা রাখা কষ্টসাধ্য ও ক্বদর রজনী চিহ্নিত করা দুষ্কর। তাই ঐ দুই সওয়াব নিশ্চিত পেতে হলে জিলহজ্জ মাসের দশ দিন রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতে হবে ও নয়দিন নয়টা রোযা রাখতে হবে। এ উম্মতের এটা বৈশিষ্ট্য এবং উত্তম পুরস্কার।

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّلْبَيْهَقِيِّ اَنَّ الْعَمَلَ فِيْهِنَّ يَعْنِيْ فِيْ لَيَالِيْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالْاِصْبَهَانِيُّ بِاِسْنَادٍ لَابَأْسَ بِهِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يُقَالُ فِيْ اَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ كُلُّ يَوْمٍ اَلْفٌ وَيَوْمُ عَرَفَةَ عَشَرَةُ اٰلَافِ يَوْمٍ يَعْنِيْ فِي الْفَضْلِ (لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ ص ٩٢)

অর্থ: এবং বায়হাকী শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে- জিলহজ্জের শুরু দশ রাতের এক এক আমলের সওয়াব সাতশত গুণ বৃদ্ধি করা হয়। (উদাহরণ স্বরূপ অন্য সময়ের সাতশত নামাযের বরাবর এক নামায ও একবারের দুরূদ শরীফ অন্য সময়ের সাতশত বার দুরূদের বরাবর।) আর বায়হাকী ও ইস্পহানীর বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন: জিলহজ্জের প্রথম দশ

Scanned with CamScanner

দিনের প্রত্যেকটি দিন এক হাজার দিনের বরাবর। (অর্থাৎ অন্য সময়ে হাজার দিন ইবাদত করলে যে সওয়াব হবে ঐ দশদিনের প্রতিটি দিনের ইবাদতে ঐ পরিমাণ সওয়াব হবে।) এবং আরাফার দিন (জিলহজ্জের নবম দিন) মর্যাদা ও ফযীলতের ক্ষেত্রে দশ হাজার দিনের সমকক্ষ। (লাওয়াকিহুল আনওয়ার- পৃষ্ঠা ৯২, নুজহাতুল মাজালিস, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুসান্নাফ, খারেজীদের ফয়জুল কালাম ২৯৩ পৃ, ইত্যাদি)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ অন্যান্য সময় দশ হাজার দিনে রাত দিন ইবাদাত করার যে পরিমাণ সওয়াব হবে আরাফার মাত্র এক দিনেই সে পরিমাণ সওয়াব হবে সুবহান্নাল্লহ্। (ফাতহুল মারাম)

পবিত্র লাইলাতুর ক্বদর-এর ফাযায়িল-ফযীলত ও তার আমলসমূহ

'লাইলাতুন' শব্দের অর্থ হচ্ছে রাত বা রজনী। আর 'ক্বদর' শব্দের অর্থ হলো মহিমান্বিত বা মর্যাদামণ্ডিত। এ রাতটি আমাদের এ উপমহাদেশে 'শবে ক্বদর' হিসেবে মশহুর। এ রাতটি ফযীলত সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তিনি ইরশাদ মুবারক ফরমান

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.

অর্থ: "লাইতুল ক্বদর হচ্ছে হাজার মাস থেকে উত্তম।" সুবহানাল্লাহ! (পবিত্র সুরা ক্বদর : আয়াত শরীফ ৩)

হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ.

অর্থ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা ছিদ্দীক্বা আলাইহাস সালাম উনার থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, তোমরা পবিত্র রমাদ্বান শরীফ-এর শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে শবে ক্বদর বা লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করো। (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

শবে ক্বদর দুআ কবুলের পাঁচ রাত্রির মধ্যে অন্যতম রাত্রি। এই রাত্রিতে বান্দা আল্লাহ পাক উনার কাছে যা আরজি করে আল্লাহ পাক তাকে তাই দিয়ে থাকেন প্রয়োজন অনুসারে। বান্দার সকল দুআই এ রাত্রিতে আল্লাহ পাক তিনি কবুল করে থাকেন। কেননা আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন:

Scanned with CamScanner

أُدْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ: "তোমরা আমার নিকট দুআ করো আমি তোমাদের দুআ কবুল করবো।" (পবিত্র সূরা মু'মিন, আয়াত শরীফ-৬০)

তাই প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ-মহিলার দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে, রমাদ্বান শরীফ-এর শেষ দশ দিনের প্রতি বিজোড় রাত্রিতে জাগ্রত থেকে লাইলাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদর তালাশ করা। রাত্রিতে জাগ্রত থেকে বেশি বেশি তওবা ইস্তিগফার করে, ইবাদত-বন্দেগীতে কাটানো এবং সকল মুসলমানের জন্য দুআ করা। যার মনে যতো আরজি রয়েছে তা আল্লাহ পাক উনার দরবারে পেশ করা।

কেননা হাদীছ শরীফ-এ রয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক উনার নিকট চায় না বা দুআ করেনা আল্লাহ পাক তার উপর অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী শরীফ) "কাজেই সকলের উচিত আল্লাহ পাক এবং উনার হাবীব ﷺ উনাদের সন্তুষ্টির জন্য, ইসলামের উপর, ঈমানের উপর ইস্তিক্বামত থাকার জন্য সর্বোপরি দুনিয়া এবং আখিরাতের সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্য অন্তর থেকে দুআ করা।

অবশ্যই আল্লাহ পাক তাকে এই মহিমান্বিত রাত্রির সম্মানার্থে তা দান করবেনই করবেন। এটা আল্লাহ পাক উনার ওয়াদা।

বিঃদ্রঃ- ইমামে আ'যম হযরত আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি ২৭শে রমাদ্বান শরীফ-এর রাত্রিকে অর্থাৎ ২৬ তারিখ দিবাগত রাতকে শবে ক্বদর হিসেবেঅধিক সম্ভাব্য বলার কারণে উনার মাযহাবের অনুসারীগণ আমরা যদিও ২৭ তারিখ রাতে বিশেষভাবে শবে ক্বদর তালাশ করে থাকি তবে খাছ সুন্নত হলো পবিত্র রমাদ্বান শরীফ-এর শেষ দশকের প্রত্যেক বিজোড় রাতেই শবে ক্বদর তালাশ করা।

লাইলাতুল ক্বদর এবং শব-ই-বরাতের আমলসমূহ

সুন্নত-নফল অনেক আমলই করা যায়। তবে বিশেষভাবে কয়েকটি আমল করা উচিত। তা হলো:

১. লাইলাতুল ক্বদর ও শবে বরাতের রাতের নিয়তে ৪/৬/৮/১২ ও ১৪ রাকাআত নামায পড়া।
২. দুরূদ শরীফ পাঠ করা।
৩. ছলাতুত তাসবীহ-এর নামায আদায় করা।
৪. যিকির-আযকার করা।
৫. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৬. তাহাজ্জুদের নামায পড়া।
৭. বেশি বেশি তওবা ইস্তিগফার এবং মুনাজাত করা। আল্লাহ পাক উনার কাছে রোনাজারি করে কান্নাকাটি করা।
৮. মীলাদ শরীফ, কিয়াম শরীফ পাঠ করতঃ দুআ-মুনাজাত করা।
৯. রাত্রি জাগরণ করে ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে দেয়া।

Scanned with CamScanner

রোজা রাখার সময়

রমদ্বান মাসে পূর্ণ একমাস রোজা রাখা প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ। সুবহে সাদেক শুরু হওয়া থেকে সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস এবং যাবতীয় গুনাহের কাজ ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকাকে রোজা বলে।

রোজাতে নিয়ত করা ফরজ।

ইফতারের দোওয়া

اَللّٰهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَاَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ—

বাংলা উচ্চরণঃ আল্লাহুম্মা ছুমতুলাকা ওয়া তাওয়াক্কালতু আলা রিযক্বিকা ওয়া আফতারতু বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন। (সুনানুদ দারেমী, দারে কুতনীসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

অর্থঃ ও আমার মহান আল্লাহ পাক আমি আপনার জন্য রোজা রেখেছিলাম, এবং আপনার রূজির উপর নির্ভর করেছিলাম, এবং আপনার দয়াতে ইফতার করছি, ও গো দয়ালুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

অথবা-- اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ--

(বুখারী, মুসলিমসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

তারাবীহ্ এর নামাজ

রমদ্বান মাসের চাঁদ দেখা গেলে, এশার নামাজের পরে এবং বেতের নামাজের পূর্বে প্রতি রাত্রে দুই দুই রাকাআত করে নিয়ত করে দশ সালামে ২০(বিশ) রাকাআত নামাজ পড়তে হয়, ইহাই তারাবীহ এর নামাজ। এই নামাজ মহিলা-পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। আর পুরুষদের জন্য জামায়াতে পড়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদায়ে কেফায়া। মুসলমান পুরুষ-মহিলা উভয়কেই এই নামাজ পড়তে হবে, চাই সে রোজাদার হোক বা নাই হোক। শুধু রমদ্বান মাসে তারাবীহ নামাজের জামাতের পর, বেতের জামায়াতের সাথে পড়তে হয়। বেতের পর দুই রাকাত নফল বসে আদায় করতে হয়। ইহাই সুন্নাত।

তারাবীহ্ নামাজ পড়ার নিয়ম

তারাবীহ নামাজ দুই রাকাআত পড়ে ছালাম ফিরায়ে তৎপর দুই রাকাআত পড়ে ছালাম ফিরায়ে মোট চার রাকাআতের পর বসে দোয়া পড়ে মোনাজাত করবে। রমদ্বানে তারাবীহ্তে এক খতম কোরআন শরীফ পড়া সুন্নত কেফায়া। ইহার সুযোগ না হলে প্রত্যেক রাকাআতে ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা পড়বে। তবে এই নিয়মে সূরা ফীল থেকে নাছ পর্যন্ত দুইবার পড়াই উত্তম। (আলমগিরী, শামী, দারেমী, দারেকুতনী সহ অসংখ্য হাদীস ও ফতওয়ার কিতাব)

Scanned with CamScanner

তারাবীহ্-এর নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ–

বাংলা উচ্চরণঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিত তারাবীহি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়া'লা, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

দুই দুই রাকাআত করে ৪ রাকআত নামাজ শেষ করে কিছু সময় বিশ্রাম নেবে এবং উক্ত সময়ে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে।

তারাবীহ্ এর দোয়া

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَتِ وَالْقُدْرَةِ

وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ

اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ–

বাংলা উচ্চারণঃ সুবহানা যিল মুলকি-ওয়াল মালাকুতি- সুবহানা যিল ই'যযাতি ওয়াল আজমাতি-ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি-ওয়াল কিবিরিয়ায়ী ওয়াল জাবারুতি-সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুসিল হায়্যিল্লাযি-লা-ইয়ানামু ওয়া লা-ইয়ামুতু আবাদান আবাদা, সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালায়িকাতি ওয়াররুহ্।

সামনে পিছনে দরুদ শরীফ না পড়লে কোন দোয়াই কবুল হয় না। (তিরমিযী, মিশকাতসহ অসংখ্যা হাদীস শরীফের কিতাব)

اَلدُّعَاءُ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى تُصَلِّىْ عَلَىَّ–

তারাবীহের নামাজের মুনাজাত

প্রত্যেক ৪ রাকাআত নামাজ পর অথবা সর্বশেষে নিম্নের মুনাজাত করতে হয় যথাঃ-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا شَفِيْعِنَا حَبِيْبِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ

وَسَلِّمْ– اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَارُّ.

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ. يَامُجِيْرُ. يَامُجِيْرُ. بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا شَفِيْعِنَا حَبِيْبِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَتِىْ

اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

Scanned with CamScanner

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম। আল্লহুম্মা ইন্না নাছআলুকাল জান্নাতা, ওয়া নায়ুযুবিকা মিনান্নারি, ইয়া খলিক্বাল জান্নাতি ওয়ান্নারি বিরহ্মাতিকা, ইয়া আযিযু ইয়া গাফফারু, ইয়া কারীমু, ইয়া সাত্তারু, ইয়া রাহীমু, ইয়া জাব্বারু, ইয়া খলিকু, ইয়া বাররু। আল্লহুম্মা আজিরনা মিনান্নারি ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু বিরহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন। আল্লহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

ইতিকাফ-এর ফযীলত

ছহীহ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, যে ব্যক্তি রমাদ্বান শরীফ-এর শেষ দশ দিন (সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া) ই'তিকাফ করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে দুটি হজ্জ ও দুটি ওমরাহ করার সমতুল্য ছওয়াব দান করবেন। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তার পিছনের গুনাহ্খতা ক্ষমা করে দিবেন। আরো বর্ণিত আছে, প্রতি একদিনের ই'তিকাফের বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে তিন খন্দক দূরে রাখবেন। প্রতি খন্দকের দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা। সুবহানাল্লাহ!

ইতিকাফ-এর হুকুম

ই'তিকাফ-এর অর্থ হলো- গুনাহ হতে বেঁচে থাকা, অবস্থান করা, নিজেকে কোন স্থানে আবদ্ধ রাখা, কোণায় অবস্থান করা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায়- রমাদ্বান শরীফ-এর শেষ দশদিন (অর্থাৎ বিশ তারিখ বা'দ আছর একুশ তারিখ মাগরীবের পূর্ব হতে ঈদের বা শওয়াল মাসের চাঁদ দেখা পর্যন্ত) দুনিয়াবী যাবতীয় কার্যকলাপ ও পরিবার-পরিজন হতে ভিন্ন হয়ে, আলাদাভাবে পুরুষের জন্য জামে মসজিদে ও মহিলাদের জন্য ঘরে ইবাদত কার্যে মশগুল থাকাকে ই'তিকাফ বলে। এক দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন এবং সাত দিন ই'তিকাফ করলে সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া আদায় হবে না। অর্থাৎ ৩০শে রমাদ্বান-এর ১০ দিন কিংবা ২৯ দিনে রমাদ্বান শরীফ মাস হলে ৯ দিনের এক মিনিট কম হলেও সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া আদায় হবে না। ই'তিকাফ তিন প্রকার- ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ও নফল। যিনি ই'তিকাফ করেন তাকে মু'তাকিফ বলা হয়।

প্রত্যেক মসজিদে এলাকার তরফ হতে একজন মু'তাকিফ হলেই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউই ই'তিকাফ না করে, তাহলে সকলেরই সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ তরকের গুনাহ্ হবে।

Scanned with CamScanner

ইতিকাফের বর্ণনা

اِعْتِكَافٌ ইতিকাফ শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া, অপেক্ষা করা ইত্যাদি। আর এখানে ইতিকাফের অর্থ হচ্ছে রমদ্বানুল মুবারাকের শেষ দশদিন জামে মসজিদে দুনিয়ার মহব্বত কাজকর্ম ছেড়ে শব-ই ক্বদর তালাশ এবং ইবাদতের উদ্দেশ্যে অবস্থান করা। ইহা সুন্নাতে মোয়াক্কাদায়ি কিফায়া।

ইতিকাফের প্রকার

প্রকাশ থাকে যে, ইতিকাফ তিন প্রকার। যথাঃ-

১। ওয়াজিব ইতিকাফ যেমনঃ মান্নতের ইতিকাফ যদি কেহ ইতিকাফ করার মান্নত করে তবে তার উপর ইতিকাফ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। ইতিকাফসহ যে কোন আমলের নীয়ত করলেই তা পালন করা ওয়াজিব হবে। যেমন নামাজ, রোযা ইত্যাদি।

২। সুন্নাত ইতিকাফ যেমনঃ রমদ্বানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করা।

৩। নফল ইতিকাফ যেমনঃ উপরোক্ত দুই প্রকার ছাড়া যে কোন সময় ইতিকাফ করার নিয়ত করা।

ইতিকাফের শর্তসমূহ

প্রকাশ থাকে যে, ১। ইতিকাফে রোজা রাখা ওয়াজিব। রোজা ছাড়া উহা ছহীহ হবেনা। ২। যে মসজিদে ইমাম- মোয়াজ্জিন নির্দিষ্ট, অর্থাৎ যাকে আমরা জামে মসজিদ বলে থাকি, এমন মসজিদ হতে হবে। ৩। মেয়েরা তাদের ঘরের কোণে ইতিকাফ করবে। ৪। ইতিকাফকারীকে মুসলমান ও জ্ঞানবান হতে হবে। ৫। ইতিকাফকারীকে জানাবাত ও হায়েজ নেফাছ হতে মুক্ত হতে হবে। ৬। ইতিকাফে মসজিদে দুনিয়াবী গল্প করা যাবে না। মসজিদে দুনিয়াবী গল্প করলে ৪০ বছরের ইবাদৎ নষ্ট হয়ে যাবে। (তাফ: আহমদী সহ অসংখ্য কিতাব) ৭। বাজার ঘাট পেশাগত কাজ, বিড়ি সিগারেট খাওয়া বা কোন হারাম কাজ করতে পারবে না। তাহলে ইতিকাফ তো হবেইনা বরং আল্লাহর সাথে তামাশা করার কারণে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে অজু ছাড়া ইচ্ছা করে নামাজে দাঁড়ালে আল্লাহর সাথে উপহাস প্রমান হওয়ার জন্য যেমন ছওয়াবের পরিবর্তে ঈমান নষ্ট হবে তেমনি উপরোক্ত শর্তগুলো ব্যতীত বা মান্য না করে কেউ ইতিকাফের দোহায় দিয়ে মসজিদে অবস্থান করলে আল্লাহর সাথে উপহাস করা প্রমান হওয়ার জন্য ছওয়াব তো দূরের কথা তার ঈমান থাকবে না। কিতাব আল আছার, মুছান্নাফ, ইবনি আবি শায়বা, শামী, আলমগীরিসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস ও ফতওয়ার কিতাব) বর্তমানে যেমন তাবলীগ জামাত শর্ত না মেনেই ইতিকাফের দোহায় দিয়ে নিজের বিবির হক্ব বীর্য্য স্বপ্ন দোষের মাধ্যমে মসজিদে ঢেলে দিয়ে উহাকে নবিয়ানা কাম বলে নবীজি ﷺ উনার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কুফরী করে থাকে। আবার কাঁচা রসুন, পিয়াজ কাটা বাছা করে মসজিদে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে থাকে অথচ বুখারী ১/১১৮ পৃষ্ঠায় এসেছে কাঁচা পিয়াজ খেয়ে মসজিদের নিকটে যেতে নবিজি ﷺ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছেন।

Scanned with CamScanner

ইতিকাফকারীর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহঃ

১। ইতিকাফকারী পায়খানা- পেশাব, অজু- গোসলের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে এমনকি জানাযার জন্যও মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। ২। কাহারো সাথে গল্প করতে পারবে না। ৩। স্ত্রী সহবাস করতে পারবেনা। ৪। মসজিদে যাতে স্বপ্নদোষ না হয় সেদিকে চুড়ান্ত খেয়াল রাখতে হবে। ৫। ইতিকাফ অবস্থায় কোরআন শরীফ পড়া, পড়ানো, দ্বীনি আলোচনা, তসবীহ তাহ্‌লীল পড়া ভাল। (আলমগীরি)

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতি এক দিন ও এক রাত ইতিকাফ কারীদের, কিয়ামতের দিন তাদের ও দোযখের মধ্যে তিনটি খন্দক বা নদী হবে। প্রত্যেক খন্দকের দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের রাস্তা হবে। (সুবহানাল্লাহ) অর্থাৎ রমদ্বানুল মুবারকের শেষের দশ দিন ইতিকাফ কারীগণ আল্লাহ পাক চাহেন তো জাহান্নামে যাবে না। (যদি ঈমানদার হয়)

ইতিকাফের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَعْتَكِفَ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْجِدِ لِلْعِبَادَةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالٰى-

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতুআন আ'তাকিফা কি হাযিহিল মাসজিদি, লিল ইবাদাতি, ওয়া তাক্বাররুবান ইলাল্লহি তা'য়ালা।

বাংলা নিয়তঃ আমি ইবাদত করার জন্য, এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এই মসজিদে ইতিকাফের নিয়ত করলাম।

ইতিকাফকারী নিজেকে মৃতবত ধারণা করবে। যেন ইহাই আমার জীবনের শেষ সময়।

শবে ক্বদরের নামাজের বিবরণ

মহান আল্লাহ পাক এরশাদ মুবারক করেছেন-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ-

লাইলাতুল ক্বাদরি খইরুম মিন আলফি শাহরি।

অর্থঃ ক্বদরের রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। পবিত্র সূরা ক্বদর আয়াত শরীফ-৩

অর্থাৎ ক্বদরের রাত্রের এবাদত এক হাজার মাস এবাদত অপেক্ষা উত্তম। (সুবহানাল্লাহ)। (অর্থাৎ-৮৩ বছর ৪ মাসের নামাজ রোযা)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের ক্ববর নূরের জ্যোতিতে আলোকিত করতে হলে শবে ক্বদরের রাত্রে জেগে জেগে এবাদত কর। (দায়লামী, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক)

Scanned with CamScanner

শবে ক্বদরের নামাজের নিয়মঃ

শবে ক্বদরের নামাজের জন্য বাঁধা ধরা নিয়ম নেই তবে এ রাত্রে জেগে জেগে নফল নামাজ, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত, দরুদ শরীফ, ইত্যাদি পাঠে রত থাকাই একান্ত কতর্ব্য। (অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে রাত্রিজাপন করতে হবে ফজর পর্যন্ত)

তবে এই রাত্রে সাধারণ ও সংক্ষেপ নিয়ম এই যে, দুই রাকআত করে নিয়ত করে প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে সূরা ক্বদর, এবং দ্বিতীয় রাকাতে ফাতেহার পরে সূরা এখলাস তিন বার পাঠ করবে। এই রূপে ৪ রাকাত পর পর মুনাজাত করবে। এই নিয়মেই সাধ্যমত নামাজ পড়বে। তিনবার সুরা ইখলাস পড়লে এক খতম কুরআন শরীফের ছওয়াব হবে। (মুছান্নাফ, মুসতাদরিক)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাকাতে ফাতেহার পর সূরা ক্বদর তিনবার, এবং সূরা এখলাস ৫০ বার করে পাঠ করবে ৪ রাকাত নামাজ পড়ে দরুদ শরীফ পড়ে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করবে তার দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করবেন। (দারেমী, দারেকুতনী, মুছান্নাফ)

ক্বদরের নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ –

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিল লাইলাতিল ক্বদ্‌রি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

সূরা ক্বদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ ইন্না-আংযালনাহু ফি-লাইলাতিল ক্বাদ্‌রি। ওয়া মা আদ্‌রাকামা লাইলাতুল ক্বাদরি। লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন্ আলফি শাহ্‌রি। তানায্‌যালুল মালায়িকাতু ওয়াররুহু ফিহা বিইযনি রব্বিহিম মিংকুল্লি আমরি। সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাঈ'ল ফাজ্‌রি।

Scanned with CamScanner

অর্থঃ- অসীম দয়ালু দাতা মহান আল্লাহ্ পাক উনার নামে শুরু করছি।

আমি উহাকে (কোরআন শরীফকে) নাযিল করেছি শবে-ক্বদরে। শবে ক্বদর সমন্ধে আপনি জানেন কি? শবে ক্বদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেস্তাগণ ও রুহু অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশ ক্রমে। এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

صَلٰوةُ الْعِيْدَيْنِ

দুই ঈদের নামাজের বিবরণ

ঈদুল ফিত্তর

রমদ্বানুল মুবারক শেষ হলে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে সূর্য্য দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এই নামাজ পড়া হয়। অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে এই নামাজ পড়তে হয়। ইহা ওয়াজিব। এই নামাজ মোট ২ রাকআত। ইহা বিনা আজান ও ইক্বামতে পড়তে হয়। এই নামাজের শেষে ইমাম দু'টি খুৎবা পড়বে ১ম খুৎবায় ৯ বার এবং দ্বিতীয় খুৎবায় ৭বার তাকবীর বলবে। ১ম খুৎবা পড়ার পর কিছু সময়ের বসবে তৎপর ২য় খুৎবা পাঠ করে দোয়া ও মুনাজাত করবে।

ঈদের দিনের তাকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ–

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লহু আকবার আল্লহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার আল্লহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

অর্থঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, তাঁরই প্রশংসা। এই তাকবীরকে তাকবীরে তাশরীক বলে।

ঈদুল ফিত্তরের দিনে যাহা সুন্নাত

১। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা। ২। মেছওয়াক করা। ৩। গোসল করা। ৪। উত্তম পোষাকে শরীয়ত সম্মতভাবে সুসজ্জিত হওয়া। ৫। খুশবু তথা আতর লাগান। ঈদগাহে যাওয়ার আগে বেজোড় সংখ্যক খোরমা বা মিষ্টান্ন দ্রব্য আহার করা। ৬। ঈদগাহে যাওয়ার আগে ফেত্‌রা আদায় করা। ৭। ঈদের নামাজ খোলা মাঠে অথবা মসজিদে আদায় করা। ৮। পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। ৯। এক রাস্তায় যাওয়া, অন্য রাস্তায় আসা। ১০। ঈদগাহে যেতে-আসতে আস্তে আস্তে তাকবীর বলা।

Scanned with CamScanner

ফিতরা আদায়ের হুকুম-আহ্‌কাম

ঈদুল ফিতর-এর দিন মালিকে নিছাব-এর উপর শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাপে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে ঈদুল ফিতর-এর দিন নামাযের পূর্বেই ফিতরা আদায় করা। কেননা নামাযের পূর্বে আদায় করাই খাছ সুন্নত এবং অধিক ফযীলতের কারণ। ছদাক্বাতুল ফিতর আদায় না করলে রোযাসমূহ আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলে থাকে। রোযার মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে ছদাক্বাতুল ফিতর আদায় না করলে রোযাসমূহ আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলে থাকে। রোযার মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে ছদাক্বাতুল ফিতর আদায়ের দ্বারা তা দূর হয়ে যায়। কবর আযাব মাফ হয় এবং মৃত্যুর সময় কলেমা নছিব হয়।

ফিতরার পরিমাণ

যাদের উপর ছদাক্বাতুল ফিতর ওয়াজিব অর্থাৎ ঈদের ছুবহি ছাদিক্বের সময় যাদের নিকট নিছাব পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা এর সমপরিমাণ মূল্য) সম্পদ থাকে তাদের প্রত্যেককেই মাথাপিছু নিজ নিজ এলাকা অনুযায়ী "১ সের সাড়ে ১২ ছটাক বা ১৬৫৭ গ্রাম আটা বা এর সমপরিমাণ মূল্য দান করতে হবে।

ঈদুল ফিতর-এর রাত্রির আমল

ছহীহ হাদীছ শরীফ-এর মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, পাঁচ মহিমান্বিত রাত্রিতে বিশেষভাবে দুআ কবুল হয়ে থাকে। তার মধ্যে একটি রাত্রি হচ্ছে ঈদুল ফিতর-এর রাত্রি অর্থাৎ আমাদের দেশে যে রাত চাঁদ রাত হিসেবে পরিচিত সেই রাত্রি। কাজেই এই রাত্রিতে সকলের উচিত বিশেষভাবে তওবা-ইস্তিফার করা, ইবাদত বন্দেগী করা। অনুরূপ ঈদুল আদ্বহার রাত, রজবের প্রথম রাত এবং শবে বরাত ও শবে ক্বদরের রাত এই পাঁচ রাতে দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

ঈদুর ফিতর-এর হুকুম আহকাম

ঈদ অর্থ খুশি, আনন্দ। পবিত্র রমাদ্বান শরীফ-এর এক মাস রোযার পর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ কুল-মুসলিমের জন্য খুশির দিন হিসেবে আল্লাহ পাক ও উনার হাবীব ﷺ হাদিয়া করেছেন।

সর্বপ্রথম ফজর নামাযের পর গোসল করে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরে আতর-সুরমা মেখে খুব সকাল সকাল ঈদগাহে ঈদুল ফিতর-এর দু'রাকাআত নামায আদায় করার মধ্য দিয়েই এই ঈদ শুরু হয়। নামায শেষে মুছাফাহা-মু'আনাকা করে পরস্পরে কুশল বিনিময় করে, যাথাসাধ্য ভাল খাদ্য খেয়ে এদিন মু'মিন-মুসলমানগণ ঈদ উদযাপন করে থাকেন। ঈদুল ফিতরের দিন বিজোড় সংখ্যক খুরমা-খেজুর খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া, তাকবীর বলতে বলতে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং ফিরার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়িতে ফেরা খাছ সুন্নত।

Scanned with CamScanner

ছহীহ্ হাদীছ শরীফ-এ রয়েছে, ঈদুল ফিতর-এর নামায আদায় করে ফিরার পথে ফেরেশতাগণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে রোযা পালনকারীকে এই বলে ইস্তিক্ববাল জানাতে থাকেন যে, "হে আল্লাহ্ পাক উনার বান্দা! আপনাদেরকে ক্ষমা করা হলো। আপনাদের গুনাহ-খতা মাফ করা হলো। আপনাদেরকে কবুল করা হলো।" সুবহানাল্লাহ! (মুসলিম তিরমিযী)

ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের নিয়ম

এ দিন সূর্যোদয়ের পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্বে জামাআতের সাথে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরসহ দু'রাকাআত নামায আদায় করা ওয়াজিব। ঈদের নামাযে খুৎবা পাঠ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলার নিয়ম হলো, প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমার পর তিন বার আল্লাহু আকবার বলে প্রথম দু'বার হাত ছেড়ে দিবে অত:পর তৃতীয় তাকবীরে হাত বেঁধে যথারীতি প্রথম রাকাআত আদায় করবে। দ্বিতীয় রাকাআতে যথারীতি সূরা-ক্বিরায়াত আদায় করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তিন তাকবীর বলবে এবং প্রত্যেক তাকবীরেই হাত ছেড়ে দিবে। চতুর্থ তাকবীর বলে রুকূতে যাবে। এরপর যথারীতি নামায শেষ করবে।

ঈদুল ফিতর নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبِ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ—

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকআ'তাই ছলাতিল-ঈ-দিল ফিত্‌রি মাআ ছিত্তাতি তাকবী-রা-তি ওয়াজি বিল্লাহি তায়া'লা মূতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

বিঃদ্রঃ- ইমাম ওয়াজিবিল্লাহি 'তায়ালা' শব্দের পরে ইমামতের নিয়ত করবে, আর মোক্তদিগণ একৃতেদার নিয়ত করবে, যাহা 'ফজরের' নামাজের 'ফরজে' বর্ণিত হয়েছে।

বাংলা নিয়তঃ মোক্তাদীদের জন্য- মোক্তাদীগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বে বলবে- আমি কেবলা মুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে ছয় তাকবীরের সাথে ঈদুল ফিতরের দু'রাকাআত ওয়াজিব নামাজ পড়ছি। ঈদুল আদ্বহার নামাজে "ঈদুল ফিতরের" স্থলে ঈদুল আদ্বহা বলবে।

ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়ার নিয়ম

নিয়ত করার পর, ইমাম ও মোক্তাদী সকলে তাহরীমা বাঁধবে। অর্থাৎ 'আল্লহ আকবার' বলে কানের লতি পর্যন্ত বৃদ্ধাঙ্গুলী স্পর্শ করে হাত উঠায়ে নাভীর নিচে বাঁধবে। তৎপর ছানা পড়বে। ছানার পর পরই তিন বার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। তিন বারই কান পর্যন্ত হাত উঠাবে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বার তাকবীর বলে হাত না বেঁধে ছেড়ে দিবে। আর তৃতীয় বার তকবীর বলে হাত বাঁধবে। তৎপর ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোন সূরা পড়বে। এরপর ইমামের সাথে সকলে রুকু সেজদা করবে। সেজদার পর সকলে উঠে দাঁড়াবে।

Scanned with CamScanner

এবার দ্বিতীয় রাকাআতঃ দ্বিতীয় রাকাআতেও ইমাম সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়বে, তারপর রুকুর পূর্বে ইমামের সাথে সকলেই তিনবার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে, তিন বারই কানের লতি স্পর্শ পর্যন্ত হাত উঠায়ে ছেড়ে দিবে, হাত বাঁধবেনা। চতুর্থ বারে তাকবীর বলে সকলেই রুকু করবে তৎপর সেজদা করে উঠে বসবে। বসে সকলেই তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পড়বে, অতঃপর ইমামের সাথে ছালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে। এরপর ইমাম দু'টি খুৎবা দিবে মুছাল্লিগণ সকলে মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে। তৎপর দোয়া কালাম ও মিলাদ কিয়াম শরীফ পড়ে মুনাজাত করবে। (ত্বরিকুল ইসলাম, মুজাহিরে হক্বসহ অসংখ্য নির্ভরযোগ্য কিতাব)

ঈ'দুল আদ্বহা নামাজের বর্ণনা

যিলহাজ্ব মাসের দশ তারিখে ঈদুল আজ্বহা। ঈদুল আদ্বহার ওয়াজিব দু'টি। ১। ঈদের নামাজ পড়া। ২। কুরবানী করা। এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার এই যে, ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ এর আছর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। ফরজ নামাজের ছালাম ফিরানোর পর পরই পুরুষ উচ্চস্বরে আর মেয়েরা নিম্নস্বরে তাকবীরে তাশরীফ একবার পাঠ করা ওয়াজিব তিনবার পাঠ করা ওয়াজিব সহ মুস্তাহাব সুন্নত। একবারও না পড়লে কবিরা গোনাহ্গার হবে। তাকবীরে তাশরীক ঈদুল ফিতরের বর্ণনা অধ্যায় দেওয়া আছে। (ফত:আলমগীরী, শামীসহ অসংখ্য কিতাব)

ঈদুল আদ্বহার নামাজ ঠিক ঈদুল ফিতরের নামাজের মতই। একই সময়ে একই নিয়মে পড়তে হয়। কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাজের আগেই কিছু খাওয়া সুন্নত। আর ঈদুল আদ্বহার দিন নামাজ ও কুরবানীর পর খাওয়া সুন্নাত।

ঈদুল আদ্বহার নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ
وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রাকাআ'তাই ছলাতিল ঈ'দিল আদ্বহা মাআ'ছিত্তাতি তাকবীরোতি ওয়াজিবিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

নামাজ সমাপ্ত করে মালিকে নেছাবগণ কুরবানী করবে।

Scanned with CamScanner

কুরবানীর বিবরণ

হুজুর আকরাম ﷺ বলেছেন, কুরবানীর দিনগুলিতে আল্লাহ্ পাকের নিকট কুরবানীর চাইতে অন্য কোন জিনিষ অধিক প্রিয় নহে। কুরবানী দাতাকে কুরবানীর পশুর এক একটি লোমের বিনিময়ে ছওয়াব দেওয়া হয়। কবুলকৃত কুরবানীর পশুর রক্ত মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথেই কোরবানী দাতার জান্নাত নছীব হয়ে যায়। (সুবহানাল্লাহ) (মিশকাত, মিরকাত, তিরমিযিসহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

কুরবানীর দোয়া

কুরবানীর পশুকে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে পশ্চিমে ঈষৎ বাঁকা করে সোয়ায়ে নিম্নের দোয়া পড়ে যাবেহ্ করবে।

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ اَوْ مِنْ فُلَانِ اِبْنِ فُلَانٍ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লহুম্মা মিংকা, ওয়া ইলাইকা ইন্না ছলাতি, ওয়ানুছুকি, ওয়া মাহইয়া ইয়া, ওয়া মামাতি, লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বি যালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন। আল্লহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী (অথবা বলবে মিন ফুলানিবনী ফুলানিন বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার)।

বিঃ দ্রঃ 'ফুলানিবনি' 'ফুলানিন' এর স্থানে কুরবানী দাতা ও তার পিতার নাম বলতে হবে। কুরবাণী দাতা মেয়ে হলে এবনির স্থানে 'বিনতি' বলতে হবে। কুরবানীর পশু কুরবানী দাতার নিজ হাতে যবেহ করাই উত্তম। তা না হলে পরহেজগার ব্যক্তিকে দিয়ে যবেহ করাবে।

কুরবানীর পশুর গোস্ত বন্টনের নিয়ম

প্রকাশ থাকে যে, কুরবানীর পশুর সমস্ত গোস্ত কুরবানী দাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী হলে একা খাওয়াও জায়েজ আছে। তবে গোস্ত (বন্টন করে) দান করা সুন্নাত। গোস্ত বন্টনের মুস্তাহাব-সুন্নত নিয়ম হচ্ছেঃ গোস্তকে তিনভাগ করে, একভাগ নিজের জন্য একভাগ আত্মীয়-স্বজনের জন্য অপর এক ভাগ মিছকীন বা গরীব দুঃখীদের জন্য। তাদের গোস্তের ভাগে যেন কুরবানী দাতা এবং ধনী ব্যক্তি ভাগ না বসায়। যা বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় সামাজিকতার নামে দেখা যায় যাকে গোসত বদল বলা হয়। আসলে নিয়ম ছিল সামাজিকতার ক্ষেত্রে একটি

Scanned with CamScanner

নির্দিষ্ট জায়গায় সকলের ৩য় নং ভাগ জমা হবে এবং যারা কুরবাণী দিতে পারে নাই বা ফকির মিছকিন তাদেরকে খুঁজে খুঁজে গোস্তগুলো বণ্টন করার নাম ছিল সামাজিক দাবী। কিন্তু এখন তার বিপরিত জমাকৃত গোস্তগুলো কুরবাণী দাতাদের বাড়ীতেই গোস্ত বদল হিসাবে পাঠানো হয় যা নিজে বমি করে তা আবার খাওয়ার মত। কারণ দানকৃত জিনিষে আর মালিকের মালিকানা বা দাবী থাকেনা। (বেদায়া), নেহায়াসহ সমূহ ফতওয়ার কিতাব ও হাদীস শরীফের কিতাব)

আক্বীকার বিবরণ

সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর ৭ম দিনে আক্বীক্বা করা সুন্নত। ইহাতে বহুত ছওয়াব নিহিত রয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে সম্ভব না হলে যে কোন দিন ছেলের জন্য দুটি ছাগল আর মেয়ের জন্য একটি ছাগল দেয়া উত্তম। তবে ছেলের জন্য একটি দিলেও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, কুরবানীর পশুর গুণাবলী আক্বীকার পশু সমতুল্য হওয়া চাই। যে পশু দ্বারা কুরবানী করা যায়, আক্বীক্বাও সেই পশু দ্বারা করা যায়। আক্বীক্বার গোস্ত বন্টনের নিয়মাবলী কুরবানীর গোস্ত বন্টনের অনুরূপ। আক্বীক্বার গোস্ত পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী, সকলের খাওয়া জায়েজ। (সমূহ সহীহ হাদীস ও ফতওয়ার কিতাব)

আক্বীক্বার পশু জবেহ করতে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করে জবেহ করা মুস্তাহাব।

আক্বীক্বার দোয়া

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ اِبْنِ فُلَانٍ (اَوْفُلَانٍ) دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّاِبْنِىْ (اَوْفُلَانَ بْنُ فُلَانٍ) مِنَ النَّارِ . بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ .

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লহুম্মা হাযিহি আক্বীক্বাতু ইবনী ফুলানিন (আও ফুলানিবনি ফুলানিন) দামুহা বিদামিহী, ওয়া লাহ্‌মুহা বিলাহ্‌মিহী, ওয়া আ'জমুহা বিআ'জমিহি, ওয়া জাল দুহা বি জালদিহী, ওয়া শা'রুহা বিশা'রীহি। আল্লহুম্মাজআ'লহা ফিদাআল্লি ইবনী (আও ফুলানিবনি ফুলানিন) মিনান্নারি বিছমিল্লাহি আল্লহু আকবার।

বিঃদ্রঃ- ফোলানিন এর স্থলে ছেলে বা মেয়ের যে নাম রাখা হয়েছে সেই নাম উচ্চারণ করতে হবে। আর অন্যের সন্তান হলে প্রথমে সন্তানের নাম ও পরে পিতার নাম উল্লেখ করতে হবে। আর মেয়ে সন্তান হলে 'ইবনি' এর জায়গায় 'বিনতি' বলতে হবে এবং (হি) (হি) এর স্থানে ها (হা) ها (হা) বলতে হবে।

Scanned with CamScanner

জবেহের বিবরণ

আমরা যে সকল পশুপাখীর গোস্ত খেয়ে থাকি সেগুলি তরতীব মত জবেহ্ না করার কারণে অনেক সময় হারাম ও মাকরুহ্ তাহরিমীর সাথে খেয়ে ফেলি তাই এখানে জবেহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-কানুন বর্ণিত হলঃ

জবেহের নিয়মঃ

প্রথমে জবেহকারীকে পাবিত্রতা হাসিল করা,-তৎপর জবেহের অস্ত্রকে উত্তমরূপে ধার দিয়ে নেওয়া। তারপর নির্দিষ্ট পশুকে জমিনে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে শায়িত করে পশুর মুখ কেবলার দিক করবে, এবং জবেহকারী ও ধৃতকারী সকলেই পশ্চিম মুখী হয়ে দাঁড়াবে। জবেহকারী বাম হাতে পশুর মাথা ধরবে এবং ডান পার্শ্বে পশুর অবশিষ্ট দেহ রাখবে। অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (বিমিল্লাহি আল্লহু আকবার) বলে গলায় ছুরি চালায়ে কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী ও উহার দুই পার্শ্বের দুইটি রক্ত শিরা কেটে রক্ত প্রবাহিত করবে। (বুখারী, মুসলিম, শরহে বেকায়া, কিতাব আল আছার, দারেমীসহ অসংখ্য কিতাব)

পাখী জাতীয় প্রাণী জবেহ করতে হলে একই নিয়ম কিন্তু ভূমিতে শায়িত করার আবশ্যকতা নেই। সর্বক্ষেত্রে জবেহকারীকেই بِسْمِ اللّٰهِ (বিস্‌মিল্লাহ) বলতে হবে অন্যে বল্লে চলবেনা। (আলমগীরি, কিতাব আল আছার, শামী, মুসলিমসহ অসংখ্য কিতাব)

কোন্ কোন্ ব্যক্তির জবেহ করা শুদ্ধ ও অশুদ্ধঃ

১। জবেহকারীকে মুসলমান হতে হবে।

২। বুদ্ধিমান পুরুষ, অথবা স্ত্রী, অথবা এমন বালক যে জবেহ বুঝে, এমন বালকের জবেহ করতে হবে।

৩। পাগল ও নির্বোধ বালকের অথবা কাফির মুশরিকের জবেহ করা প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হারাম।

জবেহের ৪টি ফরজঃ

১। জবেহ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (বিস্‌মিল্লাহি আল্লহু আকবার) বলা।

২। শ্বাসনালী, কণ্ঠনালী অর্থাৎ খাদ্যনালী এবং গলদেশের দুই পাশ্বের দুইটি রক্ত শিরা মোট ৪টি শিরা অবশ্যই কাটতে হবে। ইহার ৩টি মাত্র কাটা হলেও উক্ত প্রাণী খাওয়া হালাল হবে, কিন্তু শুধু দুইটি কি একটি মাত্র কাটা হলে উক্ত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হারাম হয়ে যাবে।

৩। গলদেশ কেটে রক্ত বের করা।

৪। একমাত্র আল্লাহ্ পাক উনার নামেই জবেহ করা।

Scanned with CamScanner

জবেহের মধ্যে একটি ওয়াজিবঃ

জবেহকারীর বাম পার্শ্বে প্রাণীর মাথা এবং ডান পার্শ্বে প্রাণীর দেহ রাখা।

জবেহের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَذْبَحَ هٰذَا الْحَيْوَانَ بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْهُ الدَّمُ الْمَسْفُوْحُ وَتَكُوْنُ لَحْمُهُ حَلَالًا لِّجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ–

বাংলা উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন আযবাহা হাযাল হাইওয়ানা বিহাইছু ইয়াখরুজু আনহু দ্দামুল মাছফুহু, ওয়া তাকুনু লাহমুহু হালালাল লিজামীয়ি'ল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি 'বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার'। (শরহে বেকায়া, কিতাব আল আছার, দারেমী, দারে কুতনীসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

জবেহকৃত প্রাণীর নারী ভূড়ি কেটে বের করার পূর্বে কোনক্রমেই আগুনে শেকা অথবা গরম পানিতে ডোবানো যাবে না। (সমূহ ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

اَلْحَجُّ

হজ্জ পর্ব

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেছেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا–

অর্থঃ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করা তারই জন্য (ফরজ), যে তথায় যাতায়াত ক্ষমতাবান। হজ্জ ইসলামের ৫টি রুকনের একটি রুকন। হজ্জ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট নিয়মে, কাবা শরীফ এবং তার আশেপাশের কয়েকটি পাকস্থান যিয়ারত করার ইচ্ছায় মক্কা শরীফ গমন করাকে হজ্জ বলে। হজ্জের সময় জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ।

যাদের উপর হজ্জ ফরযঃ

যাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদির পর, মক্কা শরীফ যাওয়া আসার এবং সেখানে অবস্থানের খরচ বহন করার ক্ষমতা আছে, তাদের উপর আল্লাহ পাক হজ্জ ফরজ করেছেন। জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা ফরজ।

হজ্জের ফরযঃ

হজ্জের ফরজ তিনটিঃ

১। ইহরাম বাঁধা।

২। কাবা ঘর তাওয়াফ করা এবং

৩। আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা।

Scanned with CamScanner

হজ্জ ইসলামের পবিত্র রুকন- হাদিস শরীফ : আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত যে, হুজুর ﷺ নছিহত করে বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর হজ্জকে ফরজ করেছেন সেহেতু তোমরা হজ্জ কর। (মুসলিম শরীফ)

মহান আল্লাহ পাক বলেন- وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

অর্থ: তোমরা (সাধ্য থাকলে) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জব্রত ও ওমরাহ পালন কর। (পবিত্র সূরা বাক্কারা, আয়াত শরীফ-১৯৬)

হজ্জের মাসআলা

হাজীদের জন্য ৪টি পুরষ্কার

১। গুনাহ মাফ: হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করল এবং ঐ হজ্জের জন্য খাহেশাত সম্বলিত অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকল সে হজ্জ থেকে এমন নিস্পাপ হয়ে ফিরল যেন সে আজই তার মাতৃগর্ভ থেকে আগমন করল।

২। জান্নাতের সু-সংবাদ: হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন, এক ওমরা থেকে আর এক ওমরার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা স্বরূপ। আর হজ্জের উত্তম প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।

৩। দারিদ্রতা দুর হওয়া: হযরত ইবনে মাসউদ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল পাক ﷺ বলেছেন হজ্জ ও ওমরা তেমনি গুনাহ সমূহ দূর করে দেয় ও দারিদ্র মিটিয়ে দেয়। আগুনের ভাট্টি যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, ও লোহার ময়লাকে দূর করে দেয়।

৪। নিস্পাপ হওয়া: হুজুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন চারিশত পরিবারের জন্য কবুল হাজীদের সুপারিশ কবুল করা হয় অথবা উহা বলিয়াছেন যে, আপন পরিবারের ৪০০ (চারশত) লোকের বিষয় তাদের সুপারিশ কবুল করা হয় এবং কবুল হাজী সাহেবান যেই দিন জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দিনকার মত নিস্পাপ হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

হুজুর পাক ﷺ ১৩ বছর মক্কী জীবনে, ১০ বছর মাদানী জীবনে অসংখ্য কষ্ট সাধন-করে প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার সাহাবীকে رضي الله عنهم আল্লাহ্ ওয়ালা বানিয়ে ছিলেন। আরাফাতের ময়দানে বলেছিলেন- "তোমাদের মাঝে যারা উপস্থিত আছ তারা, অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছে দিবে।" তাই এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়ার নিয়তে প্রত্যেককে, সব সময়, সব জায়গাতে, প্রত্যেক অবস্থায় ফরজ ঈমান, নামাজ, রোযা এবং ফরজ হজ্বের জন্য আহ্বান করতেই থাকবে। তবে এজন্য আবার বিবি-সন্তানের ফরজ হক্ব নষ্ট করে মসজিদকে বাড়ি-ঘর বানিয়ে একচিল্লা, তিনচিল্লা দিয়ে স্বপ্ন দোষের মাধ্যমে মসজিদ নাপাক করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও কবিরা গুনাহ্ এবং নাবিয়ালা কাম বলা নবীজি ﷺ উনার উপরে প্রকাশ্য মিথ্যা অপবাদ যা বেঈমান হওয়ার প্রমাণ।

হজ্বের নিয়ত:

অজু করে ইহরামের কাপড় পরে দুই রাকাআত নফল (প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরূন দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস) পড়ে সালামের পর কাবা শরীফের দিকে মুখ করে বসে মাথা খোলা রেখে ওমরার/তামাত্তো হজ্বের নিয়ত এভাবে করুন: ইয়া আল্লাহ! আমি উমরা পালন করার নিয়ত করছি, আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।" অত:পর তিনবার তালবিয়া পাঠ করুন।

তালবিয়া:

লাব্বাইয়া আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,
লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক,
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়ালমুলক,
লা শারীকা লাক॥

ইহরাম বাঁধার পর নিচের কাজগুলো করা নিষেধ:

১। অজু-গোসলের পর গামছা বা কাপড় দিয়ে চেহারা মুছবেন না। শুধুমাত্র হাত দিয়ে মুছবেন।
২। স্বামী-স্ত্রী দৈহিক সম্পর্ক বা এ জাতীয় আলোচনা করা নিষেধ।
৩। পুরুষের সেলাই করা কাপড় পড়া নিষেধ। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে নিষেধ নয়।
৪। সর্বাবস্থায় মুখমন্ডলের সাথে কাপড় লাগায়ে রাখা নিষেধ। কিন্তু মহিলাদের মুখমন্ডলের কাপড় আলগা রেখে পর্দা ঢেলে দেওয়া জরুরী।
৫। যে কোন প্রকার সুগন্ধীযুক্ত খাবার ও জর্দা, আতর, তেল, সাবান ব্যবহার করা নিষেধ।
৬। চুল, দাড়ি, গোফ ইত্যাদি কামানো, চিরুনী ব্যবহার করা, নখ কাটা, ছিঁড়ে ফেলাসহ অন্যান্য খৌরকার্য নিষেধ।
৭। বন্য পশুপাখি শিকার বা শিকারে সাহায্য করা নিষেধ।

Scanned with CamScanner

৮। ইহ্‌রাম অবস্থায় পুরুষের জন্য সেলাইকৃত কাপড় পরা ও পায়ের পাতার উপরিভাগের হাড় ঢাকিয়া যায় এ ধরণের জুতো পরা নিষেধ। মহিলাদের যে কোন জুতো পরা যাবে।

৯। গুনাহের কাজ করা সব সময়ের জন্য নিষেধ। ইহ্‌রাম অবস্থায় আরো কঠোরভাবে নিষেধ। যেমন-গীবত, অপবাদ দেয়া, অযথা কথা বলা, অনর্থক কাজ করা, হাসি তামাশা করা, কাউকে অহেতুক অপদস্ত করা, অশালীন কথাবার্তা বলা এবং বিশেষভাবে মহিলাদের বেপর্দায় থাকা নিষেধ।

এমনিতেই ঝগড়া-ফাসাদ করা বা যে কোন অবস্থায় রাগ করা নিষেধ। ইহ্‌রাম অবস্থায় আরো কঠোরভাবে নিষেধ। প্রত্যেককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

(১) ইফরাদ হজ্জের নিয়ম :

১। হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধা
২। তাওয়াফে কুদুম (সুন্নত)
৩। মিনায় ৫ ওয়াক্ত নামাজ (সুন্নত)
৪। ৯ই জিলহজ্ব আরাফায় অবস্থান (ফরজ)
৫। মোজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)
৬। ১০ই জিলহজ্ব তারিখ মিনায় কংকর মারা (ওয়াজিব) কুরবানী করা (ইচ্ছাধীন)
৭। হলক করা বা মাথা মুন্ডানো (ওয়াজিব) (মহিলাদের চুলের আগা একটু কাটলেই চলবে।
৮। তওয়াফে জিয়ারত। (ফরজ) সায়ী করা (ওয়াজিব)
৯। তিন জামারাতেই কংকর মারা (ওয়াজিব)
১০। বিদায় তওয়াফ (ওয়াজিব)

ইফ্‌রাদ হজ্জের বেলায় : ইহ্‌রাম বেঁধে তাওয়াফ করে সায়ী করে মাথা মুন্ডানো যাবে না এবং হজ্জ শেষে কংকর মারার আগে ইহ্‌রাম খোলা যাবে না ও হালাল হওয়া যাবে না।

(২) ক্বেরান হজ্জের নিয়ম : (ইহা খাছ সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত)

১। একই সাথে "হজ্জ ও উমরার" ইহ্‌রাম বাঁধা (ফরজ)
২। উমরার তাওয়াফ (রমলসহ) ফরজ (মহিলাদেরকে রমল করতে হবে না)
৩। উমরার সায়ী করা (ওয়াজিব) মাথা হলক করা নিষেধ।
৪। তওয়াফে কুদুম (সুন্নত)
৫। সায়ী করা (ওয়াজিব)
৬। মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ (সুন্নত)
৭। আরাফায় অবস্থান (ফরজ)
৮। মুযদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)
৯। মিনাতে তিনটি জামারাতেই কংকর মারা (ওয়াজিব)
১০। কোরবানী করা (ওয়াজিব) দামে ক্বেরান।

Scanned with CamScanner

১১। হলক করা বা মাথা মুন্ডানো (ওয়াজিব)
১২। তওয়াফে জিয়ারত (ফরজ)
১৩। বিদায় তওয়াফ (ওয়াজিব)

ক্বেরান হজ্জের বেলায় : ইহ্রাম বেঁধে তাওয়াফ করে সায়ী করে মাথা মুন্ডানো যাবে না এবং তা ১০ জিলহজ্জে জামারায় আকাবায় ৭টি কংকর মেরে, কোরবানির পর মাথা মুন্ডায়ে হালাল হবেন। তারপর তওয়াফে জিয়ারত করুন ১২ই জিলহজ্ব সূর্যাস্তের পূর্বে (ফরজ)।

(৩) তামাত্তু হজ্জের নিয়ম :

১। শুধু উমরার ইহ্রাম বাঁধা (ফরজ)
২। উমরার তাওয়াফ করা (রমলের সাথে) ফরজ, (তবে মহিলাদের রমল করা নিষেধ)
৩। উমরার সায়ী করা (ওয়াজিব)
৪। হলক করা বা মাথা মুন্ডানো (ওয়াজিব) (মহিলাদের একটু চুলের আগা কাটলেই চলবে)
৫। ৮ই জিলহজ্ব হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা (ফরজ)
৬। মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া (সুন্নাত)
৭। ৯ই জিলহজ্ব আরাফায় অবস্থান করা (ওয়াজিব)
৮। রাত্রে মোজদালিফায় অবস্থান করা (ওয়াজিব)
৯। মিনাতে ১০ তাং জমরায়ে আকাবাতে এবং ১১, ১২ তাং তিন জামারাতে কংকর মারা (ওয়াজিব)
১০। কোরবানী করা (ওয়াজিব) দামে তামাত্তু
১১। হলক করা বা মাথা মুন্ডানো (ওয়াজিব)
১২। তওয়াফে জিয়ারত (ফরজ)
১৩। বিদায়ী তওয়াফ করা (ওয়াজিব)

হজ্বের ফরজঃ

১। ইহ্রাম বাঁধা
২। আরাফায় অবস্থান করা (সীমানার ভিতরে)
৩। তাওয়াফে জিয়ারত করা

ওয়াজিবঃ

১। ছাফা মারওয়া সায়ী করা
২। মোজদালিফায় অবস্থান করা
৩। মিনায় কংকর মারা
৪। কোরবাণী করা (ক্বেরান, তামাত্তু)
৫। হলক করা বা মাথা মুন্ডানো
৬। বিদায় তওয়াফ করা।

Scanned with CamScanner

সুন্নাতঃ

১। তওয়াফে কদুম করা (কেরান, ইফরাদ)

২। তওয়াফে কদুমে রমল করা (মহিলাদের জন্য রমল করা নিষেধ)

৩। ইমামের ৩ খুৎবাতে শরীক হওয়া। ঃ ৭ তাং হেরেমে ৯ তাং আরাফায়, ১১তাং মিনাতে

৪। ৮, ১০, ১১, ১২ তাং মিনাতে অবস্থান

৫। সূর্য ওঠার পর ৯ তাং মিনা থেকে আরাফায় রওয়ানা হওয়া

৬। আরাফাতে গোসল করা

৭। আরাফা থেকে মুজদালিফায় সূর্য ডোবার পর রওনা হওয়া

৮। মোজদালিফায় অবস্থান করা (রাত্রে)

৯। মিনার সীনার মধ্যে অবস্থান করা

১০। মিনা থেকে মক্কায় যেতে মহাসিবে কিছুক্ষণ অবস্থান

হজ্বে এক নজরে মহিলাদের অতিরিক্ত যা করণীয়ঃ

১। মহিলাদের জন্য তামাত্তো হজ্জই উত্তম।

২। মহিলাদের জন্য সর্বক্ষেত্রে পর্দা ফরজ এবং জরুরীও বটে। তাই ইহ্‌রাম অবস্থায় পর্দা বজায় রেখে মাথায় ঢাকানাওয়ালা ক্যাপ পড়ে নেকাব করা জরুরী তবে, চেহারার সাথে কাপড় লাগা নিষেধ।

৩। মহিলাদের অজুর সময় মাথার কাপড় খুলে চুলে মাসেহ করা ফরজ।

৪। হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় নামাজ না পড়ে শুধু ক্বেবলার দিকে মুখ করে নিয়ত করুন।

৫। অতঃপর উচ্চ আওয়াজ না করে তিনবার তালবিয়া পাঠ করুন।

৬। হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় মসজিদে হারাম বা যে কোন মসজিদে প্রবেশ করা হারাম।

৭। মহিলারা পুরুষদের ভীড় থেকে দূরে বাইরে থেকে রমল ও এজতেবা না করে তওয়াফ করবেন এবং দূর থেকে হাতের তালুদ্বয়ের দ্বারা ইশারা করে তালুদ্বয়েই হাজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়াই উত্তম।

৮। কাবা শরীফে বা যেকোন অবস্থায় মহিলাদের কান বা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো ভুল এবং সুন্নতের খেলাফ।

৯। সাফা-মারওয়ার সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানে পুরুষের ন্যায় দৌড়ানো নিষিদ্ধ।

১০। ইহ্‌রাম বা হজ্জ-এর শেষে আপন বাসস্থানে গিয়ে মাথার সবগুলো চুলের অগ্রভাগের এক কড়ার কিছু বেশি পরিমাণ অথবা ১" ইঞ্চি পরিমাণ ছেটে ফেলুন।

১১। মহিলারা পুরুষদের কাতারে বা কাতারের পিছনে জামাতে শরিক না হয়ে আপন বাসস্থানে একা নামাজ পড়াই উত্তম ছহীহ হাদীস শরীফে আছে, পুরুষদের বেলায় ক্বাবা শরীফে জামাতে শরিক এবং মহিলাদের বাসস্থানে একাকী পর্দায় থেকে নামাজ আদায় করলে এক লক্ষের ফজীলত নিহিত।

১২। মহিলারা মীনাতে, আরাফায়, মুজদালিফায়, তাবুতে, এককোণে পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে পর্দা বজায় রেখে একাকী নামাজ পড়ুন।

Scanned with CamScanner

১৩। মহিলারা ভীড়মুক্ত সময় বা রাতের বেলাতে ডান হাতের শাহাদাৎ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কংকর ধরে নিকটবর্তী হয়ে নিক্ষেপ করাই উত্তম।

১৪। যদি ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত হায়েজ বা নেফাস অবস্থায় থাকা হয়, তবে পাক হওয়া পরই তাওয়াফে জিয়ারত করবেন।

বিঃ দ্রঃ বর্তমানে পুরা হজ্জের সময় তাওয়াফ, মীনা, আরাফায়, মুজদালিফায়, মদিনা শরীফে ও অন্যান্য স্থানে আমাদের মা- বোনদের পর্দা ও শালীনতার বিষয় খুবই অসতর্কতা দেখা যায়। এহেন অবস্থা থেকে আল্লাহ্ পাক আমাদের মা-বোনদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

তাওয়াফ শুরু করার নিয়ম :

১। অজু অবস্থায় তাওয়াফ করবেন। তাওয়াফকালীন কাবা শরীফের দিকে তাকানো যাবে না এবং বুক বা পীঠ কাবা শরীফের দিকে দেয়া যাবে না।

২। তাওয়াফ শুরুর আগে "আয় আল্লাহ্ পাক আমি আপনার ঘর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি আমার জন্য সহজ করে দিন। কবুল করুন" বলে নিয়ত করে উভয় হাত পুরুষ হলে কান পর্যন্ত উঠিয়ে মহিলা হলে হাতের ইশারায় হাজরে আছওয়াদের দিকে ইশারা করে নিচের দো'আ পড়ে চুম্বন করুন।

তাওয়াফের দোয়া

**** বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।**

৩। রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আছওয়াদ যেতে যেতে পড়ুন- রব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্‌নার ওয়াআদখিল্‌নাল জান্নাতা মাআল আব্‌রার; ইয়া আযীযু, ইয়া গাফ্‌ফারু, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

৪। প্রথম তিন চক্কর রমল ও এজতেবা সহকারে তাওয়াফ করুন। (মহিলারা রমল ও এজতিয়া করবেনা)

৫। পরবর্তীতে হাজরে আছওয়াদের সামনে এসে উভয় হাত উঠিয়ে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ্" বলুন এবং আবার তাওয়াফ শুরু করুন।

৬. তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহিমের পিছনে বা হারাম শরীফের যে কোন স্থানে দু'রাকআত ওয়াজিব নামাজ পড়ুন এবং দো'আ করুন এবং এরপর দো'আ পড়ে জমজমের পানি দাঁড়িয়ে তিন শ্বাসে পান করুন।

৭। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে হেরেম শরীফের দিকে হাত উঠিয়ে আল-হামদুল্লিাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ ﷺ, দো'আ পড়ে চুমু খান।

কাউকে কষ্ট দেওয়া হারাম তাই হাজরে আছওয়াদ চুমু দিতে গিয়ে কাউকে কষ্ট না দেই এবং তাড়াহুড়া না করে সম্ভব না হলে দূরে থেকে ইশারায় চুমু দিলেই চলবে।

Scanned with CamScanner

তামাত্তো হজ্জকারীদের জন্য
ধারাবাহিক হজ্জকার্যের তালিকা

হজ্জের মাস সমূহে প্রথমে উমরা পালন করে ইহ্রাম খুলে ফেলা, অতঃপর হজ্জের দিনগুলোকে পুনরায় ইহ্রাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করা- একে 'তামাত্তো হজ্জ' বলে।

এক- সর্বপ্রথম কাজ উমরার জন্য ইহ্রাম (ফরজ)। শুধু উমরার নিয়ত করে মীকাতের পূর্বেই (বাড়ীতে, হাজী ক্যাম্পে, বিমানবন্দরে কিংবা বিমানে মিকাত অতিক্রম করার পূর্বে) ইহ্রাম বেঁধে নিন। এবার অধিক পরিমাণে তালবিয়া পড়তে থাকুন, বিশেষত ঃ বিমানে চড়ে, গাড়িতে উঠতে, গাড়ী হতে নামতে, কোন উঁচু জায়গায় উঠতে, নিচু জায়গায় নামতে, শেষ রাতে, কারো সাথে সাক্ষাতে, প্রতি নামাজের পর।

দুই- মক্কায় পৌঁছে যা করণীয় : (১) কাবা শরীফের তাওয়াফ অর্থ্যাৎ উমরার তওয়াফ করুন (ফরজ)। শারীরিক ক্লান্তি বা ক্ষুধা থাকলে কিংবা অন্য কোন জরুরী কাজ থাকলে সব সেরে শান্ত হয়ে তওয়াফ করতে পারেন। [তওয়াফের সময় তালবিয়া পড়া বন্ধ রাখুন]। এজতেবা [চাদরের ডান অংশকে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের দুলিয়ে ঘন ঘন কদম ফেলে ঈষৎ দ্রুত গতিতে চলা] করুন। তাওয়াফ শেষ হওয়ার পর এজতেবা খুলে চাদর পূর্বের ন্যায় পরে নিন। (২) মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে, অথবা হেরেম শরীফের যে কোনে স্থানে দুই রাকআত নামাজ পড়ুন (ওয়াজিব)। (৩) মুলতাযাম অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও কাবা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থান আঁকড়িয়ে ধরে কাকুতি-মিনতি সহকারে দো'য়া করুন। এখানে দো'আ কবুল হয়। (৪) বিসমিল্লাহ্ বলে কিবলার দিকে দাঁড়িয়ে হেদায়েত, উপকারী এলেম, প্রশস্ত হালাল রুজি ও শেফার নিয়তে যম্যমের পানি পান করুন। (৫) কাউকে কষ্ট না দিয়ে সহজে সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে আর সম্ভব না হলে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ্' বলে ইশারা দিয়ে হাতে চুম্বন দিন। (৬) অতঃপর বাবুস- সাফা দিয়ে বের হয়ে সাফা-মারওয়া সায়ী (ওয়াজিব) করুন। (সবুজ স্তম্ভদ্বয়ের মাঝখানে একটু দ্রুতগতিতে চলুন]। (৭) সায়ী শেষে পুরুষেরা সম্পূর্ণ মাথা কামিয়ে ফেলুন। মহিলারা মাথা চুলের ১ ইঞ্চি পরিমাণ অগ্রভাগ নিজে বা স্বামী বা অন্য মহিলা দ্বারা কাটুন।

ইহ্রামমুক্ত অবসর সময় :

এখন [মিনা যাওয়ার অপেক্ষা] যত বেশী সম্ভব নফল তওয়াফ করুন। কেননা এই ইবাদতটি একমাত্র এখানেই হতে পারে, অন্য কোথাও নয়। নিজের জন্য অথবা জীবিত ও মৃত মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ওস্তাদ, পীর-বুজুর্গ যে কোন মুমিন ব্যক্তিকে সওয়াব পৌঁছানোর জন্য, পুরা ওম্মতের হেদায়েতের জন্য তওয়াফ করা যেতে পারে। প্রত্যেক তওয়াফের পর মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে দুই রাকআত নামাজ পড়ুন। নফল তাওয়াফে

Scanned with CamScanner

এজতেবা ও রমল নাই এবং তওয়াফের পর সায়ীও নাই। এছাড়া আরও অন্যান্য ইবাদতে মগ্ন থাকুন। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখাও অত্যাবশ্যক, কারণ সামনে হজ্জের দিনগুলোতে কঠিন পরিশ্রমের দিকে ভক্তি ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাও মস্তবড় ইবাদত। এতে বেশি রহমত নাজিল হয়। পুরুষগণ হারাম শরীফে ৫ ওয়াক্ত নামাজ তাকবিরে উলাসহ জামাতের সাথে আদায় করুন। হাজী মহিলাগণ পর্দা বজায় রেখে আপন আপন ঘরে নামাজ পড়লে হারাম শরীফে নামাজ পড়ার পূর্ণ সওয়াব পাবেন এবং ইহাই উত্তম। (সমূহ সহীহ্ হাদীস শরীফ)

৭ই জিলহজ্জ :

(১) এই দিন জোহরের নামাজের পর হজ্জের নিয়মাবলীর উপর খুৎবা হলে তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন (সুন্নত)। (২) পরদিন ৮ই জিলহজ্জ আপনার হজ্জ শুরু হবে। ইচ্ছা করলে ৮ তারিখের অপেক্ষা না করে আজকেই ৭ই জিলহজ্জ দিবাগত রাতের যে কোন অংশে ইহ্রাম বেঁধে নিতে পারেন।

৮ই জিলহজ্জ :

আজকে আপনার হজ্জ শুরু : (১) গতকল্য ইহ্রাম বেঁধে না থাকলে ইহ্রাম বেঁধে নিন (ফরজ)। (২) ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় ৪/৫দিনের উপযোগী প্রবাসের সামান পত্র নিয়ে ছোট কুরআন শরীফ, ওজীফার কিতাব ও শুকনা খাবার সঙ্গে থাকলে ভাল। সূর্যোদয়ের পর মিনায় রওনা হয়ে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তে পড়তে জোহরের পূর্বে মিনায় পৌছন (সুন্নত) (৩) জোহর থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সাথীদের নিয়ে জামাতে পড়ুন (সুন্নত) যদি আপনি মুসাফির হন তবে কছর, আর মুক্বিম হলে পুরা নামাজ পড়বেন। মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় মুসাফির হলে কছর এবং মুক্বিম হলে পুরা নামাজ পড়বেন। মিনায় অবস্থানকালে তালবিয়া পাঠ দাওয়াতের কাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আযকার, দরুদ শরীফ ও অন্যান্য ইবাদাতে মশগুল থাকুন।

তাকবিরে তাশরীক

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ্।

(৯ই জিলহজ্জ ফজরের পর থেকে ১৩ই জিলহজ্জ আছর পর্যন্ত প্রত্যেক নামাজের পর একবার করে পড়া ওয়াজিব, তিনবার পড়া ওয়াজিবসহ মুস্তাহাব সুন্নাত)

৯ই জিলহজ্জ :

(১) এইদিন ফজরের নামাজের পর উচ্চস্বরে অন্ততঃপক্ষে একবার তাকবীর তাশরীক পাঠ করুন, এভাবে ১৩ই জিলহজ্জ আছর পর্যন্ত [২৩ ওয়াক্ত নামাজ] আপনি যেখানেই থাকুন প্রতি ফরজ নামাজের পর তাকবীরে, তাশরীক পড়া ওয়াজিব। (২) সুর্যোদয়ের পর তালবিয়া, দোআ, তসবীহ, তাকবীর, তাহলীল

Scanned with CamScanner

পড়তে পড়তে রওনা হয়ে দুপুরের পূর্বেই আরাফার ময়দানের সীমানার ভিতরে গিয়ে অবস্থান করুন। [দুপুরের পর আরাফায় কিছুক্ষণ অবস্থান করা ফরজ, এ সময় এখানে গোসল করে নিতে পারলে ভাল, না হয় অজুই যথেষ্ট] (৩) জোহর ও আছর একই আযানে দুই ইকামতে নিজ নিজ তাঁবুতে পুরুষেরা জামাতে এবং মহিলারা পর্দাসহ একা পড়ে নিন। (৪) আরাফার ময়দানে উত্তর দিকে জাবালুর রহমত নামক পাহাড়ের কাছাকাছি অবস্থান করতে পারলে ভাল, কিন্তু পাহাড়ে আরোহণ করবেন না। বতনে ওরনা [মসজিদে নামিরাহ দক্ষিণাংশ] ব্যতীত আরাফার যে কোন স্থানে অবস্থান করা যেতে পারে। (৫) আছরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাসবীহ, তেলাওয়াত এবং বিশেষ করে দো'আ দরুদ ও ইস্তিগফারে মশগুল থেকে কান্নায় বুক ভাসিয়ে আল্লাহ্র দরবারে মোনাজাত করুন। কারো কথায় সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা কোনক্রমেই ত্যাগ করবেন না। এ সময়টুকু অতি গুরুত্বপূর্ণ যা হজ্জের প্রাণ। [কোন কারণে দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় পৌছতে অপারগ হলে ১০ তারিখের সুবহে-সাদেকের পূর্বে ময়দানে পৌছতে পারলেও হজ্জ আদায় হয়ে যাবে।] আরাফার উদ্দেশ্যে হাজির হওয়া, তওবা করা, সকল উম্মতের জন্য হেদায়েত মাগফিরাতের দো'আ করা, উত্তম আমল।

মুজদালিফার দিকে রওয়ানা :

(১) সূর্যাস্তের পর আরাফায় বা রাস্তায় কোথাও মাগরিবের নামাজ না পড়ে সোজা মুজদালিফার দিকে চলুন। (২) মুজাদালিফায় পৌছে এশার ওয়াক্ত হলে এক আজান এ দুই ইক্বামতে মাগরিবের ফরজ পড়ে এশার ফরজ পড়ুন (মাগরিবের ক্বদা নিয়ত করা যাবে না] এবার মাগরিবেরও এশার সুন্নত এবং বেতর নামাজ পড়ুন। ইহাই নবী পাক ﷺ উনার শিখানো খাছ সুন্নত পদ্ধতি এর বিপুরিত করলে তার হজ্জ আদায় হবে না এবং নামাজও হবে না। কারণ নবী পাক ﷺ কে মান্য করা ফরজ। (পবিত্র সূরা নিছা, আয়াত শরীফ-৮০, এবং সুরা হাশর আয়াত শরীফ-৭) তারপর খাওয়া-দাওয়া ও আরাম করতে পারেন কিংবা ইবাদতে মশগুল হতে পারেন। (৩) মিনায় পৌছার পর শয়তানের স্তম্ভের উপর নিক্ষেপ করার জন্য ৭০টি কংকর (ছোলা-বুটের সমান) এখান থেকেই সংগ্রহ করে সাথে নিন।

(৪) সুবহে সাদেক থেকে উকূফে-মুযদালিফার বর্তমানে সংকেতস্বরূপ তোপধ্বনির পূর্বে আজান শুনলেও ফজরের নামাজ পড়া যাবে না। কাজেই সুবহে সাদেকের পর আওয়াল ওয়াক্তে অর্থাৎ অন্ধকারেই ফজরের নামাজ পড়ে উকুফের শেষ সময় অর্থাৎ পূর্বাকাশ ফর্সা হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে কাকুতি-মিনতি সহকারে মৃত ও জীবিত সকল মুসলমান নর-মহিলার জন্য ক্ষমা চাওয়া। পুরা উম্মতের হেদায়েত সহ আল্লাহ্ তায়ালার রেজামন্দি পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে এস্তেগফার সহ দো'য়া মোনাজাতে মশগুল থাকুন। এখানে হক্কুল-ইবাদ থেকেও মাফী ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। মোট কথা; আরাফা ও মুযদালিফা হলো দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

Scanned with CamScanner

১০ই জিলহজ্জ :

(১) সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই মুজদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হোন।

(২) মিনায় পৌঁছে সামানপত্র নিজ তাঁবুতে রেখে এদিন দুপুরের পূর্বে, সম্ভব না হলে বিকালে, মহিলা ও মাজুরগণ রাতে [তিনটি স্তরের মধ্য হতে কেবলমাত্র একটি অর্থাৎ] সর্ব পশ্চিমের বড় স্তম্ভটির ওপর [যা মসজিদে খায়ফ থেকে সর্বদুরবর্তী] ৭ টি কংকর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব) (৩) দমে শোকর বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী (ওয়াজিব) নিজ হাতে করুন কিংবা কাউকে পাঠান কিন্তু যবেহ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হোন, তারপর (৪) সম্পূর্ণ মাথা কামিয়ে বা চুল ছেটে হালাল হোন। [কিন্তু স্ত্রী সম্ভোগ এখনও নিষিদ্ধ। আর কংকর মারা, কুরবাণী ও মাথা মুন্ডানো এই তিনটি কাজ সমাধা করতে পর্যায়ক্রম (তারতীব) রক্ষা করা ওয়াজিব, নতুবা দম বা কুরবানী দিতে হবে।] কুরবাণী নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মাথা কামানো, হালাল হওয়া যাবে না। (৫) তওয়াফে জিয়ারত এই তারিখের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ (ফরজ) ১০ তারিখে তওয়াফে- জিয়ারত সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই করে নিতে হবে। এই তওয়াফের পর স্ত্রী-সম্ভোগও হালাল হয়ে যাবে।

১১ই জিলহজ্জ :

(১) মিনায় রাত্রিযাপন (সুন্নত) (২) কংকর মারা (ওয়াজিব) দুপুরের পর [সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সুন্নত সময়। আর সূর্যাস্তের পর সাধারণ ভাবে মাকরূহ, কিন্তু মহিলা, দূর্বল ও মাজুরদের 'জন্য রাতে সুবহে-সাদেকের পূর্ব পর্যন্তও মাকরূহ নয়] পর্যায়ক্রমে ছোট (মসজিদের খায়ফ থেকে সর্বনিকটবর্তী], মধ্যম ও বড় স্তম্ভের উপর ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করুন। [ছোটটির উপর নিক্ষেপ করার পর, এমনিভাবে মধ্যমটির উপর নিক্ষেপ করার পরও ভীড় থেকে দূরে সরে দো'আ করুন আর বড়টির উপর নিক্ষেপ করার পর বিলম্ব না করে তাঁবুতে চলে আসুন।

১২ই জিলহজ্জ :

(১) মিনায় রাত্রি যাপন সুন্নত। (২) দুপুরের পর ১১ তারিখের অনুরূপ তিন স্তম্ভে কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। (৩) এদিন কংকর নিক্ষেপ করার পর যদি মক্কা শরীফে চলে যেতে চান তাহলে মিনা থেকে সূর্যাস্তের পূর্বেই যেতে হবে।

১৩ই জিলহজ্জ :

(১) ১২ তারিখে কংকর নিক্ষেপের পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি আপনি মিনার সীমানা ছাড়তে না পারেন, তবে এ রাত্রিটি মিনাতেই যাপন করা সুন্নত।

(২) পূর্বের ন্যায় দুপুরের পর তিন স্থানে কংকর নিক্ষেপ করে (ওয়াজিব) মক্কায় ফিরে আসুন। [মক্কায় পৌছানোর পর বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের আর কোন জরুরী কাজ বাকী নাই। হজ্জ আদায়ের তওফীক দানের জন্য আল্লাহ্ পাকের শোকর, নফল তওয়াফ, ও অন্যান্য ইবাদত এবং পুরা উম্মতের হেদায়েত ও মাগফেরাতে এর দো'আ করতে থাকুন।

Scanned with CamScanner

বিদায়ী তওয়াফ :

মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের পূর্বে বিদায়ী তওয়াফ (ওয়াজিব) করুন। [এতে এজতেবা, রমল, সায়ী নাই] মাকামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে দুই রাকআত নামাজ পড়ে জমজমের পানি পান করে মুলতাজামে তথা কা'বার দরজা অথবা (দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ স্থান) কাবাঘর ধরে প্রাণ খুলে দোআ-ইস্তিগফার করুন এবং কান্না না আসলে কান্নার আবেগে বিয়োগ বিরহের বেদনা নিয়ে কা'বাঘর থেকে বিদায় নিন।

মদিনা শরীফ জিয়ারতের সীমাহীন ফজিলত (সহীহ্ হাদিস শরীফের আলোকে)

হাদিস শরীফ :

* হুজুর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, যে ব্যক্তি আমার জিয়ারত করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার আশপাশে থাকবে। (মিশকাত, মির . মুসলিম সহ অনেক সহীহ হাদীস শরীফ)

হুজুর ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করল, আমার উপর তার সাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল। (ফাতহুল কাদীর, ফাতহুল মুলহীম সহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফ)

হুজুর পাক ﷺ বলেন যে ব্যক্তি হজ্ব পালন করল অথচ আমার রওদ্বহ্ শরীফ জিয়ারত করলনা সে আমার উপর জুলুম করল। যে আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করলো সে যেন আমার সাথেই জিয়ারত করল। (মুসনাদ, মুছান্নাফ সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

মসজিদে নববীর আমল :

* কোন অবস্থাতেই যেন মসজিদে নববীতে তাক্বীরে উলাসহ ৫ ওয়াক্ত জামাতের নামাজ ফওত না হয়। এখানে ১ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব ৫০ হাজার ওয়াক্ত নামাজ অপেক্ষাও বেশী এবং কা'বাঘরে এক ওয়াক্ত এক লক্ষ ওয়াক্তের সওয়াব। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

* ইমাম আহমদইবনে হাম্বল রহমাতুল্লহি আলাইহি হযরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে এবং ১ ওয়াক্ত নামাজও বাদ দিবে না, সে ঈমানদারকে তার জন্য দোজখ থেকে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেয়া হবে। আর আজাবও নেফাক থেকেও মুক্তি লিখে দেয়া হবে। এ জন্য মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার বিশেষ ভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে।

Scanned with CamScanner

হুজুর ﷺ উনার রওজা মোবারক জিয়ারতের আমল (দাঁড়িয়ে আদবের সাথে)

১। আসছোলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ্

আসছোলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ্

আসছোলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া খইরি খলক্বিল্লাহ

আসছোলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালিন

আসছোলাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া খাতামান নাবিয়্যিন ﷺ

২। আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাক্বরিন ছিদ্দীক رضي الله عنه

৩। আস্সালামু আলাইকা ইয়া ওমার আল ফারুক رضي الله عنه

জান্নাতুল বাকীর আমলঃ

মসজিদের দক্ষিণ দিকেই জান্নাতুল বাকী। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান رضي الله عنه সহ অনেক সাহাবী رضي الله عنهم গণের কবর, উম্মুল মুমেনীনগণের কবর, হুজুর ﷺ উনার আহলে বাইয়্যেতসহ প্রায় ১০ হাজার সাহাবীর رضي الله عنهم কবর জান্নাতুল বাকীতে বিদ্যমান আছে। আমরা জিয়ারত করার চেষ্টা করব এবং অসংখ্য ছওয়াব ও ফজিলত হাসিল করব। ইনশাআল্লাহ্।

Scanned with CamScanner

اَلزَّكٰوةُ

যাকাতের বিবরণ

মহান আল্লাহ্ পাক এরশাদ মুবারক করেছেন

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

তোমরা নামাজ আদায় কর এবং যাকাত দাও।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে ঈান ও সালাতের পরই যাকাতের স্থান। যাকাত দিলে আল্লাহ্পাক তাদের সম্পদে বরকত দান করেন। ফলে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কারন যাকাত শব্দের অর্থই বৃদ্ধি।

যাকাত দেওয়ার পরিমাণ

নিসাব পরিমাণ সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। এ হিসাবে প্রতি একশত টাকায় যাকাত হয় (আড়াই) টাকা। (প্রতি হাজারে ২৫ টাকা মাত্র)।

যাকাত দেওয়ার খাতঃ সবাইকে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না, শুধু মাত্র ৮ শ্রেণীর লোককে যাকাত দিতে হবে।

পবিত্র সূরা নিসার ৬০নং আয়াত শরীফ انما الصدقات للفقراء

১। অভাবগ্রস্ত। ২। সম্বলহীন। ৩। ইসলামে দাখেল হতে পারে এমন সম্ভবনা প্রবণ (বিধর্মী) ব্যক্তি। ৪। মুক্তিকামী দাস। ৫। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি। ৬। অসহায় প্রবাসী বা পথিক। ৭। আল্লাহর পথে অর্থাৎ ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। ৮। যাকাত আদায়কারী কর্মচারীবৃন্দ। পবিত্র সূরা নিসা :- ৬০ নং আয়াতশরীফ।

যাকাত দিলে আল্লাহ্ খুশী হন, মাল পাক হয় এবং বৃদ্ধি হয়। ধনী ও গরীবের মাঝে বৈষম্য দূর হয়। আর যাকাত না দিলে ইহার বিপরীত। অতএব সকল মালদার ব্যক্তিদের পুংখানুপূংখ হিসাব করে যাকাত দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাকাতের আহকাম ও মাসায়িল

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় হচ্ছে যাকাত। যাকাত আর্থিক ইবাদত সমূহের মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেক ধনী মুসলমানের উপর যাকাত আদায় করা ফরয। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

অর্থ : "আপনি তাদের সম্পদ হতে ছদক্বা (যাকাত) গ্রহণ করবেন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও ইছলাহ করবেন। আপনি তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য পরম প্রশান্তির কারণ।" (সুরা তওবা-১০৩)

Scanned with CamScanner

যাকাত না দেয়ার পরিণতি

যাকাত আদায় না করার পরিণতি সম্পর্কে হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "হযরত উমর ইবনুল খত্তাব ﷺ বর্ণনা করেন, হুযূর পাক ﷺ তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, স্থলে এবং পানিতে যেখানেই কোন সম্পদ ধ্বংস হয়, তা হয় কেবল যাকাত আদায় না করার কারণে।" (তাবারানী শরীফ)

হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করেনা।, তার নামায কবুল হয়না।" (বুখারী শরীফ)

যাকাত এর সংজ্ঞা

যাকাত শব্দটি আরবী। অর্থ পবিত্রতা বা বৃদ্ধি। শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত হল কোন মুসলমান স্বাধীন বালেগ বালেগাহ্-এর নিকট হাওয়ায়েজে আছলিয়াহ্ বা নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল-সামানা, বাদ দিয়ে কর্জ ব্যতীত নিজ মালিকানাধীনে সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে ৫২ ভরি রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ মূল্য যদি পূর্ণ এক বছর থাকে তবে শতকরা ২.৫ তথা ২১/২ টাকা যাকাতের নিয়তে আল্লাহ্ পাক এবং উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক যাকাত গ্রহণের উপযোগী কোন মুসলমানের অধিকারে দিয়ে দেয়া।

এ স্থলে দাতা গ্রহিতা থেকে বিনিময়স্বরুপ কোন ফায়দা হাছিল করতে পারবে না। কোন সুবিধা হাছিল করলে বা হাছিলের আশা রাখলে তার যাকাত আদায় হবে না।

যাকাত এর নিছাব

নিছাব বলা হয় শরীয়তের নির্ধারিত আর্থিক নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে অর্থাৎ কোন মুসলমান স্বাধীন বালেগ বালেগাহ্-এর নিকট হাওয়ায়েজে আছলিয়াহ্ বা নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল-সামানা, বাদ দিয়ে কর্জ ব্যতীত নিজ মালিকানাধীন সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে ৫২ ভরি রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ মূল্য পূর্ণ এক বছর থাকা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় একেই 'নিছাবে' বলে। মালের প্রকৃত ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন মালের নিছাবে বিভিন্ন।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

নিম্ন বর্ণিত দশ প্রকার গুণ সম্পন্ন লোকের উপর যাকাত ফরয-

(১) মুসলমান হওয়া। (২) বালেগ হওয়া। (৩) জ্ঞানবান হওয়া।

(৪) স্বাধীন হওয়া। (৫) নিছাব পরিমান মালের পূর্ণ মালিক হওয়া।

(৬) যাকাতের মালের পূর্ণ মালিকানা থাকা।

(৭) নিছাব পরিমান মাল হাওয়ায়েজে আছলিয়ার অতিরিক্ত হওয়া।

(৮) নিছাব কর্যমুক্ত হওয়া (৯) মাল বর্ধনশীল হওয়া ।

(১০) নিছাবের মালের বৎসর শেষ হওয়া।

(দলীলসমূহ: (১) আলমগীরী, (২) আইনুল হিদায়া, (৩) রাহরুর রায়িক, (৪) ফতওয়ায়ে আমিনীয়া, বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি।)

Scanned with CamScanner

যে সব খাতে যাকাত দেয়া ফরয

নিম্নলিখিত ৮টি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা ফরয:

পবিত্র কুরআন শরীফ-এ আল্লাহ্ পাক তিনি বলেন, "যাকাত কেবল ফকীর, মিসকীন ও যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের জন্য, যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য অর্থাৎ নও মুসলিম, দাস মুক্তির জন্য, ঋণে জর্জরিত ব্যক্তিদের ঋণমুক্তির জন্য, আল্লাহ্ পাক উনার রাস্তায় জিহাদকারী এবং মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ্ পাক উনার তরফ থেকে নির্ধারিত বিধান এবং আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (পবিত্র সূরা তওবা: আয়াত শরীফ:৬০)

১. ফকীর: ফকীর ওই ব্যক্তি যার নিকট খুবই সামান্য সহায় সম্বল আছে।
২. মিসকীন: মিসকীন ওই ব্যক্তি যার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এবং আত্মসম্মানের খাতিরে কারও কাছে হাত পাততে পারে না।
৩. আমিল: যাকাত আদায় ও বিতরণের কর্মচারী।
৪. মন জয় করার জন্য নও মুসলিম: অন্য ধর্ম ছাড়ার কারণে পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে বঞ্চিত হয়েছে। অভাবে তাদেরকে সাহায্য করে ইসলামের উপর সুদৃঢ় করা।
৫. ঋণমক্তির জন্য: জীবনের মৌলিক বা প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য সঙ্গত কারণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋণ মুক্তির জন্য যাকাত প্রদান করা।
৬. দাসমুক্তি: কৃতদাসের মুক্তির জন্য।
৭. ফি সাবীলিল্লাহ বা জিহাদ: অর্থাঃ ইসলামকে কাফির মুশরিকের আক্রমণ থেকে হেফাজত বা বিজয়ী করার লক্ষ্যে যারা কাফির বা বিধর্মীদের সাথে জিহাদে লিপ্ত সে সকল মুজাহিদদের প্রয়োজনে যাকাত দেয়া যাবে।
৮. মুসাফির: মুসাফির অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিশেষ কারণে অভাবগ্রস্ত হলে ওই ব্যক্তির বাড়িতে যতই ধন-সম্পদ থাকুক না কেন তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে।

যেসব খাতে যাকাত প্রদান করা যাবেনা

নিম্নলিখিত খাতে বা ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া যাবেনা: দিলে যাকাত আদায় হবে না।

১. উলামায়ে ছু' পরিচালিত মাদরাসা যারা জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, আল্লাহ পাক ও উনার হাবীব ﷺ উনাদের ব্যাপারে বদ-আক্বীদা পোষণকারী এবং উনাদের শান-মানের বিরোধিতাকারী, কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, ইজমা, ক্বিয়াছের বিরোধিতাকারী, হযরত ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم ও আওলিয়ায়ে

কিরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের বিরোধিতাকারী, ছবি, ভিডিও, টিভি, ধর্মের নামে গণতন্ত্র, মহিলা নেতৃত্ব, বেপর্দা হওয়া সহ সকল হারাম কাজে মশগুল, হুজুর পাক ﷺ কে নূর অস্বীকাকারী, মিলাদ-কিয়াম এর দুশমনী ও অন্যান্য কুফরী মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত সেই সমস্ত মাদরাসাতে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। বরং কুফুরী কাজে সহায়তা করার কারণে কবিরা গুনাহ হবে।

২. নিছাব পরিমান মালের অধিকারী বা ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৩. উলামায়ে মুতাক্বদ্দিমীন উনাদের মতে, কুরাইশ গোত্রের বনু হাশিম-এর অন্তর্গত হযরত আব্বাস, হযরত জাফর, হযরত আকীল رضي الله عنهم উনাদের বংশধরদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। তবে উলামায়ে মুতাআখখিরীনগণের মতে বৈধ।

৪. অমুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৫. যে সমস্ত মাদরাসায় ইয়াতীমখানা ও লিল্লাহ বোডিং আছে সেখানে যাকাত দেয়া যাবে।

৬. দরিদ্র পিতা-মাতাকে, সন্তানকে, স্বামী বা স্ত্রীকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৭. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইয়াতীমখানা, লিল্লাহ বোডিংয়ের জন্য যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত হলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৮. উপার্জন সক্ষম ব্যক্তি যদি উপার্জন ছেড়ে দিয়ে নামায-রোযা ইত্যাদি নফল ইবাদতে মশগুল হয়ে যায় তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। তবে সে যদি উপার্জন না থাকার কারণে যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হয় তবে যাকাত দেয়া যাবে।

৯. বেতন বা ভাতা হিসেবে নিজ কর্মচারী, কর্মচারীনী বা কাজের পুরুষ ও মহিলাদেরকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে না।

১০. কোন জনকল্যাণমূলক কাজ বা এরূপ ফাণ্ডে বা এরূপ প্রতিষ্ঠানে যাকাত ও ফিতরার টাকা কোনটিই দেয়া যাবে না। (মুসনাদ, মুছান্নাফসহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফ)

বি: দ্র; যাকাত আদায় করার জন্য অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। এটা ফরয ইবাদত, এর নিয়ত করাও ফরয। মুখে উচ্চারণ করা বা যাকাত গ্রহণকারীকে শুনিয়ে বলা প্রয়োজন নেই। তবে মনে মনে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে যে, 'আমি যাকাত আদায় করছি' অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। তা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে।

Scanned with CamScanner

যাকাত নিয়ে ইহুদী-মুশরিকদের ষড়যন্ত

যাকাত ইসলামের মৌলিক স্তম্ভসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয়। দুনিয়াতে বান্দা যা কিছু উপার্জন করে, ভোগ করে তার সবই দিয়ে থাকেন মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এবং উনার হাবীব ﷺ উনার মাধ্যমে সকলের মাঝে তা বন্টন করে দেন। যেমন হাদীছ শরীফ-এ ইরশাদ মুবারক হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক দিয়ে থাকেন আর নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ তিনি বন্টন করেন।" (মুসলিম, মিশকাত)

আল্লাহ পাক তিনিই একমাত্র রিযিক্বদাতা। তাই উনার দেয়া মাল সম্পদ তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই খরচ করাই একজন মু'মিন-মুসলমান মাত্র তার দায়িত্ব-কর্তব্য। সামাজিক ভারসাম্যতা, পারস্পারিক সহনশীলতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি প্রকাশের জন্য, অর্জিত সম্পদের নিরাপত্তার জন্য, পবিত্রতার জন্য, সর্বোপরি তা আল্লাহ পাক উনার প্রদর্শিত পন্থায় ব্যয় করে উনার এবং উনার হাবীব ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই যাকাত ফরয করা হয়েছে। তাই এই যাকাত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে, সতর্কতার সাথে, সঠিক পরিমাণে, সঠিক নিয়মে, সঠিক খাতে উপযুক্ত বস্তু দ্বারা প্রদান করাই সকলের একান্ত কর্তব্য এবং নিজ স্বার্থেই অবশ্য করণীয়। কেননা এটা তার ইহকাল-পরকালের কামিয়াবী হাছিলের সহায়ক হবে। আর তাই যাকাত এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য মহান আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেছেন।

তোমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করবেনা অর্থাৎ যে দ্রব্য বা কাপড় অথবা ফসল, ফলাদি বা প্রাণী তা যাকাত দেয়ার জন্য নির্ধারিত করোনা। আল্লাহ পাক গণী এবং অভাবমুক্ত।

অর্থাৎ যাকাত যে মাল বা বস্তু আদায় করবে তা অবশ্যই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে। তা সকলের জন্য ব্যবহারযোগ্য হতে হবে। এক কথায় সর্বোত্তম বস্তু দ্বারা যাকাত প্রদান করতে হবে।

অথচ বর্তমানে কাফির-মুশরিক, বে-দ্বীন, বদ-দ্বীনদের একটি হীন চক্রান্ত লক্ষ্য করা যায় যাকাতকে ঘিরে। তা হলো, দেখা যায় দেশের বিভিন্ন দোকান-পাটে, মার্কেটে সাইনবোর্ড, ব্যানারে বড় করে লিখা হয় 'এখানে সুলভমূল্যে যাকাতের কাপড় পাওয়া যায়।' নাউযুবিল্লাহ! যা কিনা ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত কে সূক্ষ্মভাবে হেয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। কেননা এসব দোকানে কম দামে অতি নিম্নমানের কাপড়-বস্ত্রাদি বিক্রয় করা হয়, যে কাপড় যাকাত প্রদানকারী তার এবং

Scanned with CamScanner

তার পরিবারের জন্য কখনোই পছন্দ করবেনা। যাকাত-এর জন্য ইসলামে তো আলাদা বস্তুর কথা বলা হয়নি। যাকাত প্রদানকারী যা ব্যবহার করে, যা পছন্দ করে তার মত তো অবশ্যই বরং তার চেয়ে উত্তম বস্তু দিতে হবে। কেননা এটা আল্লাহ্ পাক উনার সন্তুষ্টির জন্য প্রদান করতে হয়। যাকাত-এর নামে কম দামী, নিম্নমানের বস্তু প্রদান করলে তা হবে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক উনার সাথে চরম ধৃষ্টতা। যা কিনা ঈমানহারা হওয়ার কারণ।

নামাজ রোযা ও ঈমান নষ্ট করার ষড়যন্ত্র :

কাজেই প্রত্যেককে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যেন এরূপ হীনকর্মকাণ্ড যাকাতকে ঘিরে কেউ ঘটাতে না পারে। সকল মুসলিম দেশের জনগণ এবং সরকারকে এরূপ ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে। কারণ মুসলিমদের ঈমান নষ্টের জন্য কাফিরেরা জীবনের চেয়ে প্রিয় নবীজি ﷺ উনার দুশমনী শিক্ষা দিয়ে প্রথম রুকন ঈমান নষ্ট করল। নামাজ নষ্টের জন্য জায়নামাযে কা'বা ও মদীনা শরীফের ছবি দিল যাতে পা দিয়ে মারিয়ে ঈমান নষ্ট হয় এবং মসজিদে তিন চিল্লার নামে দল তৈরী করে স্বপ্ন দোষের মাধ্যমে নিজের বিবির হক্ব মসজিদে ঢেলে দিয়ে মসজিদ নাপাক করার কাজকে নবীআলা কাম বলে নবী ﷺ উনার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং তাদের ডাকে সাড়া যারা দেয় তাদের ঈমান নষ্ট করে দিল এবং সকলের নামাজ নষ্ট করে দিল। রোযা নষ্টের জন্য রোযা অবস্থায় ইনজেকশন ও ইনসুলিন জায়িয আছে বলে মিথ্যা ফতওয়া দিয়ে রোযা নষ্ট করে দিল। অথবা কয়েক মিনিট পূর্বেই হারাম ছাইরিন বাজিয়ে বা আযান দিয়ে সকলের রোযা নষ্ট করে দিল। হজ্জ নষ্টের জন্য বেপর্দা, ছবি, টিভি, মহিলা জামাতসহ অসংখ্য কুফরী কাজের ব্যবস্থা করল। যাকাত নষ্টের জন্য নবী ﷺ কে আমাদের মত মাটির মানুষ বলে কুফরীকারী তথা ঈমান হারা মৌলভীগুলোর মাদ্রাসায় এবং অল্প দামের শাড়ী লুঙ্গী দানের মাধ্যমে যাকাতকে তুচ্ছ করে যাকাত নষ্ট করে দিল। তাদের চিন্তা হলো ঈমানের নবীজি ﷺ উনার দুশমনি করে এবং উনার মতের দুশমনি করে ঈমান নষ্ট করে দিতে পারলে সকল আমল করেও মুসলমান কোন উপকার পাবে না। কারণ এক (১) না থাকলে শুণ্যের (০) কোন মূল্য থাকে না তা সবাই জানে।

Scanned with CamScanner

সহীহ্ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে সংক্ষেপে মুসলিম মহিলা পুরুষের জন্য কতগুলো আমল ও তার ফজিলত

১। নিয়ত: কোন ব্যক্তি সৎ কাজের নিয়ত করল কিন্তু তা শেষ করতে পারল না, তবুও তার নামে একটি নেকী লেখা হয়ে থাকে। (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)

২। **ঈমান :** এক ব্যক্তি রসূলুল্লহ ﷺ-উনার নিকট জানতে চাইলেন, ইমান কি? রসূলুল্লহ ﷺ বললেন- যদি সৎ কাজ করে কেউ আনন্দ পায় আর গুনাহের কাজ করে অনুতপ্ত হয়, তবে সে ব্যক্তিই মুমিন। (মুসনাদে আহ্মদ শরীফ)

৩। **নফল নামাজ :** যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করে দুই রাকআত নফল নামায অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আদায় করে তার পুর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। (আবু দাউদ শরীফ)

৪। **মুনাজাত :** নামাযের ইক্বামতের সময় আস্মানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তখন সকল মুনাজাতকারীর দোয়া কবুল করা হয়। (মুসনাদে আহ্মদ)

৫। **আওয়াবীন নামাজ :** যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর ছয় রাকআত আওয়াবীননফল নামাজ আদায় করে, সেব্যক্তি বার বৎসর ইবাদতের সওয়াব পায়। অবশ্য যদি সে মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা না বলে থাকে। সুবহানাল্লহ। (ইব্নে মাজা শরীফ)

৬। প্রত্যেক নামাজের সময় একজন ফেরেশতা ডেকে বলতে থাকেন, ওহে লোকসকল! উঠ, (গুনাহ করে) যে আগুন তোমরা জালিয়েছ, নামাজ পড়ে তা নিভিয়ে ফেল। (তিব্রানী শরীফ)

৭। **আলেমের দরবার :** হুজুরে পাক ﷺ ফরমান : কখনও যদি জান্নাতের বাগিচার নিকট দিয়ে গমন কর তবে সেখান হতে কিছু ফল ভক্ষণ করো। জনৈক সাহাবী رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন : জান্নাতের বাগিচা কোন্খানে হুজুর? রসূলুল্লহ ﷺ বললেন, এলেম ও হক্কানী আলেমের মজলিস। (তিবরানী শরীফ)

৮। **বিছানায় শোয়া :** যে ব্যক্তি অযু করে শয়ন করে তাহার সঙ্গে একজন ফেরেশতা অবস্থান করেন। যখন সে ঘুম থেকে উঠে তখন সেই ফেরেশতা উক্ত ব্যক্তির মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন। (ইবনে হাব্বান শরীফ)

Scanned with CamScanner

৯। **কষ্টে গুনাহ্ মাফ :** মুমিনের মাথা ব্যাথা অথবা পায়ে কাঁটা ফোটা বা অন্য যেকোন প্রকারের কষ্ট আসুক না কেন, তা দুনিয়া ও আখেরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি ও গোনাহ্ মাফের উসিলা হয়ে থাকে। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া শরীফ)

১০। **মস্‌জিদ :** পরহেযগার বান্দাদের জন্য মস্‌জিদ ইবাদতের গৃহস্বরূপ। যার গৃহ ইবাদতের জন্য মস্‌জিদ, তাকে নিরাপদে পুলসিরাত পার করিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দেয়ার যিম্মাদার মহান আল্লাহ্ পাক। (কিতাব আল আছার শরীফ)

১১। **রোগী দেখা :** রোগীকে দেখতে যাও, জানাযায় অংশগ্রহণ কর, এসব কাজ তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। এতে তোমাদের অন্তরে আখেরাতের চিন্তার উদ্রেক হবে। (মুসনাদ আহ্‌মদ ও ইবনে হাব্বান শরীফ)

১২। **আমল :** কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ" জান্নাতের তালার চাবি। সকল চাবিরই দাঁত থাকে। চাবিতে দাঁত না থাকলে যেমন তালা খোলা যায় না, ঠিক তেমনি কালেমায়ে তৌহীদের সঙ্গে নেক আমল না থাকলে জান্নাতের তালা খোলাও কঠিন ব্যাপার। (বোখারী শরীফ)

১৩। পাঁচটি বিষয় মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়- (১) রুকু সেজদা যথাযথভাবে পালন করে নামাজ আদায় করা। (২) রমদ্বানের রোজা পালন করা। (৩) হিসাব করে আনন্দের সাথে যাকাত আদায় করা। (৪) যদি সামর্থ্য থাকে তবে হজ্জ আদায় করা (৫) আমানত ঠিকমত আদায় করা। (তিব্‌রানী শরীফ)

১৪। **দরুদ শরীফ :** যে ব্যক্তি আযান শুনে আমার উপর দরূদ পাঠ করে এবং আমার উসিলা ও মাক্বামে মাহমুদ তলব করে, তাহার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যায়। (মুসলিম শরীফ)

১৫। **সেজদার ফজিলাত :** যখন কোন বান্দা মহান আল্লাহর উদ্দেশে সেজদায় রত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা সে বান্দার নামে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন, তার একটি গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং মর্যাদার একটি স্তর উন্নীত করেন। সুতরাং হে লোকসকল" বেশি বেশি সেজদা করো। (ইবনে মাজা শরীফ)

১৬। **মেহমান :** হুজুর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানের ইজ্জত করে। আর মেহমান যেন মেজবান বা আতিথ্যদানকারীর নিকট এত অধিক সময় অবস্থান না করে যাতে সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক মেহমানদারী তিন দিন। এর পর যে মেহমানদারী তাহা সদ্‌কা বলে পরিগণিত হবে এবং মেহমানের জন্য অন্তত একদিন এক রাত একটু উন্নত খানার ব্যবস্থা করবে। (বুখারী শরীফ)

Scanned with CamScanner

১৭। সূদ হারাম : মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যতটুকু বকেয়া রয়েছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। অতঃপর যদি তোমরা তা না কর তবে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে লও মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ﷺ উনার পক্ষ হতে। আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন প্রাপ্ত হবে। না তোমরা কারো প্রতি জুলুম করবে আর না তোমাদের প্রতি কেহ্ জুলুম করতে পারবে। (পবিত্র সূরা বাকারা-আয়াত শরীফ-২৭৮-২৭৯)

১৮। নামাজী : কেয়ামতের দিন সাত ব্যক্তি আরশে এলাহীর ছায়ায় স্থান লাভ করবে। তাহাদের মধ্যে অন্যতম হল সেই ব্যক্তি, যার মন ইবাদতের জন্য মস্‌জিদেই পড়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

১৯। সালাম : যখন কাহারো ঘরে প্রবেশ করার ইচ্ছা করবে অনুমতির উদ্দেশ্যে বাহির থেকে তখন সে ঘরের বাসিন্দাদেরকে সালাম করবে এবং যখন সেখান হতে চলে আসবে তখন তাহাদেরকে সালাম দিয়ে বিদায় নিবে। (বায়হাকী শরীফ)

২০। **তওবার ফজিলত** : যদি কখনও কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তবে তার সংশোধনের উপায় হল তওবা করা। গোপনীয় গুনাহর গোপনীয়ভাবে এবং প্রকাশ্য গোনাহর প্রকাশ্যে তওবা করবে। (তিব্‌রানী শরীফ)

২১। পবিত্র হাদীসে কুদ্‌সীতে বর্ণিত আছে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন : ওহে আদম সন্তান! তোমরা সকলেই গোনাহ্‌গার। অবশ্য আমি যাকে পবিত্রতা দান করেছি সে গোনাহ্ হতে নিরাপদ থাকতে পারে। তোমরা ইস্তিগ্‌ফার পড়তে থাক, আমি তোমাদের গোনাহ্ মাফ্ করে দিব। (মুসলিম শরীফ)

২২। পবিত্র হাদীসে কুদ্‌সীতে আছে, মহান আল্লাহ্ পাক বলেন : ওহে আদম সন্তান! যদি তুমি আমাকে ডাকতে থাক এবং আমার নিকট মাফ চাইতে থাক, তা হলে আমি তোমাকে মাফ করতেই থাকব। তুমি ভুল করে যা কিছুই কর না কেন সেদিকে আমি ভ্রুক্ষেপ করব না। (তিরমিযী শরীফ)

২৩। **খাদ্য ও বস্ত্রদান** : যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে অন্যদান করে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্তকে পানি পান করায়, মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের মধ্যে শরবত পান করাবেন। যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে বস্ত্রদান করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতের পোশাক দান করবেন। (তিরমিযী শরীফ)

Scanned with CamScanner

২৪। রেযেক্ব ও বেহেশ্‌ত : তিন ব্যক্তির রেযেক্ব ও বেহেশ্‌তের জন্য আল্লাহ্ নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ যত দিন সে জীবিত থাকবে তত দিন আল্লাহ তাকে রেযেক দিবেন। আর যখন ইন্তেকাল করবে তখন তাকে জান্নাত দান করবেন- (ক) যে ব্যক্তি ঘরে এসে ঘরের লোকদেরকে সালাম দেয়, (খ) যে ব্যক্তি নামাজের উদ্দেশ্যে মস্‌জিদে যায় এবং (গ) যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়। (আবু দাউদ শরীফ)

২৫। সদ্‌কা বা দান : হযরত আবু যার رضي الله عنه জিজ্ঞেস করলেন : সর্বোত্তম সদ্‌কা কি? রসূলুল্লহ ﷺ জওয়াব দিলেন, গোপনে দান করা। (মুসনাদে আহমদ শরীফ)

২৬। ঈমান : আবু যার رضي الله عنه বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ" বলবে এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম শরীফ)

২৭। সুফইয়ান ইবনে আবদিল্লাহ্ আস-সাকাফী رضي الله عنه বলেন, আমি বললাম, ও আল্লাহর রসূল! ﷺ আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি চূড়ান্ত কথা বলে দিন, যা সম্পর্কে আপনার পরে আর কারও কাছে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না। তিনি বললেন : তুমি বল, আমি আল্লাহর ও রসুল ﷺ উনার উপর ঈমান আনলাম, অতঃপর এ কথার উপর অবিচল থাক। (মুসলিম শরীফ)

২৮। **ঈমানের স্বাদ :** হযরত আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে (নিজের) রব, ইসলামকে (নিজের) দ্বীন এবং মুহাম্মদ ﷺ কে (নিজের) রসূল হওয়ার উপর সন্তুষ্ট রয়েছে- সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (মুসলিম, মিশকাত, শরীফ)

২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন : তোমাদের কোন ব্যক্তিই ঈমানদার হতে পারবে না-যতক্ষণ তার কামনা-বাসনা আমার আনীত বিধানের অনুবর্তী না হবে। (মিশকাত, বুখারী, মিরকাত শরীফ)

Scanned with CamScanner

৩০। তাফসীর : আবু খুযাইমা থেকে তাঁর পিতা ইয়াসার رضي الله عنه এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (পিতা) বলেন, আমি বললাম, ও আলল্লাহর রসূল! صلى الله عليه وسلم আমরা রোগমুক্তির জন্য ঝাড়ফুঁক ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে থাকি এবং ওষুধপত্র সেবন করি, শত্রুর আক্রমণে ঢালের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে থাকি। এগুলো কি মহান আল্লাহর নির্ধারিত তাক্বদীরের কোন পরিবর্তন করতে পারে? এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই। তিনি বললেন : এসব কাজও মহান আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের অন্তর্ভূক্ত। (ইবনে মাজা শরীফ)

৩১। **কবর জিয়ারত খাছ সুন্নত :** হযরত ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বির্ণত, রসূলুল্লহ صلى الله عليه وسلم বলেন : আমি কবর যিয়ারত করতে মক্কী জিন্দেগীতে তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। (এখন) তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত পার্থিব জগতের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।- (ইবনে মাজাহ শরীফ)

৩২। হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন : মহান আল্লাহ মহান তোমাদের দৈহিক আকৃতি, বাহ্যিক সৌন্দর্য, বেশভূষা ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলীর দিকে লক্ষ্য করেন। (মুসলিম শরীফ)

৩৩। হযরত আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন : তোমরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আমল কর। কেননা তোমরা বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহ তা'আলা বিরক্ত হন না। (বুখারী শরীফ)

৩৪। **মধ্যম পন্থা উত্তম পন্থা :** হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন : সচ্ছল অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন কতই না উত্তম, দরিদ্রাবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখা কতই না উত্তম এবং ইবাদত-বন্দেগীতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কতই না উত্তম। (মুসনাদে বাযযার শরীফ)

৩৫। **জ্ঞানার্জন :** হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, রাতে কিছু সময় জ্ঞানচর্চা করা সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়েও কল্যাণকর। (মিশকাত শরীফ)

Scanned with CamScanner

৩৬। হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, ইল্মের কথা হক্কানী আলেম ব্যক্তির হারানো সম্পদ। যেখানেই সে তা পাবে-সেই হবে এর যোগ্য অধিকারী। (তিরমিযী শরীফ)

৩৭। হক্কানী আলেমের সংজ্ঞা : হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন : একজন প্রজ্ঞাবান আলেম (ফকীহ্) শয়তানের কাছে ইবাদতে লিপ্ত এক হাজার লোকের (আবেদ) তুলনায়ও অধিক কঠিন। (তিরমিযী শরীফ)

৩৮। হযরত ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার বক্তব্য শুনল, তা সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করল, মনে রাখল এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেইভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছে দিল- মহান আল্লাহ পাক তাঁর এই বান্দাকে সবুজ সতেজ রাখবেন। কখনও কখনও এরূপ হয় যে, যেব্যক্তি পরোক্ষভাবে শুনেছে সে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক সুন্দর ভাবে তা মনে রাখতে পারে। (তিরমিযী শরীফ)

৩৯। হযরত ইবনে আব্বাস্ رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, তোমরা দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দাও ও সহজতা সৃষ্টি কর (এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন)। তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন কর (এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন)। (বুখারী শরীফ)

৪০। হযরত আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন : দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী (ফকীহ তথা হক্কানী আলেম) ব্যক্তি কতই না উত্তম। তার প্রয়োজন অনুভূত হলে সে উপকার করে এবং তার প্রতি অনাগ্রহ দেখালে সে নিজে আত্মনির্ভরশীল। (মিশকাত শরীফ)

৪১। হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি এমন জ্ঞান অর্জন করল যার সাহায্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয় তাহলে সে নাজাত পাবে। কিন্তু সে পার্থিব উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করে থাকলে তা কোন উপকার দিতে পারে না। (মিশকাত শরীফ)

৪২। হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লহ ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তির নিকট এমন জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যা তার জানা আছে, কিন্তু তা সে গোপন করল। কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তিকে দোযখের আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে। (তিরমিযী শরীফ)

Scanned with CamScanner

৪৩। হক্কানী আলেমের জ্ঞান : হযরত সুফিয়ান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইল্‌মের অধীকারী জ্ঞানী তথা আলেম ব্যক্তি কারা? তিনি জওয়াবে বললেন, যারা এল্‌ম অনুযায়ী আমল করে। উমার رضي الله عنه পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আলেমদের অন্তর থেকে ইলমের বরকত ও নূর কোন্ জিনিসে শেষ করে দিল? তিনি বললেন, পার্থিব লোভ-লালসা। (মিশকাত শরীফ)

মহান আল্লাহ পাক বলেন- إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ : নিশ্চই যারা (হক্কানী) আলেম তারা মহান আল্লাহপাককে সবচেয়ে বেশী ভয় করে থাকে। (আমল ও আকিদার ক্ষেত্রে) (পবিত্র সূরা ফাতির, আয়াত শরীফ-২৮)

৪৪। হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, ইসলাম প্রবাসীদের ন্যায় (নিঃসঙ্গ অবস্থায়) আরম্ভ হয়েছে এবং তা যেভাবে আরম্ভ হয়েছে সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব প্রবাসীদের জন্য সুসংবাদ। (মুসলিম শরীফ)

৪৫। **হক্ব পথে দাওয়াতের ফজিলত :** হযরত নু'মান ইবনে বাশীর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলার (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ লংঘনকারী এবং তা লংঘন হতে দেখেও যে বাধা দেয় না-এ দু'ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন একদল লোক সমুদ্রগামী জাহাজে আরোহণের জন্য লটারি ধরল। তাদের কতিপয় লোক জাহাজের উপর তলায় আর কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। নিচ তলার লোকেরা পানি নিয়ে উপর তলার লোকদের সামনে যাতায়াত করত। এতে উপর তলার লোকেরা বিরক্তি বোধ করত। অতএব নিচ তলার এক ব্যক্তি কুঠার নিয়ে জাহাজের তলা ছিদ্র করতে লেগে গেল। উপর তলার লোকেরা এসে তাকে বলল, তুমি এ কি করছ? সে বলল, আমরা পানি আনতে গেলে তোমরা বিরক্তি বোধ কর, অথচ আমাদের পানির প্রয়োজন রয়েছে। এ অবস্থায় উপর তলার লোকেরা যদি তার এ কাজে বাধা দেয় তবে তারা তাকেও রক্ষা করতে পারবে এবং নিজেরাও রক্ষা পাবে। অপর দিকে তারা যদি ঐ ব্যক্তির কাজে বাধা না দেয় তবে তারা তাকেও ধ্বংস করল এবং নিজেদেরকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। (বুখারী, মিশকাত শরীফ)

Scanned with CamScanner

৪৬। **মহিলারা ১০০ শত শহীদের মর্যাদা পাবে :** ছহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত যে, কোন মু'মিন যদি দাঁড়ি রাখে বা কোন ভাল আমল করে আর সেই আমল বা দাঁড়িকে কোন মহিলা অর্থাৎ মা-বোন-মেয়ে অথবা স্ত্রী যদি সমর্থন করে দাঁড়ির পক্ষে বলে তাহলে ঐ পুরুষ দাঁড়ি রেখে যেমন একশত শহীদের মর্যাদা পাবে ঠিক অনুরূপ একটি সুন্নত। একশত শহীদের মর্যাদা ঐ সমর্থনকারী মহিলারা পেয়ে যাবে। (কিতাব আল আছার, মুফরাদ, মুসলিম, মিশকাত শরীফ-৩০পৃ: ইত্যাদী)

৪৭। হযরত উমার ﵁ উনার মুক্ত দাস আসলাম ﵁ বলেন, আমরা যখন উমার ﵁ উনার সাথে সিরিয়া পৌঁছলাম তখন এক গ্রাম্য মোড়ল এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার সম্মানে প্রীতিভোজের আয়োজন করেছি। আমি আশা করি আপনি যদি আপনার সম্মানিত সাথীদের নিয়ে আমার বাড়িতে যান তারা আমার কাজে শক্তি জোগাবে এবং আমার সম্মান বৃদ্ধি করবে। উমার ﵁ বললেন, আমরা তোমাদের ঐসব গির্জায় প্রবেশ করতে পারি না যাতে ছবি (অথবা প্রতিমা) রয়েছে। (আদাবুল মুফরাদ শরীফ)

৪৮। **দান ছদকা :** হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, কৃপণ ও দান-খয়রাতকারী এই দুই ব্যক্তি এমন দুই ব্যক্তির সাথে তুলনীয়, যাদের পরিধানে রয়েছে লৌহবর্ম। তাদের উভয়ের হাত বুক ও কণ্ঠনালীর মাঝখানে আটকে আছে। দান-খয়রাতকারী ব্যক্তি যখনই দান-খয়রাত করে তখনই তার লৌহবর্ম প্রশস্ত হয়ে যায়। আর কৃপণ যখনই দান-খয়রাত করে তখনই তার লৌহবর্ম প্রশস্ত হয়ে যায়। আর কৃপণ যখনই দান-খয়রাত করার ইচ্ছা করে তখনই তার লৌহবর্ম আরও সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এর প্রতিটি বৃত্ত স্ব স্ব স্থানে অনড় হয়ে থাকে। (মুসলিম শরীফ)

৪৯। **নামাজের ফজিলত :** হযরত ইবনে উমার ﵁ বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, যার মধ্যে বিশ্বস্ততা নেই তার ঈমান নেই, যার পবিত্রতা নেই তার নামায নেই, যার নামায নেই তার ধর্ম নেই। সমস্ত দেহে মাথার যে গুরুত্ব ও মর্যাদা- দ্বীন ইসলামে নামাযেরও সেরূপ গুরুত্ব ও মর্যাদা।-তাবারানী আল-মুজামুস সগীর শরীফ।

৫০। হযরত বুরাইদা ﵁ বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, যেসব লোক অন্ধকারের মধ্যে সমজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান কর।- (তিরমিযী শরীফ)

Scanned with CamScanner

৫১। হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন কথা বলে দিব না যার দ্বারা আল্লাহ্ গুনাহ্সমূহ্ মাফ করে দেন এবং মর্যাদাসমূহ্ বৃদ্ধি করে দেন? সাহাবাগণ আরজ করলেন, ও-আল্লাহ্র রসূল ﷺ অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন : মৌসুম ও আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি পা ফেলা (দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে মসজিদে জামাআতে নামায পড়া) এবং এক ওয়াক্তের নামায আদায় করার পর পরবর্তী ওয়াক্তের প্রতীক্ষায় থাকা। এটাই হচ্ছে 'রিবাত' (অর্থাৎ এর সওয়াব জিহাদের উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রহরার সওয়াবের সমান)। ইমাম মালেকের (রহমাতুল্লহি আলাইহি) বর্ণনায় আরও আছে, এটাই হচ্ছে 'রিবাত'- কথাটি রসূলুল্লহ ﷺ দুইবার বলেছেন।- (মুসলিম শরীফ)

৫২। হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কোন ব্যক্তিকে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করতে দেখলে তার ঈমানের সাক্ষী হও। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আল্লাহ্ ও রসুল ﷺ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নকারীগণই আল্লাহ্র মসজদিসমূহ্ সরগরম রাখে- তিরমিযী শরীফ

৫৩। **তাহাজ্জুদ :** হযারত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করুন যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজের স্ত্রীকেও ঘুম থেকে উঠালো এবং সেও নামায পড়ল। স্ত্রী ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে সে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিল। মহান আল্লাহ্ পাক সেই মহিলাকেও রহমত করুন যে রাতে উঠে নামায পড়ল এবং নিজের স্বামীকেও ঘুম থেকে উঠাল এবং সেও নামায পড়ল। স্বামী ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে সে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দিল।- আবু দাউদ শরীফ

৫৪। **নফল ইবাদত ফরযের ঘাটতি পূরন করে :** হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব চাওয়া হবে। যদি সে সঠিক হিসাব দিতে পারে তবে কৃতকার্য হয়ে গেল। আর যদি সে এর সঠিক হিসাব দিতে ব্যর্থ হয় তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হল। যদি তার ফরযসমূহের মধ্যে কোন কিছু ঘাটতি থাকে তবে বরকতময় মহান আল্লাহ্ পাক বলবেন : দেখ তো আমার বান্দার কোন নফল আছে কিনা? যদি থাকে তবে তা দিয়ে তার ফরযের ঘাটতি পূর্ণ করা হবে। অতঃপর একইভাবে তার অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে। অপর বর্ণনায় আছে অতঃপর এভাবেই তার যাকাতের হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর এই নিয়মে তার অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে।- আবু দাউদ শরীফ

Scanned with CamScanner

৫৫। **যানবাহনে আরোহন :** হযরত ইবনে উমার ﷺ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লহ ﷺ যখন সফরের উদ্দেশ্যে তাঁর উটের পিঠে আরোহণ করতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, অতঃপর পড়তেন : "মহান পবিত্র সেই সত্তা যিনি এটিকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ও মহান আল্লাহ্ পাক আমরা আমাদের এ সফরে আপনার নিকট পুণ্য ও তাকওয়া প্রার্থনা করছি এবং আপনার পছন্দনীয় কাজ করার সুযোগ চাই। ও মহান আল্লাহ্ পাক আপনি আমাদের এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। ও মহান আল্লাহ্ পাক সফরে আপনিই আমাদের সঙ্গী এবং আমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদে আপনিই আমাদের প্রতিনিধি। ও মহান আল্লাহ্ পাক আমি আপনার নিকট সফরের কষ্ট থেকে, কুদৃষ্টি ও ধনে-জনে অশুভ পরিবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" অতঃপর যখন তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন তখনও ঐ দোয়া পড়তেন এবং তার সাথে আরও যোগ করতেন: "আমরা ফিরে এলাম তওবাকারী, আমাদের রবের ইবাদতকারী ও প্রশংসাকারী হিসাবে।"- মুসলিম মিশকাত শরীফ।

৫৬। **দোয়ায়ে বিরক্ত হওয়া :** হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন : বান্দার দোয়া কবুল করা হয়- যতক্ষণ সে পাপ কাজের অথবা আত্মীয়-সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া না করে এবং তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হল, ও মহান আল্লাহর রসূল ﷺ তাড়াহুড়ার অর্থ কি? তিনি বললেন : বান্দার এরূপ বলা- আমি দোয়া করেছি, অথচ আমার দোয়া তো কবুল হতে দেখলাম না। অতঃপর সে বিরক্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া পরিত্যাগ করে।- মুসলিম, মিশকাত শরীফ

৫৭। **দুশ্চিন্তা ও ঋণ মুক্তি :** হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ও মহান আল্লাহর রাসূল ﷺ দুশ্চিন্তা ও ঋণ আমার জীবনের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য (দোয়া) শিখিয়ে দেব না- যখন তুমি তা পাঠ করবে মহান আল্লাহ্ তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন? সে বলল, অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন: তুমি যখন সকালে উঠবে ও সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন বলবে, "ও মহান আল্লাহ্ পাক আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই, ঋণের বোঝা ও মানুষের আক্রোশ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।" লোকটি বলল, আমি (সকাল-সন্ধ্যায়) এ দোয়া পড়তে থাকলাম আর মহান আল্লাহ্ পাক আমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন এবং আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিলেন।-আবু দাউদ, মিশকাত শরীফ

Scanned with CamScanner

৫৮। বিপদে ধৈর্য : হযরত আনাস ﷺ বলেন, হুজুর পাক ﷺ এক স্ত্রীলোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন, কবরের নিকটে কেঁদ না। সে বলল নিজের পথে কেটে পড়। তুমি তো আর আমার মত বিপদে পড়নি। সে নবী পাক ﷺকে চিনতে পারেনি। অতএব তাকে পরে বলা হল, উনি তো নবী পাক ﷺ। ফলে সে ভীত শংকিত হয়ে হুজুর পাক ﷺ উনার বাড়িতে এল। তথায় সে কোন দ্বাররক্ষী দেখতে পেল না। সে বলল, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী ﷺ বললেন- প্রকৃত ধৈর্য তো বিপদের প্রথম আঘাতে। বুখারী শরীফ

৫৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনি আওফ ﷺ বর্ণনা করেন, কোন একদিন রসূলুল্লহ ﷺ দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি সূর্য হেলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন এবং তা ঢলে পড়লে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোকেরা! তোমরা শত্রুর সাথে সংঘর্ষের আকাঙ্ক্ষা করো না, মহান আল্লাহ্র নিকট শান্তি চাও। আর যখন শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যাও তখন ধৈর্যধারণ কর (অবিচল থাক) আর জেনে রাখ, তরবারির ছায়াতলেই বেহেশত।- বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৬০। **ধৈর্যের ফজিলত :** হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী ﷺ বলেন, আনসারের কতিপয় লোক রসূলুল্লহ ﷺ উনার কাছে কিছু প্রার্থনা করল। তিনি তাদের কিছু দান করলেন এই মুহূর্তে তাঁর নিকট যা ছিল তা শেষ হয়ে গেল। তিনি বললেন : আমার নিকট যে মাল আসে তা তোমাদের না দিয়ে আমি কখণও পুঞ্জীভূত করে রাখি না। যে ব্যক্তি (অন্যের কাছে) কিছু চাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে চায়, মহান আল্লাহ্ পাক তাঁকে বেঁচে থাকার উপায় বের করে দেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায় মাহান আল্লাহ্ পাক তাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করেন। ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ততম কোন দান কেউ লাভ করতে পারে না।- বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৬১। **অহংকারী সবসময় ছোট কখনো বড় নয় :** হযরত উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর। কেননা আমি রসূলুল্লহ ﷺকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে ছোট মনে করে, কিন্তু লোকদের দৃষ্টিতে সে মহান। আর যে ব্যক্তি গর্ব অহংকার করে- সে লোকদের দৃষ্টিতে ছোট- যদিও সে নিজেকে বড় মনে করে। এমনকি সে তাদের নিকট কুকুর ও শূকরের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট হয়ে যায়। নাউযু বিল্লাহ। (কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

৬২। মাতা-পিতা : হযরত আবু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবী মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বলল, ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার এমন কোন উপায় আছে কি যা আমি অনুসরণ করতে পারি? তিনি বললেন : হাঁ চারটি উপায় হতে পারে (১) তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, (২) তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা, (৩) তাদের বন্ধু-বান্ধব ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করা এবং (৪) তাদের মাধ্যমে তোমার সাথে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে তা অক্ষুন্ন রাখা। (আল-আদাবুল মুফরাদ শরীফ)

৬৩। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **উনার দুশমনির ফল দুনিয়াতেই :** বাককার থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছামাফিক যে কোন গুনাহর শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করে থাকেন। কিন্তু এমন তিনটি গুনাহ্ রয়েছে, যার শাস্তি মানুষকে মৃত্যুর পূর্বেই ভোগ করতে হয়। (১) মহান আল্লাহ পাক ও রসুলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার সাথে বিদ্রোহ তথা দুশমনি, (২) পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ ও (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধ। (আল-আদাবুল মুফরাদ শরীফ)

৬৪। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ঈমানদার পুরুষ (স্বামী) যেন ঈমানদার মহিলা (স্ত্রী)-র প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ না করে। তার কোন একটি অভ্যাস অপছন্দ হলে তার অন্য কোন গুণ তার পছন্দ হতে পারে। (মুসলিম, মিশকাত শরীফ)

৬৫। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একজন স্ত্রীলোক তার দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে আসল এবং কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেল না। আমি সেটাই তাকে দান করলাম। সে খেজুরটি তার দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দিল এবং নিজে একটুও খেলো না; অতঃপর সে উঠে চলে গেল। ইতিমধ্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসায় আসলেন এবং আমি ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তার জন্য এরা দোযখের আগুনের সামনে ঢাল স্বরূপ হবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

Scanned with CamScanner

৬৬। **ভাল কথা অথবা নিরব থাকা :** হযরত আবু শুরাইহ্ আল-খুযাঈ ﷺ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। মেহমানের আদর-আপ্যায়নের মুদ্দত একদিন এবং সাধারণ মেহমানদারীর মুদ্দত তিন দিন তিন রাত। এরপরও যা কিছু করা হবে তা সদকা হিসাবে গণ্য হবে। আর মেহমানের জন্য এতটা সময় অবস্থান করা উচিত নয় যার ফলে আপ্যায়নকারী দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। (আল-আদাবুল মুফরাদ শরীফ)

৬৭। **ইশা নামাজের সময় :** হযরত আবু সাঈদ ﷺ বলেন, এক রাতে আমরা রসূলুল্লহ ﷺ উনার সাথে ইশার নামায পড়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তিনি অর্ধ রাত অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত বের হলেন না। অতঃপর তিনি (বের হয়ে এসে) বললেন : "তোমরা তোমাদের আসন গ্রহণ কর।" অতএব, আমরা আমাদের আসন গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন : লোকেরা নামায পড়েছে এবং নিজেদের বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আর তোমরা নিশ্চয়ই নামাযে আছ যতক্ষণ তোমরা নামাযের অপেক্ষায় রয়েছ। যদি দুর্বলদের দুর্বলতা ও রোগীদের কষ্টের আশংকা না থাকত, তবে আমি এই নামায অর্ধ রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিতাম। (আবু দাউদ, নাসাঈ শরীফ)

৬৮। **স্বামীর কাপড় পরিস্কার করার ফজিলত :** ছহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত- স্ত্রী যদি স্বামীর কাপড় পরিস্কার করে ঐ কাপড় পড়ে সে যত ইবাদত করবে প্রত্যেকটি ইবাদতের একটি করে ছওয়াবের কপি সেই স্ত্রী পেয়ে থাকে। (কিতাব আল-আছার, আদাবুল মুফরাদ, মুসনাদ শরীফ)

৬৯। **গিবত না করার ফজিলত :** হযরত ইয়াযীদ কন্যা আসমা ﷺ বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার গোশতের প্রতিরোধ করল (অর্থাৎ গীবত পরনিন্দা বাদ দিল) তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। (বায়হাকী, মিশকাত শরীফ)

Scanned with CamScanner

৭০। **সৎ সঙ্গী :** হযরত আবু মূসা আশআরী رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধি বহনকারী ও লোহার (অর্থাৎ কামারশালার) হাপর চালনাকারীর অনুরূপ। সুগন্ধির বাহক হয় তোমাকে কিছু দেবে, অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা (অন্তত) তার সুঘ্রাণ পাবে। পক্ষান্তরে হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে, অথবা তুমি দুর্গন্ধের সম্মুখীন হবে। (বুখারী মুসলিম শরীফ)

৭১। **দোষচর্চা :** হযরত ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন, আমার সাহাবীদের رضي الله عنهم কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারও দোষ বর্ণনা না করে। কারণ, আমি চাই, যখন আমি তোমাদের কাছে আসব তখন যেন পরিষ্কার হৃদয়-মন নিয়ে আসতে পার। (আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ)

৭২। **নামাজ :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন- যে ব্যক্তি নিয়মিত নামাজ আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম শরীফ)

৭৩। **সন্তানদের নামাজের আদেশ :** হযরত নবী করিম ﷺ বলেন, তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দাও। ১০ বছর হলে নামাজের জন্য শাসন কর। (আবু দাউদ, বাজলুল মাজহুদ শরীফ)

৭৪। হযরত নবী করিম ﷺ বলেন, সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে ঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা। (বুখারী শরীফ)

৭৫। **উত্তম স্থান মসজিদ :** হযরত নবী করিম ﷺ বলেন, দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল স্থান হল মসজিদ এবং সবচেয়ে খারাপ জায়গা হল বাজার। (বায়হাকী, মুসলিম, মিশকাত শরীফ)

৭৬। হযরত নবী করিম ﷺ বলেন, মসজিদের দিকে থুথু ফেলবে না। (আদাবুল মুফরাদ শরীফ)

৭৭। **তাহাজ্জুদ :** হযরত নবী করিম ﷺ বলেন, ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হল তাহাজুদ নামাজ। (মাকবুল ঈমান, আদাবুল মুফরাদ)

৭৮। **নামাজের চাবী :** হযরত নবী করিম ﷺ বলেন, নামাজ হল বেহেস্তের চাবি। আর নামাজের চাবি হল পবিত্রতা। (তিরমিযী, মিশকাত শরীফ)

Scanned with CamScanner

৭৯। হযরত নবী করিম ﷺ বলেন, প্রত্যেক জিনিষের যাকাত রয়েছে। শরীরের যাকাত হল রোজা। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত শরীফ)

৮০। শরীরের যাকাত রোযা এবং তার ফজিলত : হযরত নবীজী ﷺ বলেন, রোজা মানুষের জন্যে ঢাল স্বরূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত তা ছিন্নভিন্ন না করা হয়। (মুসলিম মিশকাত শরীফ)

৮১। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঢাল হলো রোজা। (মিশকাত শরীফ)

৮২। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ পাক বলেছেন রোজা একমাত্র আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই প্রদান করব। (হাদিসে কুদসী, বুখারী শরীফ)

৮৩। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, রমদ্বনে দোজখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং আসমানে মহান আল্লাহ পাক রহমতের দরজা খুলে দেন এবং শয়তানদিগকে বন্দি করে রাখেন। (নাসায়ী শরীফ)

৮৪। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, রমদ্বন মাসের প্রত্যেক রাতে আল্লাহ অনেক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

৮৫। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি রোজাদারকে পানি পান করাবে কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন। (ইব্নে মাজাহ শরীফ)

৮৬। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, বেহেস্তের ৮টি দরজা আছে। তার একটি হল রাইয়ান। এ দরজা দিয়ে কেবলমাত্র রোজাদারই প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

৮৭। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আমল পরিত্যাগ করল না। তার জন্যে রোযা রেখে ফায়দা নেই শুধু শুধু পানাহার পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। (বুখারী শরীফ)

Scanned with CamScanner

৮৮। **যাকাতের ফজিলত :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, তোমাদের সঞ্চয়কৃত অতিরিক্ত অর্থ পবিত্র করার জন্যে আল্লাহ্ তোমাদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন। (ছেহাহ্ সেত্তাহ্, বুখারী শরীফ)

৮৯।)**জেনা-ব্যভিচার :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, ব্যভিচারের কারণে দেশে মহামারি রোগ দেখা দেয়, আর যাকাত আদায় না করলে দেশে মহামারি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। (ছেহাহ্ সেত্তাহ্)

৯০। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে যাকাত আদায় করে না তার কোন ইবাদত কবুল হয় না। (ছেহাহ্ সেত্তাহ্, বুখারী শরীফ)

৯১। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার পালন করা পশুর যাকাত আদায় না করবে, কিয়ামতের দিন ঐ পশু তার মালিককে আঘাত করবে এবং পদদলিত করতে থাকবে। (ছেহাহ্ সেত্তাহ্, বুখারী শরীফ)

৯২। **হজ্ব :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি হজ্বের উদ্দেশ্যে এহ্‌রাম বাধে তার পূর্বের সকল পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ শরীফ)

৯৩। হযরত হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, হজ্ব ফরজ হলে তা তাড়াতাড়ি আদায় করবে কেননা আল্লাহ্ জানেন যদি কোন বিপদ এসে যায়। (আবু দাউদ শরীফ)

৯৪। **মেসওয়াক :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, মেসওয়াক মুখ পরিস্কার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করে। (নাসায়ী শরীফ)

৯৫। **হারাম মালের দান কবুল হয় না :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, অজু ছাড়া নামাজ হয় না আর হারাম ভাবে উপার্জিত মালের দান গ্রহণযোগ্য নয়। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

৯৬। **ওজু :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যখন কোন মুমিন ব্যক্তি অজু করে তখন তার সমস্ত গুনাহ্ ঝড়ে যায়। (নাসায়ী শরীফ)

৯৭। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, তিন দিনের বেশি সময় এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে পরিত্যাগ করা জায়েজ নেই। এর মধ্যে মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে যাবে এবং সেই উত্তম ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দিয়ে কথা শুরু করে। (আবু দাউদ শরীফ)

Scanned with CamScanner

৯৮। **মুসলিমের দ্বারা কারো কোন ক্ষতি হতে পারে না :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। (বুখারী শরীফ)

৯৯। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই সে তাকে ভালবাসবে হক্ব আদায় করবে। (মুসলিম শরীফ)

১০০। **বৃদ্ধকে সম্মানের ফজিলত :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে যুবক কোন বৃদ্ধকে সম্মান করে। আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন যে, উক্ত যুবকের বৃদ্ধ কালে তাকে সম্মান করবে। (তিরমিজি, বুখারী শরীফ)

১০১। **পিতা-মাতার ফজিলত :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পিতা মাতার অসন্তুষ্টিই হল আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি। (তিরমিজি শরীফ)

১০২। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, তিনটি দোয়া মহান আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণীয়। (১) পিতা মাতার দোয়া (২) মোসাফিরের দোয়া (৩) মজলুমের দোয়া। (তিরমিজি শরীফ)

১০৩। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, কবিরা গুনাহ্গুলোর মধ্যে মারাত্মক গুনাহ হলো শিরক করা ও পিতামাতার নাফরমানী করা। (বুখারী, মুসলিম শরীফ)

১০৫। পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়া কবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভূক্ত। (বুখারী, মুসলিম শরীফ)

১০৬। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য আচরণ করে ও তাদের গালি দেয় সে অভিশপ্ত ও হতভাগ্য। (তিব্রানী শরীফ)

১০৭। **প্রতিবেশীর হক্ব :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয় সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম শরীফ)

১০৮। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করল সে যেন আমার উপরে অত্যাচার করল। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্র উপর অত্যাচার করল। (ছেহাহ সেত্তাহ, বুখারী শরীফ)

Scanned with CamScanner

১০৯। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তাহার বন্ধু-বান্ধবের সংগে আচার ব্যবহারে উত্তম এবং যে তাহার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম সে আল্লাহর নিকটও উত্তম। (তিরমিজী শরীফ)

১১০। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা তোমাদের জন্য হারাম। (ছেহাহ্ সেত্তাহ্, বুখারী শরীফ)

১১১। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, আল্লাহ্ সকল আমল কবুল করেন কিন্তু আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর আমল কবুল করেন না। (মুসনাদে আহ্মদ শরীফ)

১১২। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, গরীব দুঃখীকে দান-খয়রাত করলে একটি পূণ্য এবং আত্মীয়বর্গকে দান করলে দুইটি পূণ্য (ইবনে মাজাহ্ নাসায়ী শরীফ)

১১৩। **এতীমের পালন :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, কোন মু'মীন ব্যক্তি যদি কোন ইয়াতীমকে লালন-পালনের জন্য নিজ বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সে যদি কোন গুনাহ্ না করে তা হলে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (তিরমিজী শরীফ)

১১৪। **এতিমের মাল ভক্ষণ জাহান্নামের আগুনে পেট পরিপূর্ণ :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যারা জুলুম করে ইয়াতীমের মাল খাবে। রোজ কেয়ামতে তাদেরকে এমন অবস্থায় কবর থেকে উঠানো হবে যে তাদের মুখ থেকে আগুনের কুন্ডলি বের হতে থাকবে। (আবু ইয়ালা, আদাবুল মুফরাদ শরীফ)
মহান আল্লাহ্ পাক বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

অর্থ : যারা এতিমের মালসম্পদ জুলুম করে খায় তারা যেন জাহান্নামের আগুন দিয়ে নিজেদের পেটকে পূর্ণ করায় এবং অচিরেই তারা জাহান্নামের আগুনে পৌঁছবে। পবিত্র সুরা নিছা-আয়াত শরীফ-১০

Scanned with CamScanner

১১৫। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, ইয়াতীমগণের মাল জুলুম করে ভক্ষণ করা কবিরা গুনাহ (হাকেম শরীফ)

১১৬। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, ইয়াতীমের মাল আত্মসাতে ধ্বংস ডেকে আনে। (বুখারী, মুসলিম শরীফ)

১১৭। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, আমি ও ইয়াতিমের অবিভাবকগণ কেয়ামতের ময়দানে এরূপভাবে থাকব যেরূপ আমার তর্জনী ও মাধ্যমা আংগুল পাশাপাশি রয়েছে। (তিরমিজি শরীফ)

১১৮। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করায় মানুষের ধ্বংশ ডেকে আনে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

১১৯। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলায় সে তার মাথার চুল পরিমাণ নেকী পাবে। (তিরমিজি শরীফ)

১২০। **ওজনে কম ও যেনা :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, মাপে কম দিলে দুর্ভিক্ষ আসে যেভাবে ব্যভিচার করলে দেশে প্লেগ আসে। (ইব্‌নে মাজাহ শরীফ)

১২১। **মহান আল্লাহ পাক বলেন- "একজন ছেলের অর্ধেক একজন মেয়েকে সম্পদ দেওয়া ফরজ করা হলো" :** لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (পবিত্র সুরা নিসা আয়াত শরীফ ১৭৬)। মেয়ে অথবা বোনকে তাদের ফরজ প্রাপ্য জমি থেকে বঞ্চিত করলে দুনিয়াতে অশান্তি এবং আখেরাতে জাহান্নামে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এবং ঐ পরিমাণ জমি পাতালপুরী পর্যন্ত তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। যা কেয়ামতের দিন সে টেনে নিয়ে বেড়াতে বাধ্য হবে। (ফত:শামী, আলমগীরী, মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি) হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন জমি দখল করে কেয়ামতের ময়দানে তাকে সাত স্তর জমিনের নিচে প্রথিত করে দেয়া হবে। (বুখারী শরীফ)

১২২। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে জমির সীমা পরিবর্তন করে আল্লাহ তার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকেন। (মুসলিম শরীফ)

১২৩। **ধৈর্য, ঈমান ও সৃষ্টির প্রতি দয়া :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, মাথার সাথে দেহের যেরূপ সম্পর্ক ঈমানের সাথে ধৈর্য্যের সেরূপ সম্পর্ক। (ছগির, মুছান্নাফ, মুসনাদ ইত্যাদি)

১২৪। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, ধৈর্য্য দানশীলতা থেকে উত্তম। (আহমদ শরীফ)

১২৫। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করাই মহত্বের বিধান। (ছেহাহ সেত্তাহ, বুখারী শরীফ)

Scanned with CamScanner

১২৬। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দয়ালু তিনি দয়াকে ভাল বাসেন। দয়ালুকে যা দান করেন নির্দয়কে তা দান করেন না। (মুসলিম শরীফ)

১২৭। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যার মধ্যে দয়াগুণ নেই সে সমস্ত গুণ থেকেই বঞ্চিত। (মুসলিম শরীফ)

১২৮। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, ক্ষুধার্থকে খাদ্য দান কর রোগীর সেবা কর। (বুখারী শরীফ)

১২৯। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করে না মহান আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দয়া করেন না। (মেশকাত শরীফ)

১৩০। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট প্রিয় যে তার সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করে। (বায়হাকী শরীফ)

১৩১। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং কেউ তার সাথে অসদ্ব্যবহার করলে ক্ষমা করে মাহন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে রক্ষা করবেন। (বুখারী শরীফ)

১৩২। **রাগদমন :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কারো রাগ হলে সে যেন অজু করে নেয়। (আবু দাউদ শরীফ)

১৩৩। **সত্য বলা অহংকার নয় :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, কারো অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকলে সে জান্নাতে যাবে না, তবে সত্য কথা বলিষ্ঠভাবে বলা উত্তম জিহাদ, সত্য গোপনকারী বোবা শয়তান ও সত্য প্রকাশ উত্তম জিহাদ। অতএব সত্য বলা অহংকার নয়। এবং কারো অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকলে সে জাহান্নামে যাবে না। (মুসলিম শরীফ)

১৩৪। **মিথ্যার শাস্তি :** হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। (১) অহংকারী (২) বৃদ্ধ যেনাকার (৩) মিথ্যাবাদী। (মুসলিম শরীফ)

১৩৫। **হিংসুকের বেহেশ্ত হারাম :** হযরত নবীজী ﷺ বলেন, হিংসুক কখনও বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম শরীফ)

Scanned with CamScanner

১৩৬। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, কোন লোকের মধ্যে হিংসা ও ঈমান একত্রে থাকতে পারে না। (মুসলিম শরীফ)

১৩৭। সুদ, ঘুষ, হত্যা, হারামি : হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, কোন মুসলমানের নিন্দা করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, হত্যা করা মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম শরীফ)

১৩৮। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি পরনিন্দা করবে কেয়ামতের দিন তার আকৃতি হবে কুকুরের মত। (মুসলিম আদাবুল মুফরাদ শরীফ)

১৩৯। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, বড় কবিরা গুন্নাহগুলি হল। ১। আল্লাহর সাথে শরীক করা ২। মিথ্যা কথা বলা। ৩। পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। (বুখারী শরীফ)

১৪০। হযরত নবীজী পাক ﷺ বলেন, আগুন যেমন করে কাঠকে, পোড়াইয়া দেয়, (মিথ্যা) হিংসা তেমনি নেক আমল পোড়াইয়া দেয়। (ছেহাহ সেত্তাহ, বুখারী শরীফ)

১৪১। **যার লজ্জা নাই তার ঈমান নাই :** হযরত নবীজী ﷺ বলেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। যার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই, যার ঈমান নেই তার লজ্জা নেই। যখন যার লজ্জা থাকেনা তখন তার দ্বারা যে কোন অন্যায় করা সম্ভব। (বুখারী শরীফ)

মুসলিম মহিলাদের অধিকার

ইসলাম পূর্ব মহিলার সামাজিক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলতে হয় যে, সমগ্র আরবদেশ তথা গোটা বিশ্ব মহানবী ﷺ আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মহিলাদের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ঐতিহাসিকগণ ঐ যুগকে অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, সে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আরবসহ অন্যান্য দেশের মানুষরূপী পুরুষরা বর্বরতা, দয়াহীনতা, কঠোরতা, রূঢ়তা অশিষ্টতা, আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস, মূর্তি পূজাসহ যাবতীয় কুকর্ম ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজ খেয়াল খুশীমত জীবন-যাপন করত। মহিলা জাতির প্রতি তারা যে জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ণ করেছে, তার উপমা শুধু তারাই। এক কথায়, তাদের নৈতিক চরিত্র কুরুচির আলঙ্কারিক শব্দ বিন্যাসে পদ্য ও ছন্দ রচনা করত। যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কবিতা লিখে কা'বা ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখত।

Scanned with CamScanner

ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার যুগে ব্যভিচার ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ব্যভিচারসহ সকল প্রকার অশ্লীল কার্যকলাপ তখন সাধারণ ব্যাপার বলেই পরিগণিত হত। মহিলা জাতি ছিল পুরুষদের ভোগের সামগ্রী; তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। একজন পুরুষ তার আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী অগণিত মহিলার পাণি গ্রহণ করত অথবা জোর খাটিয়ে, শক্তি প্রয়োগ করে মহিলাদেরকে স্ত্রী বা দাসী হ'তে বাধ্য করত। পিতার ইন্তেকালের পর অন্যান্য তৈজসপত্র ও পশু-পক্ষীর মত ছেলেরা পিতার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে পৈতৃক সম্পত্তি স্বরূপ পারস্পরিক ভাগ-বাটওয়ারা করে নিত এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাদের দ্বারা সেবা-যত্ন গ্রহণ করত। কোন কোন নরপশু জুয়া খেলায় নিজের স্ত্রীকে বাজি রাখত এবং খেলায় পরাজিত হলে, স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে অপরের হাতে তুলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না।

সে অজ্ঞতার যুগে একজন পুরুষ একই সাথে দু'সহোদরাকে বিবাহ করে জীবন যাপন করতে পারত। কোন কোন ব্যক্তি বিবাহের দু'তিন দিন পরই স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দিয়ে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত। স্ত্রীকে কারণে অকারণে হত্যা করে ফেলত। এর সামাজিক কোন বিচার বা মোকাদ্দমার ব্যবস্থা ছিল না। এসব জঘন্য কাজের প্রতিবাদ -প্রতিরোধ করার যেন কেউ ছিল না। অনেক পুরুষ তার অধীনস্থ স্ত্রী-দাসী দ্বারা গনিকাবৃত্তি করাত। নাউযুবিল্লাহ।

ইসলাম পূর্ব প্রাচীন আরবে একজন সম্পদশালী মহাজনের অধীনে অজস্র ক্রীতদাস-দাসী অবস্থান করত, যাদের সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ ছিল। তাদের সাথে হিংস্র পশুর মত নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ করা হত। বিভিন্ন স্থান থেকে তারা মহিলাদের অপহরণ করে নিয়ে এসে তাদেরকে দাসী বৃত্তিতে বাধ্য করত। প্রতিবাদ বা অনীহা প্রকাশ করলে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হত। এসব দাসীদেরকে যখন ইচ্ছা স্বীয় মালিকের মনোবাসনা পূর্ণ করতে হত। মালিক ইচ্ছা করলে প্রতিমা মূর্তির সম্মুখে নিজ দাস-দাসীকে বলী পর্যন্ত দিতে পারত। মালিকেরা ইচ্ছা অনুযায়ী এসব দাসীদেরকে বিভিন্ন হাট-বাজারে গরু-ছাগলের মত বেচা-কেনা করতে পারত। সে অন্ধকার যুগে আরবে বার মাসে তেরটি হাট এবং পুজা বসত। যার মধ্যে 'উকায' নামক হাটটি ছিল বেশ প্রসিদ্ধ। এ সকল হাটে দাসীদেরকে গরু-ছাগলের মত বিক্রি করা হত। সে যুগে মহিলার সামান্যতম সামাজিক মান-সম্মান ও মর্যাদা ছিল না।

তৎকালীন জাহেলী যুগে মেয়ে সন্তান জন্মকে পাপ বা অভিশাপ মনে করা হত। এ জন্য কোন পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে, লজ্জায়, ঘৃণায় পিতা কাউকে চেহারা দেখাত না। অনেকেই জন্মের পরপরই কন্যা সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করত। কেউ কেউ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে কবর দিত। আবার

Scanned with CamScanner

অনেকে গ্রাম বা মহল্লা থেকে দূরবর্তী স্থানে গর্ত খুঁড়ে রাখত। অতঃপর কন্যা সন্তান জন্মের পর হতভাগিনী মা জননী থেকে ধোকা ও প্রতারণা করে নবজাতক কন্যাকে নিয়ে গিয়ে পূর্ব হতে তৈরীকৃত গর্তে ফেলে দিত। তারপর পাথর ছুঁড়ে সেই কঁচি শিশু কন্যার মাথা থেতলে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে আত্মপ্রশান্তি লাভ করত। কেউ কেউ অযথা বাড়তি খরচের ভয়ে শিশু কন্যাকে নিজ হাতে জবাই করত। অনেক স্থানে প্রসব বেদনার সময়ই সেই গৃহের সন্নিকটে গর্ত খুঁড়ে রাখা হত, যাতে করে যেন কন্যা জন্ম গ্রহণ করলে, সাথে সাথে তাকে সেই গর্তে জীবন্ত কবর দেয়া যায়। স্নেহময়ী দরদী মা জননী অসম্মতি জানালে বা ক্ষোভ প্রকাশ অথবা কান্নাকাটি শুরু করলে কিংবা তার পরিবারের লোকজন বা আত্মীয়-স্বজন বাধা প্রদান করলে, পিতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও (অন্তরে প্রতারণা গচ্ছিত রেখে লোক দেখানোর জন্য) কিছুদিন কন্যা সন্তানের প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা প্রকাশ করত এবং আদর-যত্ন করে লালন-পালন করত। এরপর কোন এক সময় সুযোগ বুঝে ঐ প্রতারক পাষণ্ড পিতা কন্যা সন্তানকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্জন কোন ধু ধু প্রান্তরে, কিংবা গহীন বনে অথবা পরিত্যক্ত গভীর কূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করত।

দয়ার সাগর মানবতার মুক্তির দিশারী প্রিয় নবীজী পাক ﷺ উনার সম্মুখে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের এ জাতীয় লোমহর্ষক ঘটনাসমূহ হ'তে একটি ঘটনা বর্ণনায় তামিম দারি নামে এক পিতা স্বীয় হস্তে নিজ কন্যা হত্যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিল যে, আমার একটি মেয়ে হয়েছিল। বড় হয়ে সে আমার খুব বাধুক ছিল। এমন অনুরক্তা ছিল যে, ডাকা মাত্র দৌড়ে কাছে চলে আসত। একদিন আমি তাকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে জনশূন্য এক প্রান্তরে নিয়ে গেলাম। সেখানে একটি কূপ দেখতে পেয়ে আমি আমার মেয়েটিকে ধাক্কা মেরে সে অন্ধকার (সাপ, বিচ্ছু ভরা) কূপে ফেলে দিলাম। তার শেষ শব্দ যা আমার কানে এল, তা ছিল- "আব্বা! আব্বা!" তার এ কথাগুলো শ্রবণ করে দয়ার নবী পাক ﷺ কেঁদে ফেললেন এবং তার নয়ন যুগল দ্বারা অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। উপস্থিত সাহাবাগণের رضي الله عنهم মধ্যে হ'তে একজন বলে উঠলেন, ও মিয়া! তুমি কেন শুধু শুধু নবীজীকে কষ্ট দিয়ে কাঁদালে? দয়ার নবী ﷺ ইরশাদ মুবারক করলেন, "তোমরা তাকে বাধা দিও না। মেয়ের ব্যাপারে তার যে কঠিন অনুভূতি (অনুশোচনা) আছে, সে সম্পর্কে তাকে ব্যক্ত করতে দাও।" লোকটি পুনরায় তার কাহিনী বলতে লাগল। যা শ্রবণ করে রহমতের নবী ﷺ এত বেশী কাঁদলেন যে, তাঁর দাঁড়ি মুবারক চোখের পানিতে ভিজে গেল। এরপর তিনি বললেন, "জাহিলিয়্যাতের যুগে যা কিছু হয়েছে, মহান আল্লাহ পাক তা মাফ করে দিয়েছেন। কলেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার কারণে, তুমি এখন নতুন জীবন শুরু কর।"

জাহিলিয়্যাতের যুগের এ জাতীয় বর্বর, ঘৃণ্য ও অমানুষিক প্রথাকে ইসলাম কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এ সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে মহাগ্রন্থ পবিত্র আল-কুরআনের সূরাহ তাকভীর ৮ ও ৯নং আয়াত শরীফ আল্লাহ তা'আলা কঠোর ভাষায়

Scanned with CamScanner

ঘোষণা করেছেন, "কি উত্তর হবে তখন, যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?" পবিত্র কুরআনের আয়াতদ্বয় একথাই ঘোষণা দিচ্ছে যে, অজ্ঞতার যুগের এবং বর্তমান যুগেরও যে কোন হৃদয়হীন পাষন্ড পিতা-মাতা করার জন্য জবাবদিহী করতে হবে এবং এর যোগ্য প্রতিফল, শাস্তি, দুর্ভোগ ও আযাব-যন্ত্রণা পরকালে ভোগ করতে হবে।

ইসলাম পূর্ব আরবদের সমাজে প্রচলিত কুপ্রথার মধ্যে এটিও একটি যে, তারা এতীম কন্যা সন্তানদের ধন-সম্পদের লালসায় এবং রূপ-লাবণ্যের মোহে তাদেরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করত। কিন্তু এসব এতীম মেয়েদের কোন যোগ্য দায়িত্বশীল অভিভাবক না থাকার কারণে তাদের স্বামীরা তাদের সমস্ত মাল গ্রাস করত। অতঃপর ত্বলাক্ব দিয়ে মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দিত। আর যে সমস্ত এতীমদের ত্বলাক্ব দিত না, তাদের উপর চালান হত অমানুষিক জুলুম, নির্যাতন। এতীম মেয়েটি যদি দেখতে কুশ্রী হত, সে ক্ষেত্রে তারা সেই মেয়েটিকে বিয়ে করত না বটে, কিন্তু মেয়েটি অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও তাকে তা করতে দিত না। এর হেতু এটাই ছিল যে, তাকে বিয়ে করে যেন স্বামী তার সম্পত্তির অধিকার দাবী করতে না পারে।

ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার যুগে মদীনা অধিবাসীরা তথাকার ইয়াহুদীদের দ্বারা প্রচন্ডভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। তাদের উপর ইয়াহুদীদের কৃষ্টি-কালচার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কুপ্রথা ইত্যাদি জেঁকে বসেছিল। তারা ইয়াহুদীদের মতই স্ত্রীদেরকে হায়েযের (মাসিক ঋতুর) সময় এত বেশী অপবিত্র ও ঘৃণা করত যে, ঋতুবতী মহিলার সংশ্রবও তারা অপবিত্র বলে গণ্য করত। এ কারণে তারা ঋতুর সময় তাদেরকে সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে একাকী জীবন যাপন করতে বাধ্য করত। ঋতুবতী মহিলার রাত্রি যাপনের জন্য প্রস্তুত করা হত বাড়ির অনতিদূরে মুরগীর খোয়াড় বা গোয়াল ঘর স্বাদৃশ তৃণলতা, খড়কুটা দ্বারা তৈরী কুঁড়ে ঘর। আর পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে পরিধান দিত ছেঁড়া-ফাটা পুরাতন কাপড়।

উপরোল্লেখিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার যুগে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ব্যভিচার, গণিকাবৃত্তি, বিভিণ্ন ভাবে অবৈধ পন্থায় মহিলা মিলন, কন্যা সন্তান জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করা প্রভৃতি চরম অশ্লীলতা ও জঘন্য বর্বরতায় আকাশ-বাতাস কুলষিত হয়ে পড়েছিল। মহিলা অপহরণ, মহিলা ধর্ষণসহ যৌন সন্ত্রাস তখন এমন চরম অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌছেছিল, যার বিবরণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই উচ্ছৃংখল যৌন নোংরামী চরিতার্থ করার জন্য আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী একজন পুরুষ অগণিত মহিলাকে উপপত্নী হিসেবে রাখত। তখন বলতে গেলে একটি তৃণলতারও মূল্য ছিল, কিন্তু একটি মহিলার মূল্য

Scanned with CamScanner

ছিল না। মহিলাকে মনে করা হত শয়তানের কুমন্ত্রণাদাত্রী, সমস্ত অনর্থের মূল। কেউ তাদেরকে বিশ্বাস করত না। মাতৃ জাতির এতই অবমাননা করা হত যে, কেউ কোন মহিলাকে হত্যা করলে, তার বিচার পর্যন্ত হত না। অথচ একজন পুরুষকে হত্যা করা হলে, তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হত।

তৎকালীন ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও যাযাবর মুশরিক আরবদের মধ্যে মহিলার অবস্থা অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছেছিল। হিব্রু কুমারীগণতাদের পিতার বাড়িতে চাকরাণীর চেয়ে বেশী একটা মর্যাদা পেত না পিতা শিশুকালেই কন্যাকে বিক্রি করতে পারত। মেয়েরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না। তারা শুধু অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত। সে যুগে মহিলা তার স্বামীর কিংবা পিতার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হত। কোন ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত উত্তরাধিকার সূত্রে তার পুত্র সন্তানদের নিকট হস্তান্তরিত হত।

মানবতার মুক্তির দিশারী, দয়ার ভান্ডার, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এই বর্বর ও জঘণ্য কুপ্রথার মূলোৎপাটন করেন এবং দেবতা-প্রতিমার নামে সন্তান বলীদানের কুপ্রথাটি কঠোরভাবে উচ্ছেদ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি এ অমানুষিক অপরাধের কঠিন শাস্তির কার্যকর ব্যবস্থা করেন। বস্তুতঃ মহানবী ﷺ উনার আবির্ভাবের পরই অজ্ঞতা যুগের সকল প্রকার অত্যাচার, অনাচার কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হয়ে মহিলার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। মহিলার সঠিক অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই।

ইসলামে মহিলার সম্মান

মহা নবী ﷺ উনার আবির্ভাব তথা ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে অন্ধকারচ্ছন্ন অজ্ঞতার যুগে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে আরব ভূ-খণ্ডে উপপত্নী, গনিকাবৃত্তি, দাসত্বের বেড়াজাল সহ মহিলার উপর চলতো অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন ও পাশবিক নিপীড়নের ঘৃণ্য ষ্টিমরোলার, যার সামান্য কিছু দিক নিয়ে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত ঃ সেই জাহিলিয়্যাতের যুগে স্ত্রী জাতি উপপত্নীত্ব ও গনিকাবৃত্তি সহ যে সকল ভয়ঙ্কর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল, তা থেকে তাদের মুক্তির কোন পথ বা সুযোগই ছিল না। প্রিয় নবীজী পাক ﷺ আবির্ভূত হয়ে তাদেরকে সেই গ্লানীময় জীবন থেকে উদ্ধার করলেন, সমাসীন করলেন সম্মানের আসনে। ইসলামের শেষ নবী, মানবজাতির হিদায়েতের আলোকবর্তীকা, সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ উনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা

Scanned with CamScanner

অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের সকল অনাচার-অত্যাচার জুলুম-অবিচার, মহিলার উপর অমানুষিক নির্যাতনকে সমূলে বিনাশ সাধন করেন এবং সকল প্রকার ঘৃণ্য ও অশ্লীল প্রথাকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেন। জাহিলিয়্যাতের যুগে যে মহিলার সামাজিক কোন মর্যাদাই ছিল না, একটা তৃণ লতার মূল্য ছিল, কিন্তু একজন মহিলার মূল্য ছিল না, সেই মহিলাকে ইসলাম সম্মান, মর্যাদার সুমহান আসনে সমাসীন করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাকে পুরুষের চেয়েও অধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কুরআন হাদীসে এর ভরপুর প্রমাণাদি ও দলীল রয়েছে। মহা পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ মুবারক করেন-

وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. سورة الروم :

অর্থ : "আল্লাহ তা'আলার (কুদরতের) নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের (সুখ-শান্তির) জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জীবন সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তাদের কাছে শান্তিতে থাকতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নির্দশনাবলী রয়েছে।" (পবিত্র সূরাহ রুম : ২১ নং আয়াত শরীফ)

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা মহিলা জাতির লুপ্ত মর্যাদা, ইজ্জত, সম্মান পুনরুদ্ধারে এক অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয় ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি মহিলা জাতিকে সৃষ্টি করা তাঁর মহান কুদরত ও মহিমা নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদেরকে পুরুষ জাতির সঙ্গিনী বানিয়েছেন। এরপর মহিলা জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : لِتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا অর্থাৎ " তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে সুখ-শান্তি,মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করা।"মোটকথা আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও মহিলার দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য 'মনের শান্তিকে স্থির করেছেন। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন মহিলা-পুরুষ উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা যথাযথভাবে আদায় করে। আর অধিকার আদায়ের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হবে, যখন মহিলার মত পুরুষও মহিলার প্রতি প্রেম-ভালবাসা স্নেহ-মমতা, ত্যাগ ও সহমর্মিতার বাস্তব প্রমাণ দেখাবে। পবিত্র কুরআনে মহিলার প্রতি মুহাব্বত ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। অথচ মহিলার প্রতি প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা প্রকাশের চিত্র ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে কল্পনাই করা যেত না।

Scanned with CamScanner

আল্লাহর সৃষ্টি এই মহিলা জাতি পুরুষদের জন্য শান্তির আধার, সান্ত্বনার উৎস, মুহাব্বত, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। মহিলারা মহীয়সী, কল্যাণী। তারা অবহেলা, অবমাননা, লাঞ্ছনা ও ধিক্কারের পাত্রী নয়। মহিলা ও পুরুষ উভয়ই এক আদম ও হাওয়ার সন্তান। তাই পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলাকে মহিলা হওয়ার কারণে অবহেলা করা, অবজ্ঞা করা, আত্মপ্রবঞ্চনা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।

পুরুষ ও মহিলা জাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ পবিত্র আল-কুরআনে ইরশাদ মুবারক করেছেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَاءً. (سورة النساء)

অর্থ : "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালন কর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম) عليه السلام হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর বাঁকা হাড় থেকে তার সঙ্গীনীকে (হাওয়া আলাইহাস সালাম কে) সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও মহিলা।"পবিত্র সূরাহ নিসা : ১ নং আয়াত শরীফ"

মহান রাব্বুল আলামীন আলোচ্য আয়াত শরীফে সম্বোধন করেছেন- "হে মানব মন্ডলী" বলে, যাতে সমগ্র মানুষই পুরুষ হোক অথবা মহিলা, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের হোক, অথবা দুনিয়ার প্রলয় দিবস পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী হোক, সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। স্নেহময়ী, প্রেমময়ী শ্রদ্ধার পাত্রী মহিলা জাতি যদি অন্ধকার যুগের মত অবহেলা ও অবজ্ঞার জাতি হত, তাহলে মহিমাময় মহান আল্লাহ তা'আলা "হে মানবমন্ডলী" বলে সম্বোধন না করে "হে পুরুষ জাতি" বলে বম্বোধন করতেন।

এছাড়া মহান আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বিশেষ কৌশল ও অনুগ্রহের দ্বারা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতি সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি হতে পারত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে তথা হযরত আদম عليه السلام থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরী করে দিয়েছেন। আল্লাহ ভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়াও এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন মহিলা-পুরুষ একে অন্যের

Scanned with CamScanner

অধিকার ও মর্যাদার প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে এবং উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব আশরাফ-আতরাফ, ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন সবাই একই মানদন্ডে নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরী করে নেয়। আর আদম عليه السلام থেকে সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে, প্রথমতঃ হযরত আদম عليه السلام থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই যুগল থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কেবল মাত্র হুজুর পাক ﷺ ব্যতীত তিনি পাক জবান মুবারকে বলেন হযরত আদম ও হাওয়া عليه السلام যখন মাটি, পানির ভিতরে ছিলেন, তখন ও আমি নবুয়তের নবী ছিলাম। (বুখারী সিরাত সংখ্যা ৫ম খণ্ড ৩৬ পৃ:, মুসলিম, মিশকাত মুসনাদ মুছান্নাফসহ অনেক সহীহ হাদীস শরীফ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত সহীহ ৫০০ এর বেশী দলীল পেতে হলে আমার লিখিত "হক্ব ও বাতীল ফেরক্বার পরিচয়" নামক কিতাবটি পড়ুন।

উল্লেখিত আয়াত থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মহিলা জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মহিলা জাতি যদি এতই অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্রী হত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কখনও আশরাফুল মাখলূকাত (সৃষ্টির সেরা) হিসেবে পুরুষের মত মহিলা জাতিকে সৃষ্টি করতেন না।

ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাতের যুগের মত ইসলাম মহিলা জাতিকে নিছক ভোগের উপকরণ মনে করে না। ঠিক তেমনিভাবে মহিলা জাতিকে কোন স্বতন্ত্র জাতি মনে করে না। বরং এ কথা মনে করে যে, মহিলা-পুরুষ উভয়েই মৌলিক ভাবে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। হযরত আদম ও মা হাওয়া عليه السلام হলেন প্রথম মানব-মানবী। এই প্রথম মানব-মানবী থেকেই সর্ব কালের, সর্ব জাতের, সর্ব দেশের তথা বিশ্ববাসী এক আল্লাহর সৃষ্টি। মর্যাদা, মান-সম্মানের দিক দিয়ে মহিলা-পুরুষ সকলেই মর্যাদাবান। বরং যার আমল ভাল, সেই আল্লাহর নিকট সম্মানিত। (তবে নামাজ, রোযা, হজ্জ, জাকাতসহ আযানে মহিলা পুরুষের কিছু পার্থক্য রয়েছে সহীহ হাদীসের ভিত্তিতেই।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

يَآاَيُّهَاالنَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ الحجرات:

অর্থ : "হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হতে এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত (মর্যাদার যোগ্য), যে সর্বাধিক পরহেযগার।"- পবিত্র সূরা আল-হুজরাত : ১৩ নং আয়াত শরীফ)

আলোচ্য আয়াত শরীফ থেকে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, গর্ব ও মান-ইজ্জতের অধিকারী শুধু মাত্র পুরুষ জাতি-ই হবে, তা নয়; বরং মহিলা জাতিও মান-সম্মান ও ইজ্জতের অধিকারী হ'তে পারে। কারণ, আল্লাহর নিকট মান-মর্যাদার অধিকারী হওয়া, সম্ভ্রান্ত হওয়া নির্ভর করে প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী হওয়া, সম্ভ্রান্ত হওয়া নির্ভর করে প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও তাকওয়া-পরহেযগারীর উপর। মহিলা-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। যে-ই ঈমান ও পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে, সে-ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সম্মানিত রূপে গণ্য হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উষ্ট্রীয় পিঠে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করেন। যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পারে। তাওয়াফ শেষে তিনি এই ভাষণ দেন:

"সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন (মহিলা-পুরুষ) সকল মানুষ মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত : (এক) সৎ পরহেজগার ও আল্লাহর কাছে সম্মানিত, (দুই) পাপাচারী, হতভাগা ও আল্লাহর কাছে লাঞ্চিত ও অপমানিত।" অতঃপর তিনি ﷺ আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন। তিরমিযী শরীফ সহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফ)

উল্লেখিত হাদীস শরীফ দ্বারাও একথাই প্রমাণিত হয় যে, "সকল মানুষ" বলতে মহিলা-পুরুষ উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। শুধু পুরুষরাই নেককার, সৎ ও পরহেজগার হবে, আর মহিলা হবে নিকৃষ্ট, তা নয়। যেমন, ইসলাম পূর্ব যুগে মহিলা জাতিকে মনে করা হত সমস্ত অনর্থের মূল, শয়তানের মন্ত্রণাদাতা ইত্যাদি। বরং সৎ, পরহেজগার ও মর্যাদাবান পুরুষরাও হ'তে পারে, মহিলারাও হ'তে পারে।

প্রাক-ইসলামিক যুগে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে মহিলা জাতিকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছে, যেভাবে বিভিন্ন দোষে দোষারোপ করা হয়েছে, যেভাবে তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শান্তির ধর্ম একমাত্র ইসলাম-ই মহিলা জাতিকে সঠিক মর্যাদা দান করেছে। পবিত্র কুরআনে মহিলা জাতির মর্যাদা ও সম্মান বর্ধন স্বরূপ মহিলাকে 'পুরুষের আচ্ছাদন' বলা হয়েছে, তেমনি ভাবে পুরুষকে 'মহিলা আচ্ছাদন' বলা হয়েছে। ইরশাদ মুবারক হচ্ছে :

Scanned with CamScanner

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ   البقرة:

অর্থ : "তারা (মহিলাগণ) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পুরুষরা) তাদের পরিচ্ছদ।"   পবিত্র সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৭ নং আয়াত শরীফ।

আলোচ্য আয়াতে মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা মহিলা জাতিকে পুরুষের জন্য "পরিচ্ছদ" আখ্যায়িত করেছেন। প্রত্যেক মানব সন্তানই পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে থাকে। আর প্রত্যেকেই চায় যে, তার পরিধানের পোষাকটা একটু দামী, একটু উন্নত হোক। বিশেষ করে যারা একটু সুস্থ বিবেকবান, সৌখিন, তারা কখনও স্বেচ্ছায় ছেঁড়া-ফাটা, দুর্গন্ধময় ময়লা পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবেই না। মূল্যহীন বস্ত্র তারা শরীরে জড়াবেই না। তাই বলতে হয় যে, মায়ের জাতিকে মহান আল্লাহ তা'আলা মহিলা জাতিকে পুরুষ জাতির আচ্ছাদন আখ্যায়িত করতেন না। মাখলুক হিসাবে তারা পুরুষদের মতই মর্যাদার অধিকারী বলেই পরস্পরকে পরস্পরের আচ্ছাদন তথা পোষাক বলা হয়েছে।

ধর্মীয় সাফল্যের ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মহিলা জাতি পুরুষের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। অনেক ক্ষেত্রে নেক আমলের বিনিময়ে পুরুষের মত তাদেরকেও জান্নাতের শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ মুবারক করেন :

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থ : "যে পুরুষ অথবা মহিলা মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক্ব দেয়া হবে"। পবিত্র সূরাহ আল-মুমিন : ৪০ নং আয়াত শরীফ :

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পারলৌকিক প্রশান্তি ও আযাব হ'তে মুক্তি শুধুমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। বিভীষিকাময় বিচার দিবসের চরম কামিয়াবী ও নাজাতের অধিকারী একমাত্র পুরুষকে করা হয়নি এবং মহিলা জাতিকে হেয় জ্ঞান করে অনন্ত অসীম মহাশান্তির কানন জান্নাতের অধিকারী হওয়া থেকেও বঞ্চিত করা হয় নি। এবং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহিলা হোক বা পুরুষ হোক, যদি ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল হয়, তাহলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং বে-হিসাব রিযিক প্রাপ্ত হবে। সুবহানাল্লাহ।

Scanned with CamScanner

মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি হিসেবে পুরুষদের মত মহিলারাও যে মর্যাদার অধিকারী, এ কথা আমরা মহানবী ﷺ-উনার বাণী দ্বারা জানতে পারি। মহানবী ﷺ মহিলা জাতিকে নাজুক জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং পুরুষদেরকে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। বুখারী শরীফে একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْئٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلَاهُ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবীজী ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, "মহিলাদের সাথে সৎব্যবহার সম্পর্কে আমার নসীহত গ্রহণ কর। কেননা, তাদেরকে পাঁজড়ের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজড়ের উপরিভাগের হাড়ই তো সবচেয়ে বাঁকা।" (বুখারী শরীফ ৩০৯৬ নং হাদীস শরীফ)

অপর একটি হাদীসে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِنَّ الْمَرْاَةَ كَالضِّلَعِ اِذَا ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَاِنْ تَرَكْتَهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ.

অর্থ : হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه মহানবী ﷺ উনার ইরশাদ মুবারক বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই মহিলা জাতি পাঁজড়ের বাঁকা হাড়ের মত। যখন তুমি তাকে সোজা করতে যাবে, তখন ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও, তাহলে তার থেকে উপকার হাসিল করতে পারবে। তার মধ্যে রয়েছে বক্রতা। (মুসলিম শরীফ, ১/৪৭৫

প্রত্যেকটি জিনিষের কিছু না কিছু সৌন্দর্য আছে। তেমনিভাবে মহিলাও সৌন্দর্য আছে। মহান আল্লাহ তা'আলা পুরুষ জাতিকে সৌন্দর্যতা দান করেছেন দাড়ির মাধ্যমে এবং মহিলা জাতিকে তার কাল কেশের মাধ্যমে সৌন্দর্যদান করেছেন। এ সম্পর্কে মহানবী ﷺ উনার একটি হাদীস শরীফ আল্লামা হাকিম রহমাতুল্লহি আলাইহি স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

Scanned with CamScanner

تَسْبِيْحُ الْمَلَائِكَةِ سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللُّحٰى وَالنِّسَاءَ بِالْقُرُوْنِ وَالذَّوَائِبِ۔

অর্থ: মহাবনী ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "ফেরেশতাগণের তাসবীহ এটাও যে, মহা মর্যাদাময় ঐ মহান সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি পুরুষদেরকে দাড়ির দ্বারা এবং মহিলাদেরকে কালো কেশ ও খোঁপার দ্বারা সৌন্দর্য দান করেছেন। (হাকিম/কানযুল হাক্বায়িক ইত্যাদি)

ধর্মীয় সাফল্যের মাধ্যমে যেমনিভাবে ইহকালে-পরকালে উজ্জ্বল ভাস্কর হয়ে আছেন হযরত আবু বকর رضي الله عنه হযরত উমর رضي الله عنه, হযরত উসমান رضي الله عنه, হযরত আলী رضي الله عنه প্রমুখ সাহাবীগণ, তেমনিভাবে শ্রেষ্ঠত্বের খেতাবে ভূষিত হয়ে আছেন হযরত মারয়াম عليها السلام, হযরত খাদীজাতুল কুবরা رضي الله عنها, হযরত আয়িশা رضي الله عنها প্রমূখ সাহাবিয়াগণ। ধর্মীয় পরিমন্ডলে মহিলা-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা-ই গ্রহণযোগ্য, প্রশংসনীয় এবং মহান আল্লাহর দরবারে বিনিময় প্রাপ্তির উপযুক্ত। মহিলা জাতিকে ধর্মে-কর্মে সাফল্যের সুযোগ এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের গ্রহণযোগ্যতা দ্বারা যতটুকু মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে, অন্য কোন ধর্মে বা মতাদর্শে তা দেয়া হয়নি।

জাহিলী যুগের অনুকরণে বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় তথাকথিত কিছু মহিলা লোভী, যৌনবাদী বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন প্রকার রসালো ও আকর্ষণীয় শ্লোগানের মাধ্যমে, মহিলা জাতিকে ঘর থেকে বাইরে এনে 'মহিলা স্বাধীনতার' নামে যা কিছু করছে, তা মহিলা স্বাধীনতা নয়, বরং তা যৌন স্বাধীনতা' ছাড়া আর কিছু নয়। যে মহিলা ছিল এক পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী, সে এখন পথে-ঘাটে সবার জন্য সর্বাঙ্গিনী। কারণ, তাকে এখন শুধু এক স্বামীর মন যোগালে চলে না, বরং অফিসের বড় সাহেব এবং গার্মেন্টসের ম্যানেজার ও মালিকের মনও যোগাতে হয়। যে মহিলা অঙ্গ ছিল হিজাব ও বোরকা দ্বারা আবৃত, সে মহিলাকে সাঁতার প্রতিযোগিতার নামে সুইমিং পুলে দু'টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছুই রাখার অনুমতি দেয়া হয় না। যে মহিলা চিরজীবনের সঙ্গী প্রাণ প্রিয় স্বামীর সম্মুখে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতেও অনাবৃত হ'তে লজ্জাবোধ করত, সেই মহিলাকে "সুন্দরী প্রতিযোগিতা" ও "অভিনয় শিল্পের" ও ফ্যাশন শোর নামে কোটি কোটি পুরুষের সম্মুখে উলঙ্গ হতে হয়। যে কিশোরী বেগানা পরপুরুষ তো দূরের কথা, আপন আত্মীয় স্বজনদের সম্মুখে কোটি টাকা দিলেও ছতর (লজ্জাস্থান) খুলতে শরমবোধ করত, সেই কিশোরী তথাকথিত খেতাব ও সর্বোচ্চ সুনাম অর্জনের মোহে জিমন্যাষ্টিকস (Gymnastic) কোর্টে হাজার হাজার পুরুষদের সামনে "ফ্রি ষ্টাইল ফিগার প্রতিযোগিতা" ও "শারীরিক

Scanned with CamScanner

কসরত প্রদর্শনীর" এবং বিশ্ব সুন্দরী প্রযোগীতার নামে অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রদর্শন করতে বাধ্য হচ্ছে। খেলাধুলার নামে জিমন্যাষ্টিকের মত অশ্লীল ও যৌন উত্তেজনামূলক খেলা মনে হয় পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই। কারণ, এ খেলাটা শুধুমাত্র উঠতি বয়সের কিশোরীদের জন্য নির্ধারিত। এতে কিশোরীর গোপনীয় অঙ্গ উম্মুক্ত রাখতে হয়। তাই ঐসব মহিলালোভী যৌনবাদী, বুদ্ধিজীবী এবং সুস্থ্ বিবেকহীন, বুদ্ধিহীন সুনাম লোভী মহিলাদের বলতে চাই যে, এসব কার্যকলাপ "মহিলা স্বাধীনতা" না-কি "যৌন-উচ্ছৃংখলতা"? ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে উপপত্নী, দাসীবৃত্তি ও গনিকাবৃত্তির নামে সম্মানিত মহিলা জাতিকে করা হয়েছিল ভোগের সামগ্রী। বর্তমানে তথাকথিত সভ্যতার যুগে শিক্ষা- সাংস্কৃতি, চাকুরী-বাকুরী ও খেলাধূলার মাধ্যমে "মহিলা স্বাধীনতার" নামে মহিলাকে সেই ভোগের সামগ্রীতেই পরিণত করা হচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ্।

মহিলা সমাজকে গভীর ভাবে বিবেক দিয়ে অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম পর্দা প্রথার মাধ্যমে মহিলা জাতিকে যে মর্যাদা দিয়েছে, সেটা-ই প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা। কারণ, দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য এমন কোন বিধান বাধ্যতামূলক করতে পারেন না, যা বান্দাদের জন্য বাস্তবেই বড় মুশকিল, তিনি যার জন্য যা করেন, তা বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গলেরই জন্য। এটাই আল্লাহ্র "রহমান", "রহীম" ও "কারীম" নামের স্বার্থকতা নির্দেশ করে। যে সমস্ত নির্লজ্জ বেহায়া পুরুষ স্বাধীনতা বা সম অধিকারের নামে মহলে বাসকারী মহিলাদেরকে রাস্তাঘাটে বের করে সম অধিকার দিতে চায়। তারা কি পারবে মহিলাদের মত পেটে সন্তান ধারণ করতে? সন্তানকে দুধপান করাতে? সন্তান প্রসব করার মত কষ্ট অনুভব করতে? এমন কি মহিলাদের মত হায়েজ-নিফাসের কষ্ট অনুভব করতে? তা যদি তারা পারে তাহলে বুঝা যাবে তারা মহিলাদের সম অধিকার দিতে পারবে। বরং মহান আল্লাহ্ পাক তাদের অধিকার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছেন। (মেয়ে হিসেবে স্ত্রী হিসাবে মা হিসাবে সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের মর্যাদা অনেক বেশী ছহীহ বুখারী হাদীস শরীফে বর্ণিত হুজুর ﷺ বলেন-"দুইজন অথবা তিনজন মেয়ের বাবা-মা আমার সাথে জান্নাতি হবে।" যদি তারা মুমিন হয় এবং স্বামীর প্রত্যেক নেক আমলের একটি কপি স্ত্রীর হবে। কিন্তু স্বামীর কোন গুনাহর কপি স্ত্রী পাবে না। আবার স্বামীর গাফলতির জন্য যদি স্ত্রী কোন গুনাহ করে তাহলে স্ত্রীর গুনাহের প্রত্যেকটির একটি কপি স্বামীর আমল নামায় জমা হবে। এ ভাবে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর মর্যাদা বেশী দেয়া হয়েছে। আবার বুখারী শরীফের জন্য হাদীসে প্রমাণিত মা হিসেবে মহিলার মর্যাদা বাবার চেয়ে তিনগুণ বেশী। হযরত মুছা আলাইহিস সালামের এর জান্নাতের সাথী হলেন একজন কসাই। মায়ের খেদমত করার কারণে মা দোয়া করলেন বিধায় সেই কসাই মুছা عليه السلام উনার জান্নাতের সাথী হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ!!

Scanned with CamScanner

ইসলামে মহিলাদের ফযীলত

ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাতের যুগে জাযীরাতুল আরবসহ গোটা বিশ্বে ধর্ম-কর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে, বিচার কার্যে, আইন-আদালতে, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মহিলা জাতির কোন কথা বা কাজের কোন মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল না বললেই চলে। বরং মহিলা সত্তাটাকেই তারা পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, বংশের জন্য কলঙ্ক, অপমান ও অভিশাপ মনে করত। তাইতো তারা কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে, জীবন্ত কবরে পুঁতে, অথবা গভীর কুপে নিক্ষেপ করে, কিংবা লোকালয়ের অদূরে পাথর দিয়ে মাথা থেতলিয়ে হত্যা করত। আবার কেউ কেউ শিশুকালেই কন্যা সন্তান বিক্রি করে দিত। আর যারা বেঁচে থাকত তাদেরকে সমাজের মোড়লরা, সামর্থবানরা, জমিদাররা উপপত্নী, দাসী, গনিকা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করত। অস্বীকার করলে চালানো হত তাদের উপর জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের ষ্টীম রোলার। কিন্তু বিশ্বের বুকে ইসলামের নবী, মহিলা মুক্তির অগ্রদূত রূপে মহানবী ﷺ আবির্ভূত হওয়ার পর মহিলা জাতি পেল তার লুপ্ত সম্মান, মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা। ধর্ম-কর্ম সর্বক্ষেত্রে মহিলার প্রতিটি কাজ-কর্ম ও কথাকে মূল্যায়ন করা হল। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকির, ফিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদি আমলে তাদেরকে পুরুষদের সমপরিমাণ ছাওয়াব দেয়া হল। শুধু কি তাই? বরং সাংসারিক কাজ-কর্ম, যেমন- রান্না-বান্না, ঘর গোছানো, ঘর সাজানো, সন্তান গর্ভে ধারণ, অতঃপর জন্ম দান ও স্তন্য দান, সন্তান লালন-পালন, সন্তানের জন্য রাত্রি জাগরণ, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বীয় সতীত্ব এবং স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণ সহ প্রতিটি কাজের বিনিময়ে মহিলা জাতি পুরুষের তুলনায় অধিক ছাওয়াবের অধিকারী হল। মহিলা সমাজ যথাযথ মর্যাদা প্রাপ্ত হল। যে মহিলাকে বলা হ'ত কলঙ্কিনী, সে মহিলা হল অঢেল ফযীলতের অধিকারীণী। যে মহিলাকে বলা হ'ত অনর্থের মূল, সে মহিলাকে বলা হল সৌভাগ্যের ফুল। আমরা এ অধ্যায়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত মহিলা সম্পর্কিত ফযীলতের কিছু কথা তুলে ধরছি।

মহান আল্লাহ তা'আলা মহা পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের পবিত্র আলি ইমরান সূরাহ্‌র ১৪ নং আয়াত শরীফে মহিলা জাতিকে একটি আকর্ষণীয় নিয়ামতরূপে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ মুবারক হচ্ছে :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ.

Scanned with CamScanner

অর্থ : "মানবকুলকে মোহগ্রস্থ করেছে মহিলা, সন্তান-সন্ততি, রাশি রাশি স্বর্ণ-রোপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদী পশুরাজি এবং ক্ষেত খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী।" পবিত্র সূরাহ্ আলি-'ইমরান : ১৪ আয়াত শরীফ।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসীর জন্য ছয়টি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। তম্মধ্যে মহিলা জাতিকে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, মোহনীয় নিয়ামত বলে অভিহিত করেছেন। পুরুষদের সহজাত স্বভাবের মধ্যে তাদের প্রতি সৃষ্টি করেছেন স্নেহ-মমতা, প্রেম-ভালবাসা। মানব সন্তানদের জন্য আকর্ষণীয় ও মোহনীয় হিসেবে সৃষ্টি করে স্নেহ-মমতা, প্রেম- ভালবাসার পাত্রী করাও মহিলা জাতির প্রতি দয়াময় মেহেরবান সৃষ্টিকর্তার এক বিরাট মেহেরবানী।

মহিলা জাতি যে আকর্ষণীয় নিয়ামত, তার বহু বর্ণনা পবিত্র হাদীস শরীফেও পাওয়া যায়, যেমন-

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: حُبِّبَ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلَاةِ۔

অর্থ : হযরত আনাস رضي الله عنه বলেন, হুজুর পাক صلى الله عليه وسلم ইরশাদ মুবারক করেন, "এই পৃথিবীর (সামগ্রী) থেকে আমার প্রিয় বানানো হয়েছে মহিলা তথা স্ত্রী ও সুগন্ধি এবং নামাযের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে।" (নাসায়ী শরীফ)

মুসলিম দ্বীনদার মহিলার ফযীলত

বিভীষিকাময় ক্বিয়ামত দিবস নিঃসন্দেহে একটি মহা আতঙ্ক দিবস, যা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। সে দিনের ভয়াবহতা যদি সমগ্র বিশ্ববাসী সম্মিলিত ভাবেও উপলব্ধি করতে চায়, তবু তারা অক্ষম থাকবে। সে ভয়াবহ দিনে সমস্ত আদম সন্তান হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। নির্দিষ্ট একটি ঘাঁটিতে আল্লাহর নির্দেশে কিছু মুখমন্ডলকে উজ্জ্বল ও শুভ্র করে দেয়া হবে এবং কিছু মুখমন্ডলকে গাঢ় কালো করে দেয়া হবে। অন্য এক ঘাঁটিতে এসে সকল মুমিন ও কাফিরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দেখা যাবে না। সেদিন পূণ্যবান পুরুষ এবং পূণ্যবতী মহিলাদের মাঝে বিপদ সঙ্কুল অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘাঁটিসমূহ পার হওয়ার জন্য নূর বন্টন করা হবে। একমাত্র পূণ্যবান ও পূণ্যবতীরা এ নূর প্রাপ্ত হবে। যেমন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ মুবারক করেন :

Scanned with CamScanner

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۔

অর্থ : "স্মরণীয় সেদিন, যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদেরকে যে, তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটাছুটি করবে। (তাদেরকে) বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য অনন্ত অসীম আনন্দময় জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।" (পবিত্র সূরাহ হাদীদ : ১২ নং আয়াত শরীফ)

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহাপ্রলয় তথা ক্বিয়ামতের দিন পুলসিরাতের ঘোরান্ধকারের মহাসঙ্কটের সময় শুধু পুরুষরাই নূরের অধিকারী হবে, তা নয়, বরং পূণ্যবতী মহিলারাও সেই নূরের অধিকারী হবে। এটা যে মহিলা জাতির ফযীলতের প্রমাণ বহন করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বীনদার-পরহেজগার মহিলাদের ফযীলত যেমনিভাবে কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা জানা যায়, তেমনিভাবে বিভিন্ন হাদীস শরীফ দ্বারা জানা যায়। যেমন, হযরত ইবনে উমার ﷺ উনার হ'তে একটি হাদীস মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔

অর্থ : হযরত ইবনে উমর ﷺ হযরত রাসূলে কারীম ﷺ উনার পবিত্র বাণী মুবারক বর্ণনা করেন যে, "এ বিশ্বভূমন্ডল পুরোটাই মহান আল্লাহ পাক উনার নেয়ামত (সামগ্রী) তম্মধ্যে সর্বোত্তম নেয়ামত হল নেক ও সৎকর্ম পরায়ণা মহিলা।" (মুসলিম, মিশকাত শরীফ : ২৬৭)

অন্য একটি হাদীস শরীফ হযরত উম্মে সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنِسَاءُ الدُّنْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ؟ قَالَ نِسَاءُ الدُّنْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ كَفَضْلِ الظِّهَارَةِ عَلَى الْبِطَانَةِ۔ (رواه الطبرانى فى الاوسط. كما فى مجمع الزوائد)

Scanned with CamScanner

অর্থ : উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! দুনিয়ার (দ্বীনদার) মহিলাগণ কি জান্নাতের আনতনয়না হূরদের চেয়ে উত্তম? নবীজী ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, দুনিয়ার (দ্বীনদার) মহিলাগণ সুন্দরী হূরদের চেয়েও উত্তম, যেমন কাপড়ের উপরের পিঠ ভিতরের পিঠ থেকে উত্তম। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ম খণ্ড-২৭৭ পৃষ্ঠা, তিবরানী ইত্যাদি।

মহানবী ﷺ বিবাহ-শাদীতে দ্বীনদার মহিলা মনোনিত করার তাকিদ দিয়েছেন এবং তাকে আল্লাহর অনুদান বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আনাছ رضي الله عنه হতে এ সম্পর্কে একটি হাদীস মুবারক বর্ণিত আছে :

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ رَّزَقَهُ اللهُ اِمْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ اَعَانَهُ عَلٰى شَطْرِ دِيْنِهٖ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِى الشَّطْرِ الْبَاقِىْ۔(رواه الحاكم فى المستدرك، كما فى كنز العمال)

"মহান আল্লাহ পাক যাকে নেক্‌কার দ্বীনদার স্ত্রী দান করেছেন, তাকে অর্ধেক দ্বীন দ্বারা সাহায্য করেছেন। এখন তার কর্তব্য হলো- সে "তাক্বওয়া" (খোদাভীরুতা) দ্বারা বাকী দ্বীন অর্জন করুক। (কানজুল উম্মাল-১৫/২৭৩ পৃ:, মুস্ত াদরিকে হাকিম ইত্যাদি)

'তফসীরে বাগাভীতে নেককার স্ত্রীর ফযীলত সম্পর্কিত হযরত আলীর رضي الله عنه একটি ব্যাখ্যা উল্লেখিত হয়েছে :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رضي الله عنه فِىْ تَفْسِيْرِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً اِمْرَأَةً صَالِحَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ الْجَنَّةَ وَالْحُوْرَ الْعِيْنَ۔

অর্থ : হযরত আলী رضي الله عنه পবিত্র কুরআনের আয়াত-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً۔

(রব্বানা-আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাছানাতাঁউ ওয়াফিল আখিরাতি হাছানাতাঁউ)- এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً এর অর্থ- পৃথিবীতে নেক স্ত্রী এবং وَفِى الْاٰخِرَةِ এর অর্থ- জান্নাত এবং তথায় অবস্থিত পবিত্র মহিলা অর্থাৎ আনত নয়না সুন্দরী হূরগণ। (তাফসীরে বাগাভী ১/১৭৭)

Scanned with CamScanner

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল رضي الله عنه হ'তে মুসনাদে ফিরদাউস নামক ছহীহ হাদীস গ্রন্থে অপর একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلزَّوْجَةُ الْمُوَاتِيَةُ عَوْنُ الرَّجُلِ عَلٰى دِيْنِهٖ–

অর্থ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল رضي الله عنه বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, "নেককার ও ফরমাবরদার মহিলা প্রকৃত পক্ষে স্বামীর ধর্ম-কর্মে সাহায্যকারীনী।" মুসনাদে ফিরদাউস, ১ / ৩০১

দ্বীনদার মহিলার ফযীলত সম্পর্কে আরও একটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْاَةَ لِدِيْنِهَا وَجَمَالِهَا كَانَ فِيْهَا سَدٌّ مِّنْ غَوْرٍ۔

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, মহানবী ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার দ্বীনদারী ও সৌন্দর্যের ভিত্তিতে বিবাহ করে, তাহলে সে নিজের অধঃপতন (ও অমঙ্গল)-এর পথে প্রতিবন্ধক-প্রাচীর নির্মাণ করল।"ফিরদাউস ১/২৯৪

মিশকাত শরীফে হযরত আবু উমামা رضي الله عنه থেকে অন্য একটি হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ يَقُوْلُ : مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَّهٗ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ–

অর্থ : হযরত আবু উমামা رضي الله عنه হুজুর পাক ﷺ উনার বাণী মুবারক বর্ণনা করেন যে, মুমিন বান্দা খোদাভীরুতা অর্জনের পর নিজের জন্য সবচেয়ে উত্তম বস্তু যা সে নির্বাচন করে তা হল নেকবখত স্ত্রী। যার গুণ এমন যে, স্বামী যখন তাকে কোন কাজের আদেশ দেয়, তখন তা পূর্ণ করে। যখন স্বামী তার পানে তাকায়, তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়। আর যদি তার ব্যাপারে কোন শপথ করে, তা পুর্ণ করতে স্বামীকে সহযোগিতা করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদের হিফাজত করে। মিশকাত, ২৬৮

Scanned with CamScanner

বিশ্ব ভূমন্ডলে ইসলাম ধর্মে মহিলা জাতিকে যে ফযীলত ও মর্যাদা দান করা হয়েছে, তা অন্য কোন ধর্মে বা মতবাদে দান করা হয়নি। ইসলাম শুধু মহিলার সত্তাটাকেই মূল্যায়ন করেনি, বরং পুরুষদের মত মহিলাদের জন্যনামায, রোযা, দান, সদক্বাহ ইত্যাদির বিনিময়ে সুন্দর আনন্দময় জীবন এবং অনন্ত অসীম কাল অবস্থানের অনিন্দ্য বাগিচা বেহেশ্‌তের শুভ সংবাদ দান করেছে। এটাও মহিলা জাতির জন্য বড় সৌভাগ্য ও ফযীলতের বিষয়। মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ মুবারক করেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

অর্থ : "যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, চাই পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, যদি ঈমানদার হয়, তাকে আমি দুনিয়াতে প্রশান্তির যিন্দেগী দান করব এবং পরকালে তাদের আমলের উত্তম প্রতিদানে তাদেরকে পুরস্কৃত করব।" পবিত্র সূরাহ্ নাহ্‌ল, ৯৭ নং আয়াত শরীফ

অনুরূপ বিষয়বস্তু পবিত্র সূরাহ্ নিসায়ও উল্লেখ আছে। ইরশাদ মুবারক হচ্ছে :

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا۔

অর্থ : "যে কেউ পুরুষ কিংবা মহিলা কোন সৎকর্ম করে এবং (আল্লাহ্‌তে) বিশ্বাসী হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট করা হবে না।" (পবিত্র সূরাহ্ নিসা : ১২৫ নং আয়াত শরীফ)

পবিত্র কুরআনের "সূরাতুল ফাত্‌হ"- এ মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ মুবারক করেন-

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ

فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا۔

অর্থ : "যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে বরকতময় নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরকাল থাকবে এবং যাতে তিনি (আল্লাহ্) তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাদের প্রাপ্য মহাসাফল্য।" (সূরাহ্ আল-ফাত্‌হ, ৫ নং আয়াত শরীফ)

Scanned with CamScanner

উল্লেখিত আয়াত সমূহ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নামায, রোযা তথা সৎকাজে, নেক কাজে একমাত্র পুরুষরা-ই ফযীলতপ্রাপ্ত সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হবে, তাই নয়, বরং প্রত্যেকটি নেক কাজে পুরুষদের মত মহিলারাও ফযীলতের অধিকারী। তারাও হবে মহা সাফল্যের জান্নাতের গর্বিত মালিক।

দ্বীনদার, সৎকর্মশীলা ও নেককার মহিলাদের ফযীলত বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ رَجُلٍ غَيْرِ عَمَلٍ صَالِحٍ.

অর্থ : হযরত উমর রাঃ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নেক ও সৎকর্ম পরায়ণ একজন মহিলা এক হাজার বে-আমল পুরুষ হ'তে উত্তম।" (আনীসুল ওয়ায়েযীন)

অন্য এক হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে,

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اَلْاٰدَمِيَّاتُ اَفْضَلُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ بِسَبْعِيْنَ اَلْفِ ضِعْفٍ.

অর্থ : "নিশ্চয় পৃথিবীর নেকবখত মহিলাগণ জান্নাতের মধ্যে সত্তর হাজার আনত নয়না রূপসী হুরদের চেয়েও উত্তম হবে।" (আত্ তাযকিরা ১/৫৫৬ পৃ:)

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে এ বিষয়ভিত্তিক একটি হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : اِنَّ اُسْرَعَ اُمَّتِيْ لُحُوْقًا فِي الْجَنَّةِ اِمْرَءَةٌ مَّنْ اَحْمَسَ.

অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ রাঃ হুজুর আকরাম সাঃ উনার বাণী মুবারক বর্ণনা করেছেন, "জান্নাতে প্রবেশের সময় সবচেয়ে অগ্রগামী ঐ সমস্ত মহিলাগণ হবেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রগামীণী।" (আহমদ, ২/৬৬ পৃ:)

এই জাতীয় একটি হাদীস শরীফ তবারানী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : اِنَّ اللهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا كَانَ لَهَا مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيْدِ۔

Scanned with CamScanner

অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন : "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের উপর সতীত্ব সংরক্ষণবোধ ফরয করেছেন। যেমন, পুরুষদের উপর জেহাদ ফরজ করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে যে ঈমান ও ছাওয়াবের আশায় (সতীত্ব রক্ষা করত :) ধৈর্য্য ধারণ করবে, সে শহীদের ছাওয়াব পাবে।" (কানযুল উম্মাল, ১৬/৪০৭পৃ:)

তাফসীরে আদ্-দুররুল মানসূর গ্রন্থে অপর একটি হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزِيْ رضي الله عنه ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِثْلُ التَّاجِ الْمُخَوَّصِ بِالذَّهَبِ عَلٰى رَأْسِ الْمَلِكِ وَالْمَرْاَةُ السُّوْءُ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِثْلُ الْحَمْلِ الثَّقِيْلِ عَلَى الرَّجُلِ الْكَبِيْرِ۔

অর্থ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযী رضي الله عنه বলেন, প্রিয় নবীজী ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "নেককার মহিলা নেককার পুরুষের বিবাহ বন্ধনে এমন, যেমন, বাদশাহর মাথায় মূল্যবান পাথর খচিত তাজমুকুট। আর নেককার লোকের বিবাহ বন্ধনে বদকার মহিলা এমন, যেমন বৃদ্ধ লোকের মাথায় ভারী বোঝা।" (দুররুল মানসূর ২/১৫২ পৃষ্ঠা, মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ইত্যাদি ছহীহ হাদীস শরীফ)

দ্বীনদার মহিলার ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস হযরত আবু উমামা رضي الله عنه হতে তাবারানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رضي الله عنه . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَثَلُ الْمَرْاَةُ الصّٰلِحَةِ فِيْ النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْاَعْصَمِ الَّذِيْ اِحْدٰ رِجْلَيْهِ بَيْضَاءُ۔

অর্থ : হযরত আবু উমামাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, মহানবী ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, "মহিলাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ নেককার মহিলার উপমা সাদা পা বিশিষ্ট কাকের মত। (অর্থাৎ সাদা পা বিশিষ্ট কাকের সংখ্যা যেমন কম, তেমনিভাবে সৎকর্ম পরায়ণ নেককার মহিলাদের সংখ্যাও কম।" কানযুল উম্মাল, ১৬/৪০৯

Scanned with CamScanner

হযরত আবু উমামা ﷺ হতে অপর একটি হাদীস শরীফ নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ النِّسْوَانِ اِنَّ خِيَارُكُنَّ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ خِيَارِ الرِّجَالِ فَيُغْسَلْنَ وَيُطَيَّبْنَ فَيُدْفَعْنَ اِلٰى اَزْوَاجِهِنَّ عَلٰى بَرَاذِيْنِ الْحُمْرِ وَالصُّفْرِ مَعَهُنَّ الْوِلْدَانُ كَاَنَّهُنَّ اللُّؤْلُؤُ الْمَنْثُوْرُ۔

অর্থ : হযরত আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, হুজুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "হে মহিলা জাতি! তোমাদের মধ্যে যারা নেককার, তারা নেককার পুরুষদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে গোসল দিয়ে খুশবু মাখিয়ে নিজ নিজ স্বামীর নিকট অর্পণ করা হবে। তখন তারা লাল ও হলুদ বর্ণের বাহনের উপর উপবিষ্ট থাকবে। তাদের সাথে ছড়িয়ে থাকা মুক্তার মত কচি কচি শিশুরা পরিবেষ্টিত থাকবে। (কানযুল উম্মাল, ১৬/৪১২ পৃঃ আবু শাইখসহ অনেক কিতাব)

সচ্চরিত্রবতী মহিলা সম্পর্কিত একটি বাণী হযরত উমর ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

عَنْ عَمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : اَلنِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ اِمْرَأَةٌ عَفِيْفَةٌ مُّسْلِمَةٌ هَنِيْئَةٌ لَّيِّنَةٌ وَّدَوُدٌ تُعِيْنُ اَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ وَلَاتُعِيْنُ الدَّهْرَ عَلٰى اَهْلِهَا وَقَلِيْلٌ مَّا تَجِدُهَا وَاَمْرَاَةٌ وَّعَاءٌ لَّمْ تَزِدْ عَلٰى اَنْ تَلِدَ الْوَلَدُ وَثَالِثَةٌ غِلًّا وَقَمْلٌ يَجْعَلُهَا اللّٰهُ فِيْ عُنُقِ مَنْ يَّشَاءُ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنْزِعَهٗ نَزَعَهٗ۔

অর্থ : হযরত উমর ﷺ বলেন, "মহিলা জাতি তিন প্রকার: (১) ঐ মহিলা, যে সচ্চরিত্রা, বাধ্যগত, প্রফুল্লমনা, কোমলহৃদয়া এবং অধিক মহব্বতকারীণী, অধিক সন্তান প্রসবকারীণী, সর্বাবস্থায় স্বীয় স্বামী ও পরিবারের সকলের প্রতি দয়াময়ী। কিন্তু এমন মহিলা কম পাওয়া যায়। (২) দ্বিতীয় ঐ মহিলা, যে পাত্রের মত (যাতে জিনিষ রাখা হয় এবং বের করা হয়) অর্থাৎ অধিক সন্তান জন্ম দেয়ার উপযুক্ত নয়। (৩) ঐ মহিলা, যে ধোকাবাজ, দাগাবাজ। আল্লাহ যাকে চান, তার উপর এমন মহিলা চাপিয়ে দেন। আর যাকে চান, তার উপর থেকে হটিয়ে দেন। (বাইহাক্বী, ৬/৭৫, কানযুল উম্মাল ১৬/২৫৩ পৃঃ মুছান্নাফ, মুসনাদ ইত্যাদি)

Scanned with CamScanner

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম মহিলাকে দ্বীনদার পরহেজগার হিসেবে স্বামী সাথে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

অচিরেই মহিলাদের জন্য বর্ধিত কলেবরে আমার লিখিত নির্ভর যোগ্য কিতাব বের হবে। ইনশাআল্লাহ!!

পতি-ভক্তির একটি সংক্ষিপ্ত কবিতা

সতী মহিলার পতি-ভক্তি মনোমুগ্ধকর,
সতী মহিলার পতি বিনা নাহি গত্যান্তর।
মহিলার কদর বাড়ায় সদা শিষ্টাচার।
সতী-মহিলা সদা করে নিজ স্বামীর ধ্যান,
সতীর কামনা সদা স্বামীর কল্যাণ।
হৃদয়ে অশান্তি সদা স্বামী অদর্শন,
স্বামীর সাক্ষাত বিনা তাহার মরণ।
স্বামীর সুখে সুখলাভ অনিবার্য তার,
স্বামীর দুঃখে দুঃখ লাভ সংসার মাঝার
সতীর বেহেস্ত লাভ শুধু তিন কাজে,
সদাই থাকিবে সতী সংসারী সাজে।
সদাশয় এবাদত আর স্বামীর খেদমত,
সন্তান পালিলে হবে নছীব জান্নাত।
সারিয়া নামাজ রোজা পালন করিছে সন্তান,
সংসার করিবে শোভা, যেন ফুলের বাগান।
পেরেশান রবে সদা আল্লাহর তরে,
সসম্মানে থাকবে সে পরদার ভিতরে।
সামলিয়া শরীয়ত বাদ্য হয়ে যেতে হলে যাইবে বাহিরে,
আবার পুশিদা মত ফিরিবে সে ঘরে।
স্বামী-সোহাগী হয়ে তুষিবে স্বামী,
সংসারে তার রহমত আসিবে যে নাম
সদানন্দ সুখ আর শান্তি বিরাজমান,
অন্তরে রাখিবে সদা আল্লাহর ধ্যান।
সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে,
স্বামী ধন্য হয় তার যশ: খ্যাতি শুনে।

Scanned with CamScanner

অজিফা দোওয়া গঞ্জলআরশ

সূচনা

মহান আল্লাহতায়ালা গফুরুর রহিমের তরফ হইতে যত প্রকার দোয়া মাগফিরাত নাযিল হইয়াছে; তন্মধ্যে দোয়া গঞ্জল আরশই প্রধান। ইহা আল্লাহর আরশে লিখিত আছে বলিয়া এবং ইহাতে আল্লাহর বহু ছানা ছিফত আছে বলিয়া ইহাকে দোয়া গঞ্জল আরশ বলা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মহান আল্লাহ পাক উনার গুণবাচক নামগুলো কলেমা তাইয়্যিবা ও তাসবীহ এর সাথে মিলিয়ে পাঠ করাকে দোয়া গঞ্জল আরশ বলা হয়। কারণ মহান আল্লাহ পাক বলেন, وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ মহান আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো ধরে তোমরা উনাকে ডাক। (পবিত্র কুরআন শরীফ ১৫ পারা সুরা বণি ইসরাইল)

আল্লাহ তায়া'লা চারিজন ফিরিশতাকে তাঁহার আরশে আযীম তাঁদের কাঁধে উঠাইতে বলিয়াছেন। তাঁহারা এত বড় যে, সপ্তম আকাশ পর্যন্ত তাহাদের পা-তাঁহারা আল্লাহর আরশকে কাঁধে উঠাইয়া লইতে পারেন নাই। তখন আল্লাহতায়ালা মেহেরবান হইয়া তাহাদিগকে দোয়া গঞ্জল আরশ শিখাইয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহারা আল্লাহর আরশ কাঁধে তুলিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। এইজন্যই যে কোন কঠিন কাজ হউক না কেন এই দোয়া আমল করিলে তাহা আল্লাহর ফজলে সহজ হইয়া যায় ইহাতে সন্দেহ নাই। (নুজহাতুল মাজালিস, কিতাব আল আছারসহ অসংখ্য কিতাব)

দোয়া গঞ্জল আরশের ছন্দ

ছহীহ হাদীস শরীফে আসিয়াছে একদিন হযরত রাছুলে করিম মুহাম্মদ ﷺ নিরালায় শুইয়া আছেন, এমন সময় হযরত জিব্রাঈল عليه السلام আসিয়া তাহাকে দোয়া গঞ্জল আরশ হাদিয়া দিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিব্রাঈল আলাই হিসসালাম আপনাকে এই দোয়া কে শিখাইয়াছেন? তখন জিব্রাঈল উত্তর করিলেন, হযরত মিকাইল عليه السلام আমাকে এই দোয়া শিখাইয়াছেন। হযরত মিকাইল হযরত ইছরাফীল عليه السلام হইতে হযরত ইছরাফিল عليه السلام হযরত আযরাইল عليه السلام হইতে শিখিয়াছেন। হযরত আযরাইল عليه السلام আরশে লেখা দেখিয়া শিখিয়াছেন তথা মহান আল্লাহ পাক হইতে শিখিয়াছেন।

Scanned with CamScanner

হযরত রসুল ﷺ হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে এই দোয়ার ছওয়াব ও ফায়দার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তদুত্তরে বলিলেন, সারা দুনিয়ার পানি যদি কালি হয়, আর যত বৃক্ষলতা দুনিয়াতে আছে, তাহা যদি কলম হয়, আর অন্যান্য সমস্ত জীব-জন্তু কেয়ামত পর্যন্ত না থামিয়া সর্বদাই ইহার ফায়দা লিখিতে থাকে, তাহা হইলেও ইহার ফায়দা লিখিয়া শেষ করিতে পারিবে না। তবুও এই দোয়া গঞ্জল আরশের ছওয়াব ও ফায়দার বিষয় কিছু বর্ণনা করিতেছি, শুনুন।

যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে নিম্নলিখিত প্রকার ছওয়াব ও ফায়দা প্রদান করিবেন :-

১। ঈমান বজায় থাকিবে ও ঈমানের সাথে মৃত্যু হইবে।

২। রুযী-রোজগারের ভিতর আয়-বরকত হইবে। কখনও কোন প্রকার কষ্ট হইবে না।

৩। তাহার কেহ শত্রু হইবে না। ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িলেও তাহা হইতে মুক্ত হইবে।

৪। বেশুমার ছওয়াব দান ও আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য বেহেস্তে সুরম্য বালাখালা তৈয়ার করিবেন।

৫। এই দোয়া লিখিয়া মাথায় বা বাহুতে বাধিয়া কোন কঠিন কাজে গেলে মহান আল্লাহর ফজলে কাজে সফলকাম হইয়া আসিতে পারিবে, কোন প্রকার অনিষ্ট বা গায়ে আঘাত লাগিবে না।

৬। যাদুটোনা লাগিবে না।

৭। বদ নজর লাগিবে না।

৮। এই দোয়া লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে জান-মাল ছালামতে থাকিবে।

৯। এই দোয়া লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে দেও, দৈত্য, ভূত-প্রেতের কোন ভয় থাকিবে না। ভুত-প্রেত দুষ্ট জীন ইত্যাদি দৌড়িয়া পালাইবে।

১০। যাদুটোনার রোগীকে এই দোয়া লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া খাওয়াইলে আল্লাহর ফজলে সেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

১১। হেকিম, ডাক্তারের ত্যাজ্য রোগীকে এই দোয়া এগার দিন মেশক জাফরান দ্বারা সাদা বাসনে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া খাওয়াইলে মহান আল্লাহর ফজলে সেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

১২। যে স্ত্রীলোকের কোন সন্তানাদি হয় না, এই দোয়া ২১ দিন সাদা বাসনে মেশক জাফরান দ্বারা লিখিয়া সেই স্ত্রী লোককে খাওয়াইয়া দিলে মহান আল্লাহর ফজলে তাহার সন্তান হইবে।

Scanned with CamScanner

১৩। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা হইলে, এই দোয়া পড়িয়া পানির উপর ফুঁক দিয়া খাওয়াইলে অতি সত্ত্বর প্রসব হইবে।

১৪। এই দোয়া যে ব্যক্তি বরাবর পড়িবে, রোজ হাসরের দিন মহান আল্লাহ্ তায়া'লা তাহার মুখ চাঁদের মত উজ্জ্বল করিবেন। সকলের উপর তাহার আলী শান দরজা অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা পাইবে। সে সে হাসতে হাসতে বেহেশতে যাইবে। তাহা দেখিয়া ফেরেস্তাগণ عليهم السلام জিজ্ঞাসা করিবেন, ইনি কে? ইনি কি কোন অলি বা দরবেশ, তখন জিব্রাঈল عليه السلام উত্তর দিবেন, ইনি পৃথিবীতে দোয়া গঞ্জল আরশ পড়িতেন এবং লিখিয়াও সঙ্গে রাখিতেন। এই জন্য মহান আল্লাহ্ তায়ালা শানুহু ইহাকে এইরূপ মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সকলেই আফছোছ করিবে, তাহারা কেন দুনিয়াতে এই দোয়া পড়ে নাই।

১৫। যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়িবে ও লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে, আল্লাহর রহমতে সমস্ত বালা-মুছিবত ও জালেমের জুলুম হইতে রক্ষা পাইবে।

১৬। যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়িবে ও লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে সে কখনও দেনাদার হইবে না।

১৭। যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়িবে ও লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে, সে বিদেশে বা কোথাও মুছাফিরিতে গেলে মহান আল্লাহর ফজলে আমান আছানে ফিরিয়া আসিবে।

১৮। যে ব্যক্তি ছাচ্চা দিলে মহান আল্লাহর উপর পুরা একীন করিয়া যে কোন মকছুদ হাছিল করিবার জন্য এই দোয়া তেলাওয়াত করে, তাহার মকছুদ অতি তাড়াতাড়ি পুরা হইবে। পরহেজগার হইবে এবং আখেরাতে মহান আল্লাহ পাক পরোয়ার দেগারের দিদার পাইবে।

১৯। প্রধান খলিফা হযরত আবুবকর رضي الله عنه বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া তা'জীমের সহিত পড়ে ও সঙ্গে রাখে, সে মহান আল্লাহর ফজলে হযরত রাসুলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কে খোয়াবে দেখিবে। তাহার উপরে দোযখ হারাম হইবে এবং হযরত صلى الله عليه وسلم তাহার জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াত করিয়া বেহেস্তে লইয়া যাইবেন।

২০। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর رضي الله عنه বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়ে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে ও তাহার ঈমানকে ছহীহ ছালামত রাখেন।

Scanned with CamScanner

২১। তৃতীয় খলিফা ওছমান ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যায়, সে এই দোয়া পড়িলে, মহান আল্লাহ্ পাক উনার হাফিজ নামের রহমতে তাহার হেফজ আবার ফিরিয়া আসিবে এবং সে বহুত ধন দৌলত প্রাপ্ত হইবে।

২২। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়িবে, আল্লাহ্ হাকিম অতি আছানীতে তাহার হিসাব লইবেন এবং অতি তাড়াতাড়ি তাহাকে বেহেস্তে পৌছাইয়া দিবেন।

এরকম অসংখ্য ফজিলত ও বরকত রহিয়াছে যাহা লিখিয়া শেষ করা সম্ভব নহে। (কিতাব আল-আছার, তাফ:আহমদী, নুজহাতুল মাজালিস, সুন্নি বেহেস্তি জেওর সহ অসংখ্য নির্ভর যোগ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

দোওয়া গঞ্জল আরশ

বাংলা উচ্চারণ

বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম

লা ইলাহা ইল্লাল্লহু সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুছি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল আ'জিজিল জাব্বারি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানার রাউফির রাহিম
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল আ'জিজিল গাফ্ফারি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল মু'মিনিল মুহাইমিনি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানার রাহমানিদ দাইয়্যানি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হান্নানিল মান্নানি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল অ-কিলিল কাফিলি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হালিমিন কারিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল কায়িমিদ দারিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানার রাকিবিল হাফিজি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হাফিজিল মুয়িনি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হাক্কিল অলিইয়্যি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল মুহ্য়িল মুমিতি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাছ ছমাদিল মা'আবুদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হাইয়্যিল ক্বাইউমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ক্বাদিমিল আখিরি

Scanned with CamScanner

লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানায যহিরিল বাতিনি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল অহিদিল আহাদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল জাব্বারিল ক্বহ্হারি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ওয়ালিয়্যিল অফিরি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল লাত্বিফিল খবিরি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ওয়াজিরিল মুক্বতাদিরি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানার রাহ্মানির রাহিম
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাশ্ শাকুরিল অদুদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাশ্ শাকুরিল হামিদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল খলিক্বিল বারিইয়ি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল কাবিরিল মুতায়ালি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ক্বাওবিয়িল ক্বাদিরি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হাছিবিশ শাহিদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হাকিমিল ওয়াছিয়্যি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ওয়াদুদিল হামিদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানার রাক্বিবিল মুজিবি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল জাব্বারিল মুতাকাব্বিরি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল মাজিদিশ শাহিদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল আউয়ালিল ক্বদিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হাকিমিল আলিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ক্বাওয়িবিল গনিয়্যি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল মুনয়িমিল মুনতাক্বিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল মুহছিল মুবদিইয়ি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হাকিমির রশিদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল আ'লিয়্যিল আজিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানার রাজিক্বিল ই'বাদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল আউয়ালিল আখিরি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাজ জ্বহিরিল বাতিনি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানার রব্বিল আ'লামিন
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল গফুরির রহিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হালিমিল কারিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ক্বাদ্বিয়িল হাজাতি

Scanned with CamScanner

লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা রাব্বিল আ'রশিল আজিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল বুরহানিছ ছুলত্বনি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাছ ছামিয়্যিল বাছিরি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাছ ছাত্তারিল গাফফারি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল আ'লিমিল আ'ল্লামি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল শাফিয়িল কাফিরি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল মা'জিমিল বাক্বিয়্যি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাছ ছমাদিল আহাদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা রাব্বিল আরদি ওয়াচ্ছামা ওয়াতি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা খাল'ক্বিল মাখুলুক্বতি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা মান খালাক্বাল্লাহুল্লাই লান্নাহারা
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ফাত্তাহিল আলিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা জিলমুলকি ওয়াল মালাকুতি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা জিলইজ্জাতি ওয়াল আ'জমাতি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা আ'লিমিল গয়িবি ওয়াশ শাহাদাতি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ক্বাদিরিছ ছাত্তারি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা চ্ছামিয়্যিল আ'লীমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল আ'ল্লা মিচ্ছালাম
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল মালিকিন্নাছির
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা ক্বারিবিল হাছানাতি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা ওয়ালিয়্যিল হাছানাতি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাছ ছাবুরিছ ছাত্তারি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা খলিক্বিননুরি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ফাজিলিশ শাকুরি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল গনিয়িল ক্বদিমি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা জিলজালালিল মুবিনি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল খলিছিল মুখলিছি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা ছদিক্বিল ওয়াদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হাক্বিমিল মুবিনি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা জিলকুয়্যাতিল মাতিনি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল ক্বাবিয়্যিল আ'জিজি

Scanned with CamScanner

লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল হায়িয়্যাল্লাজি লা ইয়ামুতু
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল গুফরানিল মুহতায়া'নি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানার রহিমিল গাফফারি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল আ'জিজিল ওহ্হাবি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা বারিয়্যিল মুহউয়িরী
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল্লহি আম্মাইয়াছিফুন
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল কুদ্দুছিছ ছুব্বুহি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা রাব্বিল মালায়িকাতি ওয়াররূহি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাজিল্ আ'লিয়্যি অন্না'মায়ি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানাল মালিকিল মাকছুদি
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ছুবহানা আদামু ছফিউল্লাহি আলাই হিসসালাম
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু নূহ নাজিউল্লহি আলাই হিসসালাম
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ইবরাহিমু খলিলুল্লহি আলাই হিসসালাম
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ইছমাই'লু জাবিহুল্লহি আলাই হিসসালাম
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুছা কালিমুল্লহি আলাই হিসসালাম
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু দাউদু খলিফাতুল্লহি আলাই হিসসালাম
লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ঈছা রূহুল্লহি আলাই হিসসালাম

লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রছুলুল্লহি ওয়া ছল্লাল্লহু আ'লা খইরি খলক্বিহি ওয়া নুরি আ'রশিহি ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি আজমাইন বিরহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন। ওয়া আখিরুদা' ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّءُوْفِ الرَّحِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ

Scanned with CamScanner

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّحْمٰنِ الدَّيَّانِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْوَكِيْلِ الْكَفِيْلِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَلِيْمِ الْكَرِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَآئِمِ الدَّآئِمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّقِيْبِ الْحَفِيْظِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَفِيْظِ الْمُعِيْنِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْوَلِيِّ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمُحْيِ الْمُمِيْتِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْمَعْبُوْدِ

Scanned with CamScanner

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَدِيْمِ الْاٰخِرِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْجَبَّارِ الْقَهَّارِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْوَلِيِّ الْوَفِيِّ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْوَاجِدِ الْمَاجِدِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَا لشَّكُوْرِ الْوَدُوْدِ

Scanned with CamScanner

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الشَّكُوْرِ الْحَمِيْدِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْبَارِئِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَسِيْبِ الشَّهِيْدِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَكِيْمِ الْوَاسِعِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْوَدُوْدِ الْحَمِيْدِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرَّقِيْبِ الْمُجِيْبِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمَجِيْدِ الشَّهِيْدِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْاَوَّلِ الْقَدِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَكِيْمِ الْعَلِيْمِ

Scanned with CamScanner

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْغَنِيِّ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمُنْعِمِ الْمُنْتَقِمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمُحْصِىْ الْمُبْدِىِّ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَكِيْمِ الرَّشِيْدِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الرّازِقِ الْعِبَادِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الجَاهِرِ الْبَاطِنِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْغَفُوْرِ الرَّحِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَلِيْمِ الْكَرِيْمِ

Scanned with CamScanner

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقَاضِى الْحَاجَاتِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْبُرْهَانِ السُّلْطَانِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْغَفَّارِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَلِيْمِ الْعَلَّامِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الشَّافِى الْكَافِىْ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْعَظِيْمِ الْبَاقِىْ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْاَحَدِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ

Scanned with CamScanner

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ خَالِقِ الْمَخْلُوْقَاتِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْفَتَّاحِ الْعَلِيْمِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ السَّتَّارِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعَلَّامِ السَّلَامِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ النَّصِيْرِ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ قَرِيْبِ الْحَسَنَاتِ

Scanned with CamScanner

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ وَلِيِّ الْحَسَنَاتِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الصَّبُوْرِ السَّتَّارِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ النُّوْرِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْفَاضِلِ الشَّكُوْرِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْقَدِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ الْمُبِيْنِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْخَالِصِ الْمُخْلِصِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ صَادِقِ الْوَعْدِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْقُدُّوْسِ السُّبُّوْحِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ

Scanned with CamScanner

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ ذِى الْاٰلَآءِ وَالنَّعْمَاءِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَقْصُوْدِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اٰدَمُ صَفِىُّ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَام

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نُوْحُ نَبِىُّ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَام

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَام

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِسْمٰعِيْلُ ذَبِيْحُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَام

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُوْسٰى كَلِيْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَام

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَاوُدُ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَام

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَام

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ

Scanned with CamScanner

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দরূদে তাজের ফজিলত

এই দরূদ শরীফের অনেক গুণ, যাহার বর্ণনার এখানে স্থানাভাব। এই দরূদ শরীফের শ্রেষ্ঠতম ফজিলত এই যে, যদি কোন ব্যক্তি হুজুর ﷺ উনার চেহারা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মনে-প্রাণে আশা করে, তবে চান্দ্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম জুমার রাত্রে ইশার নামাজের পর পবিত্র দেহে ও সুগন্ধিত পোষাকে ১৮০ বার এই দরূদ শরীফ পাঠ করুন। এইভাবে ১১ দিন পাঠ করিলে ইনশা-আল্লাহ ঐ ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহর ﷺ দর্শন লাভে ধন্য হইবে।

মনের শুদ্ধি লাভের জন্য প্রত্যহ ফজরের নামাজের পর ৪ বার, আছরের নামাজের পর ৩ বার এবং এশার নামাজের পর ৩ বার পাঠ করিবে। (মুসনাদ, মুছান্নাফ, সুন্নী বেহেস্তি জেওর ইত্যাদি)

দরূদ তাজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ

وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ . دَافِعِ الْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ .

اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِى اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ . سَيِّدِ الْعَرَبِ

وَالْعَجَمِ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌ فِى الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ . شَمْسِ الضُّحٰى

بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ جَمِيْلِ

Scanned with CamScanner

الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ . وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَجِبْرِيْلُ
خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ قَابَ
قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ سَيِّدِ
الْمُرْسَلِيْنَ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةً
لِّلْعٰلَمِيْنَ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ
السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ سَيِّدِ
الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ
وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِي الْقَاسِمِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِ اللّٰهِ . يٰاَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا
عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

দরূদে তাজের বাংলা উচ্চারণ- আল্লহুম্মা ছল্লি আলা ছাইয়িদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ছহিবিত্তাজি ওয়াল মি'রাজি ওয়াল বুরাক্বি অয়াল আ'লাম। দাফিয়ি'ল বালায়ি ওয়াল ওবারি ওয়াল ক্বাহতি ওয়াল মা'রাদ্বি ওয়াল আলাম। ইছমুহু মাকতুবুন মারফুউ'ম মাশফুউ'ম মানকুশুন ফিল্লাওহি ওয়াল কালাম। ছাইয়্যিদিল আ'রাবী ওয়াল আজামি জিছমুহু মুকাদ্দাছুন মুয়াত্তারুন মুত্বাহ্হারুন মুনাওয়ারুন ফিল বাইতি ওয়াল হারাম। শামছিদ্দুহা বাদরিদ্দুজা ছদরিল উলা নুরিলহুদা কাহফিল ওয়ারা মিছবাহিজ্জুলাম। জামিলিশশিয়ামি শাফিয়িল উমামি ছহিবিল জুদি ওয়াল কারাম। ওয়াল্লহু আ'ছিমুহু ওয়া জিবরীলু খদিমুহু ওয়াল বুরাকু মারকাবুহু ওয়াল মি'রাজু ছাফারুহু ওয়া ছিদরাতুল মুনতাহা মাক্বামুহু ওয়া ক্বা'বা ক্বাওছাইনি মাতলুবুহু ওয়াল মাতলুবু ওয়াল মাকছুদুহু ওয়াল মাকছুদু মাওজুদুহু ছাইয়িদিল মুরছালীনা খাতিমিন নাবিয়্যিনা শাফিয়িল মুজনিবিনা আনিছিল গরিবিনা রাহ্মাতাল্লিল আ'লামিনা রহাতিল আশিক্বিনা মুরাদিল মুশ্তাক্বিনা শামছিল আরিফিনা ছিরা জিচ্ছালিক্বিন মিছবাহিল মুক্বার্‌রাবিনা মুহিববিল হারা মাইনি ইমামিল ক্বিবলাতাইনি ওয়াছিলাতিনা ফিদ্দারাইনি ছহিবি ক্বা'বা ক্বাওছাইনি মাহবুবি রব্বিল মাশরিক্বাইনি ওয়াল মাগরিবাইনি জাদ্দিল হাছানি ওয়াল হুছাইনি মাওলানা ওয়া

Scanned with CamScanner

মাওলাচ্ছাক্বালাইনি আবিল ক্বাছিমি মুহাম্মাদ ইবনি আবদিল্লাহি নুরিম্মিন নুরিল্লাহ। ইয়া আইয়ূহাল মুশ্‌তাক্বুনা বিনুরি জামিলিহি ছাল্লু আ'লাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিমু তাছলিমা।

আহাদনামার ফজিলতঃ

বিশুদ্ধ হাদীস শরীফের বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সারা জীবন এই আহাদনামা পাঠ করে তবে অবশ্যই আল্লাহর মর্জি হইলে সে ঈমানের সহিত পরোলোক গমন করিবে ও বেহেস্তবাসী হইবে এবং দুনিয়াতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট বরকত লাভ করিবে। (নুজহাতুল মাজালিস, মুজাহিরে হক্ব, তাফ:কবির সহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ تُقَرِّبْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ تُقَرِّبْنِيْ اِلَى الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِيْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنِّيْ لَا اَتَّكِلُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّيْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْتَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ . وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ .

আহাদনামার বাংলা উচ্চারণ

আল্লহুম্মা ফাতিরিচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি আ'লিমুল গইবি ওয়াশ শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রহীম, আল্লহুম্মা ইন্নি আ'হাদু ইলাইকা ফিহাজিহিল হাইয়াতিদ্দুনিয়া বি-আন্নি আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লা আংতা ওয়াহ্‌দাকা লা-শারিকালাকা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুকা ওয়া রছুলুকা ফালা তাকিলনী ইলা নাফছি ফাইন্নাকা ইংতাকিলনি ইলা নাফছি তুক্বররিবনি ইলা নাফসি তুক্বররিবনি ইলাশ শাররি ওয়া তুবায়িদনি মিনাল খইরি ওয়া ইন্নি লা আত্তাকিলু ইল্লা বিরহমাতিকা ফাজ আললি ইংদাকা আহাদান তাওয়াফ ফাইতাহু ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি ইন্নাকা লাতুখলিফুল মিয়াদ ওয়া ছল্লাল্লহু তায়া'লা আ'লা খইরি খলক্বিহি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি আজমাঈনা বিরহ্‌মাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন।

Scanned with CamScanner

দাম্পত্য জীবনে শান্তির উপায়

স্ত্রী-স্বামীকেই তাহার একান্ত কাম্যবস্তু বলিয়া মনে করে। এইরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহরই ইচ্ছা। প্রেম মিলনের দিন হইতেই স্ত্রী তাহার প্রতি সেবা ও পতির কুশল কামনা করিতে আরম্ভ করা ওয়াজিব। জগতের সর্ববস্তু পরিত্যাগ করিয়াও তাহার ইহকাল ও পরকালের সঙ্গী স্বামীর খেদমতে লাগিয়া যায়। পতিপ্রাণা স্ত্রী স্বামীর সৎকাজে উৎসাহ ও অসৎ-কাজে বাঁধা প্রদান করে। এইরূপে উভয়ের জীবন ধন্য হয়।

এই বিষয় হযরত রসুলে পাক ﷺ বলিয়াছেন স্বামীকে অসন্তুষ্ট করিলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

"যদি মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে সেজদা করার নিয়ম থাকিত, তাহা হইলে আমি স্ত্রীলোকের প্রতি স্বামীকেই সেজদা করিতে নির্দেশ দিতাম।" (কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুছান্নাফ, তিরমীযি, আবুদাউদ ইত্যাদি)

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে মহান আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন, "পুরুষগণ মহিলাদিগের প্রতি এই জন্য ক্ষমতাবান যে, মহান আল্লাহতা'য়ালা তাহাদের (পুরুষদের) কাহাকেও তাহার (মহিলার) প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, আর এজন্যও তাহারা ক্ষমতাবান যে, তাহাদের পুরুষদিগের ধন-সম্পত্তি মহিলাদিগের প্রতি ব্যয়িত হওয়ার কারণে।

উক্ত আয়াতের মর্ম এই যে, পুরুষের পরিশ্রমলব্ধ টাকা- পয়সা দ্বারা ফরজ হিসাবে স্ত্রীর দেন মহারানা দিতে হয় বলিয়া স্ত্রীর উপর স্বামীর আধিপত্য বিস্তারে মহান আল্লাহতা'য়ালা আরও বলিয়াছেন, "মহিলাগণ স্বামীর প্রতি অনুরক্ত থাকে এবং তাহাদের গুপ্তাঙ্গ রক্ষা করে মহান আল্লাহর রক্ষণের সহিত।" উক্ত আয়াতের মর্ম এই, সতী মহিলা স্বামীর ত্যাগ ও দয়ার দরুণ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করে এবং সাধ্য অনুযায়ী স্বামীর পূর্ণ খেদমত করে। সে নিজ গোপন স্থানকে অন্যের দৃষ্টি বা দর্শন হইতে মহান আল্লাহর নিষেধ আজ্ঞা অনুযায়ী রক্ষা করে।

স্বামীর প্রতি জান্নাতী স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

একজন স্ত্রীলোক হযরত রসুলে পাক ﷺ উনার খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর। আমার প্রতি আমার স্বামীর কিরূপ হক?" হযরত রসুলে পাক ﷺ বলিলেন-

১। পথে চলিবার সময়ে উটের পিঠের উপরেও যদি কেহ স্ত্রীর সহিত কামভাব পূর্ণ করিতে চায়, তাহা হইলেও তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে।

২। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজাও রাখিতে পারিবে না।

৩। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী অন্যত্র গেলে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত স্ত্রীর উপর আযাবের ফেরেস্তাগণ লানৎ অর্থাৎ অভিশাপ করিতে থাকে।

Scanned with CamScanner

৪। স্ত্রী যদি স্বামীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিয়া স্বামীর নিকট হইতে দুরে থাকে, তাহা হইলে সে পর্যন্ত মহান আল্লাহতা'য়ালা তাহার এবাদত কবুল করিবেন না এবং ফেরেস্তাগণ তাহার উপর লা'নৎ করিতে থাকিবে।

৫। যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, পরদার বিধান রক্ষা করিয়া সতিত্বের হেফাজত করিয়া থাকে এবং স্বামীর খেদমত করে, হুকুম মোতাবেক চলে সে বেহেস্তের যে দরওয়াজা দিয়া ইচ্ছা সেই দরওয়াজা দিয়া বেহেস্তে প্রবেশ করিতে পারিবে।

৬। স্ত্রী যদি স্বামীর বিনা অনুমতিতে এক রাত্রির জন্যও অন্যত্র বাস করে, তাহা হইলে সে সকল-এবাদতে পাকা হইলেও দোযখের অতি নিম্নে কাট্টা কাফির কারুণ ও হামানের সহিত তাহাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

৭। স্ত্রী যদি স্বামীকে খোঁটা দিয়া বলে, তাহাকে আমার এত মাল খাওয়াইতেছি, তাহা হইলে তাহার চল্লিশ দিনের ইবাদত নষ্ট হইয়া যাইবে।

৮। যদি কোন স্ত্রীলোক আছমান ও জমিনের বাসিন্দাদের বরাবর নেক হাছেল করে, অথচ স্বামীকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তাহা হইলে মহান আল্লাহতায়ালা তাহার দুই হাত ঘাড়ের সহিত ও দুই পা শিকলে বাঁধিয়া কদর্য চেহারা করিয়া আযাবের ফেরেস্তার নিকট সোপর্দ করিয়া দিবেন। জাহান্নামে ফেলিবার জন্য।

৯। যে স্ত্রী স্বামীর দেওয়া কাপড় পাইয়া অসন্তষ্ট হয়, মহান আল্লাহতায়ালা তাহার উপর অসন্তষ্ট হইবেন। যে স্বামীর মাল নষ্ট করিবে বা চুরি করিবে, তাহার উপর সত্তর হাজার ফেরেস্তা অভিসম্পাত তথা লানৎ করিতে থাকিবে।

১০। যে স্ত্রী, স্বামীর মেহমানের মা-বাবা-আপনজনের সমাদর না করিবে, তাহার উপর সমস্ত ফেরেস্তা ও দুনিয়ার সমস্ত প্রাণী লানৎ করিবে স্ত্রী স্বামীকে বেজার করিলে, মহান আল্লাহও উক্ত স্ত্রীর উপর বেজার হন আর স্ত্রী স্বামীকে খুশী করিলে মহান আল্লাহও উক্তস্ত্রীর উপর খুশীহন।

১১। যদি স্ত্রী-স্বামীকে অযাচিতভাবে এই প্রকার কথা বলে উত্তেজিত করে যাহাতে স্বামীর মন খারাপ হয় তাহা হইলে স্ত্রীর নাম মুনাফিক ও মুশরিকের দলে লিখা হইয়া যায়।

১২। মহান আল্লাহতা'য়ালা কেয়ামতের দিন স্ত্রীলোকদিগকে প্রথমে নামাজের বিষয় ও তৎপর স্বামীর হুকুম পালনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন। তখন যদি বলে যে, তাহার স্বামীর খেদমত না করিয়া আল্লাহর হাজার ইবাদত করিয়াছে ও হাজার হাজার রোজা রাখিয়াছে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে মহান আল্লাহতা'য়ালা দোযখে নিক্ষেপ করিবেন সন্দেহ নাই।

Scanned with CamScanner

১৩। হযরত রছুলুল্লাহ ﷺ বলিয়াছেন, আমি বেশীর ভাগ-মহিলাকেই দোযখবাসিনী দেখিয়াছি। একজন ছাহাবী ﷺ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রছুলুল্লাহ ! দোযখে বেশীর ভাগ মহিলাই যাইবে তাহার কারণ কি? হযরত ﷺ বলিলেন, ইহারা অপরকে গালি-গালাজ করিয়া থাকে এবং নিজের স্বামীর বহু নাশোকরী করিয়া থাকে। (কিতাব আল আছার, মুসনাদ সহ অনেক সহীহ্ হাদীস শরীফ)

খাতুনে জান্নাত রদিয়াল্লাহু আনহা উনার প্রতি রাছুলুল্লাহ ﷺ-উনার নছিহত

হযরত মোহাম্মাদ ﷺ খাতুনে জান্নাত রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ফাতিমাকে রদ্বিয়াল্লাহু আনহা নিম্ন লিখিত নছিহত করিয়াছিলেন-

১। স্বামীগৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে বিছমিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম' ও বিসমিল্লাহি তাওয়াক্‌কালতু আলাল্লহি ও রসুলিহী ﷺ বলিবে।

২। শরীর পরিস্কার রাখিবে।

৩। চোখে সুরমা ব্যবহার করিবে।

৪। মাথায় ও শরীরে তৈল মাখিয়া গোছল করিবে।

৫। স্বামীর সঙ্গে হাস্যমুখে, সরল প্রাণে কথা বলিবে।

৬। স্বামী যখন তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, তখন তুমি বিনম্রবদনে নিম্নমুখী থাকিবে।

৭। আনত নয়নে স্বামীর সেবা করিবে। প্রাণের সহিত তাহাকে ভালবাসিবে ও সম্মান করিবে।

৮। ঘরে সুগন্ধী ব্যবহার করিবে।

৯। তিক্ত ও অম্ল অধিক খাইবে না।

১০। যে অবস্থায়ই থাক, ধৈর্য্যসহকারে সাংসারিক কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে।

১১। শাশুড়ীকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিবে ও তাহার বাধ্য হইয়া চলিবে। তাহা হইলে নিজ মাতা-পিতার খেদমত করিবার ফজিলত পাইবে। (বুখারী, মুসলিম, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি অসংখ্য ছহীহ্ হাদীসশরীফ।

Scanned with CamScanner

সতী জান্নাতি মহিলাদের পক্ষ হইতে স্বামীর হক ও দাবী

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক বা দাবী আছে, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

১। হায়েয-নেফাছে নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য যে কোন সময় স্বামী কামভাব পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী উহা পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

২। স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী সংসারের কোন বস্তু কাহাকেও দান করিলে তাহার ছওয়াব স্বামীই প্রাপ্ত হইবে। আর স্ত্রী স্বামীর পরিশ্রমলব্ধ বস্তুর তছরুপকারিণী রূপে সেই পরিমাণ গুনাহগার হইবে। তবে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে কোন সম্পদ দান করিলে স্বামী স্ত্রী উভয়েই দান করিবার পূর্ণ ছওয়াব পাইবে।

৩। স্বামী নিকটে উপস্থিত থাকা সময়ে তাহার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী নফল রোজা রাখিতে পারিবে না। কারণ স্ত্রীর ছওয়াব গুণাহের উপলক্ষ্য স্বামী। জীবনে-মরণে স্বামীই স্ত্রীর সর্বস্ব।

৪। স্বামীর নিকট স্ত্রীর আবশ্যকের অতিরিক্ত কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তুর আবদার করিতে পারিবে না।

৫। স্ত্রী স্বামীর সহিত একমত হইয়া তাহার সুখে-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইবে।

৬। স্ত্রী কোন বিষয় স্বামীকে লজ্জা দিবে না।

৭। স্ত্রীকে সর্বদা স্বামীর মনোনীত কার্যে রাজী থাকিতে হইবে এবং অমনোনীত কার্যে বিরত থাকিতে হইবে।

৮। স্বামীর প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইলে, স্ত্রী বিনম্রবদনে স্বামীকে তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে এবং নিজের সন্দেহ দূর করিবে।

৯। এক বিছানায় শুইবে, কখনও পৃথক বিছানা করিবে না।

১০। যতদূর পারা যায়, স্বামীর কাছে কাছে থাকিবে, কখনও একা বেড়াইতে যাইবে না।

১১। স্বামীর সেবা-যত্নের ছোটখাট ব্যাপারেও খুব মনোযোগ রাখিবে।

১২। স্বামীকে কখনও রাগ মেজাজ দেখাইতে পারিবে না।

১৩। স্বামীর বিনা হুকুমে বাবার বাড়ী বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাইবে না। তাহাদের কাছে চিঠি লিখিলে স্বামীকে দেখাইয়া দিবে। যাহাতে স্বামী ভুল ধারনা করিতে না পারে।

১৪। স্বামীর ভুল হইলে মুখে মুখে তার প্রতিবাদ করিবে না। সুযোগমত ঠান্ডা মেজাজে তার ভুল বুঝাইয়া দিবে।

১৫। ঝগড়া হইলে স্বামীর ঘর ছাড়িয়া যাইবে না।

১৬। স্বামীর সহিত ঝগড়া হইলে গাল ফুলাইয়া থাকিবে না। যখনকার তখনই মিটাইয়া ফেলিবে।

১৭। স্বামী কাজে বাহির হইবার সময় তাহার কাপড়-জামা নিজ হাতে যোগাইয়া দিবে।

Scanned with CamScanner

১৮। স্বামী বাড়ীর বাহির হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাহার সামনে সামনে থাকিবে, তাহার বিদায়ের সময় হাযির থাকিবে। তাহাকে চুমু দিয়া "আল্লাহ হাফেজ' এবং ছালাম বলিয়া বিদায় দিবে।

১৯। স্বামীকে বিদায় দিয়া ঘরে ঢুকিয়া যতক্ষণ তিনি চোখের আড়াল না হন, ততক্ষণ দরজায় বা বারান্দার পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং ইশারায় কুশল জানাইবে।

২০। বাড়ী ফিরিয়া স্বামী কখনও তোমাকে কুশ্রী অবস্থায় ময়লা কাপড়ে দেখিতে না পান, সেদিকে হুশিয়ার থাকিবে।

২১। স্বামী বাড়ী আসিলে মেজাজ খুব ভাল রাখিবে। ঘরে প্রবেশ করামাত্র হাসিমুখে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবে।

২২। স্বামীর হাত-মুখ ধুইবার পানি, বদনা, খরম যথাস্থানে ঠিকঠাক করিয়া রাখিবে।

২৩। গরমের দিন হইলে খোলা জায়গায় তাহার বসিবার জায়গা দিবে।

২৪। স্বামী বিছানাতে বসামাত্র কাপড় জামা, জুতা, খুলিতে তাহাকে সাহায্য করিবে। গরমের দিন হইলে পাখা করিবে এবং হাত বুলাইয়া দিবে।

২৫। স্বামী ঘরে আসামাত্র তাঁহাকে কোন অশুভ সংবাদ শুনাইবে না।

২৭। তোমার কোন অসুবিধা থাকিলে, প্রথমে স্বামীকে জানাইবে না, আগে তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিবে। তারপর তোমার অসুবিধার কথা বলিবে।

২৮। স্বামী ঘরে আসামাত্র সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা বলিবে না। কত টাকা রোজগারকরিয়া আনিয়াছে তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে না। ইহা চরম বেআদবির লক্ষন আর হাদীসশরীফে এসেছে- "বে আদব আল্লাহ পাক উনার রহমত হইতে বঞ্চিত।" কিতাব আল-আছার, মসনবী, মুসনাদ, মুছান্নাফ, মুস্তাদরিক সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

নব বিবাহিত দম্পত্তির ফুল শয্যায় শুইয়া শুধু আনন্দ উপ- ভোগ করিলে বা স্ত্রীকে আপাত মধুর আনন্দ প্রদান করিলেই স্বামীর কর্তব্য শোধ হইয়া যায় না। বরং স্ত্রীকে সর্বোতভাবে শারীরিক, মানসিক আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিলে স্ত্রী স্থায়ীভাবে সুখী হইতে পারে। অনেকে স্ত্রীকে শুধু শারিরীক আনন্দ উপভোগ করিবার সামগ্রী বলিয়াই মনে করে ও তদ্রুপ ব্যবহার করে। আবার অনেকে যথেচ্ছ- ভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া নিজের আধিপত্য প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে স্ত্রীকে এমনভাবে নিজের করিয়া নিতে হইবে, যাহাতে স্ত্রী মনঃক্ষুন্ন না হয়, অবাধ্য না হয়। এতদুদ্দেশ্যে স্ত্রীকে সর্বদা সুনজরে দেখিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে স্ত্রী তার মা-বাবা সবাইকে রাখিয়া একজন পরপুরুষকে আপনজন বানাইয়া

স্বামী গৃহে আসিয়াছে যেই মোতাবেক তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে সে পরম শান্তি অনুভব করিতে পারে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই সরলমনা। তাহাদের সরল প্রকৃতি রক্ষা করাই স্বামীর কর্তব্য। অন্যথায় মানুষের ধর্ম অতিক্রম করিয়া পশুত্বের গণ্ডীর মধ্যে নিপতিত হওয়া স্বাভাবিক। স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী মনে করিয়া তাহার প্রতি নিজের শরীরের মত যত্ন করিতে হয় এবং তাহার সহিত সদয় সদ্ভাবপূর্ণ কথাবার্তা বলিতে হয়। এ বিষয় পরম প্রেমময় মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার পবিত্র কালামে ফরমাইয়াছেন-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

(হুন্না লিবাসুল্লাকুম ও আংতুম লিবাসুল্লাহুন্না)

অর্থাৎ–তাহারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোষাক বা আবরণ এবং তোমরা তাহাদের পোষাক। (পবিত্র সূরা বাকারা ১৮৭ নং আয়াত শরীফ)

এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, মহিলা পুরুষের ঈমান রক্ষাকারী আবরণ। সে সঙ্গে থাকিলে বাসস্থানেই হউক, আর পরবাসেই হউক, পুরুষের ঈমান নষ্ট হইতে পারে না। অপর পক্ষে উভয়ের অভাবে উভয়েই গুণাহ্গার হইবার খুবই আশঙ্কা। বস্তুতঃ হইয়াও থাকে। হুজুর আকরাম ﷺ বলিয়াছেন–اَلنِّسَاءُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

(আন্‌নিছাউ নিছফুল ঈমান)

অর্থাৎ–মহিলা পুরুষের অর্ধেক ঈমান। (মুসলিম, মুসনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি সহীহ হাদীস শরীফ)।

বিবাহ করিয়া মহিলার প্রতি পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার না করিলে, কর্তব্য বিচ্যুতির জন্য স্বামী পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। তখন আর তাহার সংশোধনের সময় থাকে না। স্ত্রীকে নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান করিলে বা নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে নিতান্ত অবহেলীতা বাঁদী-দাসীর মত মনে করিলে, বাস্তবিক তাহার প্রতি তদ্রুপ ব্যবহার করিলে, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে এবং জাহান্নামে যাইতে হইবে। এতদ্দেশ্যে অশিক্ষিত লোকের মধ্যে বহুল পরিমাণে দেখা যাইতেছে, তাহারা তাহাদের পশু চরিত্র হেতু তাহাদেরই পরম উপকারিণী ও জীবন-বান্ধবী প্রিয়তমা স্ত্রীকে কথায় কথায় মারপিট ও গালিগালাজ করে। এমন কি, ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া অকথ্য ভাষায় ও অনুচিত ভাষায় এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাতে তাহার স্ত্রী তালাক হইয়া যায়। (না'উযুবিল্লাহ্) যে স্ত্রী তাহার জীবন-সঙ্গিনী ও উন্নতি-অবনতির কারণ, তাহাকে নিদারুণ কষ্ট দেওয়া ও নির্মম

Scanned with CamScanner

অত্যাচার করা কোন মতেই বিধেয় নহে, সম্পূর্ণ রুপে হারাম। এজন্য পরকালে শুধু তাহার কাছে কেন-আল্লাহর কাছেও দায়ী হইবে, ইহা অনিবার্য। কুরআন ও হাদীছের ভক্ত ও প্রকৃত মুসলমান হইয়া থাকিলে তাহার মনে করা উচিত-তাহার উপর সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তায়ালা যে গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছেন, তম্মধ্যে স্ত্রীর প্রতি যত্ন নেওয়া একটি মানবের প্রতি জগতের বহুবিধ কর্তব্য নিরুপিত আছে। উহার কয়েকটি মানব সম্পন্ন করিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, মানবধর্ম প্রতিপালন করিতে পারিলে ফেরেস্তা চরিত্র সম্পন্ন হইতে পারে। অন্যথায় মানবের মানবত্ব ধুলিকণায় ধুসরিত হইয়া অণু পরমাণুতে পরিণত হইয়া যায়। বলিতে কি, সে মানব নামের উপযুক্ত নয়। সে পশুর চাইতে নিকৃষ্ট প্রমাণিত হয়।

শিক্ষিত ব্যক্তি বা আল্লাহর দীন-ইসলামের এলেমের আলেম এবং এ বিষয়ে যিনি অবগত আছেন, তিনি কখনও স্ত্রীর প্রতি নিদারুণ, নির্মম ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন না। তিনি তাহাতে অনভ্যস্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত মুসলমানের উচিত, সুমিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিয়া, নিজের কর্তব্য অনুযায়ী ব্যবহার তাহার প্রতি দেখাইয়া তাহার অন্তঃকরণ জয় করা এবং তদ্বারা সাংসারিক কাজ কর্মাদিও সম্পন্ন করাইয়া নেওয়া। তাহা হইলেই তাহার জ্ঞানের উদয় হইবে এবং সংসার সুখের হইবে। আবার বলি "সংসার সুখের হয় মহিলার গুণে" ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে যে, স্ত্রীকে মারপিট করার দরুন বা অন্য প্রকার অত্যাচার করার দরুন যদি স্ত্রী আত্মহত্যা করে অথবা তালাক হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার প্রেতাত্মার সুরুতে শয়তান আসিয়া যেমনি ঘুমঘোরের মধ্যে স্বামীকে কষ্ট দেয় তেমনি সজাগ অবস্থায় হৃদয়বিদারক যন্ত্রণায় ফেলিয়া দেয়। এমন কি, কোন কোন সময়ে স্বামী বৈরাগ্য ধর্ম অবলম্বন করতে বাধ্য হয় যাহা ইসলাম ধর্মে অবৈধ। পক্ষান্তরে স্বামী সুশিক্ষিত ও সুবিবেচক হইলে, স্ত্রীকে নিজের মতানুযায়ী বাধ্যগত ও ধর্মপ্রাণা তৈয়ার করিয়া তুলিতে পারে। অতএব স্ত্রীর প্রতি কোন প্রকার জুলুম বা অত্যাচার করিবে না। কারণ স্ত্রী স্বামীর নিকট আমানতী মালস্বরুপ। স্ত্রী হঠাৎ কোন প্রকার অন্যায় কার্য বা সাংসারিক কোন ক্ষতি করিয়া বসিলে তাহাকে অমনি অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করিতে নাই বা মারিতে নাই। যাহার দ্বারা সংসারের আয় উন্নতি হইবে, সে যদি সামান্য ক্ষতি করে তাহাতে কিছু আসে যায় না। অস্বাভাবিকভাবে মারপিট করিলে ও অতিরিক্ত রাগ হইলে রাগের বশে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়াও বসিতে পারে। তাই তাহার স্বামী যতদুর সম্ভব বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া স্ত্রীর সহিত সৎ ও মধুর ব্যবহার করিবে। তাহা হইলে স্ত্রীও নিজের হটকারিতা বা অন্যায় কার্য পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইতে পারে।

Scanned with CamScanner

হযরত ওমর رضي الله عنه বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক অত্যন্ত সরলমনা। নিম্নলিখিত কারণসমূহের দরুণ তাহার খুটিনাটি বিষয়ে ক্রটি মার্জনা করিয়া দিবে।

১. স্ত্রী, স্বামীর পক্ষে দোজখের বেড়া স্বরুপ। কারণ, স্ত্রী থাকিলে জেনা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।
২. স্ত্রী, স্বামীর পাহারাদার। স্বামী কোথাও গেলে, স্ত্রী তাহার মাল-পত্র হেফাযতে রাখে।
৩. স্ত্রী মহব্বত করিয়া স্বামীর, ছেলেমেয়েদের, গোছল করিবার পর, তাহাদের কাপড় ধুইয়া দেয়।
৪. স্ত্রী দাই স্বরুপ। কারণ, ছেলেমেয়েদিগকে দুধ পান করায় এবং নানা প্রকার যত্ন করে।
৫. স্ত্রী পাচকের কাজ করে। কারণ, সে কষ্ট স্বীকার করিয়া নানা প্রকার বস্তু রান্না করিয়া পুরা পরিবারকে খাওয়াইয়া থাকে।

অতএব, এমন উপকারীণী স্ত্রীকে বাঁদী-দাসীর ন্যায় বিবেচনা না করিয়া, জীবন-বান্ধবী-বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহার সহিত একত্রে বসিয়া সম্ভব হইলে এক প্লেটে খানা খাইবে, ইহা ছুন্নত। হযরত মোহাম্মদ ﷺ তাহার আহলিয়াদের সহিত এক দস্তরখানায় বসিয়া খানা খাইতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رضي الله عنها বলেন রাসুল ﷺ পেয়ালার যেস্থানে আমি মুখ লাগাইয়া পানি পান করিতাম ঠিক সেই স্থানে মুখ লাগাইয়া পানি পান করিতেন। (মুসলিম, মিশকাত মিরকাত ইত্যাদি অনেক ছহীহ হাদিস শরীফ) স্ত্রীর খাওয়া, উঠা-বসা ইত্যাদির সময়ে এমন কৌতুক করিবে, যাহাতে স্ত্রী খুশী থাকে। সংসারের বিপদ-আপদের দরুণ স্ত্রীর উপর অনর্থক কোন প্রকার দোষারোপ করিয়া তাহাকে কখনই অসন্তুষ্ট রাখিবে না। কোন প্রকার অনিচ্ছাকৃত ক্রটি হইয়া পরিলে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করিয়া লইবে বা মার্জনা করিয়া দিবে। মোট কথা, স্ত্রীর সহিত এমন মধুর ব্যবহার করিতে হইবে, যেন স্ত্রী স্বামীর সুখে সুখিনী ও দু:খে দু:খিনী হয়, স্বামী খাইলে স্ত্রী খায়, আর স্বামী না খাইলে স্ত্রীও খায় না।

নেককার স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক বা দাবী

স্বামীর উপরও স্ত্রীর হক দাবী আছে। স্ত্রীর প্রতি প্রকৃত ও প্রগাঢ় ভালবাসা প্রদর্শন করিতে হইলে নিম্নলিখিত হক আদায় করিতে হইবে :-

১. স্ত্রীর মহরাণার হক আদায় করিয়া দিবে। এক কালীন অর্থ সম্পত্তি দ্বারা আদায় করিতে না পারিলে, জীবন ভরিয়া ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করিয়া আদায় করিয়া দিবে কারণ মহরাণা আদায় করা ফরজ। আর এক পয়সাও দাবী করিয়া যৌতুক আদায় করা পেশাব পায়খানার মত হারাম। (অসংখ্য ছহীহ হাদিস বুখারী মুসলিমসহ)
২. রীতিমত ভাত-কাপড়ের ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবে। শীতের সময়ে শীতের পোষাক, গ্রীষ্মের সময়ে গরমের উপযোগী পোষাক প্রদান করিবে এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ সংগ্রহ করিয়া দিবে।

Scanned with CamScanner

৩. শরীয়তের বিধানের বাহিরে স্ত্রীকে কোন প্রকার শাস্তি দিবে না। স্ত্রীর মুখ-মণ্ডলের উপর মারা হারাম। স্ত্রীকে কেন বাঁদীকেও শরীয়তের বাহিরে শাস্তি দিলে গুণাহগার হইতে হইবে।
হুযুর পাক ﷺ বলেন তোমরা যাহা খাইবে তোমাদের স্ত্রীদের কে তা খাওয়াইবে। তোমরা যে মানের কাপড় পরিবে স্ত্রীদেরকে তেমনি মানের কাপড় পরিধান করাইবে। (বুখারী, মুসলিম মিশকাত, মিরকাত সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস)

৪. শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়কে আদর যত্ন করিবে। তাহা হইলে স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকিবে।

৫. সর্বদা স্ত্রীর সঙ্গে সহাস্যমুখে কথা বলিবে। সে অন্যায় করিলে, নিজে ন্যায় পথে থাকিয়া তাহাকে ন্যায় পথে আনিতে চেষ্টা করিবে, তথাপিও তাহাকে অন্যায় ভাবে বা অতিরিক্ত ভাবে কিছুই বলিবে না।

৬. স্ত্রীজাতি বলিয়া তাহার বহু ভুলত্রুটি ও দোষ থাকিতে পারে, সুতরাং ভাত-সালুন পাক করিতে কোন ত্রুটি হইয়া পরিলে, তাহাতে রাগ করিবে না, গালিগালাজ করিবে না বা মারিবে না, বরং ক্ষমা করিয়া দিবে।

৭. স্ত্রীর মহরাণার মধ্যে যে নগদ টাকা বা গহনা স্বামী স্ত্রীকে দিবে, তাহা স্বামী নষ্ট করিতে পারিবে না। কোন কারণে করিলে, তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

৮. স্ত্রীকে নিজ নামে তাহার পয়সা হইতে কোন সম্পত্তি করিতে চাহিলে, বিনা বাঁধায় তাহাকে উহা করিয়া দিবে।

৯. স্ত্রীকে শরীয়তের মছলা-মাছায়েল শিক্ষা দিবে। কলেমা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত পাকসাফ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবে। ইশরাক, চাশত, যাওয়াল আওয়াবীন ইত্যাদি নামাজও শিক্ষা দিবে। নিজে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতে উঠিলে স্ত্রীকেও তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িবার জন্য উঠাইবে। ইহাতে বহুত ছওয়াব হয়। স্ত্রীকে এইভাবে দুনিয়াতে নিজের সঙ্গিনী করিয়া লইতে পারিলে, আখেরাতেও সে সঙ্গিনী হইবে। যে স্বামী নিজ স্ত্রীর ভাল না চায়, সে তাহার স্ত্রীকে ভালবাসে না বলিয়া মনে করিবে।

১০. স্ত্রীকে পরদা-পুষিদার মধ্যে রাখিবে। শুধু বাড়ী-ঘরের বেড়া দিয়া পরদা রক্ষা করিলে চলিবে না। তাহার পরদার জন্য কোনখানে বা যে কোন বাড়ীতে বেড়াইতে গেলে পরপুরুষে না দেখে তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না হইলে স্বামী এবং স্ত্রী দাউছ নামে অভিহিত হইবে এবং গুণাহগার হইতে হইবে ও কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। কারণ, স্ত্রী স্বামীর অধিনা বলিয়া ভাল মন্দ সবই স্বামীকে দেখিতে হইবে। জান্নাতের দরজায় লেখা থাকিবে اَلدَّيُّوْثُ لَا يَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ অর্থাৎ দাউছ তথা পর্দাহীন কখনও জান্নাতে যাইতে পারিবে না। (মুসলিম মিশকাত সহ অসংখ্য ছহীহ হাদিস শরীফ)

Scanned with CamScanner

সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর প্রতি সর্ব বিষয়ে সুদৃষ্টি রাখিবে এবং যথোপযুক্ত যত্ন করিবে। যথা:- কোন কৃষক তাহার শস্যক্ষেত্র হইতে ভাল শস্য উৎপাদন করিতে চাহিলে, প্রথমত: গরু, ছাগল, ইত্যাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্ষেতে বেড়া দেওয়া একান্ত কর্তব্য। দ্বিতীয়ত: ভাল বীজ বপণ করার পর, গাছের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে সে উক্ত শস্যক্ষেত্র হইতে উত্তম শস্য লাভ করিতে পারে। নচেৎ সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম হইবে।

(এই অংশ অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের পাঠ করা নিষেধ)

সৎ ও আল্লাহ্ওলা নেক সন্তান জন্মিবার নিয়ম

উপযুক্ত স্বাস্থ্যের ও উপযুক্ত বয়সে স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে, স্বাস্থ্য সম্পন্ন সন্তানের জন্ম হয়। অপরিণত বয়সে স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে অপরিণত সন্তানের জন্ম হয়। স্বামী-স্ত্রীর চরিত্র ও শিক্ষা লাভ থাকিলে সন্তানের চরিত্র এবং শিক্ষাও ভাল হয়। সুসময়ে ও সুনিয়মে সহবাসের ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা সুসন্তান বলিয়া পরিচিত হয়। বিশিষ্ট লোকের সন্তান বিশিষ্ট, সাধুলোকের সন্তান সাধু ও নিকৃষ্ট লোকের সন্তান নিকৃষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। সদ্ভাবে ও সুনিয়মে সন্তান জন্ম দিলে, সেই সন্তানই ভবিষ্যত বংশের মান-মর্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হয় এবং পিতা-মাতার মুখ উজ্জল করে ও দেশ জাতির ও দশের মুখ প্রসন্ন করে। এবং দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে তারা মা-বাবার জন্য জান্নাতের অসীলা হইয়া যায়। (দারেমী দারেকুতনী মুসনাদ, মুছান্নাফ সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফ) হযরত আবু হোরায়রাকে رضي الله عنه একদা হযরত রাছুল ﷺ ফরমাইয়াছেন, হে আবু হোরায়রা। তোমার (তথা পুরা উম্মতের) পক্ষে সোমবার রাত্রে স্ত্রী সহবাস উত্তম। কারণ ঐ রাত্রে স্ত্রী সহবাসে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান কুরআনের হাফেজ এবং আল্লাহ পাকের প্রিয়পাত্র হয়। মঙ্গলবার রাত্রে স্ত্রী সহবাসে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান মোমেন ও আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়। বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরের পূর্বে স্ত্রী সহবাসের সন্তান বিজ্ঞ আলেম হয় এবং শয়তানের প্রতারণায় পড়ে না। শুক্রবার দ্বিপ্রহরের পূর্বে স্ত্রী সহবাসে অতি উত্তম সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সেই দুনিয়ার শহীদের দরওরাজা লাভ করিতে সক্ষম হয়। (এখানে রবিবার দিন গত রাতকে স্ত্রী-সহবাসের উপযুক্ত সময়- সোমবারের রাত বলা হইয়াছে)

স্ত্রী সহবাসের উত্তম সময় শেষ রাত্রি। শেষ রাত্রে ভুক্ত খাদ্য ভালরূপে হযম হওয়ার পর শরীর যখন ঠিক হয়, তখন যদি উভয়ের অন্ত:করণের সরলতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া একাগ্র মনে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়, তাহা হইলেই অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। সেই রাত্রের সহবাসের স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম হয়। প্রমাণ পাওয়া যায়, শেষ রাত্রের সহবাসের সন্তানই ধার্মিক, সাধু ও আউলিয়া দরবেশ হইয়াছেন।

Scanned with CamScanner

সহবাসের নিষিদ্ধ সময়

প্রথমত: জানিয়া রাখা উচিত, স্ত্রীলোকের হায়েয ও নেফাছের সময়ে সহবাস করা হারাম। তাহা ছাড়া দিনে, ঠিক দ্বিপ্রহরে, রাত্রে ঠিক দ্বিপ্রহরে, বুধবার রাত্রে, রবিবার রাত্রে, অমাবশ্যার রাত্রে, চাঁদের প্রথম ও পনের এবং শেষ তারিখের রাত্রে, রমদ্বানের ঈদের রাত্রে, সূর্য্যের উত্তাপে, ছাদ বা চাল শূন্য ঘরে, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সময়ে এবং প্রবাস গমণের পূর্ব রাত্রে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ।

মিশকাত মিরকাত সহ অনেক ছহীহ ও তিরমিযী হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসুল করিম ﷺ ফরমাইয়াছেন যে, "বুধবার রাত্রে সহবাসে সন্তান খুনী ও অত্যাচারী হয়। রবিবার রাত্রের সহবাসের সন্তান পিতা-মাতাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। চাঁদের প্রথম ও পনের তারিখে সহবাসের সন্তান পাগল ও অত্যাচারী হয়। রমদ্বানের ঈদের রাত্রের সহবাসের সন্তান বাইশ আঙ্গুলবিশিষ্ট হয়। সূর্যের উত্তাপে সহবাসের সন্তান অগ্নিপূজক হয় এবং বিদেশ গমনের পূর্ব রাত্রে সহবাসের সন্তান অপব্যয়ী ও পিতা-মাতার অবাধ্য হইয়া থাকে"।

নিষিদ্ধ সঙ্গমের দোষ

বিখ্যাত বিখ্যাত জ্ঞানী ও হেকীম, কবিরাজ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ নিষিদ্ধ সঙ্গমের ফল সম্বন্ধে নিম্নোক্ত-রুপ বলিয়াছেন-

১. রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সঙ্গম করিলে রোগ আরও বৃদ্ধি হয় এবং শারীরিক ক্ষতি হয়।
২. চিন্তা, ক্রোধ, কষ্ট ও ভীত অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করিলে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং উহার দরুণ সন্তান পাগল হইতে পারে।
৩. জ্বরের অবস্থায় বা অত্যন্ত গরমের মধ্যে সঙ্গম করিলে হঠাৎ পাগল হইয়া যাইতে পারে।
৪. অত্যন্ত ঠাণ্ডার ভিতর সঙ্গম করিলে নিউমিনিয়া হইতে পারে।
৫. বৃদ্ধা ও বেশ্যার সহিত অবৈধ সঙ্গম করিলে আয়ু কমিয়া যায় এবং এইডস নামক ঘাতক রোগ হইতে পারে।
৬. নিকৃষ্টা স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে কু-সন্তান লাভ হয়।
৭. বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী-সঙ্গম করিলে নিজেকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া আনা হয়।
৮. হায়েজের অবস্থায় সঙ্গম করিলে, স্বামী-স্ত্রী উভয় প্রোমেহ রোগে আক্রান্ত হয়।
৯. অত্যাধিক পিপাসার পর, পানি পান করিয়া স্ত্রী-সঙ্গম করিলে মহা অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।
১০. অন্ধকারাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ও নোংরা জায়গায় সঙ্গম করিলে চিরতরে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।
১১. ভরা পেটে সঙ্গম করিলে ভয়াবহ রোগ জন্মিয়া থাকে।
১২. অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে স্ত্রী সঙ্গম করিলে জনেনন্দ্রিয় শীথিল হইয়া যায়।
১৩. অত্যন্ত পিপাসার সময়ে স্ত্রী-সঙ্গম করিলে থাইসিস রোগ হইতে পারে।

Scanned with CamScanner

স্ত্রী সঙ্গমের বিধি নিষেধ

স্ত্রী-সঙ্গমের বিধি নিষেধের প্রতি দৃষ্টি রাখা পুরুষের একান্ত কর্তব্য। ইহাতে ভুল করিলে জীবন ধ্বংসের পথে যায়। উক্ত বিষয়ের প্রতি হুঁশিয়ার হওয়ার জন্য নিম্নে কতিপয় নিয়ম লিপিবদ্ধ করা গেল :-

১. গর্ভাবস্থায় চারিমাস গত হইয়া যাওয়ার পর, স্ত্রী-সঙ্গম সন্তানের এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই ক্ষতি করে। তখন হইতে স্বামী-স্ত্রীর সংযমই বেশী প্রয়োজন।

২. রোজার মধ্যে দিনে সঙ্গম করিলে কবিরা গুণাহগার হইতে হয় এবং রোযা নষ্ট হয় ও বড় রকমের রোগ সৃষ্টি হয়। রাত্রে নিষেধ না থাকিলেও সঙ্গম করিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাধিক ক্ষতি হয়। অতএব, রোজার একমাস বন্ধ রাখাই ভাল। অতীব প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে করা যাইতে পারে।

৩. হায়েয-নেফাছের সময়ে সঙ্গম করিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই গুণাহগার হইবে এবং উভয়ের বিশেষত: স্বামীর স্বাস্থ্যহানি হইবে।

৪. পুরুষ অবৈধভাবে স্ত্রীলোকের সঙ্গে বা নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করিলে শুধু গুণাহগার হইবে তাহা নহে, বরং ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধন হইতে পারে।

৫. পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৃদ্ধার সহিত যুবকের মিলন ও বৃদ্ধের সহিত যুবতীর মিলন অত্যন্ত অপকারী। উহা ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ। উক্তরূপ বিবাহ ক্রিয়া যাহাতে সংঘটিত না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা সকল বিজ্ঞ ও বিদ্বানের উচিৎ। কারণ, শাস্ত্র বিজ্ঞান বিদ্বানেই সৃষ্টি করিয়াছে।

তওবা করার ফজিলত

আল্লাহর নিকট গুণাহের মাফ চাও। কিরুপে তওবা করতে হবে।

তওবা করা মানে অতীত গুণাহের জন্য অনুতাপ করে আল্লাহর নিকট ভবিষ্যতের জন্য মাফ চাওয়া, আর কোন গুণাহের কাজ না করা। এই তওবা নিজের অন্ত:করণ হতে করলেই হয়। জোরে জোরে বলার দরকার হয় না মুখে একবার অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করলেই হয়। নিজে নিজে ইছতিগফারের দোয়া পড়লেই তওয়া করা হয়। কিন্তু সাবধান! একবার তওবা করে পুনরায় গুণাহ করা উচিৎ নয়। হুজুর পাক ﷺ বলেন-

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا لَا ذَنْبَ لَهُ (আত্তায়িবু মিনায যানবি কামাল লা যাম্বা লাহু)

অর্থ : গুণাহ হতে তওবা কারী ঠিক ঐ রকম যেন সে কখনো গুণাহই করে নাই। (মুসলিম মিশকাত মিরকাত সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

কথায় কথা আসে, মানুষ যখন মরতে লাগে, তখন তওবা করে, কিন্তু সে বেঁচে উঠে যদি পুনরায় গুনাহ্ করে, পরস্ত্রী হরণ করে, চুরি ডাকাতি করে, গান-বাজনা শোনে ও বায়স্কোপ দেখে, সুদখায়, হারাম কাজ করে এবং মহান আল্লাহ্ পাক উনার হুকুম ও রসুল ﷺ উনার সুন্নতের দোহায় দিয়া কবিরা গুণাহ্ করে। আজকাল পাপের স্রোত নদীর স্রোতের চেয়েও বেশী দ্রুত চলছে। ছেলে বল, আর মেয়ে বল, তাদের প্রথমিক শিক্ষাধর্ম সঙ্গতভাবে দেওয়া হচ্ছে না। তাই তারা শিক্ষার নামে অশিক্ষা বা কুশিক্ষা পেয়েছে। ফলে অনৈসলামিক রীতি-নীতি তাদের মধ্যে বিরাজমান। কুশিক্ষা ও কুনীতি একদিনে প্রভাব বিস্তার করে না। বালক-বালিকাদের পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুরব্বী সৎশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখলে অবশ্য সৎশিক্ষা হয়ে থাকে। অন্যথায় শিক্ষার দোষে তারা অসভ্য ও চোর ডাকাত হয়ে উঠে অথবা সমাজের উৎকৃষ্ট কাজ করা থেকে দুরে থাকে কেবলি অনিষ্ট করে বেড়ায়।

তাদের দ্বারাই ক্রমান্বয়ে কুকাণ্ড ও পাপাচার হ'তে থাকে। তখন ব্যভিচার করে তারা সমাজের কুলাঙ্গার হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ্ পাক বলেন-"বাদ্দালত্ব সাইয়িআতি কুম হাসানাত"। অর্থ আমি তওবা কারীর গুণাহ্ মাফ করে দিয়ে নেকী দিয়ে গুণার জায়গা পরিবর্তন করে দিব।

পাপাচার-কুলাঙ্গারকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে যে, সে হঠাৎ ভূলক্রমে শয়তানের প্রলোভনে পাপকার্য করে বসেছে। তার আর কি করা হবে, সংশোধনের সময় নেই? যদি সৎপথে আনবার কেহ্ থাকে, তাহলে তো সদুপদেশ শেষে সৎপথে আসতে পারে, অন্যথায় তাদের পরিণতি নিতান্ত খারাপ। এহেন পাপাচারী নিজে অনুতপ্ত হয়ে পরকালে দোজখের আগুন হ'তে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট তওবা করবে, তাই এখন তওবা করার পদ্ধতি বলছি।

হযরত রাসুল মকবুল ﷺ বলিয়াছেন, "তোমরা তওবা কর।" আমি নিস্পাপ মাছুম হওয়ার পরেও উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রোজ সত্তর হতে একশত বার তওবা করে থাকি। (মুসলিম মিশকাত মুসনাদ মুছান্নাফসহ অনেক সহীহ্ হাদীস শরীফ)

তওবা করলে আল্লাহতা'য়ালা খুশী হন। তওবা করার সামনে পিছনে দরুদ শরীফ না পড়লে তওবা কবুল হয় না।

আল্লহুম্মা সল্লি আলা সাইয়ি দিনা নাবিয়্যিনা শাফিয়িনা মাওলানা মুহাম্মদিঁও ওসিলাতি ইলাইকাওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِى لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ اِغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

অর্থাৎ-একমাত্র চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী উপাস্য আল্লাহ্র নিকট আমি আমার গুণাহের মাফ চাহিতেছি, আর তাঁহার নিকট তওবা করিতেছি। ও আমার আল্লাহ পাক! আপনি আমাকে মাফ করুন আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী ও দায়ালু।

Scanned with CamScanner

অথবা- أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُبُ اِلَيْهِ

অর্থাৎ-আমার পালনকর্তা আল্লাহর নিকট সমস্ত গুণাহের মাফ চাহিতেছি এবং তাঁহার নিকট তওবা করিতেছি। (যে কোন একটি দিনে ১০০ বার পড়িতে হবে)

গুণাহ মাফের শ্রেষ্ঠ দোয়া,

হযরত রাসুল করিম ﷺ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া দিবারাত্রি হামেশা অন্তত: ফজরের ও মাগরিবের নামাজের বাদে পড়িবে, সে বেহেস্তী হইবে এবং জীবনের গুণাহ মাফ হইয়া যাইবে।(বুখারী শরীফ ১১৪ পৃ:)

ফতহুলবারী, ফয়জুলবারী, মিশকাত, মিরকাতসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ)

দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدِكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَيْءٍ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ–

অর্থাৎ- ও আমার মহান আল্লাহ পাক আপনি আমার পালনকর্তা, আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। আপনি আমাকে পয়দা করিয়াছেন আমি আপনার বান্দা, আমি আপনার সহিত দায়বদ্ধ এবং ওয়াদা পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। আপনি আমাকে যে অসংখ্য নেয়ামত দিয়াছেন তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। অতএব আমাকে মাফ করুণ। আপনি ছাড়া গুণাহ মাফ করিবার শক্তি আর কাহারও নাই।

সুন্নতের আলোকে স্ত্রী-সঙ্গম সম্বন্ধে কতিপয় পালনীয় বিষয়

স্ত্রী-সঙ্গমকালে অতি সরল অন্ত:করণের সহিত নিম্নলিখিত নিয়মাবলী পালন করিলে দাম্পত্যজীবন পরম সুখের হইবে। (সুন্নী, বেহেস্তি জেওরসহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

১. অযু করিয়া পাকসাফ হইয়া সর্বাগ্রে স্ত্রী-সঙ্গমের দোয়া পড়িয়া স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিবে। স্ত্রীর রাজী রগবত মত নিজের ভালবাসা জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া এবং উভয়ের মনের মিল হইলে বিছমিল্লাহ বলিয়া সঙ্গ ক্রিয়া আরম্ভ করিবে।

২. স্ত্রী-সঙ্গম করিবার সময়ে নিজ স্ত্রীর রুপ দর্শন, শরীর স্পর্শন ও সঙ্গমের সুফলের প্রতি মনোনিবেশ করা ছাড়া অন্য সুন্দর স্ত্রীলোকের বা অন্য সুন্দর বালিকার রুপের কল্পনা করিবে না বা তাহার সহিত মিলন-সুখের কল্পনা করিবে না। ইহা কবিরা গুনাহ

৩. ফলন্ত গাছের তলায় স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।

৪. রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবার পূর্বে স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।

Scanned with CamScanner

৫. রবিবারে ও বুধবারে স্ত্রী সঙ্গম করিবে না।
৬. স্ত্রীর হায়েয ও নেফাছের সময়ে বা উভয়ের যে কোন বড় অসুখের সময়ে স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।
৭. চন্দ্রমাসের ১৫ই এবং শেষ তারিখের রাত্রে অর্থাৎ অমাবস্যা বা পূর্ণিমার রাত্রে স্ত্রী সঙ্গম করিবে না।
৮. বুধবারের রাত্রে স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।
৯. বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার পূর্ব রাত্রে স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।
১০. স্ত্রীর যোনীর দিকে চাহিয়া সঙ্গম করিবে না। তাহা হইলে চক্ষুর জ্যোতি: নষ্ট হয়।
১১. সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না। হুজুর পাক ﷺ বলেন তিনটি জিনিস আমার নিকটে বেশী প্রিয়- নামাজ, নিজের স্ত্রী, এবং সুগন্ধি (মিশকাত, মিরকাত সহ অনেক ছহীহ্ হাদীস শরীফ)
অতএব মহান আল্লাহর উত্তম নেয়ামত স্ত্রীকে দেখে দেখে বেশী মজা করিতে হইলে অবশ্যই মশারী খাটিয়ে উহার নিচে সহবাস করা উচিৎ।
১২. সঙ্গমরত অবস্থায় স্ত্রীর সহিত অধিক কথা বলিবে না।
১৩. যোহরের নামাজের ওয়াক্তের পর স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।
১৪. চন্দ্রমাসের প্রথম তারিখে স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।
১৫. একটি হুঁশিয়ারির কথা এই যে, স্বপ্নদোষের পর গোছল করিয়া পাক না হইয়া স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।
১৬. নাপাক শরীরে স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।
১৭. ভর্তিপেটে স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।
১৮. উল্টা স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না। ইহাতে সন্তান কুঁজা ও বিকলাঙ্গঁ হইবে।
১৯. পূর্ব ও পশ্চিম শিয়রী হইয়া স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।
২০. রমদ্বান মাসে দিনে আদৌ স্ত্রী-সঙ্গম করিবে না।

উপরোক্ত নিষিদ্ধ স্ত্রী-সঙ্গমের বিশেষ কারণসমূহ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফের আলোকে বর্ণিত হইয়াছে।

স্ত্রী-সহবাসের নিয়ম-পদ্ধতি, সহবাস, অর্থাৎ সঙ্গম, ছোহবত

বহুদিন পূর্বে "সচিত্র লজ্জাতন্নেছা" নামক বীভৎস উলঙ্গ ছবি বিশিষ্ট একখানা স্বামী-স্ত্রীর মিলন পদ্ধতির বই বাজারে বাহির হইয়াছিল। ইহাতে মনুষ্যত্ব বর্জিত উলঙ্গ ছবি ও একেবারে ইসলামবর্জিত নিয়ম-কানুন থাকায় পুস্তকখানা অচিরেই সদাশয় সরকার বাহাদুর কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ইহাতে অল্প শিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত যুবক যুবতীগণ ধ্বংসের পথ হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছে।

স্ত্রী-সহবাসের বহু অনুমোদিত নিয়ম-পদ্ধতি বিশিষ্ট পুস্তক ও হারাম ছবি শয়তানি তাড়নায় রুচিকর মনে হইলেও স্বাভাবিক ও ধর্মানুমোদিত নিয়ম-পদ্ধতিই সর্বোতভাবে তৃপ্তিপূর্ণ ও আনন্দদায়ক। হুজুর পাক ﷺ বলেন- مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ

Scanned with CamScanner

فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে জাতিকে অনুসরণ করিবে সে সেই জাতিরই অন্ত র্ভূক্ত হইবে এবং তাহাদের সহিতই তাহার হাশর হইবে। (আবু দাউদ, বজলুল মাযহুদসহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফ) অতএব ইহুদী নাছারা হিন্দু মুশরিকদের মিডিয়া মোতাবেক সহবাস করিলে ও সন্তান অবৈধ হইবে এবং শয়তান প্রকৃতির হইবে।

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় মহান আল্লাহর নাম স্মরণ না করিলে এবং দোয়া কালাম না পড়িলে সহবাসের সময় শয়তান সহবাসের সঙ্গী হয়। ফলে সন্তান শয়তানের খাছলাত পায় এবং পিতামাতার ও অন্যান্য আত্মীয় অনাত্মীয়ের অনিষ্ট করে। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, হযরত রাছূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার আছহাবগণকে ﷺ স্বামী-স্ত্রীর মিলন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন। (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী ইত্যাদি সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীস শরীফে)। দোয়া পাঠ এবং নিয়াত বর্ণিত আছে। ফত: 'কাজীখান' ও 'সিরাজিয়া' কিতাবদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, রাত্রে হউক আর দিবাভাগে হউক, নির্জন স্থানে সহবাস করিতে হয়। খালি পেটে বা ভরা পেটে স্ত্রী-সঙ্গম করা সঙ্গত নয়। আহারান্তে দুই তিন ঘণ্টা পর স্ত্রী-সহবাস করা অতি উত্তম। মানসিক চিন্তা ও শোকের সময়ে স্ত্রী-সহবাস করিতে নাই। রোগ-ব্যাধি ও অক্ষম অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করিতে প্রয়াস পাওয়া নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র। পক্ষান্তরে আবার ইতিপূর্বের উল্লিখিত আদর সোহাগ সহকারে স্ত্রীকে কোলে শুইয়ে চুম্বন করিবার পন্থা অনুযায়ী মুখমণ্ডলে চুম্বন করিবে এবং কলিকাদ্বয় (স্তনদ্বয়) মর্দন করিবে। তাহাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মিলিত হইবার খাহেশ বৃদ্ধি হইবে এবং উভয়ের উত্তেজনাপূর্ণ হর্মন নির্গত হইবে। নচেৎ সহবাসে স্ত্রীর তৃপ্তি হইবেনা। বলা বাহুল্য স্বামী-স্ত্রী উভয় উভয়ের জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করিলে উভয়ের আনন্দ অনুভব হয়। সহবাসের সময় উভয়ে উভয়ের প্রতি আদর ও প্রেমের দৃষ্টিপাত করিবে। ইহাতে উভয়ের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে। পরন্ত, স্ত্রী-স্বামীর জননেদ্রিয়ে স্পর্শ না করা ও স্বামীর চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

স্ত্রীসহবাসের পুর্বে উভয়ের অজু করিয়া ছুরা ইখলাছ একবার, ছুরা ফালাক্ব একবার মহান আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম ইয়া ক্বাবিইউ এবং ইয়া মাতিনু ১৩০ বারপাঠ করিয়ে সহবাস শুরু করিলে উভয়ের তৃপ্তি হওয়া পর্যন্ত সহবাস স্থায়ী হইবে ইনশা আল্লাহ। এবং ছুরা নাছ একবার পাঠ করিয়া উভয়ে মনে মনে বলিবে ও আমাদের খলিক্ব। আমাদের এই মিলনে আপনি আমাদিগকে পূর্ণতৃপ্তি ও সুসন্তান দান করুন। এই বলিয়া নিম্নলিখিত দোয়া পড়িয়া উভয়ে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে মিলিত হইবে-

Scanned with CamScanner

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا

উচ্চারণ-বিছমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব নাশ্ শাইতোয়ানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতোয়ানা মা রাজাক্বতানা। (বুখারী মুসলিম মিশকাত, মিরকাত সহ অসংখ্য হাদীস শরীফ)

বীর্যস্খলিত হওয়ার সময় দুই জামীর দাঁত একত্রে চাপিয়া রাখিবে ও স্বামী স্ত্রী উভয়েই নিম্নলিখিত দোয়া পড়িয়া কিছুক্ষণ সময় উভয়ে একত্রিত অবস্থায় থাকিবে। তাহা হইলে বীর্য ঠিক জায়গায় স্থির হইতে পারিবে। তৎপর উভয়ে পৃথক হইবে এবং পাঠ করিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا উচ্চারণ-আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি জায়া'লা মিনাল মায়ি বাশারা।

সহবাসের উত্তম পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইলো যে জানিতে এবং মানিতে পারিবে সে দুনিয়া আখেরাতে যথেষ্ট ফায়দা পাইবে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ মুবারক করেন-

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

অর্থাৎ- ধন্য সেই মহান আল্লাহ পাক। যিনি মায়ের গর্ভে যেমনি ইচ্ছা তেমনি তোমাদিগকে পয়দা করেন, তার শক্তির সীমা নেই। পবিত্র সুরা আলে ইমরান, আয়াত শরীফ-৬।

গর্ভবর্তীর প্রতি কতিপয় জরুরী উপদেশ

চলা-ফেরা-

গর্ভবর্তীর অতি সাবধানে চলাফেরা করিতে হয়। উচু-নীচু স্থানে উঠা-নামা করিতে নাই। পেটে যাহাতে খুব বেশী নাড়া-চাড়া না পড়ে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। পানি আনা বা ভারী বোঝা উঠান উচিত নয়। কঠিন পরিশ্রম করিতে নাই। গরীব লোকের মধ্যে পাট বা মজুরী লওয়ার জন্য বেশীক্ষণ বসিয়া থাকার দরুণ চাপ লাগিয়া সন্তান খোড়া হইয়া যায়। আবার অলস হইয়াও সময় কাটাইবে না। সুগন্ধি জিনিষ খুব কমই ব্যবহার করিবে। নোংড়া যায়গায় বা যেখানে সেখানে যাইবে না। অতি প্রত্যুষে, ঠিক দুপুরে ও ঠিক সন্ধ্যায় পায়খানায় বা পুকুরের ঘাটে একা যাইবে না, সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। চারিমাস পর্যন্ত স্বামী সহবাস করিলেও সাতমাস পরে খুব সাবধান থাকিবে। নয়মাসে কোন প্রকার সুগন্ধি বস্তুই ব্যবহার করিতে নাই। অন্যথায় সন্তান প্রসবের কষ্ট পাইবে। গর্ভবর্তী সর্বদা সৎচিন্তা, সৎকার্য, সদালাপ ও ধর্ম-চর্চ্চা করিবে। নামাজ, রোজা ও পর্দা-পুসিদায় থাকা,

Scanned with CamScanner

কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার যেকের-আযকার করা বেশী বেশী দরুদ শরীফ আসতাগ ফিরুল্লাহ্ পাঠকরা এবং নবীদের ও অলি আওলিয়াদের জীবনী পাঠ করা উচিত। গল্প, উপন্যাস বা খারাপ পুস্তকাদি পড়িবে না। কারণ গর্ভবতী যেরুপ সচ্চরিত্রা, ধার্মিক ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইবে, তাহার সন্তানও তদ্রুপ হইবে। গর্ভবতী সত্য কথা বলিবে ও হালাল খাইবে, প্রাণ গেলেও এই দুইটি নিয়ম ভঙ্গ করিবে না। গর্ভবতী চুরি-ডাকাতি করিবে না। গর্ভবতী যদি চুরি-ডাকাতি অথবা হারামী করিয়া বা কাহাকেও ঠকাইয়া রুযী করিয়া খায়, তাহা হইলে তাহার উদরের সন্তান চোর, বদমায়েশ, হারামখোর দুষ্ট ও গুণ্ডা হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, অসদুপায়ের বস্তু খাইলে উহার ক্রিয়া হাড়ে মজ্জাগত হইয়া থাকিবে। পূর্বোল্লিখিত প্রকার সন্তান অসৎ জীবন-যাপন করিবে। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, যে উপাদানে গঠিত হইবে, মনের গতিও সেইদিকে আকর্ষিত হইবে। হাজার উপদেশ বা কঠোর শাস্তিতেও স্বভাব ফিরিবে না। প্রবাদ আছে, শত ধোঁতেও অঙ্গারের মলিনত্ব পরিত্যাগ করে না। গর্ভবর্তী নির্লজ্জ, বেহায়া, তামোশাগীর ঝগড়াটে, হিংসুক ও চোগলখোর (পরনিন্দাকারিনী) হইবেনা। যে গর্ভবর্তী চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, ইত্যাদি যত প্রকার ভাই যাহাদের সহিত বিবাহ জায়েজ তাহাদিগের সহিত, দেবর, ভগ্নি-পতি প্রভৃতির সহিত, পাড়া প্রতি-বেশীদের সহিত পর পুরুষের সহিত, নির্লজ্জভাবে চলা-ফেঁরা করে, হাসি তামাসা করে বা শরীয়তের খেলাপ কার্য করে, তাহার সন্তান হইলে, উক্ত সন্তানও তাহার ন্যায় নির্লজ্জ, লম্পট ও বেশরীয়তী হইয়া থাকে। কথায় বলে "মায়ের ঝি রুমী" এবং বাপকা বেটা, ছিপাইকা ঘোড়া, বহুৎ না গে তো থোরা থোরা" "Like father like son" হেকিমী মতে, পিতৃ-মাতৃ দোষ গুণ সন্তানে পাইবেই। পিতা মাতার মনের ভাব এক এক রকম থাকে। অতএব, উক্ত প্রকার বিষয় সমূহের প্রতি পিতা এবং গর্ভবর্তীর লক্ষ্য রাখা একান্ত উচিত।

গর্ভবতীর পায়খানা পরিস্কার হইবার তদবীর

১. গর্ভবতীর পায়খানা পরিস্কার না হইলে, দুই তোলা মনাক্কা (বড় কিস্‌মিস্) বা হরিতকীর মোরব্বা খাইতে দিবে, ইহাতে পায়খানা পরিস্কার হইবে।

২. সাড়েদশ মাসা তাজা গোলাপ ফুলের পাঁপড়ী, অভাবে শুকনা পাপড়ী, রাত্রে আধা পোয়া গোলাপ পনিতে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে উহা মর্দন করত: সরবতের ন্যায় করিয়া কিছু মিশ্রি মিশাইয়া নাসিকা বন্ধ করিয়া পান করিবে। তাহাতে দুই-তিনবার দাস্ত হইবে। কিন্তু সর্দি-কাসি, রোগাক্রান্ত গর্ভবতী উহা খাইবে না। এইরুপ করিলে গর্ভপাত বা অনিষ্টের আশঙ্কা আর থাকিবে না।

Scanned with CamScanner

গর্ভবতীর বেশী বমির তদবীর

১. তিনমাসা আনারের দানা ও তিনমাসা পুদিনা পাতা পিষিয়া কাঁচা আঙ্গুরের সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া খাইলে বেশী বমির উপশম হয়। যেহেতু প্রথম চারমাস বমিবমি ভাব বেশী হইয়া থাকে।

২. নারিকেলের ফুফরা চুষিয়া খাইলে বেশী বমির উপশম হয়।

গর্ভবতী ক্ষুধামন্দার তদবীর

পায়খানা পরিস্কার হয়, এমন ঔষধ খাইতে হয়। তৈলাক্ত ও মিষ্টদ্রব্য কম খাইতে হয়। ছুরা ফাতিহা দ্বারা আদা মিশ্রিত কিংবা চিনি পড়িয়া খাইতে দিবে।

গর্ভবতীর হৃদকম্পের তদবীর

গর্ভবতীর হৃদকম্প হইলে দুই চারি চুমুক গরম গোলাপ পানি অথবা শুধু গরম পানি খাইবে এবং সামান্য চলাফেরা করিবে, তাহাতে উপশম না হইলে "দাওয়াউল মেছক মোতাফেক" নামক হাকিমি ঔষধ খাইবে।

গর্ভবতীর পেট ব্যথা বা পেট ফাঁপার তদবীর

১ তোলা কালিজিরা ভাঁজিয়া ছিরকার মধ্যে একদিন একরাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া এবং ১ তোলা কুন্দর লইয়া চূর্ণ করতঃ মিশ্রিসহ ২ মাস হইতে ৪ মাস পর্যন্ত কয়েক রোজ ব্যবহার করিবে।

গর্ভবতীর আমাশয়ের তদবীর

ছয় মাসা তোখমা, রায়হান ১ ছটাক গোলাপ পানিতে পাক করিয়া কিছু মিশ্রি ও নয়টা বাদামের শাঁস একত্র করিয়া খাইবে।

একতোলা থানখুনি পাতা ও একতোলা বেল বা বেলের কচিপাতা একত্রে বাটিয়া কিছু মিশ্রিসহ খাইবে।

মায়ের দায়িত্ব

শিশু পালন :

পরম দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইচ্ছা করিলেন, এই পৃথিবীতে মানব জাতিকে পয়দা করিবেন তখন তিনি তাহার কুদরতে মানব জাতির রূহকে প্রথম পয়দা করিলেন এবং আরশে মোয়াল্লার নিম্নে রাখিয়া দিলেন। তথা হইতে ক্রমান্বয়ে জীব-জগতের মাতৃগর্ভে প্রেরিত করিয়াছেন। পরে সন্তানরূপে মাতৃক্রোড়ে দিয়াছেন। মাতার অপত্য স্নেহ দ্বারা তাহাকে লালন-পালনের ভার এবং জীবনের ভাল মন্দ ও শিক্ষার ভার আল্লাহ তা'য়ালা পিতা-মাতার উপরে অর্পণ করিয়াছেন। পিতা-মাতাও সুবিবেচনার সহিত সন্তানের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত মঙ্গল কামনা করেন।

Scanned with CamScanner

সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে অত্যন্ত নির্মল ও পবিত্র আত্মা লইয়া এ দু:খ ও জ্বালাময় সংসারে পদার্পণ করিয়া থাকে। পরে শিশুর শরীর মন গড়িয়া উঠে। ইহা স্বত:সিদ্ধ যে যেখানের আবহাওয়া যেইরুপ, সেখানের শিশুর শরীর ও মন সেইরুপ গঠিত হইয়া থাকে। শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হয়। সেই অবস্থায় শিশুর মাতার নিকট হইতে মানসিক হাবভাব ও ধর্ম সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। মাতাই শিশুর প্রথম আদর্শ ও প্রথম শিক্ষক। ভাল হউক মন্দ হউক, তখন হইতেই তাহার চরিত্র বদ্ধমূল হইয়া কঠিন প্রহারে তাহা ফিরাইয়া রাখা যায় না। বাল্যকালে খারাপ ধরণের শিক্ষা দেওয়া হইলে বেশী বয়সে অতি উচ্চ ও উত্তম শিক্ষার প্রতিও তাহাকে আকৃষ্ট করান যায় না। এমন কি, সেই উচ্চ শিক্ষার কল্পণা ও করিতে পারে না। এই জন্য ছোট লোকের সন্তান ছোট লোক ও বড় লোকের ছেলে বড়লোক হইয়া থাকে। অতএব, শিশুর প্রথম শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সরল হৃদয়পটে সত্যবাদিতা ভদ্রতা, যশ: ও গুণের বীজ বপন করিয়া দিতে পারিলে সেই বীজই অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া তাহাকে লোক সমাজে সুপরিচিত করিয়া তুলিবে।

পিতা-মাতার নিকট সন্তান আল্লাহর আমানতী বস্তুর ন্যায়। সুতরাং পিতা-মাতা ইহাদের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা সমৃদ্ধির জন্য দায়ী। শিশু লালন-পালন, বাল্যকালের বিদ্যারাম্ভ যৌবনকালে সুশিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা এবং বিবাহসাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা পিতা-মাতার উপর অবশ্য কর্তব্য। উপরোক্ত প্রকার কার্যাদি না করিলে মহান আল্লাহ মাবুদের নিকট পিতা-মাতার জাবাবদিহি করিতে হইবে।

নামকরণ :

সন্তান প্রসব হওয়ার সপ্তম দিনে তাহার নাম রাখিবে উহা খাছ সুন্নত। সপ্তম দিনে সম্ভব না হইলে সবিধামত সময়ে আকিকা করিয়া নাম রাখিবে। নাম রাখিবার সময়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালার যে কোন নামের সহিত, হযরত মুহম্মদ ﷺ উনার নামের সহিত নাম মিশাইয়া রাখা উত্তম। খলিফা আছহাবদের رضي الله عنهم নামের সঙ্গে কিম্বা আওলিয়া কেরামদের নামের সহিত। অথবা পিতা-মাতার নামের সঙ্গে মিল রাখিয়া বা নামের অক্ষরের সঙ্গে মিল রাখিয়া ইসলামী নাম রাখা যাইতে পারে। ভাল নাম রাখার পর উক্ত নামকে ডাকিবার সময় বিকৃত করিয়া ডাকিলে গুণাহগার হইতে হইবে। যথা-বোখারী শরীফের হাদীস শরীফসহ অনেক ছহীহ হাদীস মোতাবেক মহান আল্লাহর নিকটে প্রিয় দুইটি উত্তম নাম আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান। আব্দুল্লাহ নাম রাখিয়া আব্দুলইয়া, আব্দুল হামিদ নাম রাখিয়া হামিদইয়া ডাকিলে গুণাহগার হইতে হইবে। আবার আব্দুর রহমান রাখিয়া রহমান ডাকিলে বা

Scanned with CamScanner

আব্দুল গফুর নাম রাখিয়া গফুর ডাকিলে গুণাহ হয়। আল্লাহর মত অন্যকে ডাকিলে শেরেকী গুণাহের দায়ে পড়িতে হইবে। অর্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই উক্তরুপ ডাকাডাকির প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। পুরাপুরি নাম ডাকিতে না পারিলে সেই অর্ধ শিক্ষিত লোক এমন নাম রাখিয়া লইবে, যাহা তাহারা অতি সহজে ডাকিতে পারে অথবা দুই অক্ষর বিশিষ্ট নবীদের নামের মত নাম রাখিতে হইবে যথা-ইছা, মুছা ইত্যাদি। যার যার রুচিময় বাংলা, হিন্দি বা ফারসী নামও রাখে। যথা-রতন, কাঞ্চন ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে খাছ আরবী নাম রাখাই উত্তম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হইতে ইমাম ছুয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রেওয়ায়েত করিয়াছিলেন, যাহার তিনটি সন্তান, সে তাহার একটি সন্ত ানের নাম যদি হযরত মুহাম্মদ ﷺ উনার নাম অনুসারে না রাখে, তাহা হইলে তিনি তাহার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্টি থাকেন।

শিশুর আহার :

শিশুর আহার্য্যের মধ্যে মাতৃ-দুগ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট। মাতৃ দুগ্ধ না থাকিলে এমন স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান করাইবে, যেন সে সুস্থ, সবলা ও সচ্চরিত্রা হয়; অন্যথায় শিশুর শরীর ও মনের অবনতি হইতে পারে। হারামখোর ও অসভ্য হইবে, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাব মন্দ হইবে। সন্তানকে দুধ খাওয়ান মাতার উপর ওয়াজিব। কিন্তু সন্তানের পিতা ধনী হইলে দাই রাখিয়া দুগ্ধ খাওয়াইলে সন্তানের মাতার গুণাহ হয় না। ছেলে হইলে দুইবছর আর মেয়ে হইলে শিশুকে অতিরিক্ত আড়াই বৎসর পর্যন্ত দুধ খাওয়ান যায়। এর বিপরিতে বেশী দুধ খাওয়ান হারাম। একেবারেই দুরস্ত নাই। (সুন্নী বেহেশতী জেওর, ৪র্থ খণ্ড।)

শিশু তাহার মাতা ভিন্ন অন্য মেয়েলোকের দুধ খাইলে ঐ মেয়েলোকটি শিশুর দুধ মা হয়, ঐ মেয়েলোকটির স্বামী তাহার পিতা হইবে। তাহাদের মধ্যে বিবাহ হারাম। অন্যান্য রেশতাদারের সঙ্গেও এই ব্যবস্থা।

শিশুকে যখন ভাত খাইতে দিবে এবং খাইতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে "বিছমিল্লাহ" বলিয়া ভাত খাইতে দিবে এবং খাওয়ার আদব কায়দাও শিক্ষা দিবে। যাহা থাকে, তাহা দিয়াই খাইতে দিতে হয়। শিশুকে এটা খাইবে না, ঐটা খাইবে, জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। ভাল খাইবার লিপ্সা না হয়, সেজন্য মাঝে মাঝে ছালুন ব্যতিরেকে খাওয়ার অভ্যাস করিবে। শিশুর রুচি পরীক্ষা করার কিছু আবশ্যকতা নাই। যাহা থাকে, তাহাই খাইতে অভ্যাস করাইবে। কোন কোন সময় রুচি নিয়া বিভ্রাট হয়। প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, রুচির জন্য একটি শিশুর নাক কাটা গিয়াছে। শিশুর মাতা রুটি পিঠা নিয়া শিশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, শিশু চিনি দিয়া খাইবে,

Scanned with CamScanner

না গোশ্‌ত দিয়া খাইবে। শিশু দুই-তিনবার মত বদলাইয়া চিনি গোশ্‌ত চাওয়ায় শিশুর মাতা রাগান্বিতা হইয়া তশ্‌তরির উপর শিশুর কপাল চাপ দেওয়ায় তশ্‌তরি ভাঙ্গিয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল এবং শিশুটির নাক কাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত প্রবাহিত হইল। শিশুর মাতা কাঁদিয়া অস্থির হইল। কোন কোন সময় যা না থাকে, তাহাও জিদ ধরিয়া চায়। তখন শিশুকে ন্যায়সঙ্গতভাবে যুক্তি দিয়া অতি শীঘ্রই তাহাকে উহা দিবার কথা বলিয়া সান্ত্বনা দেওয়া উচিত এবং বাস্তবিকই ভাল বা সম্ভবপর বস্তু হইলে পরে তাহাকে উহা প্রদান করিবে। নচেৎ উহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হইবে।

শিশু নিদ্রা :

স্বভাবত: শিশুদের নিদ্রা খুব বেশী-দিবা-রাত্র প্রায় ১৬ ঘন্টা নিদ্রা যায়। পরে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার পরিমাণ কমিয়া আসে এবং ৮ ঘন্টা হইতে ১২ ঘন্টা নিদ্রা যায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে নিদ্রা একটি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু। পরিণত বয়সে সুস্থ শরীরে দিবানিদ্রা ক্ষতিজনক। আবার কঠোর পরিশ্রমের পর যখন আপনা হইতে নিদ্রা আসে, তখন নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক।

শিশুকে অধিক নরম বিছানায় শোয়াবে না। শোয়াইবার দোষে শিশুর মাথা বাকা টেরা হইয়া যায়। মাঝে মাঝে কিছু সরিষার তৈল শিশুর গায়ে মাখিয়া অল্পক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া দিবে তাহাতে শিশুর শরীরে কোন প্রকার ঘা বা পাঁচড়া হইতে পারে না। মাঝে মাঝে শিশুকে এপাশ ওপাশ ফিরাইয়া শোয়াইতে হয়। শুধু চিৎ করিয়া শোয়াইতে নাই। একটু বড় হইলে ছেলে মেয়েকে উপুড় হইয়া শুইতে দিতে নাই। তাহাতে তাহাদের কু-অভ্যাস হয়।

শিশুর নিদ্রা না হইলে ঘুম পাড়াইবার জন্য বর্গীর ভয়, শেয়ালের ভয় কিম্বা বাঘের ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়ান অত্যন্ত অন্যায় কার্য। তাহাতে শিশু সারা জীবনে সাহস সঞ্চয় করিতে পারিবে না। এই কারণে বাঙ্গালীরা ভীরু।

ভয় :

শিশুকে কোন ভয় ডর দেখাইতে নাই। শিশু কাঁদিলে বা কোন অন্যায় করিলে তাহাকে কোন প্রকার ভয় দেখাইতে হয় না। অনেক অবোধ শিশুকে খেঁকশিয়ালের ভয় দেখান হয়। অন্য সময় শেয়াল ডাকিলেই তাহারা ভয় পায়। বাঙ্গালী শিশুরা ব্যাঙ দেখিলেও ভয় পায়। ডাকাতের ভয় দেখান বাঙ্গালীর একটি নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসের মধ্যে গণ্য। বস্তুত: ঐ সমস্ত খাঁটি মিথ্যা কথা। অধিকন্তু ইহাতে ছেলে মেয়েদের আত্মা দুর্বল এবং ভীরু হইয়া যায়। এইরূপ মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য গুণাহগার হইতে হইবে।

Scanned with CamScanner

পোষাক-পরিচ্ছদ :

শিশুর বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় সর্বদা পরিস্কৃত রাখিবে। মাঝে মাঝে ঐ সমস্ত রৌদ্রে দিবে। তাহাতে রোগের বীজ নষ্ট হইয়া যাইবে। একটু বড় হইলে শিশুকে ঋতু অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হয়। শিশুকে এমন কাপড় জুতা কিনিয়া দিতে নাই যাহা ব্যবহার করিলে আল্লাহ্ পাক না করুন, অবস্থার পরিবর্তনে উহা সংগ্রহ করিতে তাহার কষ্ট হইবে। বিজাতীয় পোষাক না পরাইয়া জাতীয় পোষাক ব্যবহার করিতে দিবে। সুন্নতি জামা ও পাজামা অথবা আচকান, পাজামা ও টুপি ব্যবহার করিতে দিবে।

মেয়েদিগকেও পোষাকাদি পরাইতে যত্নবান হইবে। শিশুকাল হইতে মেয়েদিগকে ঋতু অনুযায়ী ও বয়স অনুযায়ী কাপড় চোপড় ও গহনাদি দিতে হয়। মেয়েরা বড় না হইতে মূল্যবান গহনা তাহাদিগকে দিতে নাই। তাহা হইলে চুরি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এমন কি কোন কোন সময় শিশুর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা :

শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তাহাদের মাতা ও ধাত্রীরই রক্ষা করিতে হয়। তাহারা একটু বড় হইলে তাহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার প্রণালী শিক্ষা দিয়া দিতে হইবে। তখন তাহারা অপরিষ্কার থাকিতে ঘৃণাবোধ করিবে। শিশু দাঁড়াইয়া প্রস্রাব না করে এবং পশ্চিম দিকে ফিরিয়া প্রস্রাব না করে, সে বিষয়ে শিক্ষা দিয়া দিবে। পায়খানা প্রস্রাবের নিদিষ্ট স্থানে পায়খানা-প্রস্রাব করিতে শিক্ষা দিবে। ছোটবেলা হইতে পায়খানা-প্রস্রাব করিয়া কুলুখ লইতে ও তৎপর পানি শৌচ করিতে অভ্যাস করাইবে।

মোট কথা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। অতএব, প্রত্যেক জ্ঞানী ও শিক্ষিত পিতা-মাতা তাহাদের শিশু সন্তানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিয়া তাহাদের ভবিষ্যত জীবনের স্বাস্থ্য ও দুনিয়া-আখেরাতে উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইবেন। ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক পৃথক উপযুক্ত ব্যায়াম চর্চা করাইবে।

আদব-কায়দা :

শিশুর শরীর বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবের উন্নতি হওয়া একান্ত আবশ্যক। শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য পিতা-মাতারই প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। আদব-কায়দা শিক্ষার প্রথম পাঠশালাই হইল পিত্রালয় এবং পিতা-মাতাই হইল প্রথম শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। পিতা-মাতা যে প্রকার আদব লেহায, স্বভাব চরিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ঠিক সেই প্রকারই শিশুরও আদব- লেহায, স্বভাব-চরিত্র ও পরিষ্কার-পরচ্ছন্নতা শিক্ষা হইয়া থাকে। আর পিতা-মাতা বেয়াদব বাচাল ও অহঙ্কারী হইলে ছেলেমেয়েও তদ্রুপ স্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে, ইহা স্বত:সিদ্ধ। বড় হইলে তাহাদের সেই স্বভাব ফিরে না।

Scanned with CamScanner

শিশু যখন কথা বলিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের মুখে মুখে আল্লাহ্-রসুল ও কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিবে। পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সহিত ভদ্রতার সহিত-আপনি, জী ইত্যাদি বলিয়া কথা বলিতে শিক্ষা দিবে-তুই, তুমি ইত্যাদি না বলে। এইরুপ শিক্ষা দিলে ক্রমান্বয়ে বাহিরের লোকের সঙ্গেও নম্র ব্যবহার করিতে শিখিবে। দান-খয়রাত দিতে হইলে তাহাদের হাত দ্বারা দেওয়াইবে। শিশু চীৎকার দিয়া কথা না বলে এবং বৃথা মন্দ কথা ও গালি-গালাজ না করে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে এমন রাগ বা কটু কথা বা গালি গালাজ দিয়ে কথা বলা যাইবে না। যাহার প্রভাবে সন্ত ানরা গালি-গালাজ শিখিয়া অচিরেই বাবা-মা বা প্রতিবেশীর সহিত সেই আচরণ করিবে।

আবদার :

দুগ্ধপোষ্য শিশু একটু বড় হইলে প্রথম খাওয়ার বস্তুর জন্য আবদার করিয়া বলে-আমাকে এটা দাও, ঐটা দাও। না পাইলে মারামারি ও হুলস্থুল কাণ্ড। এই রকম দুই-তিনটি শিশু সংসারে থাকিলে সমস্ত দিনরাত্রিই কোলাহল করে। কাপড় চোপড় বই-পুস্তকের জন্যও ঐরুপ করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা সংসার সম্বন্ধে কিছুই বুঝে না। তাই তাহারা ঐরুপ আবদার করিয়া বসে। কোন কোন আবদার রক্ষা করা কঠিন বা অসম্ভব। আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিতে বলিলে তাহা দেওয়া অসম্ভব কিন্তু ন্যায্য আবদার রক্ষা করিতে হয়। তাহা না হইলে পিতা-মাতার উপর ছেলে-মেয়েদের শ্রদ্ধাভক্তি থাকে না।

সংসর্গ :

শিশু কেন, যে কোন মানুষই একা থাকিতে পারে না। মানুষের মন চায় সঙ্গলাভ। হাঁটিতে চলিতে, খেলিতে বেড়াইতে সঙ্গীর আবশ্যক হয়। ভাল লোকের সঙ্গে চলিলে ভাল হয়, মন্দ লোকের সঙ্গে চলিলে মন্দ হয়। কথায় বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। আর একটি কথা, "সুলোকের সঙ্গে চলে খায় বাটার পান, কুলোকের সঙ্গে চলিলে কাটা যায় কান"। ফারছীতে একটি কথা আছে, ছোহবতে ছলেহ তোরা ছলেহ কুনাত ও ছোহবতে ত্বলেহ্ তোরো ত্বলেহ্ কুনাত। অর্থাৎ সৎসংশ্রব তোমাকে সৎ করিবে আর অসৎ সংশ্রব তোমাকে অসৎ করিবে। অতএব ছেলেমেয়ে অবাধ চলাফেরা করিতে না পারে, তৎপ্রতি পিতা-মাতার লক্ষ্য করা উচিত। অশিক্ষিত ও অসভ্য ছেলে-মেয়েদের সহিত তাহাদিগকে সর্বদা উঠাবসা করিতে দিবে না যে সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে না, পিতা-মাতার কথা শুনে না, শুধু দুষ্টামী ও বাবুগিরী করিয়া ফিরে তাহাদের সহিত ছেলে-মেয়েকে

Scanned with CamScanner

মিশিতে দিবে না। কাদা-মাটি দ্বারা যে প্রকার ইচ্ছা সে প্রকার বস্তুই তৈয়ার করিতে পারা যায়। তদ্রুপ শৈশব বা বাল্যকাল হইতে ছেলেমেয়েকে যেরুপ ইচ্ছা সেরুপ তৈয়ার করিতে পারা যায়। শিশু প্রথম যৌবন প্রাপ্ত হইলে বিপরীত লিঙ্গের সন্তানের সাথে এমনকি আপন ভাই-বোনকেও একই বিছানায় শুইতে দেওয়া যাইবে না। ইহাতে যেকোনো সময় তাহারা চরিত্রহীন হইতে পারে।

স্বভাব :

স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি হইতে যে গুণাবলী বা দোষাবলী উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্বভাব বলে। স্বভাব দুই প্রকার। সৎ স্বভাব ও অসৎ স্বভাব। শিশু বড়-হইবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা স্বভাবের পরিচয় দেয়। ভাল হউক আর মন্দই হউক, সর্বসমক্ষে উহা পরিষ্ফুটিত হইয়া উঠে। যাহাদের উপর অধিকার আছে, তাহাদিগকে বা নিজ ছেলে-মেয়েদিগকে ভালভাবে চালাইলে ও সদুপদেশ দ্বারা সৎভাবাপন্ন করিলে একদিন তাহারা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। অতএব পিতা মাতা সন্তানকে ছোটবেলা হইতে মিষ্টভাষী ও বিনয়ী হইতে শিক্ষা দিবে। সর্বদা সৎচিন্তা করিতে ও সৎকাজ করিতে উপদেশ দিবে। মন হইতে হিংসাদ্বেষ যাবতীয় কু-রিপু অপসারিত করিয়া সঠিক উপদেশ দিবে। সৎগুণ শিক্ষা দিলে চরিত্রে অসৎগুণ আপনা আপনিই স্থান পাইবে না।

শিক্ষা :

শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। শিশু আপনা-আপনি যে শিক্ষা পায় তাহাকেই স্বাভাবিক শিক্ষা বলা হয়। সাধারণত: স্বভাব বা প্রকৃতি তাহাকে তাহার আবশ্যক শিক্ষা দেয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণাই তাহার দৃষ্টান্ত। এতদ্ব্যতীত তাহার হাসিকান্নাও একটি স্বভাব প্রসূত শিক্ষা।

শিশুর বয়স যখন ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন হইবে, তখন তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে। ৬ বৎসর বয়সে তাহাকে নামায শিক্ষা দিবে। প্রথমে তাহাকে মাতৃভাষা শিক্ষা দিবে। পরে আরবী ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি আবশ্যকীয় ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষা শুধু স্কুলেই সীমাবদ্ধ নয়, অভিভাবকগণ গৃহে ছেলেমেয়েকে কিছু বাংলা শিক্ষা দেওয়ার পর, আরবী ভাষায় কুরআন শরীফ পড়া শিক্ষা দিবে। তৎপরছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইয়া রীতিমত "দীনিয়াত" অর্থাৎ "ধর্ম সম্বন্ধীয়" বিদ্যা যাহাকে ইসলামী শিক্ষা বলে, তাহা শিক্ষা দিবে। বিদ্যালয়ে রীতিমত "দীনিয়াত শিক্ষা" হয় কি-না তাহাও দেখিতে হইবে। কোন অসুমলমানের স্কুলে খামখেয়ালী পাঠের দরুণ ছেলেমেয়েদের দীনিয়াত বা ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। সুতরাং উপযুক্ত আলেম ওস্তাদের অধীনে ছেলেমেয়েদের সর্বপ্রথম বাড়ীতে ধর্ম শিক্ষা নীতি শিক্ষা ও চরিত্র গঠন শিক্ষা দেওয়া উচিত। পরে ওস্তাদগুণে সাগরীদ গড়িয়া উঠিবে। কথায় বলে "ওস্তাদগুণে সাগরীদ রে ভাই, পানি গুণে মাছ। মহান

Scanned with CamScanner

হক্কানী অলীদের নিকট সোহবত গ্রহণ ফরজ

আল্লাহ পাক বলেন- كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (অর্থ-তোমরা সত্যবাদী (অলী) দের সাথী হও)

(পবিত্র সুরা তওবা আয়াত শরীফ-১১৯) বুখারী শরীফ সহ অনেক ছহীহ হাদীস শরীফে আসিয়াছে-اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থ- যাহার সহিত যাহার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত হয় তাহার সহিত তাহার হাশর হইবে এবং জান্নাত হইবে। অতএব মা-বাবা নিজেরাসহ সন্তানদের কেও যেকোন হক্কানী অলী বা আলেমদের ছোহবতে যাওয়া ফরজ। (বুখারী, মুসলিম, পবিত্র কুরআন শরীফ, সুরা কাহাফ ১৭, সুরা নিছা ৫৯, সুরা বাকরা ২৫৭, সুরা লোকমান ১৫নং আয়াতসহ ২৫০টি দলীল)

ছেলে-মেয়েকে পাঠ্যাবস্থায় কোন উপন্যাস পড়িতে টিভি দেখিতে দিতে নাই। কারণ উহাতে মিথ্যার ভিত্তি ও অবৈধ প্রেমের বীভৎস অনাদর্শ শিক্ষা প্রচুর, ধর্মবিরোধী ও নাস্তিকতার কোন বই পুস্তক ও পড়িতে দিবে না। অবোধগম্য প্রেমের গান, গজল ইত্যাদি এবং শরীয়ত বিরুদ্ধ গান বাজনার চর্চা করিতে দিবে না। অপরিণত বয়সে ও অপরিপক্ক বুদ্ধিতে ছেলে-মেয়েগণ শরীয়ত-বেশরীয়ত বা ভালমন্দের কিছুই বুঝে না। কোন কিছুর অনিষ্ট ঘটিয়া গেলে উহার ফলভোগ করিয়া ও সময় হারাইয়া হুশ হইলে তখন হৃদয়-চক্ষু উম্মেলিত করিয়া দেখে যে, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন পুন: আর রোদন করিয়াও সুখ-সমৃদ্ধি ও সুশৃঙ্খলা ফিরিয়া আনিতে পারে না। অতএব, বয়স অনুযায়ী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম সম্বন্ধীয়, সমাজ সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়িতে হইবে। ধিরে ধিরে পবিত্র কুরআন শরীফ বাংলা অর্থসহ হাদীস শরীফ এবং নামাজ শিক্ষা সহ বিভিন্ন ধর্মীয় বই পড়িতে অভ্যস্থ করিয়া তুলিতে পারিলে সন্তানগণ হক্কানী ও অলী হওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হইবে। মানুষ দেখিলেই যেন ছালাম দিতে পারে সে অভ্যাসের জন্য বাবা-মা পরস্পর কে এবং সন্তানদেরকে প্রথমে নিজেরাই ছালাম দিতে হইবে। ছহীহ হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে বাড়িতে ছালাম বিনিময় হয় সে বাড়ীতে সর্বদা রহমত নাযীল হয়। (মুসলিম মিশকাত ইত্যাদি)

মুসলিম মহিলাদের পর্দা সমস্যা নয় বরং পর্দা করা ফরজে আইন

ছুরায়ে নূরের চতুর্থ রুকুতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ফরমাইয়াছেন-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ — وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Scanned with CamScanner

অর্থ-ও আমার রসুল ﷺ আপনি বলিয়া দিন যে, মুমিনগণ যেন আপন চক্ষু দৃষ্টি পরমহিলাদের দিকে হইতে বন্ধ বা অবণত রাখে ও নিজ লজ্জাস্থানসমূহ হেফাযতে রাখে। আর মুমিনা স্ত্রীগণকে বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন নিজ নিজ চক্ষু দৃষ্টি পর পুরুষের দিকে হইতে বন্ধ বা অবনত করিয়া রাখে ও লজ্জার অঙ্গ সকল পরদায় ঢাকিয়া রাখে এবং আপন সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং পর্দা দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া রাখে, যেন অন্য পুরুষে দেখিতে না পায়। পবিত্র সুরা নূর আয়াত শরীফ-৩০ ও ৩১।

হুজুর পাক ﷺ ফরমাইয়াছেন, পর-পুরুষ ও পর স্ত্রী একত্র হইলে শয়তান উভয়ের মধ্যে আসিয়া উভয়কে অবৈধ কার্যে লিপ্ত করিবার চেষ্টা করে বা লিপ্ত করে। সুতরাং ভিন্ন পুরুষ ও ভিন্ন স্ত্রীলোককে একত্রিত হওয়া বা হইতে দেওয়া উচিত নয়। হুজরপাক ﷺ আরও ফরমাইয়াছেন যে ভিন্ন স্ত্রী বা ভিন্ন পুরুষ একে অন্যের উপর ইচ্ছাপূর্বক নজর করিলে আখেরাতে তাহাদের চক্ষে গরম সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইবে। হারাম দৃষ্টি দ্বারা অন্ত:করণে একটি কালিমা পূর্ণ দাগ পড়ে। তাহাতে নেক আমল নষ্ট হইয়া যায়। নিজের স্ত্রীর দিকে তাকাইলে একটি সুন্নত একশত শহীদের মর্যাদা পাইবে আর পর মহিলার দিকে বার বার শাহাওয়াতের দৃষ্টিতে তাকাইলে জেনার মত কবিরা গুণাহ হয়। এবং মা-বাবার দিকে নেকনজরে তাকাইলে একটি সুন্নত একশত শহীদের মর্যাদা এবং কবুল হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যায়। (সমূহ ছহীহ হাদীস শরীফের কিতাব)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা কামশক্তি সৃষ্টি করিয়া দশভাগ করিয়া মাত্র এক ভাগ পুরুষের মধ্যে ও বাকী নয়ভাগ স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রদান করিয়াছেন। সে কারণেই পুরুষজাতি তথা এক ভাগ চুম্বক অতি সহজেই অল্প উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া নয়ভাগ বিশিষ্ট স্ত্রীজাতির উপর চুম্বকের মত লাফাইয়া পড়ে। এ বিষয় প্রকাশ্যভাবে বলার দরকার হয় না। কবি বলিয়াছেন-

"জ্ঞানী যারা বুঝে তারা শুধু ইশারায়
নাদানেরে বুঝাইতে কে পারে কোথায়?

সুতরাং স্ত্রীলোকের ও পুরুষের কাম আকর্ষণের স্বাভাবিকরুপ-এইরুপ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে, তেঁতুল দর্শনে যেরুপ জিহ্বায় পানি আসে, সেরূপ পুরুষ ভিন্ন মহিলাকে ও মহিলা ভিন্ন পুরুষ দর্শন করিলে কিছু না কিছু কামভাবের উদ্রেক হইবেই হইবে। আরও দুইটি উদাহরণ এই-বর্বারম্ভ বা মেঘ দর্শনে দাদরোগী দাদ ও মাথাধরা রোগীর মাথাধরা কষ্টকর অবস্থায় পরিণত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মেঘের সঙ্গে উক্ত দুইটি রোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ইহা অস্বীকার করিবার কোন যুক্তি নাই। অসম্পর্কীয় বা গায়ের-মোহররম মহিলা-পুরুষ একত্র সমাবেশে কিছুমাত্রও চঞ্চল হয় না বলিয়া যে বলে, সে মিথ্যা বাদী। তবে আকস্মিক দুর্ঘটনা বা জীবন-মরণের ব্যাপারে স্বতন্ত্র।

Scanned with CamScanner

স্ত্রীজাতির উদরেই পীর, পয়গম্বর, অলী-আওলিয়া আলেম, হাফেজ প্রভৃতি মহান আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব স্ত্রীজাতি খুব বুজুর্গ তা'যীমের অধিকারীণী। স্ত্রীজাতি পীর পয়গম্বর না হইয়া থাকিলেও অলী ও অলীর মাতা হইয়াছেন। মোটকথা, স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির মাতা। এখন কে বড় হইল ও সম্মানের উপযুক্ত হইল, তাহা প্রকাশ্যে অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু এই পুণ্যাত্মা মহিলাকুল যদি আত্মসম্মান ভূলিয়া গিয়া রাস্তা-ঘাটে যার-তার সাথে কথা বলে এবং নানা প্রকার প্রলোভনে পড়িয়া স্বীয় সযত্নে অর্জিত ও রক্ষিত মূল্যবান ইজ্জতকে চিরতরে বিসর্জন দেয়, তাহা হইলে কে তাহার গতিরোধ করিবে? আধুনিক উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা আন্তরিকতার দরুন ভোটের বাজারে বিক্রিতা হয়। আবার কেহ স্বার্থপর হইয়া কতিপয় নির্বাচিত ব্যক্তির সহিত ওৎপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। ইহা কিন্তু অধিকন্তু উচ্চশিক্ষিতা মহিলা সম্পর্কে প্রযোজ্য। ইহাছাড়া সাধারণ উচু-নীচু মহিলা সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা অবাধে রেল ষ্টিমারে জনসাধারণের গায়ের সঙ্গে মিশিয়া চলাফেরা করে। ইহার পরিণাম অত্যন্ত খারাপ, খবরের কাগজে ও প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হইয়া থাকে। সর্বপ্রকার মহিলাকুল যদি উপরোক্ত বিষয়সমূহ অবলম্বন না করিয়া সুপথ ও সম্মানেরই পথ অবলম্বন করিত, তাহা হইলে তাহারা বাস্তবিকই পুরুষজাতির উপযুক্ত মাতা হইতে পারিত। তাহারা যদি উপযুক্ত ঝিনুক, মুক্তা, শ্রমলব্ধ মৃগনাভীতে কস্তুরী ও পর্দার মধ্যে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করিত, তাহা হইলে একদিন না একদিন উক্ত বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ধন্য হইতে পারিত। পক্ষান্তরে বিপদগামিনীর কোন সুপথ বা সুপন্থাই নাই। নিম্নে উহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে :-

একজন ব্যক্তির বেপর্দা হওয়ার কঠিন শাস্তির ঘটনা

একজন আল্লাহওয়ালা লোকের একটি ছেলে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। লোকটি কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া মহান আল্লাহর নিকট মানত করিলেন যে, তাহার ছেলের রোগ সারিলে সে ৭ দিনের জন্য মহান আল্লাহর ধ্যানে মুরাকাবা করিবে। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় রোগ সারিল; লোকটি জিন্দা মুরাকাবায় বসিলেন তাহার রুহানিয়াতের দৃষ্টি খোলাছিল সে হিসাবে মহান আল্লাহর ইচ্ছাও দয়ায় তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি গর্ত বেহেশতের দিকে ও একটি গর্ত দোযখের দিকে গিয়াছে। লোকটি বেহেশতের দিকে গর্ত দিয়া যাইয়া বেহেশতের অপরিসীম সুখ ও অবর্ণনীয় বস্তু সমূহ দেখিলেন, যথা:-

বেহেশতের খাট-পালঙ্ক, বিছানাপত্র এবং স্বামী-স্ত্রীর সুখশয্যার পরিপাটি ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখিয়া এত খুশী হইলেন যে, ইহার ব্যাখ্যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দোযখের গর্তের ভিতর দিয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তথায় অসংখ্য প্রকার আজাব হইতেছে। নিম্নে ইহার কিঞ্চিত বর্ণনা দেওয়া হইল :-

Scanned with CamScanner

লোকটি দেখিতে পাইলেন, এক স্ত্রীলোকের মাথার উপর একটি আগুনের শকুনী ও একটি আগুনের কাকে বসিয়া উক্ত স্ত্রীলোকটির মস্তিক খাইতেছে। তাহাতে স্ত্রীলোকটি অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে ও চীৎকার করিতেছে। লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এইরুপ দশা কেন? স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি দুনিয়াতে থাকার সময় একদিন আমার মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছিল সেই অবসরে ভিন্ন পুরুষ আমার মাথা একবার মাত্র দেখিয়াছিল সেই হেতু মহান আল্লহ তা'য়ালা আমার উপর আযাব নির্ধারিত করিয়াছেন।

তিনি আরও কতদুর যাইয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোকের বুকের উপর দুইটি আগুনের অজগর বসিয়া বুক চিড়িয়া খাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এইরুপ দশা হইল কেন?" তখন স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি দুনিয়াতে থাকার সময় একদিন আমার বুকের ওড়না ফেলিয়া দিয়াছিলাম। সেই অবসরে ভিন্ন পুরুষ তাহা মাত্র একবার দেখিয়াছিল, সেই হেতু আমার এই দশা হইতেছে।

আরও কতদুর যাইয়া দেখিলেন, এক স্ত্রীলোকের মুখ আগুনের সাড়াশী দিয়া হা-করাইয়া মুখের মধ্যে পায়খানা, প্রস্রাব ইত্যাদি গলিত পদার্থ ঢালিতেছে। আর ঐ স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিতেছে। উক্ত লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এইরুপ দশা হইল কেন? তখন স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি দুনিয়াতে থাকার সময় জোরে জোরে কথা বলিয়াছিলাম ভিন্ন পুরুষ তাহা শুনিয়াছিল। আর আমার এই মুখ দিয়া স্বামীকে গাল-মন্দ বলিয়াছিলাম্ সেই হেতু আমার এইরুপ আযাব হইতেছে। আবার কতদুর যাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, এক স্ত্রীলোকের হাতে পায়ে আগুনের শলাকা বিদ্ধ করিয়া আগুনের মুগুর দ্বারা আঘাত করিতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এইরুপ দশা হইল কেন? তখন সে বলিল, আমি দুনিয়াতে থাকার সময় একদিন ভিন্ন পুরুষের সহিত একবারমাত্র জেনা করিয়াছিলাম। সেইহেতু আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এইরুপ আযাব দিতেছেন। (নুজহাতুল মাজালিস, সুন্নী বেহেস্তি জেওর ১/৪৭৩ পৃঃ, নুজহাতুল বাসিতীন ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাব)

সুতরাং ইহা ভাবিবার বিষয় যে, এহেন সামান্য অপরাধের দরুণ, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এহেন কঠোর শাস্তি দিবেন, আর ইহা হইতে আরও কত গুরুতর অপরাধ হইতেছে তাহার যে কি প্রকার কঠোর হইতে কঠোরতর শাস্তি হইবে, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। তাই যার যে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত গুণাহর জন্য আল্লহর নিকট তওবা করিয়া পাক-ছাপ হইয়া মৃত্যুর জন্য সর্বদা তৈয়ার থাকা উচিত।

Scanned with CamScanner

পর্দার উপকারিতা

মহান আল্লাহ্ পাক পরওয়ারদিগার পর্দা দ্বারা মহিলাদের আবরু অর্থাৎ মান-সম্মান ও ইজ্জত রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নানা প্রকার পরীক্ষা করেন। পুরুষ জাতিকে এক প্রকারে ও মহিলা জাতিকে অন্য প্রকারে অগ্নি পরীক্ষা করেন। মানুষ তাহা বুঝিয়াও বোঝেনা দেখিয়াও দেখেনা যার কারণে শাস্তি পায় দুনিয়া ও আখিরাতে সেজন্য মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন প্রকারেই দায়ী নহেন, দায়ী শুধু স্বেচ্ছাচারী মানুষ। আল্লাহ্র ষোল আনা হুকুম মানিয়া চলিলে পুরুষ হউক আর মহিলাই হউক এই দুনিয়াতেও সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকিতে পারে এবং আখেরাতেও সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। স্ত্রী-পুরুষ যদি হালাল খাদ্য খাইতে পারে ও মান-ইজ্জত রক্ষা করিয়া পর্দা-পুশিদায় চলিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের ঔরষে ও গর্ভে মহান আল্লাহ্র মনোনীত উত্তম অলী বান্দা উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নে একটি অতি উত্তম উদাহরণের অবতারণা করিতেছি:-

পর্দার উপকারীতা সম্বলিত চমৎকার ঘটনা

জিলান নগরে হযরত আবু ছালেহ মুছা নামে একজন অলি লোক ছিলেন। একদা তিনি মুরাকাবার পরে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নদীর মধ্যে একটি ছেব ফল ভাসিতে দেখিয়া উক্ত ফলটি দেখিতে পাইলেন উহার চার ভাগের তিন ভাগ নষ্ট। এক ভাগ ফল তিনি মহান আল্লাহ্র নিয়ামত মনে করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। পরে তিনি মহান আল্লাহ্র ভয়ে ভিত হইয়া চিন্তা করিলেন যে, ক্ষুধার সময় ফলটি খাইয়াছি, ইহা নিশ্চয়ই অন্যের হক। অতএব, ইহার দাবী না ছাড়াইয়া লইলে উহা কখনও হালাল হইবে না। আখেরাতে আল্লাহ্র কাছে তিনি কি জওয়াব দিবেন? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নদীর পার দিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। বহুদূর যাইয়া তিনি নদীর পাড়ে একটি ছেব ফলের গাছ দেখিতে পাইলেন এবং মনে করিলেন, এই গাছ হইতেই সেই ছেব ফলটি পড়িয়াছে। গাছের মালিকের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনয় সহকারে বলিলেন হুজুর! আমি ক্ষুধার তাড়নায় আপনার গাছের একটি ছেবফল খাইয়াছি। উহা নদীর পানিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উহার দাবী হইতে রেহাই দিন। গাছের মালিক একজন অলি ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন পরহেজগার লোক হইবেন। তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, আপনি ১২ বৎসর পর্যন্ত আমার বাগানের দেখাশুনার দায়ীত্ব পালন করিতে পারিলে আপনাকে মাফ করিতে পারি; অন্যথায় মাফ করিব না। তিনি ভাবিলেন, দুনিয়াতে দাবী না ছাড়াইতে পারিলে কেয়ামতের দিন দাবী ছাড়াইতে কঠিন হইবে। কারণ হুজুর পাক ﷺ বলেন- শরীরের যে অংশ হারাম মাল খাইয়া তৈরী হইবে তাহা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধিভূত হইবে। (মুসলিম মিরকাত সহ অসংখ্য হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

অতএব, আখেরাতের দাবী দাওয়া অপেক্ষা দুনিয়াতে গোলাম হইয়াও দাবী ছাড়ান ভাল। সুতরাং তিনি গাছের মালিকের কথায় সম্মত হইলেন।

পূর্ণ বারো বৎসর গোলামী করিবার পর যখন তিনি তাহার মালিকের নিকট বিদায় চাহিলেন, তখন মালিক বলিলেন, আপনি বিদায় হইতে হইলে আমার একটি শর্ত রক্ষা করিতে হইবে। উহা হইতেছে এই যে, আমার একটি অন্ধ, বোবা, খোঁড়া, কানা, লুলা, কুৎসিত মেয়ে আছে সেটিকে আপনার বিবাহ করিতে হইবে। উহা শুনিয়া তিনি খুব বিপদে পড়িলেন। তাহাকে বিবাহ করিলে কি লাভ হইবে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঠিক করিলেন দুনিয়ায় অস্থায়ী সুখ ও মায়া-মমতা হইতে আখেরাতের সুখই ভাল। আখেরাতে যাহাতে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহাই উত্তম। অতএব, তিনি মালিকের কথায় রাজী হইলেন এবং মালিকের উক্ত মেয়েকে বিবাহ করিলেন এই নিয়তে যে স্ত্রীর সেবার আশা না করিয়া তাহারই সেবা করিয়া জীবন কাটাইব তবুও ফলের দাবী রাখিয়া মরিবনা। বিবাহের রাত্রে তাহাদের উভয়কে বাসর-ঘরে দেওয়ার পর তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহার স্ত্রী একটি পরমা সুন্দরী সুলোচনা সুদর্শনা মহিলা। এতদ্দর্শনে তিনি অতীব বিস্মিত হইলেন এবং ভয়ে ও সন্দেহে হতভম্ব হইয়া পড়িলেন এই বিষয়ে, নিশ্চই এ অন্য কোন মহিলা হইবে। তাহাকে তাহার স্ত্রীও কোন প্রকার কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। সারারাত্রি তিনি এই ভাবিয়া কাটাইলেন এবং তাহাকে স্পর্শ করিলেন না এই ভাবিয়া যে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এ মেয়ে কি এক অভাবনীয় বিষয়ের অবতারণা। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র তিনি উঠিয়া শ্বশুরের নিকট করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে, কে বা কাহারা আমাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য গতরাত্রে আমার বাসর ঘরে এক দিবা কান্তিময়ী সুন্দরী মহিলাকে প্রেরণ করিয়াছে। ইহার কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না আপনি বলিয়াছেন, আপনার মেয়ে অন্ধ, বোবা ও খোড়া। কিন্তু যাহাকে দেখিলাম, তিনি ঐরূপ কিছুই নহেন। ইহার কারণ কি? হুজুর অনুগ্রহপূর্বক বলুন, ইহার ভিতর কি রহস্য নিহিত আছে। শ্বশুর সাহেব হযরত আব্দুল্লাহ সাওমাই রহমাতুল্লহি আলাইহি বলিলেন বাবা! ইহা আপনার সৌভাগ্য যে, আপনি আমার এইরূপ একটি মেয়েকে পাইয়াছেন যে, সে কখনও পরপুরুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই তাই তাহাকে অন্ধ বলিয়াছি, সে কখনও মুখ দ্বারা অন্যের সহিত কথা বলে নাই, তাই তাহাকে বোবা বলিয়াছি এবং সে পা দ্বারা কোথাও যায় নাই, তাই তাহাকে খোড়া বলিয়াছি, সে পরপুরুষকে কখন স্পর্শ করে নাই এই জন্য লুলা, কেউ তাহাকে দেখে নাই এইজন্য কুৎসিত বলিয়াছি। আপনাকে পরহেজগার পাইয়াই আমার প্রাণের প্রিয় এই মেয়েটিকে আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম। ইহা মহান আল্লাহর দান। আপনার আল্লাহ ভীতির জন্যই আমার কিছু নয়।

Scanned with CamScanner

এই অসাধারণ পরহেজগার সাধ্বী সতী মহিলার গর্ভেই আমাদের পীরানে পীর, দস্তগীর, পীর হযরত গাওছুল আযম মাওলানা শাহ্ আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লহি আলাইহি সাহেবের জন্ম হয়। এই পূণ্যবতী মহিলার নাম উম্মুল খইর ফাতিমা রহমাতুল্লহি আলাইহা সমগ্র কুরআন শরীফের হাফেজা ছিলেন। হযরত বড় পীর সাহেব তাঁহার গর্ভে থাকাকালীন তিনি সর্বদা পবিত্র কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় হযরত বড় পীর সাহেব তাঁহার মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই পবিত্র কুরআন শরীফের আঠার পারা হেফয্ করিয়াছিলেন, সুবহানাল্লাহ। (নুজহাতুল মাজালিস সুন্নী বেহেশ্তী জেওর ১/৪৭৬ পৃঃ।)

পর্দা সম্বন্ধে কথোপকথন

তাছলিমা তাহার বান্ধবী রাবিয়ার সহিত পর্দা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথোপকথন করিতেছেন:

তাছলিমা-তোমাদের নিয়া ধার্মিক সমাজ এক মুস্কিলে পড়িয়াগিয়াছে। তোমাদের রূপ দেখার জন্য মনুষ্যমাত্রই লালায়িত। এতে তাহারা ধর্মের ভয় ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যেখানে তোমরা, তার চতুর্দিকে দর্শকের দল জুটে। তখন তোমাদের সর্বশরীর রীতিমত ঢাকা না থাকলে, দর্শকেরা তোমাদের লালিত্য উপভোগ করিতে পারে। কারণ খাবার ঢাকানা থাকিলে যেমন মশা মাছি ভীড় জন্মায় অনুরুপ ভাবে মহিলারা মহলে না থাকিয়া বেপর্দা হইয়া ঘুরিলে মশা-মাছি মার্কা খারাপ পুরুষ ধর্ষন, এসিড নিক্ষেপ এবং ইভটিজিং এর সুযোগ গ্রহণের অপচেষ্টা করিয়া থাকে।

রাবিয়া-"তোমাদের" কথা দ্বারা আপনি বোধ হয় সমগ্র স্ত্রীজাতিকে উল্লেখ করিয়াছেন। যদি তাই হয়, শুধু আমরা কেন, আপনারাও কি তাহাতে বাদ পড়িয়া যাইবেন?

তাছলিমা-না বোন, আমাদের বাদ পড়িয়া যাওয়ার উপায় নাই। তবে আমরা বয়স্কা, প্রৌঢ়ার চেয়ে বয়স্কার রং ছুরত অনেক বেশী। আমাদের দিকে লোকের তাকাবার কোন কারণ নাই। আমাদের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই দর্শকের ঘৃণা জন্মে। আর তোমাদের বয়সের যুবতী মেয়েরা সাধারণতঃ রূপে-গুণে টলমল। কাজেই ভাল জিনিষের অধিক আশঙ্কা। এজন্যে তোমাদের কথা বলিলাম, ত্রুটি হইলে ক্ষমা করিয়া দিও।

রাবিয়া-আজকাল না পর্দা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যাইতেছে নতুন শিক্ষিতা মেয়েরা নাকি বাইরে চলাফেরা করিতে কোন দোষ মনে করে না।

Scanned with CamScanner

তাছলিমা-সেই কারণেই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রকার নতুন মতে মুসলমান মেয়েরা অন্য জাতীয়ঃ অনুকরণে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। মুসলমানের অভিমত এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাহা আদেশ করেন এবং আমাদের আখেরী নবী পাক ﷺ যে উপদেশ দিয়াছেন তাই একমাত্র পালনীয়। অন্যান্য যত মতের বাণী শুনা যায় তাহা মহা ভুল, শয়তানের ইঙ্গিত মাত্র।

পর্দা সম্বন্ধে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাহা বলিয়াছেন وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى الخ তাহার মর্ম এই-মহিলাগণ নিজগৃহে অবস্থান করিবে, বিনা পর্দায় বের হইবে না। মুসলমান স্ত্রীলোকগণ তাহাদের সর্বাঙ্গ চাঁদরে আবৃত রাখিবে। তাহার নিজের দৃষ্টি পর পুরুষ হইতে ফিরায়ে রাখিবে। নিজেদের গুপ্তস্থানের সতীত্ব রক্ষা করিবে এবং নিজের সৌন্দর্য কাহাকেও দেখাইবে না। (পবিত্র ৩৩ নং সুরা আহযাব ২২ পারা আয়াত শরীফ ৩৩)

নুরনবী হযরত ﷺ বলিয়াছেন স্ত্রীলোকের সমস্ত শরীরই গুপ্তস্থান। এজন্য তাহারা পর্দাহীন অবস্থায় বের হইলে শয়তান তাই অবলম্বন করিয়া পর পুরুষের কামভাব জাগায়ে দেয়, এ সকল নিষেধ বাক্য ছহীহ হাদিছ শরীফের অনেক স্থানে আছে। কারণ যে জিনিষ যত দামী তাহা তত সংরক্ষিত জায়গায় রাখা হয়। যেমন সোনা, হিরা, মানিক এবং নিজের গুপ্তস্থান দামী বলিয়াইতো প্রতিটি মানুষ উহা আলমারীতে এবং গুপ্তস্থান কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখে। একজন পাগল ছাড়া কখনও কেহই তাহার গুপ্তস্থান বাহির করিয়া রাখিতে পারেনা যেমন ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ পাক প্রদত্ত সব চাইতে দামী সৃষ্টি মহিলারা পর্দায় থাকিলে তাহাদের দাম ইহকালে এবং পরকালে বাড়িয়া যাইবে এবং তাহারা জান্নাতি হইবে। তাই বলি, তোমরা সর্বদা পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকিবে; দাদা, নানা, বাবা, চাচা, মামা আপন ভাই প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির সাথে বিবাহ চলে না, তাহারা ভিন্ন সকলেই পরপুরুষের মধ্যে গণ্য। আর স্ত্রীলোকের মুখ, কব্জা হইতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত এবং হাত ও পায়ের পাতা ভিন্ন সমুদয় শরীর গুপ্ত অঙ্গ বলিয়া জানিবে।

এই যুক্তির পর পর্দার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নেই। যে যাহাই বলুক, আখেরাত চাইলে-পর্দা রীতিমত, চিরদিন মানিয়া চলিতে হইবে।

রাবিয়া-আমাদের দেশের যে সকল মেয়েরা বাড়ীর ভিতর থাকে, তাহারা কিন্তু বেহাই, ভগ্নি-পতি, ননদের স্বামী প্রভৃতি কুটুম্বের সাথে অবাধে হাসি-ঠাট্টা এবং বেশ আলাপ করিয়া থাকে, ইহাও কি অন্যায়।

Scanned with CamScanner

তাছলিমা-অন্যায়। একেবারে হারাম। দোযখ তাহাদের জন্য খোলা থাকিবে; আজকাল নতুন ভদ্র পরিবারের মধ্যে এইসব লীলাখেলা বেশী দেখা যায়। এককথায় মনেরাখিতে হইবে যাহাদের সহিত বিবাহ জায়েজ তাহাদের সহিত অবাধ দেখা করা হারাম। আর যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম তাহাদের সহিত দেখা করা বৈধ।

উক্ত পরিবারগুলোর চাকর-নফরগণ স্ত্রীলোকের মধ্যে অতি-কুৎসিত ভাবে চলাফেরা করিয়া থাকে। যেখানে মহান আল্লাহ ও রাছুল ﷺ উনাদের হুকুম অমান্য করা হয়, সেখানে পর্দা কিরুপে টিকিতে পারে। তাহা তাহারাই জানেন। মহান আল্লাহ পাক এ অন্ধ সমাজকে ধর্মজ্ঞানে আলোকিত করুন। আমিন।

বে-পর্দার ক্ষতি

রাবিয়া-আচ্ছা পর্দা না করিলে কি ক্ষতি হয়? যাহারা পর্দা না করে, তাহারাতো বেশ মনের ইচ্ছামত বেড়ায় ও সংসারে কাজ করে।

পর্দার সুফল-কুফলের চমৎকার ঘটনা :

তাছলিমা-হ্যাঁ করে তো কিন্তু তাতে ক্ষতি আছে। একটু শুন, এক শিক্ষিত ফরাজী, তার স্ত্রীকে পর্দার ভিতরে রাখতো। সে গ্রামের মেয়েলোকেরা ছিল বেপর্দা। পুরুষেরা তাই পছন্দ করত। কারণ, তারা সেই মেয়েলোকদের সাথে অবাধে চলাফেরা করতো। সকলে মিলে ফরাযীকে তাদের বেপর্দার সমাজে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। ফরাযীকে তারা বললেন আমরা সকলেই এক গ্রামের লোক। আমরা সকলেই এক রকম চলি, আর আপনি অন্য রকম চলেন। আপনার পর্দা করে কি লাভ বলুন? আপনার বিবি তো বাড়ীর বাইরে গিয়ে কোন কাজ করতে পারে না। পানি আনতে পারে না, লাকড়ী আনতে পারে না। আপনি অনুমতি দিলে সে আমাদের বাড়ী গিয়ে একটু পান খেয়ে আসতো।

ফরাযী তাতে সায় দিলেন এবং স্ত্রীকে বে-পর্দায় চলতে বললেন। তাতে তার স্ত্রী অনিচ্ছাসত্ত্বেও বে-পর্দা হয়ে অন্যান্য মেয়েলোকের ন্যায় চলতে লাগলো। ঐ সময় একটি ছেলে হলো। আগেও পর্দার হালতে একটি ছেলে হয়েছিল। যখন ছেলে দু'টি ১২/১৪ বৎসর বয়সে পরিণত হলো, তখন তাদের মাতা ফরাযীকে বে-পর্দায় কি কি ক্ষতি হয়, তা বুঝায়ে দেবার জন্য একটি ফন্দি আটলো।

একদিন ফরাযীর ক্ষেতের ধান, অন্য একটি লোকের গরু এসে খেয়ে ফেললো, বড় ছেলেকে দেখতে পাঠান হলো। সে গিয়ে বললো, ও গরু আমাদের ধান খাইছিস কেন? আমরা ভাত, খই, চিড়া ও পিঠা খাব কি দিয়ে? আর শিরনীইবা খাব

Scanned with CamScanner

কি দিয়ে, তোরা তো দিয়ে যাবি না-ইত্যাদি প্রকার গালি দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে বললো, আব্বাজান, গরু আমাদের ধান খেয়ে ফেলেছে, আমি গালি দিয়ে এসেছি। ফরাযী বললো ও বোকাকে দিয়ে কাজ হবে না। ছোট ছেলেকে পাঠান যাক। ছোট ছেলে গিয়ে গরুর মালিকের মা-বোন তুলে গালিদিয়ে এলো। এতে ফরাযী খুশী হয়ে বললো, এ ছেলে দিয়েই দুনিয়ার কাজ হবে। আজকাল এ রকম ছেলেরই দরকার। কিন্তু তার এলাকার লোক ছুটে এসে ফরাজীকে রীতি মত ছেলের ব্যবহারের জন্য অপমান অপদস্ত করল। ফরাযীর স্ত্রী আগে থেকেই ধর্মভাবাপন্ন ছিল। সে বললো, আমি আপনার মতে মত দিতে পারলাম না, এর জন্মের দোষ বলেই মানুষকে অপমান করার মত কথা তার মুখ দিয়ে বের হলো। কারণ সে আমার বেপর্দা অবস্থায় জন্ম নিয়েছে। কিন্তু বড় ছেলে পর্দার মধ্যে হয়েছে। তাই তার মুখ হতে এমনি মন্দ কথা আসে না। এতে ফরাযী রেগে গিয়ে বললো, ওরে নির্বোধ মেয়েলোক। তুই বড় পর্দার পক্ষপাতিনী হয়েছিস, পর্দার ফায়দা দেখাতে না পারলে তোকে দুরস্ত করে দিবো। স্ত্রী বললো পরদার ফায়দা দেখিতে চাইলে দয়া করে আজ ঘরে মাচায় উঠে লুকিয়ে থাকবেন। আমি আপনাকে পর্দার ফায়দা দেখায়ে দিব, তা হলে আপনি বুঝবেন।

স্ত্রীর কথা শুনে ফরাযী ঘরের মাচায় উঠে রইল। স্ত্রী ঘরের মেঝেতে শুয়ে রইল। দুপুরের পর বড় ছেলে স্কুল থেকে এসে ভাত খেতে চাওয়াতে মা বললেন, আমি উঠতে পারি না, তোমার বাবা আমাকে খুব মেরেছেন। আমার উঠবার সাধ্য নেই। বড় ছেলে বললো, বাবা মেরেছেন, তাতে কি হবে। মারতে পারেন আপনি হয় তো অন্যায় করেছেন তাই মেরেছেন। যে যে জায়গায় মেরেছেন, সেই সেই জায়গা আল্লাহর বেহেস্তে যাবে। কিছুক্ষণ পরে আবার ছোট ছেলে আসলো। সে ভাত চাওয়ায় মা ঐরূপ বললো। ছোট ছেলে আগুন বরাবর রাগ হয়ে বললো, এতদুর সাহস? আমরা দুই ভাই থাকতে তোমাকে কে মারতে পারে? মিয়া ভাই কই, লাঠি কই, দা কই, কুড়াল কই? আজই বুড়োর রফাদফা শেষ করে দিব। এ কথা শুনে ফরাযীর পঞ্চ আত্মা উড়ে গেলো। সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ফরাযীর স্ত্রী ছেলেকে নানা প্রকার বুঝায়ে শুনায়ে ভাত খাওয়ায়ে বিদায় দিল।

তৎপর ফরাযী মাচা হতে নেমে এসে তার স্ত্রীকে বললো, আজ মহান আল্লাহ পাক আমাকে রক্ষা করেছেন। তুমি আজ থেকে পর্দা করে চলবে। (নুজহাতুল মাজালিস, সুন্নী বেহেস্তী জেওর-১/৪৮০-৮১ পৃঃ, নুজহাতুল বাসিতীন সহ অসংখ্য নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

Scanned with CamScanner

ছুরাহ ক্বাফ

হুজুর পাক ﷺ বলেন-যে ব্যক্তি এই ছুরা প্রতিদিন পাঠ করে, সে আমার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করিবার ছওয়াব হাছেল করিবে। শত্রুর কাছে রওয়ানা হইবার পূর্বে ইহা তিনবার পাঠ করিলে শত্রু বসে আসিবে।

যদি শিশুর দাঁত সহজে বাহির না হয়, এই ছুরা পাঠ করিয়া পানিতে দম দিয়া সেই পানি ঐ শিশুকে খাওয়াইলে সকালেই সুন্দর দাঁত বাহির হইবে এবং উক্ত পানি বদ-হজম ওয়ালা লোককে পান করাইলে পেটের পীড়া ভাল হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ছুরা পাঠ করিবে, মৃত্যুর সময়ে তাহার মোটেই কষ্ট হইবে না।

দোয়া কালাম

১. সন্তান লাভের তদবীর-

যাহার সন্তান হয় না, সে নিম্নলিখিত আয়াত প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের বাদে পাঠ করিলে মহান আল্লাহর ফজলে তাহার নেকবখত সন্তান পয়দা হইবে :-

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

উচ্চারণ :- রাব্বি হাবলী মিললাদুংকা যুররিইয়াতাং তাইয়িবাতান ইন্নাকা ছামীউদ দো'আ।

২. সন্তান নিরাপদ থাকার তদবীর-

নিম্নলিখিত আয়াত সমূহ লিখিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিবে। ইনশা আল্লাহ সমস্ত বালা-মুছিবত হইতে নিরাপদে থাকিবে।

اعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق بسم الله رب الارض ورب
السماء بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيئ فى الارض ولا فى السماء وهو
السميع العليم

৩. যাদুর তদবীর-

নিম্ন লিখিত আয়াত সমূহ যাদু-টোনার জন্য অত্যন্ত উপকারী। তাবীজ বানাইয়া গলায় দিবে অথবা মেশক জাফরান দ্বারা লিখিয়া ধুইয়া খাওয়াইবে। মহান আল্লাহর ফজলে যাদু টোনা দুর হইয়া যাইবে।

ان الله لا يصلح عمل المفسدين و يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

Scanned with CamScanner

৪. গর্ভরক্ষার তদবীর বা গর্ভপাত হওয়ার তদবীর :

যদি গর্ভ না হয় কিম্বা পড়িয়া যাইবে বলিয়া ভয় হয়, তবে নিম্নলিখিত আয়াত সমূহের ১টি তাবীজ লিখিয়া স্ত্রীলোকটির পেটের উপর বাঁধিয়া রাখিবে। ইনশা আল্লাহ গর্ভ রক্ষা হইবে।

فَاللّٰه خير حافظا وهو ارحم الرحمين الله يعلم ويحمل كل التى وما تغيض

لا رحام وما يزداد كل انثى بعدة بمقدار

৫. জিন ও ভুত ছাড়াইবার তদবীর-

নিম্নলিখিত আয়াতপড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া ইহা মুখে ছিটাইয়া দিবে এবং কানে ফুঁক দিবে, মহান আল্লাহর ফজলে সঙ্গে সঙ্গে জিন ও ভুত ছাড়িয়ে যাইবে।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ

الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ . وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ

لَهُ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ

৬. ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলে তাহার তদবীর-

নিম্নলিখিত আয়াত সমূহ লিখিয়া গলায় দিবে :-

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ

الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ .

৭. স্ত্রী সহবাসে সক্ষম হওয়ার তদবীর–

হযরত ইমাম হাসান বছরী রহমাতুল্লহি আলাইহি উনার নিকট একব্যক্তি নিজ অক্ষমতার কথা জানাইল। তিনি নিম্নলিখিত তদবীরটি বলিয়া দিলেন মহান আল্লাহর ফজলে সে সহবাসে সক্ষম হইয়াছিল।

তদবীর–দুইটি ডিম সিদ্ধ করিয়া খোসা ছাড়াইয়া একটির উপর নিম্নলিখিত আয়াতটি লিখিয়া স্বামী খাইবে–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

অন্যটির উপর এই আয়াত লিখিয়া স্ত্রী খাইবে :-

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ

মহান আল্লাহর ফজলে উভয়ই সহবাসে সক্ষম হইবে।

Scanned with CamScanner

সহবাসের পূর্বে অযূ করিয়া ১৩০ বার ইয়া কাবিইউ ইয়া মাতিনু পাঠ করিয়া সহবাস শুরু করিবে মহান আল্লাহ্ পাক তৃপ্তি মত সহবাস করার ক্ষমতা দান করিবেন। সামনে পিছনে তিনবার করিয়া দরূদ শরীফ পড়িতে হইবে।

৮. স্বামীকে বাধ্য করিবার তদবীর-

নিম্নলিখিত আয়াত সমূহ্ তিনবার পড়িয়া মিষ্ট জিনিষের উপর ফুঁক দিয়া স্বামীকে খাওয়াইবে :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ .

৯. রুযী বৃদ্ধির তদবীর-

নিম্নলিখিত দোয়া সর্বদা পাঠ করিলে রুযী-রোজগার বৃদ্ধি হইবে, গরীব থাকিবে না-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

অথবা

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

১০. শরীর বন্ধ করিয়া নিরাপদে থাকার তদবীর–

শুইবার সময়ে যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরছি পড়িয়ে শুইবে, যতক্ষণ ঘুমে থাকিবে, ততক্ষণ তাহার জান-মাল আল্লাহর রহমতে ফেরেস্তাগণ হেফাযত করিবে। কোন শত্রু কোন অত্যাচার করিতে পারিবে না।

ফরজ নামাজান্তে আয়াতুল কুরছি পড়িয়া নিজের বুকে ফুঁক দিবে। মহান আল্লাহর ফজলে সর্বদা শরীর সুস্থও সবল থাকিবে। ইহা পাঠ করিয়া যথাতথা চলিয়া গেলে বা নিদ্রা গেলেও কোন বিপদ হইবে না। ইনশা আল্লাহ

১১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশী ভালবাসার তদবীর–

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অত্যাধিক ভালবাসা হইবার জন্য নিম্ন লিখিত আয়াত সাতবার পড়িয়া মিশ্রিতে ফুঁক দিয়া মিশ্রি উভয়ে খাইলে তাদের অত্যাধিক ভালবাসা হইবে :-

وَلَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Scanned with CamScanner

১২. বাঁঝা স্ত্রীলোকের সন্তান হইবার তদবীর–

(ক) নিম্নলিখিত আয়াতটি হরিণের চামড়ায়, গোলাপ ও জাফরানের দ্বারা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে। আর কয়েকগাছি লাল সূতা স্ত্রীলোকটির পা হইতে মাথা পর্যন্ত লম্বা পরিমাণ লইয়া পবিত্র সুরা কাফিরুন, সুরা ইখলাছ, সুরা ফালাক্ব ও সুরা নাছ শরীফ চারকুল ও অদোহা, তাকাছুর এবং চেহেলকাফ" এই সাতটি ছুরা ও আয়াত পড়িয়া সাতটি গিরা দিয়া গলায় বাঁধিবে।

আয়াত

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاُمُوْرِ جَمِيْعًا.

চেহেলকাফ

كَفٰكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةً كِفْكًا فَهَا كَكَمِيْنَ كَانَ مِنْ كُلُكٍ تُكِرُّ كَرَّ كَرُّ الْكَرِّ فِيْ كَبَدٍ تَحْكِيْ مُشْكَشَكَةً كُلْكُلُكٍ كَفَاكَ مَابِيْ كَفَاكَ الْكَافُ رَبَّتُهُ يَا كُوْكَبًا كَانَ يَحْكِيْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ.

(খ) তৎপর এই তদবীর করিবে যে, চল্লিশটি লবঙ্গের মধ্যে নিম্নলিখিত দোয়া প্রত্যেকটির উপর সাতবার পরিয়া ফুঁক দিবে। তৎপর হায়েয বন্ধ হওয়ার পর হইতে, প্রত্যেক রাত্রিতে শয়ন কালে এক-একটি করিয়া উক্ত পড়া লবঙ্গ খাইয়া শুইবে ও উক্ত রাত্রি সমূহে স্বামী স্ত্রীর কর্তব্যকার্য যথাসাধ্য করিতে থাকিবে। কিন্তু উক্ত লবঙ্গ খাওয়ার পর পানি পান করিবে না।

দোয়া

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ. ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا. وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ.

১৩. বদহজমের পানি পড়া–

বদহজমের পানি পড়া দিতে হইলে নিম্নলিখিত আয়াতটি পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিবে।

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

Scanned with CamScanner

১৪. বিছানায় প্রস্রাব করা ও দাঁত কাটার তদবীরঃ-

যে সকল ছেলে-মেয়েরা বিছানায় প্রস্রাব করে ও কুস্বপ্ন দেখে কিংবা দাঁত কাটে, তাহা ভাল করিবার জন্য নিম্নলিখিত নকসা অনুযায়ী ভোজপত্রে কিংবা বড়পত্রে তাবিজ লিখিয়া গলায় বাধিয়া দিবে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর ফজলে ভাল হইয়া যাইবে

অথবা, সহজে প্রসব হওয়ার জন্যও এই নকসা ফলদায়ক। ইহা লিখিয়া বাম জানুতে বাঁধিয়া দিবে। লিখিবার সময়ে নিম্নলিখিত তারতীব মত ১ হইতে ৮ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ লিখিয়া পরে ২ পরে ৩ ইত্যাদি লিখিতে হইবে।

٦	٩	٤
٣	٥	٧
٨	١	٢

সহজে সন্তান প্রসব হওয়ার উপায় :-

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.

উহা প্রসুতীর বাম রানে বাঁধিয়া দিতে হইবে।

সন্তান হওয়ার সাথে সাথে উহা খুলিয়া হেফাযতে রাখিতে হইবে। নচেৎ নাড়ী-ভূড়ি সহ বাহির হইতে পারে।

১৫. শিশুর কান্নার তদবীর–

ছোট শিশু অতিরিক্ত ক্রন্দন করিলে নিম্নলিখিত তাবীজ লিখিয়া উনুনের উপর লটকাইয়া রাখিবে।

ه ١١١ .... ١١١٥

এবং নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিবে :-

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ.

১৬. কলেরা ও বসন্তের তদবীর–

কলেরা-বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগ দেখা দিলে যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করিবে, মহান আল্লাহর রহমতে সে ব্যক্তি ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইবে না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ بِهٖ تَفْضِيْلًا.

Scanned with CamScanner

১৭. কলেরার তদবীর–

কলেরা দেখা দিলে নিম্নলিখিত দোয়াটি লিখিয়া ঘরের দরজায় লাগাইবে এবং মাদুলির ভিতর পুরিয়া গলায় ধারণ করিবে। মহান আল্লাহ্‌র রহমতে ঘরের সকলেই কলেরার আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

لی خمسة اطفی حر الوباء لخاطبة المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمة .

১৮. বসন্ত রোগের তদবীর–

কাহারও বসন্ত হইলে কয়েক নাল নীল সূতা লইয়া ছুরা আররহমান পড়িতে আরম্ভ করিবে। তন্মধ্যে যতবার ফাবি আইয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকায়্যিবান আয়াত আসিবে, ততবার সূতায় গিরা দিবে ও সঙ্গে সঙ্গে উহাতে ফুঁদিবে। এইরূপে সম্পূর্ণ ছুরা শেষ করিবে। পড়া শেষ হইলে সেই সূতা রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে, ইনশাআল্লাহ, অতি সত্বর শুষ্ক হইয়া রোগী আরোগ্যলাভ করিবে। যাহার বসন্ত হয় নাই, তাহার গলায় বাঁধিলেও তাহার বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

১৯. বিবাহ না হইলে তাহার তদবীর–

যদি কোন দিক হইতে বিবাহের পয়গাম না আসে বা বিবাহ সাব্যস্ত না হয়; তাহা হইলে নিম্নলিখিত তাবীজ পুরুষ লোক হইলে তাহার ডানহাতে এবং স্ত্রীলোক হইলে তাহার বাম হাতে বাঁধিয়া দিবে, মহান আল্লাহ্‌র মর্জি অতি শীঘ্রই তাহার বিবাহের পয়গাম আসিবে। فلان بنت فلان স্থানে পুরুষ লোক হইলে তাহার নাম ও তাহার পিতার নাম এবং স্ত্রীলোক হইলে তাহার নাম ও তাহার মাতার নাম লিখিতে হইবে।

تشیهش کشکیش مارش مارش هرش هونش نوش انکحت عنفد فلان

بنت فلان بحق هه اسماء لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم .

২০. পুরুষত্বহীন ব্যক্তির পুরুষত্ব লাভ করিবার তদবীর

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে রীতিমত গোছল করিবার পর, ভিজা শরীরে ও ভিজা কাপড়ে এক কোষ পানি লইয়া বিছমিল্লাহ্‌র সহিত নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ পড়িয়া সেই পানির উপর ফুঁক দিয়া খাইয়া ফেলিবে। যে পরিমাণ পানি খাইবে, সেই পরিমাণ মণি পয়দা হইবে এবং মহান আল্লাহ্‌র ফজলে পূর্ণ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঐরুপ পানি পড়িয়া খাইলে উভয়ের শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا —وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ .

Scanned with CamScanner

অথবা প্রত্যহ ভোরে ও সন্ধ্যায় ফজর ও মাগরিব নামাজ বাদে, আগে-পরে ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া উপরের আয়াতসমূহ পাঠ করিবে। আল্লাহর রহমতে তাহার পুরুষত্ব ফিরিয়া আসিবে।

২১. দেরীতে বীর্য নির্গত হওয়ার তদবীর–

يَا مُقْتَدِرُ (ইয়া মুক্বাদ্দিরু) এবং يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْنُ (ইয়া ক্বাবিউ, ইয়া মাতীনু) একশত ত্রিশ বার পড়িয়া সহবাস করিলে খুব দেরীতে বীর্য নির্গত হইবে। নাম ও দোয়া পড়ার আগে-পিছনে তিন বার করে দরুদ শরীফ পড়িতে হইবে।

২২. স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে তাহার তদবীর–

নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ লিখিয়া তাবীজ করিয়া নাভির নীচে বাঁধিয়া দিলে স্ত্রী লোকের অতিরিক্ত রক্ত স্রাব বন্ধ হইবে।

নাকের রক্ত পড়িলেও এই তাবীজ লিখিয়া নাকের উপর বাঁধিবে।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ – قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ .

২৩. শত্রু দমনের তদবীর-

ছুরা লাহাব অর্থাৎ তাব্বাত-ইয়াদা নিজের সময় বুঝিয়া অজুর সহিত পড়িতে থাকিবে এবং অন্ত:করণে ধারণা করিতে থাকিবে, "আমি শত্রুর বক্ষে একখানা প্রস্ত র নিক্ষেপ করিতেছি।" ইহাতে শত্রু নিত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং শত্রু কোন অনিষ্ট করিতে পরিবে না। করিলে ইনশা আল্লাহ শত্রু পক্ষ পরাজিত হইবে। অথবা আগে পিছে দরুদে সাইফুল্লাহ তিন বার পাঠ করিয়া নিম্নের দোয়া সাতবার পাঠ করিলে শত্রু পক্ষ কানা হইয়া যাইবে দেখিতে পারিবে না সে ইচ্ছামত শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারিবে। দোয়া-

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا .

দরুদে সাইফুল্লাহ-আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়িদিনা নাবিয়্যিনা হাবিবিনা শাফিয়িনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সাইফুল্লহিল ক্বতিয়ি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লিম।

২৪. স্তনে দুধ না থাকিলে-

স্ত্রীলোকের স্তনে দুধ না থাকিলে, ভূইকুমড়ার চূর্ণ দুধের সহিত পান করিলে কিংবা নীল সুদি ফুলের গোড়া বাটিয়া খাইলে স্তনে প্রচূর দুধ জন্মিয়া থাকে। অথবা কালো জিরা ও মধু প্রতিদিন সকালে পান করিলেও স্তনে প্রচুর দুধ হইবে ইনশাআল্লাহ।

২৫. ফোঁড়া ফাটাইবার উপায়-

পানির সহিত কাঁচা নিমপাতা বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পাকিয়া যায় এবং পুইপাতার সোজা দিকে গব্যঘৃত মাখাইয়া বারংবার গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে ফোঁড়া পাকিয়া যায়।

Scanned with CamScanner

অথবা

পায়রার টাটকা বিষ্ঠা গরম করিয়া লাগাইলে ফোঁড়া ফাটিয়া যায় এবং ছোট এলাচির খোসা পোড়াইয়া অল্প চুন দিয়া মাড়িয়া ফোঁড়ায় একটু লাগাইলে ফোঁড়া পাকিয়া যায়।

২৬. বাত রোগ আরোগ্যের তদবীর-

আতপ চাউল, আদা, হিং একত্রে বাটিয়া গরম করিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রতাপে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে বাতরোগ ভাল হয় (হিং-এর মাত্রা অল্প দিতে হইবে) ধুতুরা পাতার রস এক ছটাক, আকন্দ পাতা অগ্নিতে সেকিয়া তাহার রস অর্ধ ছটাক, আফিম একতোলা, মুছব্বর ২ তোলা একত্রে অগ্নিতে ফুটাইয়া সহ্যমত গরম করিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিলে বাত রোগ ভাল হয়;

২৭. আমবাত–

গুলফা, বচ, সজিনার ছাল, গোক্ষুরা, বেড়াল, শটি, বরুণছাল গন্ধক, ধনিয়া, জয়ত্রীফল, হিং এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাজিতে বাঁধিয়া উষ্ণ কতর: প্রলেপ দিলে আমবাত নাশ হয়। এরণ্ডার তৈলসহ হরিতকী সেবনে আমবাত নাশ হয়।

উত্তম জোলাপের ঔষধ-

ডাক্তারখানা হইতে ক্যাষ্টার অয়েল এক ছটাক, গরম দুধ এক ছটাক, এক ফোঁটা তারফিন তৈল দিয়া খাইবে। পরে খুব দাস্ত হইবে, ছোট ছেলেপেলেকে খাওয়াইবে না। এই জোলাপে সকল রকম পেটের গ্লানি সারিয়া যাইবে। বেশী দাস্ত হইলে, কচি ডাবের পানি নতুবা চিড়া ভিজান পানি খাইবে।

২৮. সাপ দংশন হইতে মুক্তি পাওয়ার তদবীর-

নিম্নের দোয়াটি আগে পিছে দরুদ শরীফ পড়িয়া ১১ বার পাঠ করিলে এক বৎসরের ভীতরে সাপ দংশন করিতে পারিবেনা। দংশন করিলে ও বিশ উঠিবে না।

يَا بَالِهُ مُوْسٰى نَسُنَهُ قَاطِيْ (ইয়া বালিহ্ মুছানাছনাহু ক্বাতী)

কখন ও সাপ দংশন করিলে يَا صَمَدُ ইয়া ছমাদু মহান আল্লাহর নামটি সামনে পিছনে তিন বার দরুদ শরীফ পড়িয়া-৪১ বার পাঠ করিয়া রুগির উপরে বারবার ফুঁক দিবে এবং ইয়া ছমাদু পাঠ করিতে করিতে ফুঁক দিতে থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যে বিষ নামিয়া যাইবে।

২৯. উকুন বিনাশের তদবীর-

কতগুলি কালিজিরার খোসা লইয়া, বাটিয়া যদি উকুন ওয়ালা মাথায় উত্তমরুপে মালিশ দেয়, তবে সমুদয় উকুন তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইবে।

Scanned with CamScanner

৩০. অম্লপিত্ত-

গোল মরিচ, কালিজিরা, কাশির চিনি সমান ভাগে একত্র করিয়া পিঁষিয়া শীতল পানি দিয়া প্রত্যহ সকালে, দ্বিপ্রহরে ও বৈকালে ছয় আনা ওজন পরিমাণ তিনবার করিয়া খাইবে। মহান আল্লাহর রহমতে অম্লপিত্ত সারিয়া যাইবে।

৩১. রক্ত আমাশয়ের ঔষধ-

ডালিম ফুলের ছাল এক তোলা, মিছরি এক তোলা, একসের পানির মধ্যে সিদ্ধ করিতে করিতে যখন এক পোয়া পানি থাকে, তখন নামাইয়া সেই পানি তিনবার করিয়া খাইবে। ইন্‌শা আল্লাহ আরোগ্য হইবে।

৩২. প্লীহার উৎকৃষ্ট মহৌষধ-

সোরা এক তোলা, খড়িলবন এক ছটাক, নিশাদল এক তোলা এই তিন পদকে ভিন্ন ভিন্ন পিষিয়া একত্র করিবে। ছেলে-পেলের জন্য মাসকালাই পরিমাণ ও জোয়ানের জন্য মটর ডাইল পরিমাণ বটিকা করিয়া কলার ভরিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক বটিকা করিয়া, ঐরুপ সাতদিন, পর্যন্ত ব্যবহার করিলে রোগমুক্ত হইয়া যাইবে।

৩৩. কলিজা দরদের ঔষধ-

খগড়ীর শুকনা গোট ভাঙ্গিয়া ভিতরের শাস লইয়া পরে পাঁচ গোট লবঙ্গ ঐ সঙ্গে একত্রে মিহিন করিয়া পিষিয়া, নয়টা বটিকা প্রস্তুত করিয়া সকালে একটা, সন্ধ্যায় একটা গরম পানি দিয়া ব্যবহার করিবে, নচেৎ এক বটিকা করিয়া প্রত্যহ খাইবে।

৩৪. ক্ষুধামন্দার ঔষধ-

আধতোলা ধনিয়া চিকন করিয়া পিষিয়া একতোলা মিছরীর পানির সাথে তিনদিন খাইলে আরোগ্য হইবে।

৩৫. বায়ুবৃদ্ধি ও মাথা ঘুরার ঔষধ-

চন্দন পিষিয়া দুই আনা কি চারি আনা, দুই কাঁচ্চা গোলাপ পানির সঙ্গে একত্রে মিশাইয়া প্রত্যহ ফজরে, দুই/তিনদিন খাইবে। যদি ইহাতেও আরোগ্য না হয়, তবে প্রত্যহ গাভীর দুধ জ্বাল দিয়া এক সপ্তাহ কাল খাইলে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ হইবে ইনশা আল্লাহ।

৩৬. বায়ুবৃদ্ধির দরুন অধিক প্রস্রাবের ঔষধ-

একটি চিনিচাম্পা কলা মিশ্রির সঙ্গে খাইলে নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর রহমতে দমন হইয়া যাইবে।

৩৭. উম্মাদের ঔষধ-

চালকুমড়ার রস সেবন করিলে উম্মাদ রোগ ভাল হয়। বিচের কাত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে উম্মাদ রোগ আরোগ্য হয়।

Scanned with CamScanner

৩৮. মহিলা সহবাস করিতে কষ্ট পায় তাহার মহৌষধ-

যে স্ত্রী সহবাস করিতে কষ্ট পায়, তাহার তলপেটে ধনীয়া গাছ বাটিয়া প্রলেপ দিয়া স্বামীর সাথে সহবাস করিলে কোন কষ্ট পাইবে না।

৩৯. মহিলাদেরস্তন শক্ত ও আকর্ষনীয় হইবার ঔষধ-

মহিষের তৈল (চর্বি) দুই স্তনে নিয়মিত স্তনযুগোলে মালিশ করিলে অতি শক্ত হয় এবং কোন দিন ঢলিয়া পড়ে না।

৪০. ধ্বজভঙ্গের ঔষধ-

রোগনে চারাগাছ, মুরগির চর্বি ও হাঁসের চর্বি গরুর পায়ার নালির গুদা, মোমের সহিত লাগাইয়া লিঙ্গ আধাগরম পানিতে ধুইয়া ঔষধ লাগাইবে। যখন লিঙ্গ গরম হইবে, হাতে ধরিয়া সোজা করিবে। মহান আল্লাহ্ চাহেত ভাল হইবে।

৪১. স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বশীভুত করিবার তদবীর-

যদি কোন স্ত্রীকে তাহার স্বামী সর্বদা মারপিট করে ও নানা প্রকার যন্ত্রণা দেয়, তাহা হইলে নীচের তাবীজটি লিখিয়া, কোন জঙ্গলে উহা মাটিতে গাড়িয়া, উহার উপর ছাই ফেলিয়া জুতা দিয়া দুই তিনটি আঘাত করিয়া চলিয়া আসিবে। আল্লাহ্‌র ফজলে তাহার স্বামী দুই-তিন দিন পর হইতে আর অত্যাচার করিবে না। সর্বদা বশীভূত হইয়া থাকিবে।

٣٦٣	٣٠	٣٠	
٢		٢٤٧	٦٢٦
٣٤٩	٣٤٤	٧	١
٥	٥	٣٦٥	٤٤٨

৪২. প্রমেহ রোগের লক্ষণ ও ঔষধ :-

প্রমেহ রোগ বিংশতি প্রকার। এই রোগ ভীষণ খারাপ, নানা প্রকার অত্যাচার ও চরিত্র দোষে ইহার জন্ম হয়। প্রথমে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের কাপড় পরিলে ও এক জায়গায় বাস করিলে এই রোগ জন্মায়। বেশীরভাগ দেখা যায়, বিলাসিনী স্ত্রী-সহবাসেও এই রোগ হইয়া থাকে। প্রমেহবিষ মূত্রমার্গে প্রবেশ করিলে মূত্রণালী শুড়-শুড় করে, তৎপরে নালী স্ফীত ও লালবর্ণ হইয়া উঠে। প্রমেহের লক্ষণ, মূত্রকালে জ্বালা-যন্ত্রণা, হরিদ্রা বর্ণ বা সাদা পানি প্রস্রাব হয়। কাপড়ে লাগিয়া হরিদ্রা বর্ণ দাগ হয়। পুরাতন অবস্থায় সামান্য সূতার ন্যায় প্রস্রাবের আগে পড়ে ঘন ঘন প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয়। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাবের ভীষণ জ্বালা করে। পুঁজের ন্যায় ও রক্ত জড়িত প্রস্রাব হয়, রাত্রে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়, হাত পা জ্বালা-পোড়া করে, মাথাঘুরা এবং মাজা-কোমর ব্যথা ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই রোগের জন্য খাঁটি ঐষধ না করিলে, অবশেষে মৃতুমুখে পতিত হইতে হয়। এই রোগের জন্য আগে হইতেই ঔষধ সেবন করা একান্ত দরকার।

Scanned with CamScanner

৪৩. প্রমেহ্ রোগের ঔষধ-

পীপুলজঙ্গির পাতা এক পোয়া পানিতে ভিজাইয়া, তাহাতে চিনি মিশাইয়া হস্ত দ্বারা উত্তমরুপে মলিবে। যখন পানি ঘন হইয়া উঠিবে, তখন কাপড়ে ছাকিয়া খাইবে। এক ঘন্টার মধ্যে প্রস্রাবের জ্বালা নিবারণ হইয়া যাইবে, এইরূপ ৭ দিন খাইবে। ইনশা আল্লাহ্ প্রমেহ্ ভাল হইয়া যাইবে।

৪৪. স্বপ্নদোষের লক্ষণ-

নিদ্রা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হইতে অনেক সময় ধাতু দৌর্বল্য, শুক্রতারল্য প্রভৃতি কঠিন রোগ আরম্ভ হয়। স্বপ্নদোষ হইতে থাকিলে শরীরের শুক্র কমিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে শুক্র পানির মত তরল হইয়া যায়। পরে মাথা ধরা, চেহারা খারাপ স্মরণ শক্তি কমিয়া যায় মেজাজ খিট খিটে হয়, চক্ষু ও মুখ মলিন হইয়া বিশ্রী হয় এবং মনের মধ্যে অশান্তি লাগিয়া থাকে। গুরুজনের কাছে এ সময় রোগের কথা বলা যায় না বলিয়া আপনি বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিবেন না। কারণ, শুধু চিন্তা করিলে আরও বেশী মাত্রায় রোগ জটিল হইয়া পড়ে। এই রোগের জন্য তাড়াতাড়ি ঔষধ সেবন করা একান্ত দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই সমস্ত লোকের এই স্বপ্ন দোষ রোগ বেশী হয় যাহারা নিষিদ্ধ ছবি টিভি ভিডিও দেখে এবং পর মহিলার নিকটে যাতায়াত করে, তাহাদের পুরুষত্ব আল্লাহর গযবে এত নষ্ট হয় যে স্ত্রীর নিকটে আসিলে অঙ্গ খাড়া হয়না। এই রকম রোগ থাকিতে পুরুষ কখনই সংসারে স্ত্রী লইয়া সুখ-শান্তিতে বাস করিতে পারে না। অর্থাৎ স্ত্রীকে সুখ শান্তি বা তৃপ্তি দিতে পারেনা।

৪৫. স্বপ্নদোষের প্রথম ঔষধ-

জয়তুনের তৈল পুরুষাঙ্গে মালিশ করিয়া শয়ন করিলে স্বপ্নদোষ হয় না। একখণ্ড সীসা পুরুষাঙ্গের মূলদেশে বাঁধিয়া রাখিলে স্বপ্নদোষ হয় না।

৪৬. নব যৌবন স্থায়ী পোষ্টাই হালুয়া-

প্রসিদ্ধ হাকিম জালিনুচের মতানুসারে, খোসা ছাড়ান রসুন চৌদ্দ তোলা, আদা চৌদ্দ তোলা, কাবুলী বাদামের শাস সাত তোলা, বাইন্‌জষ্ঠি গাছের মুলের রস সাড়ে তিন তোলা, মুরগীর ডিম আটটা, গব্য ঘৃত চৌদ্দ তোলা, সাদা চিনি চৌদ্দ তোলা, এই সকল এক সঙ্গে পাক করিয়া হালুয়া তৈয়ার করিয়া ভাগমত চল্লিশ দিবস খাইবে। হালুয়া খাওয়ার পর, প্রতিদিন এক পোয়া গো-দুগ্ধ পান করিবে। চল্লিশ দিন অম্ল, পচা মাছ, বাসি ব্যঞ্জন খাইবে না, স্ত্রী-সহবাস করিবে না, এইরূপ বিচার করিয়া চলিতে পারিলে-সাধু, ফকির, হেকিমগণ বলেন, শরীরে চল্লিশ জন পুরুষের বলপ্রাপ্ত হইবে এবং আশী বৎসর পর্যন্ত যৌবন এক প্রকার স্থায়ী থাকিবে। ইহার মত যৌবন সুখ-সম্ভোগ করা দাওয়া পৃথিবীতে আর কিছু নাই।

Scanned with CamScanner

৪৭. পাগলা কুকুরের দংশন-

পাগলা কুকুরে বা পাগলা শৃগালে কামড়াইলে, জিলা বা থানা সরকারী চিকিৎসালয়ে যাইয়া ইনজেকশান লইলে ভাল হইতে পারিবে। অন্যথায় দংশন স্থান চিড়িং গরম পানির ধারা দিবে এবং কিছু পরিস্কার মাটি খাইবে। নিরামিষ, ঘৃত, বরফ আহার করিবে।

৪৮. শরীরে রং উজ্জল করা-

কাঁচাহলুদ ও মেহেন্দী পাতার রস শরীরে মাখিলে শরীর উজ্জল হয়। অথবা কাঁচা দুধে, ময়দা গুলিয়া শরীরে মাখিবে। ইহা শুকাইলে ভালরুপে শরীর মাজিয়া গোছল করিবে; এইরুপ দুই সপ্তাহ করিলে শরীর মোলায়েম ও উজ্জল হইবে।

৪৯. স্তন শক্ত ও সুন্দর-সুশ্রী করার ঔষধ-

একতোলা পায়রার মধ্যে একতোলা গন্ধকচূর্ণ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে মিশিয়া যখন কালো রং হইবে, তখন আগুনে গরম করিয়া চারি তোলা সিদ্ধ করা বেলের আঁটির গুড়া মিশাইয়া স্তনে মালিশ করিলে স্তন শক্ত, খাড়া ও উচু হয়। বুড়া, জোয়ান হয়। অথবা গাম্ভারী পাতার রস, তৈলে জ্বালদিয়া স্তনে মালিশ করিলে খাড়া ও বড় হয়। স্ত্রীলোকের রূপ-লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। মহিষের চর্বি স্তনে মালিশ করিলেও স্তন শক্ত হয়, কোন দিন ঢলিয়া পড়ে না। মহাকাল নামক এক প্রকার ফল আছে, উহা বাটিয়া স্তনে বারংবার প্রলেপ দিলে স্তন শক্ত ও খাড়া হইয়া উঠে। কখনও ঢলিয়া পড়েনা। প্রথম মাসিকের রক্ত স্তনে মালিশ করিলেও স্তন খাড়া থাকে সাড়া জীবন ঢলিয়া পড়েনা।

৫০. নব যৌবন লাভের ঔষধ-

আমের ও জামের পুরান আঁটি, চূর্ণ করিয়া আধ তোলা পরিমাণ চিনি মিশাইয়া এক সপ্তাহ খাইলে নবযৌবন লাভ করিতে পারা যায়।

৫১. ধাতু গাঢ় হইবার ঔষধ-

একপোয়া দুধে, একপোয়া ইছবগোল চূর্ণ, দুইতোলা মিশ্রিসহ জ্বাল দিয়া এক সপ্তাহ খাইলে ধাতু গাঢ় হয়।

৫২. ধাতু নষ্ট হইয়া রক্ত বা পুঁজ পড়িলে তাহার ঔষধ-

আগে এক ছটাক বাবলার গদ গোলাপ পানিতে ভিজাইয়া তিন দিন রাখিবে। পরে আধতোলা কথিলা ভিজাইয়া মিশ্রির সরবত তৈয়ার করিয়া উক্ত বাবলার গদ ও কথিলা উহাতে মিশাইয়া তিনদিন সকালে খাইলে রোগ ভাল হয়।

৫৩. কানের পোকার ঔষধ-

হঞ্জলকে, জয়তুনের তৈলে পাকাইয়া কানে ফোঁটা দিলে কানের পোকা মরিয়া যায়। ঐ প্রণালীতে বয়স্কা লোকেও কানে শুনিতে পারে।

৫৪. দাঁতের পোকার ঔষধ-

ফিটকারী দিয়া কুলি করিলে বা বিষকুটা তামাকের পাতা দাঁতে রাখিয়া দিলে দাঁতের পোকা মরিয়া যায়।

Scanned with CamScanner

৫৫. বিছার (বিচ্ছু) কামড়ের ঔষধ-

রাঙা গাছের পাতা, মুখের লালাসহ চিবাইয়া ঘায়ের মুখে দিবে। অথবা ছাগলের লাদি পানিতে গুলিয়া লাগাইয়া দিবে।

৫৬. গর্মি ঘায়ের ঔষধ-

সহবাসের দোষ বা অন্য কোন প্রকারের লিঙ্গে ঘা হইলে বা ফুলিয়া উঠিলে প্রস্রাব দ্বারা লিঙ্গ ধূইয়া ফেলিবে, ইহাতে গর্মির ঘা ভাল হয়।

৫৭. স্ত্রীলোকের দুধ বাড়াইবার ঔষধ-

ভূমি কুষ্মাণ্ডের শিকড় গুড়া করিয়া ও আতপ চাউল বাটিয়া, আধ তোলা করিয়া দুধের সহিত মিশাইয়া এক সপ্তাহ খাইলে দুধ বাড়িয়া যাইবে।

৫৮. শীঘ্র প্রসব হইবার ঔষধ-

তেঁতুলের ছোট চারাগাছ, বীচির সহিত উঠাইয়া প্রসবকারিনীর মাথায় সিঁথির একটি চুলের সহিত বাঁধিয়া সম্মুখে লটকাইয়া দিবে। সন্তান প্রসব হওয়া মাত্র খুলিয়া ফেলিবে। প্রসবের সময়ে কষ্ট পাইলে, সাড়ে চারিমাশা জাফরান খাওয়াইবে। দুই হাতে চুম্বক লোহা দিলেও শীঘ্র সন্তান হইবে।

৫৯. যুবতী হইবার ঔষধ-

সন্তান হওয়ার পরে যাহাদের যোনি বড় হইয়া গিয়াছে তাহারা খাটি মধু, শরমগাহে লাগাইলে যুবতীর শরমগাহের মত ছোট হইয়া যাইবে। এবং সহবাসে তৃপ্তি ফিরিয়া আসিবে।

৬০. বিধবার কামভাব কমাইবার ঔষধ-

কাপুর এক দেরহাম, সালামুর পাতা আধা দেরহাম, পানের সহিত খাইলে স্ত্রীলোকের খায়েশ কমিয়া যায়। কয়েকবার খাইলে কিছুই থাকে না। পুরুষ ব্যবহারের খাহেশই থাকে না। অথবা সর্বদা হরিতকী খাইলে আসক্তি কমিয়া যায়।

৬১. চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধির ঔষধ-

নিমের ছাল, মেহেন্দির ছাল ও কাঁচা হরিদ্রা (হলুদ) এই সকল বাটিয়া উপাদান তৈয়ার করিয়া, চেহারায় মালিশ করিলে কুৎসিত চেহারা সুশ্রী হয়।

৬২. মস্তিস্কের শক্তি বৃদ্ধি হইবার ঔষধ-

বকরীর মাথা জোশ করিয়া, খোরমা ও দুধ মিশাইয়া সুরুয়া করিয়া সাতদিন চুমুক দিয়া খাইলে দেমাগে কুয়ত বা শক্তি হইবে ও পুরুষ বলবান হইবে।

৬৩. পুরুষত্বের তেজ হইবার ঔষধ-

বকরীর পায়য়ার অর্থাৎ পায়ের জোশের সুরুয়া ও বকরীর দুধ রুটির সহিত প্রত্যহ বৈকালে ও সকালে খাইলে পুরুষত্বের তেজ বৃদ্ধি হয়।

৬৪. নাভীর নীচে চাকা হইয়া বেদনা হয় তাহার ঔষধ-

এক পোয়া আকন্দ ফুল, ছায়ায় শুকাইয়া কালা (বিট) লবণ এক ছটাক, গোলমরিচ এক ছটাক একত্রে পিষিয়া বুটের মত বটিকা তৈয়ার করিয়া ভোরে ২টি ও সন্ধ্যায় গরম পানি দ্বারা খাওয়াইলে ব্যাথা অজীর্ণ ও কলিজা দরদ রোগও সারে।

Scanned with CamScanner

খতম সমূহের নিয়মাবলী

আমাদের দেশে নিম্ন বর্ণিত খতম গুলো হয় কিন্তু কেউ কোন দলীল না লিখায় বাতীল ফেরকার লোকেরা টিটকারী করে। যেমন:- (১) খতমে ইউনুছ, (২) খতমে শাফা (৩) খতমে জালাল, (৪) খতমে তাছমিয়া, (৫) খতমে খাজিগান, (৬) খতমে ক্বাদিরিয়া। কিন্তু এ সমস্ত খতম পাঠ করার বিস্তারিত নিয়মাবলী বা ফায়দা সম্বন্ধে কোথাও আলোচনা নাই দেখিয়া, আমি ইহা আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি। মহান আল্লাহ আমাকে ইহা আলোচনা করার এবং দলীল দেওয়ার তৌফিক এনায়েত করুন। আমিন!

খতমে ইউনুছ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ .

উচ্চারণ-লা ইলাহা ইল্লা আংতা ছুবহানাকা ইন্নি কুংতু মিনায্ যলিমিন।

উক্ত আয়াতটি একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়াকে খতমে ইউনুছ বলে। এই খতমের নাম খতমে ইউনুছ হওয়ার একটি বিরাট ঘটনা আছে। হযরত ইউনুছ عليه السلام কে যখন মাছে গিলিয়া ফেলিয়াছিল, তখন উক্ত মাছের পেটে থাকিয়াই হযরত ইউনুছ عليه السلام উক্ত দোয়া পাঠ করায় মহান আল্লাহ পাক তাঁহাকে মাছের পেট হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন এবং মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন মজিদের মধ্যে এই ওয়াদা করিয়াছেন যে- وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ .

অর্থাৎ-ইউনুছ عليه السلامকে আমি যেমন মুক্তি দিয়াছি, সেই রকম প্রকৃত মোমেন বান্দাদিগকেও আমি মুক্তি দিব। তবে ইহা খাছ দেলে পাঠ করিতে হইবে। হযরত ইউনুছ عليه السلام একবার পাঠ করিয়া যেখানে বিপদ মুক্ত হইয়াছিলেন, সেখানে বুজুর্গানে দীনের মতে, আমাদের সাধারণ লোকের একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করিলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকেও বিপদ মুক্ত করিবেন। (নাফিউল খলাইক্ব, নুজহাতুল মাজালিস, সুন্নী বেহেস্তী জেওর ১/৫২৩-২৪ পৃ: কিতাব আল আছার ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

খতমে শাফা

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم

উচ্চারণ-লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ صلى الله عليه وسلم

উক্ত কালেমা শরীফ পঁচিশ হাজার বার পড়িলে সকল প্রকার রোগ-ব্যাধি আরোগ্য হয় বলিয়া এই খতমের নাম খতমে শাফা বা খতমে তাহলীল বলে।

Scanned with CamScanner

দেশে যদি বালা-মুছিবত দেখা দেয়, তাহা হইলে সমস্ত মহান লোক একত্রিত হইয়া এই খতম একাধিকবার পাঠ করিলে মহান আল্লাহর অসীম রহমতে মহামারী বা বালা-মুছিবত অচিরেই দুর হইয়া যাইবে। যদি কোন রোগী মরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে রোগীর শিয়রে বসিয়া খতম পাঠ করিবে যেন রোগী নিজ কানে শ্রবন করেন। তাহা হইলে ঐ রোগী মহান আল্লাহর রহমতে আরোগ্য লাভ করিবে। এই খতম একা একা পড়িতে হয়। (নাফিউল খলাইক্ব, সুন্নী বেহেস্তী জেওর ১/৫২৪পৃ:, নুজহাতুল মাজালিস।

খতমে জালাল

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন উনার নামসমূহ দুই প্রকার। যেমন জালালী ও জামালী। যে সমস্ত নামে মহান আল্লাহ তা'য়ালার আজমত বুজুর্গী বুঝায়। সেইগুলি এসমে জালালী যেমন-قَهَّارُ-جَبَّارُ-اَللّٰهُ ইত্যাদি। আর যে সমস্ত নামগুলিতে দয়া মেহেরবাণী বুঝায়, সে সমস্তগুলিকে এসমে জামালী বলে। যেমন--لَطِيْفُ رَحْمٰنُ-رَحِيْمُ ইত্যাদি اَللّٰهُ নাম জালালী বলিয়া উহার খতমকে "খতমে জালালী" বলে। যে কোন প্রকার কঠিন বিপদ হউক না কেন, এই খতমে জালালী পাঠ করিলে সকল বিপদ-আপদ মুক্ত হইবে এবং ইহা সকল প্রকার নেক মাকছুদ হাছেলের অন্যতম খতম। ইহা পাঠ করার নিয়ম-اَللّٰهُ اَللّٰهُ শব্দটি পাক-পবিত্র হইয়া, পবিত্র কাগজে আরবী অক্ষরে লিখিয়া আটায় খামির করিয়া তাহা মাছওয়ালা পুষ্করিণীতে সোয়া লক্ষ গুলী নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক গুলী করিবার সময়ে اَللّٰهُ আল্লাহ খালিছ দেলে নিয়ত করিয়া পাঠ করিবে। ইনশা আল্লাহ সকল বিপদাপদ মুক্ত হইবে এবং সকল নেক মাকছুদ হাছিল হইবে। (সুন্নী বেহেস্তী জেওর, ১/৫২৫ পৃ: নাফিউল খলাইক্ব নুজহাতুল মাজালিস সহ অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব)

খতমে তাছমিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিছমিল্লাহকে তাছমিয়া বলে। অতএব, ইহার খতম পড়াকে খতমে তাছমিয়া বলে। ইহা সোয়া লক্ষবার পাঠ করিলে মহান আল্লাহ পাক মেহেরবাণী করিয়া পাঠকারীর সকল বিপদাপদ মুক্ত করিয়া নেক মাকছুদ পূর্ণ করিবেন। (সুন্নী বেহেস্তী জেওর ১ম খন্ড/৫২৬ পৃ:, নাফিউল খলায়িক্ব, নুজহাতুল মাজালিস সহ অসংখ্যা নির্ভর যোগ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

Scanned with CamScanner

খতমে খাজেগান

ইহা পাঠ করিলে সমস্ত প্রকার গুণাহ্ মুক্তি ও নেক মাকছুদ হাছিল হয়। ইহা পাঠ করার নিয়ম-পাক-পবিত্র হইয়া নির্জনে বসিয়া ইহা পাঠ করিতে হয়। নিম্নলিখিত নিয়মে ইহা পাঠ করিবে।

(১) ছুরা ফাতিহা ৭ বার। (২) দরূদ শরীফ ১০০ বার। (৩) সূরা আলাম নাশরাহ ৭ বার। (৪) সূরা কুলহু আল্লাহ ১০০ বার। (৫) ছুরা ফাতিহা ৭ বার। (৬) فَسَهِّلْ يَاإِلٰهِيْ كُلَّ صَعْبٍ ১০০ বার। (৭) بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ سَهِّلْ ১০০ বার। (৮) سَهِّلْ بِفَضْلِكَ يَاعَزِيْزُ ১০০ বার। (৯) يَاقَاضِيَ الْحَاجَاتِ ১০০ বার। (১০) يَاكَافِيَ الْمُهِمَّاتِ ১০০ বার। (১১) يَادَافِعَ الْبَلِيَّاتِ ১০০ বার। (১২) يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ ১০০ বার। (১৩) يَارَفِعَ الدَّرَجَاتِ ১০০ বার। (১৪) يَاغَوْثَ اَغِثْنِيْ اَمْدِدْنِيْ ১০০ বার। (১৫) اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ১০০ বার। (১৬) لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ১০০ বার। (১৭) দরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করিয়া তৎপর মোনাজাত করিবে। (নাফিউল খলাইক্ব, সুন্নী বেহেস্তী জেওর ১ম খন্ড/৫২৬ পৃ: সহ অসংখ্য নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

মোনাজাত

ইয়া এলাহি ও আমার আল্লাহ পাক আখেরী রসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ ও আশারারে মোবাশশারা ও হযরত ফাতিমা رضي الله عنها ও হযরত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশ্‌তি ও খাজা বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী, হযরত খাজা বায়েজীদ বোস্তামী, হযরত খাজা আবু মনছুর মাতুরেদী, হযরত আবু ইউছুফ হামদানী, হযরত আবু ছাইদ আবুল বশার, হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী, হযরত সৈয়দ আহম্মদ ছেরহিন্দ, মুজাদ্দিদি আলফেসানী ও মুজাদ্দিদে যামান আবু বকর সিদ্দিক রিদওয়া-নুল্লাহিতায়ালা আলাইহীম আজমাঈনদের বরকতে ও তোফায়েলে আমার অমুক মাকছুদ ও মতলব হাছিল করিয়া দিন। উক্ত খাজেগানগণের নামের মহিমার বরকত চাওয়া হয় বলিয়া এই খতমের নাম খতমে খাজেগান বলা হয়। কারণ মহান আল্লাহ পাক বলেন اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমার রহমত নেককার আল্লাহ ওয়ালাদের নিকটেই নাযীল হয়। পবিত্র সুরা আরাফ-আয়াত শরীফ ৫৬।

Scanned with CamScanner

খতমে ক্বাদেরিয়া

ইহা চারি তরিকার প্রচলিত খতম। ইহা পাঠ করিলে সমস্ত তরিক্বার ফায়েজ অতি সহজে লাভ করা যায়। ইহা পাঠ করিলে সমস্ত কার্য সিদ্ধি হয়। ইহা পাঠ করিবার নিয়ম-

(১) ছুরায়ে ফাতিহা ১১ বার। (২) দরূদ শরীফ ১০০ বার। নিম্নের আয়াতসমূহ ১১১ বার করিয়া পাঠ করিতে হয়।

(١) سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .

(٢) اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ .

(٣) لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

(٤) نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ .

(٥) رَبِّيْ اِنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ .

(٦) حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ .

(٧) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ .

(٨) سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ . (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ – الاخر)

(٩) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ .

(١٠) يَا وَهَّابُ هَبْلِيْ رِزْقًا بَاسِطًا يَا بَاسِطُ .

(١١) يَا بَاقِيْ اَنْتَ بَاقِيْ .

(١٢) يَا اِلٰهِيْ بِطُفَيْلِ حَضَرَتْ غَوْثِ اَسْتَغِيْثُ .

(١٣) يَا اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ حَضَرَتْ شَيْخْ عَبْدِ الْقَدِرِ جِيْلَانِيْ .

Scanned with CamScanner

(١٤) يَيُسْ اِرْتِقَضَارِ دَكُنِ بِلَا سُبْحَانَهُ يَا مُنْتَهٰى.

(١٥) فَسَهِّلْ يَا اِلٰهِىْ كُلَّ مُشِبٍّ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْاَبْرَارِ سَهِّلْ.

(١٦) دَرُوْدُ شَرِيْفُ.

(١٧) سُوْرَةُ فَاتِحَةُ – (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ – اَلَاخر)

(١٨) اَللّٰهُمَّ يَا قَاضِىَ الْحَاجَاتِ.

(١٩) اَللّٰهُمَّ يَا كَافِىَ الْمُهِمَّاتِ.

(٢٠) اَللّٰهُمَّ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ.

(٢١) اَللّٰهُمَّ يَا شَافِىَ الْاَمْرَاضِ.

(٢٢) اَللّٰهُمَّ يَا اَحْلَالَ الْمُشْكِلَاتِ.

(٢٣) اَللّٰهُمَّ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ.

(٢٤) يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ.

মুনাজাত হুজুরে মালেক আল্লাম

ফজল কর ইয়া মোহাম্মদ মোস্তফাকে ওয়াস্তে
ছাইয়িদি কাওনাইন শাহে আম্বিয়া কি ওয়াস্তে
ইয়া এলাহী আলামীন ইয়ে আরজ হো মেরে কবুল
ইস্তাজেব রাজা দেলী হ্যাঁয় ছখত মুঝকো বেকুলি
উছ শাহে ছিদ্দিক আকবার বা ছফা কি ওয়াস্তে
দো-জাঁহা মে হযরত ওছমান কি রো হে মুঝে
মত খেজেল কি জিউ তুনউছ ছাহেব হায়াকি ওয়াস্তে
ইয়ার শাহ আলী মে তেরী হাঁয় ইয়ে ইলতেজা
হোবে মুস্কিল হাল মেরি মুস্কিল কুশা কি ওয়াস্তে
বুলবুল বাগে মদীনা কুর্‌রাতুল আইনে রাছুল ﷺ

Scanned with CamScanner

ইয়ানে খাতুনে জান্নাত ফাতেমা رضي الله عنها খায়রুন্নেছা কি ওয়াস্তে

দে খুশী দিলকে মেরে ছার ছবজ কর নখলে মুরাদ
উহ্ জিগার খাছতাহ্ হাছান ছাহেব লেওয়া কি ওয়াস্তে
হর তরফ ছেরঞ্জে ও গননে আকে ঘেরা হ্যাঁয় মুঝে
দে পানাহ্ ইয়া রব-শহীদ কারবালা কি ওয়াস্তে
কোন তুঝ বিন উছ আছিকো দেবে ইজাদ
জুদ তর ফরিয়াদ রাহ্ জয়নাল আবেদীন কি ওয়াস্তে
ম্যায় বহুত হয়রান হু, কর রহম কি মুঝপর নজর
বাকের, জাফর, আলী ও মুছা রেজা কি ওয়াস্তে
মুছা ও কাজেম তাকি ওয়া বা নকী ওয়াছ করি
আওর ইমাম মেহেদী পীরে হুদ কি ওয়াস্তে
ইয়া এলাহি উঠালে দরদান্দ হোকে বুঝ
গাওছাল আজম পীরে মোর্শেদ রাহনুম কি ওয়াস্তে

মুনাজাত হযরত আবু বকর ছিদ্দিক رضي الله عنه

খুজ বিলুত ফিকাইয়া ইলাহি আল্লাহ জাম্বুন কালিল
মুফলিছাম বিছছিদকি ইয়াতি ইন্দা নারিকা ইয়া জলিল
জাম্বুন জাম্বুহুন্ আজিমুন ফাগফিরুজ জাম্বুহুন্ আজিম
ইন্নাহু শামছুন গরীবুল মুজনিবুন আব্দুল জলিল
মিনহু ইছ-ইয়ানুন ওয়ানিছ ইয়ানুন ওছাহবুন বা'দা ছাহবিন
মিনকা ইহছানু ওয়া ফাদলু বাদ বা'দা ইতারিল জালিল
ক্বালা ইয়া রাব্বি জুনুবী মিছলু বামুলিল্লাতুরাদ
ফায়াকা আন্নি কুল্লা জাম্বিন কাছকাহিচ্ছাফ হিল জালিলি
কুল্লি নারি ইয়রি দিয়া রাব্বি ফি হাকি কামা
কুলতা কুলনা ইয়ানারু কুনি বারদাঁও ওয়া সালামান আলা ইবরাহীম
কাইফা হালি ইয়া ইলাহি লাইছা লি খাইরুল আমাল
ছুউ আ'মালি কাছিরুন জাদা তামাতি ক্বালিল
আনতা হাছবি আনতা রাব্বি আনতা লি নেয়া'মাল ওকিল
আফিনি মিন কুল্লি দাইন তুয়াক্বদি আ'ন্নি হাজাতি
ইন্না লি ক্বালবান ছাক্বিমান আনতা মাইয়াশ ফিল আলিল
হাবলানা মুলকান কাবিরান নাজ্জিনা মিম্মান খাউফা
রব্বানা ইজ আনতা ক্বাজ্জিন ওয়ালা মুনাদি জিব্রাঈল
রাব্বি হাবলি কানজা ফাদলিন আনতা ওয়াহ্ হাবুন কারীম
আয়াতিনি মাফিজ জমিরি দুল্লানি খায়রুদ্দলিল

Scanned with CamScanner

মুনাজাত মকবুল হযরত মুহাম্মদ ﷺ

শাফিউল ওয়ারা শফিউল ওরা
মুঝে বখশায়া শাফিউল ওয়ারা
বরু কেছছে আয় ফরিয়াদ আয়ে দাদয়াছ
তোমহারে ছাওয়া ইয়া শাফিউল ওরা
কাহা জায়ে আয়ে শাহে দরছে তেরে
তেরা ইয়ে গাদায়া শাফিউল ওরা
তুমহি বখশাওগে আল্লাহছে
মেরি হায় খতায়া শাফিউল ওরা
মেরে ভুল জাসা নাহ্ বাহরে খোদা
বরুজে জাজায়া শাফিউল ওরা
জাহান্নামছে মুঝকো বাঁচালিজিও
বারায়ে খোদায়া শাফিউল ওরা
মদীনা দেখা আব তু বাহরে খোদা
নবীউল ওয়ারা শাফিউল ওরা
পিয়াস হু ম্যায় শরবতে দিদকা
আতা কর আতা ইয়া শাফিউল ওরা
মদীনে মে মাওলা ইয়ে জাকর মেরে
গোলাম আপকা ইয়া শাফিউল ওরা
মোরামাদয়া তোমকো মালুম হ্যায়
করু আরজু কিয়া ইয়া শাফিউল ওরা
ইয়ে দেলকি তামান্না হ্যাঁয় মাওলা মেরে
ইয়ে হ্যাঁ ইলতেজা ইয়া শাফিউল ওরা
এহি আরজু হ্যাঁয় এহি হ্যাঁয় হাউছ
মদিহ খোদায়া ইয়া শাফিউল ওরা
রাহা জিস্ত মে জিছতরহে জোওক শোওক
তেরি নেয়া'মত কা ইয়া শাফিউল ওরা
রাহে বাদে ময়দান ইউহি খালদ-নে
হামেশাহ ছদায়া শাফিউল ওয়া
খোদা হ্যাঁয় মদাহ্ কোরআনমে
তেরা জা জাযরা ইয়া শাফিউল ওরা
বশর কিয়া ফেরেস্তাছে ভী কিনা জায়ে
তোমহারি ছানায়া শাফিউল ওরা
বোলালে মদীনে মে আব লুতফুকো
না দবদর ফেরায়া শাফিউল ওরা।

Scanned with CamScanner

পিতা-মাতার হক

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ পবিত্র কালাম পাকে ফরমাইয়াছেন ;

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَنًا .

পবিত্র সুরাা বানি ইসরাঈল-আয়াত শরীফ ২৩

অর্থাৎ-আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কাহারো ইবাদৎ করিও না এবং পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ وَبِالْوَلِدَيْنِ اِحْسَنًا

অর্থাৎ- আমি মানুষকে তাহাদের পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার ও সদাচারণ করিতে হুকুম করিয়াছি। (পবিত্র সুরা লুকমান)

মহান আল্লাহ্ পাক আরও একটি আয়াতে বলিয়াছেন-.

হুজুর পাক ﷺ বলেন-

رِضَى رَبٌّ فِىْ رِضَ الْوَلِدِ سَخَطَ رَبٌّ فِى سَخَطِ الْوَلِدِ .

অর্থ : পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইলে মহান আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট। মাতা-পিতা অসন্তুষ্ট হইলে মহান আল্লাহ পাক ঐ সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যায়। (বুখারী মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে-

اِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ اَقْدَامِ اُمَّهَاتِكُمْ

অর্থাৎ-তোমাদের বেহেস্ত তোমাদের পিতা-মাতার পদতলে। (মুসলিম মিশকাত, মিরকাত সহ অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

অর্থাৎ-তাহাদের খুশীর উপর তোমাদের নাজাত নির্ভর করে।

আখেরী রসুল মোহাম্মদ ﷺ ফরমাইয়াছেন-

كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهَا مَاشَاءَ اِلَّا حُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهُ يَجْعَلُ

لِصَاحِبِهٖ فِى الْحَيَاتِ قَبْلَ الْمَمَاتِ

অর্থাৎ-পিতা-মাতার অবাধ্যতার পাপ ব্যতীত সমস্ত পাপ মহান আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন, সমস্তই মাফ করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানদিগকে হইকালেই ইহার শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। (তিবরানী, দারিমী, মুসনাদ, দায়লামীসহ অনেক ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

Scanned with CamScanner

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের জরুরী হক নিম্নে দেওয়া হইল

১. মাতা-পিতা যদি অন্যায়ভাবেও কষ্ট দেয়, তবুও মাতা-পিতাকে কোন ক্রমেই কষ্ট দেওয়া যাইবেনা।

২. কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে সর্ব বিষয়ে মাতা-পিতার তাজিম ও সম্মান করিবে।

৩. মহান আল্লাহ ও রাছুল ﷺ উনার নাফরমানীর কথা বলিয়া মাতা-পিতার মনে কষ্ট দিও না এবং মাতা-পিতার আদেশ পালন করিবে।

৪. মাতা-পিতা (খারাপ) চোর-ডাকাত হইলেও দরকার মত তাহাদিগকে টাকা-পয়সা, পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়া সাহায্য করিতে হইবে। তাহাদের পাপের শাস্তি তাহারাই পাইবে নরম ভাষায় উপদেশ দেওয়া ব্যতীত সন্তানের কিছুই করার নেই।

৫. মাতা-পিতা মরিয়া গেলে, জীবনভর তাহাদের পাপ মার্জনার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সর্বদা দোয়া-দরূদ, নফল নামাজ-রোজা, তছবিহ তাহলীল এবং দান-খয়রাত করিয়া তাহাদের মাগফেরাতের জন্য ছওয়াব পৌছাইবে।

৬. মাতা-পিতার প্রিয়জনের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে এবং তাহাদের উপকার করিবে। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া এবং অভাব-অনটন হইলে শক্তি অনুযায়ী সাহায্য করিবে।

৭. মাতা-পিতার কোন রকম ঋণ থাকিলে তাহা অবশ্যই পরিশোধ করিবে এবং তাহাদের ভাল-মন্দ অছিয়ত পালন করিবে।

৮. মাতা-পিতার মৃত্যুর পর চীৎকার করিয়া কান্নাকাটি করিবে না।
দাদা-দাদী, নানা-নানীর হক, মাতা-পিতারই সমান। মামা ও খালার হক মাতার হকের সমান এবং চাচা ও ফুফুর হক পিতার হকের সমান, দুধ মা ও সৎ মাতার সহিত ব্যবহার নিজের মাতার মতই করিতে হইবে। তাহাদের অভাব-অনটন থাকিলে সাধ্যমত সাহায্য করিতে হইবে।

৯. অবশ্যই প্রতি নামাজেই মহান আল্লাহ পাক উনার শেখানো দোয়া পাঠ করিতে থাকিবে। رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থাৎ- ও আমার আল্লাহ পাক মা-বাবা বাল্য কালে আমাকে যেভাবে লালন-পালন করিয়াছেন তাহাদেরকে আপনি সেই ভাবেই লালন পালন করুন। আমিন পবিত্র সুরা বনি ইসরাইল আয়াত শরীফ-২৪

প্রতিবেশীর হক্ব :

হাঁস, মুরগী বা ছেলে-মেয়ে দ্বারা কোন ক্ষতি হইলে তাহাদের সাথে ঝগড়া ফ্যাসাদ ও মারামারি করিবে না বরং সহ্য করিবে। প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়ে, গরু, মহিষ, ছাগল এবং বাড়ী-ঘর ও মাল-পত্র, টাকা-পয়সা হেফাজত করিবে। তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার ছেলে-মেয়ের অভাব-অনটনে সাহায্য করিবে। প্রতিবেশী গরীব হইলে তাহাদিগকেও শক্তি পরিমাণ টাকা পয়সা দিয়া হউক অথবা ধান, চাউল, কাপড় দিয়া হউক- সাহায্য করিবে। মহান আল্লাহ পাক কুদরতী সাহায্য করিবেন।

Scanned with CamScanner

নিরাশ্রয়, নিরুপায় গরীবদের হক :

যাহারা এতীম, বিধবা, মিছকিন, চিররুগ্ন, অন্ধ, আতুর, কর্মশক্তিহীন তাহাদের প্রতি দয়া করিবে। তাহাদের সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য। শক্তি পরিমাণ টাকা-পয়সা বা খাওয়া-পড়ার আসবাবপত্র দিয়া সাহায্য করিবে, নম্র ব্যবহার করিবে এবং মিষ্ট ভাষার দ্বারা তাহাদের দু:খ-কষ্টে সান্ত্বনা প্রদান করিবে। দরকার বশত: তাহাদের জরুরী কাজে সাহায্য করিবে এবং তাহাদের যতদুর সন্তুষ্ট রাখা যায়, চেষ্টা করিবে।

মহান আল্লাহ পাক বলেন- وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

অর্থ-তাহাদের সম্পদে বঞ্চিত ব্যক্তিদের (গরীব দু:খীদের) অধিকার রহিয়াছে। (পবিত্র আলকুরআন শরীফ)

বড় ভাই-বোন বাবা ও মা সমতুল্য ও ছোট ভাই-বোন সন্তান তুল্য :

ছহীহ কিতাব আল আছার হাদীস সহ অসংখ্য সহীহ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত বড় ভাই বোন পিতা মাতার ন্যায় সম্মানিত এবং ছোট ভাই বোন সন্তানের মত আদর যত্ন পাওয়ার হক্বদার।

আলীয়া মাদ্রাসার বিরোধিতা

ছয় উসূলী তাবলিগী এবং কওমীরা কেবল মাত্র নিজেদের সুবিধা ভোগে। ছাড়া আলীয়াদের সাথে সম্পর্কে রাখে না। সকল আলিয়া ও হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ও কমিটিকে অনুরোধ করবো কওমী মৌলভীদের ঢোকানো অথবা সকল হাফেজী ও আলীয়া মাদ্রাসাকে কওমী আক্বিদা সম্পন্ন বানানোর জন্য তারা আপ্রান চেষ্টা চালাচ্ছে। ওহাবীদের পক্ষ থেকে পাওয়া কিছু টাকা দেয়ার লোভ দেখিয়ে সকল মাদ্রাসাকে তারা কওমীতে পরিণত করার চেষ্টা করছে। আর কওমী মানেই হলো মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ও এলাকাবাসীকে উপরোক্ত ওহাবী আকিদা শিক্ষায় বাধ্য করা।

আমরা একমাত্র আল্লাহপাকের কুদরতের উপরে নির্ভরশীল

আমরা সহজ ভাষায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআনের সত্য কথা গুলো মানুষের কাছে পৌছে দিতে চাই। যাদেরকে আল্লাহ পাক কবুল করবেন তারা সঠিক পথ পাবে আর যাদের কবুল করবেননা তারা পাবেনা। সত্য কথাগুলো শোনার এবং জানার পরে কে আমাদেরকে রাগ করে মারার চেষ্টা করলো। আর কে ভালবেসে মাথায় তুলে নিল। সে ব্যাপারে আমাদের তাকানোর কোন সুযোগ নেই বরং সেগুলো কন্ট্রোল করার দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহপাকের। আমরা তাঁর ওপরেই নির্ভরশীল। অন্য কারও কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশা করি না। কারন বান্দার জীবন- মরন, খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, সম্মান-অসম্মান, দানসহ সবকিছুরই একমাত্র মালিক আল্লাহপাক। আমরা তাঁর কুদরতি সাহায্যেই চলে থাকি ও কথা বলে থাকি। আল্লাহপাক বলেন, "যে ব্যক্তি আমার ওপরে নির্ভরশীল হয় আমি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাই" (সূরা ত্বলাক, আয়াত ৩), "আমি আল্লাহপাকের হুকুম ছাড়া সারা জগতের সকল বাতিল একত্রিত হয়েও আমার ওপরে নির্ভরশীল বান্দাদের কোন (পশম পরিমান) ক্ষতি কেউ করতে পারবেনা "(সূরা বাকারা, আয়াত ১০২)," যারা আপ্রান চেষ্টা করবে সত্যের ওপরে ওঠার জন্য আমি তাদেরকে অবশ্যই সত্যের রাস্তাসমূহ দেখিয়ে দিব "(সূরা আনকাবুত, শেষ আয়াত)," আমার ওলীদেরকে যারা কষ্ট দেয় আমি আল্লাহপাক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। "(বুখারী, ২/৯৬৩ পৃষ্ঠা, মিশকাত ১৬৮ পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য কিতাব)

Scanned with CamScanner

আলীয়া ও হাফেজী মাদ্রাসা বেশী বেশী চালু করতে হবে

উল্লেখ্য যে হাফেজী ও আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর অধিকাংশ আল্লাহর ওলী গনও হক্কানী আলেমগণ তৈরী করেছেন কুরআন শিক্ষার কারখানা হিসেবে। অথচ তাদের মৃত্যুর পর তাদের মতের বিরোধী হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আকিদা সম্পন্ন ওহাবী কওমীদের ষড়যন্ত্রের মুখে হাফেজী মাদ্রাসাগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। হাফেজী মাদ্রাসার নাম হাফেজী মাদ্রাসাই যথেষ্ঠ তারপরেও যদি নাম করন করতেই হয় তবে মুহাম্মাদীয়া সুন্নিয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসা করলে হুজুর পাক ﷺ উনার নামে থাকার কারনে আল্লাহ পাক খুশি হবেন; পক্ষান্তরে কওমী হাফেজী মাদ্রাসা নাম করন করলে বিজাতীয় এজেন্টদের দলের নামে হাফেজী মাদ্রাসা হলে আল্লাহপাক ও হুজুর পাক ﷺ উনি খুশি হবেন না। মিশকাতসহ অসংখ্য হাদীস শরীফে এসেছে, "যারা যে জাতের অনুসরণ করবে তারা তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে ও তাদের সাথেই তাদের হাশর হবে"।

এতিমদের অর্থ আত্মসাৎ করা জাহান্নামের আগুন ভক্ষনের শামিল (সূরা নিসা ১০) : সুরা তওবার ৬০নং আয়াত মোতাবেক জানা যায় ছদ্‌কা, যাকাত, চামড়ার অর্থ ব্যয় করার খাতের একটি খাতও নেই মসজিদ অথবা মাদ্রাসা উক্ত টাকাগুলো ব্যাবহার করতে পারে বেতনের কাজে, অথবা বিল্ডিং তৈরীর কাজে। বরং ফকির, মিছকিন, নিকট আত্মীয় ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, নওমুসলিম, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ ইত্যাদি খাতে ব্যবহার করা কুরআন শরীফের হুকুম। কওমী মৌলভীরা রাস্তার মোড়ে-মোড়ে গ্রামে-গ্রামে মাদ্রাসা চালু করে কয়েকজন এতিমের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ছদকা, যাকাত, চামড়া, দান-খয়রাত ইত্যাদিআদায় করে সেই টাকায় বিল্ডিং তাদের বাড়ী, গাড়ী, মোবাইল, ব্যাংক ব্যালেন্স সহ বিলাসিতার জীবন যাপন করে হুজুর পাক ﷺ ও অলীদের দুশমনির কাজে ব্যস্ত। আর যে এতিমদের নামে টাকা উঠানো হলো তাদের কোন পূর্ণবাসন হলোনা তারা সারাজীবন এতিমই থাকলো।

আল্লাহ্ পাক বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا –

"যারা এতিমের মাল জুলুম করে খায় তারা যেন নিজের পেটকে জাহান্নামের আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো এবং অচিরেই তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। (সুরা নিসা আয়াত নং১০) ছোট মাসুম ছেলেদেরকে আলেম হওয়ার জন্য বাবা মা তাদের মাদ্রাসায় হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে পড়তে দেন আর সেই মাসুমদের মাথায় বিদআতী পাঁচ কল্লি টুপি পরিয়ে দিয়ে ফুলের মত সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সন্তানগুলোকে বানরের মত চেহারা বানিয়ে দেয় এবং তাদের হাতে চাঁদার বই উঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে জোর করে তারা ভিক্ষা করা শিখায়। যাতে তাদের লজ্জা নষ্ট হয়ে যায়। "আর লজ্জা নষ্ট হলে তাদের দারা যা ইচ্ছা তাই করানো সম্ভব হয়।" (বুখারী, মুসলিম শরীফ ইত্যাদি) সেই ভিক্ষার টাকা দিয়ে তারা বিলাসিতার জীবন যাপন করে আর কোমলমতি ছাত্রদেরকে নিজেদের

Scanned with CamScanner

দল ভারী করত: রাজনৈতিক জঙ্গীপনার কাজে ব্যবহার করে তাদেরকে নবী عليهم السلام গণ ও অলীদের প্রতি দুশমনীপূর্ন যাবতীয় কুফরী আমল ও আক্বিদায় গড়ে তোলে তার প্রমাণগত ৫ই মে/১৩ হেফাজতে ইসলামের নাম করে মাছুম সন্তানদের প্রতি নির্যাতন। পায়না ছেলেগুলো তৃতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট। পেলোনা তারা দুনিয়া,পেলোনা আখিরাত এবং হলো নবীজি ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার দুশমন। জীবনের মূল সময় ১৬-২০ বছর লেখাপড়া করে একজন সভ্য পরিবারের ছেলে কোন কুল না পেয়ে তার এলাকায় আবার একটি মাদ্রাসা তৈরী করে এলাকার গরিব ও ঋনগ্রস্তদের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত ও চামড়া আদায়ের কেন্দ্র তৈরী করতে বাধ্য হয়। এভাবেই তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তাদের ভ্রান্ত ও নতুন মতের বিরোধী সত্য পন্থী- নিজের বাবা, চাচা ও হক্কানী ওলীদের সাথে তারা ফেৎনায় লিপ্ত হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে তাদেরকে অর্থ দিয়ে অথবা ছাত্র দিয়ে সাহায্য করা যাবে কিনা? তা জ্ঞানবান পাঠকের নিকটে জানতে চাই। আল্লাহপাক বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
[illegible]

"তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে সবকিছু দিয়ে সাহায্য করো, তাঁর বিরোধী জে সাহায্য করোনা, আল্লাহপাক বিরোধী কাজে সাহায্য করলে তাদের জন্য আল্লাহপাকের শাস্তি ভয়াবহ" (সূরা মায়িদা: ২)।

সার্টিফিকেট সম্পর্কে মিথ্যাচারিতা ঃ এই জাহেল মৌলভীদের তৃতীয় শ্রেণীরও সার্টিফিকেট নেই বিধায় নিজেদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে তারা ডক্টর মুফতি আশরাফ সিদ্দীকির সার্টিফিকেট ব্যাপারেও মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে থাকে বিধায় তার পক্ষ থেকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা আইন মোতাবেক যার যে সার্টিফিকেট নেই সেই সার্টিফিকেট ব্যাপারে তার কোন মন্তব্য করা ও দেখতে চাওয়ার অধিকারও নেই, উহার মর্যাদা বোঝার হিম্মাত ও যোগ্যতাও তার নেই এবং সার্টি ফিকেট সম্পর্কে মিথ্যাচার করা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে তিনি মান হানীর মামলা তাদের বিরুদ্ধে দিতে পারবেন হেতু তার ডিগ্রি মোতাবেক যাদের ডিগ্রি আছে সেই ধরনের ব্যাক্তিরা নিজেদের সার্টিফিকেট নিয়ে তার নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তা দেখিয়ে এই মর্মে ১৫০ টাকার ষ্ট্যাম্পে ডিড করতে হবে যে, আমাদের অর্জনকৃত ডিগ্রির মত আশরাফ সিদ্দীকিও যদি তার ডিগ্রির সনদ দেখাতে পারেন তাহলে আমরা এতদিন তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অপরাধের শাস্তি হিসেবে জুতার মালা পড়ে সমগ্র বগুড়া শহরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য থাকবো।

আর যদি ড. মূফতি আশরাফ সিদ্দীকী তার নামের আগে-পিছের ব্যবহৃত শব্দগুলোর সঠিক ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে না পারেন এবং তার অর্জনকৃত ডিগ্রির সার্টিফিকেটগুলো দেখাতে না পারেন তাহলে তিনিও তাই করতে বাধ্য হবেন। তার সম্পর্কে তারা আরেকটি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে যে তাকে নাকি ভাই পাগলা মাজার মসজিদ এবং আওলাদে রসুল ﷺ উনার দরবার শরীফ হতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকাল কাযযাব। এ কথা যে সত্য নয় তার প্রমান যে কোন মুসলিম ভাই "ভাই পাগলা

Scanned with CamScanner

মাজার" মসজিদের বর্তমান ইমামদের, মুসল্লিদের ও দরবার শরীফে এবং কমিটির সদস্যদের জিজ্ঞাসা করলেই পেয়ে যাবেন যে তাকে ইমাম হিসেবে সারাজীবন অত্র মসজিদে এবং দরবার শরীফে রাখার জন্য তারা কত চেষ্টা করেছেন। মূল কথা হচ্ছে এইযে, দক্ষিণ বগুড়ায় দীর্ঘ অনেক বছর সত্য প্রচারের পরে হুজুর পাক ﷺ উনার সুন্নত পালন করার নিমিত্তে মহান আল্লাহ্ পাক উনার ইচ্ছায় উত্তর বগুড়ায় সত্য প্রচারের জন্য তিনি মসজিদে কু'বায় স্থানান্তর করেছেন। (মসজিদে কু'বার প্রতিষ্ঠাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে, ভাই পাগলা মাজার মসজিদের সেক্রেটারী সাহেবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পরামর্শ ও অনুমতি সাপেক্ষে) এবং ড. আশরাফ সিদ্দীকির সুপারিশ ও পরামর্শক্রমে তাঁরই বন্ধু আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র বর্তমান ইমাম কে অত্র মসজিদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যদি তাকে তাড়িয়েই দেওয়া হতো তাহলে কোন ওহাবী কওমী মৌলভীই সেই মসজিদে ইমাম হওয়ার সুযোগ পেত। আসল কথা অত্র মসজিদে ইমামতির সারকুলারে কোন কওমী ও ওহাবী মৌলভীকে দরখাস্ত করার সুযোগটুকুও দেওয়া হয়নাই।

ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস কমিটি এবং হেফাজতে ইসলাম ঃ সারা জীবন যারা নুরে মুজাস্সাম হাবীবুল্লাহ হুজুর পাক ﷺ ও আল্লাহ্ পাক উনার অলিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ছলনায় দুশমনি আকিদা ছড়িয়ে নিজেদের সহ সকল মুসলিমের ঈমান আকিদা ধ্বংসের কাজে ব্যস্ত তারা আবার নিজেদের তৈরী করা ছলনাময়ী কমিটির নাম দিয়েছে, ঈমান আক্বিদা সংরক্ষন কমিটি। এ যেন মুরগীকে ধোকা দিয়ে নিজের কাছে আমদানী করে খাওয়ার আশায় শিয়ালের পক্ষ থেকে মুরগী সংরক্ষণ ও হেফাজতে ইসলাম কমিটি নামের প্রচার। প্রতারনায় ফেলানো ছাড়া শেয়ালের নিকটে যেমন মুরগি সহজে যায়না তেমনি প্রতারনামূলক কমিটি নামে নিজেদেরকে প্রকাশ না করলে সাধারন মুসলিম তাদের জালে আটকা পড়েনা। কাজেই ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস কমিটি নামেই তারা স্বার্থক।

ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণের মালিক একমাত্র আল্লাহ্পাক ঃ আল্লাহ্পাক ব্যাতিত অন্য কেউ পবিত্র কুরআন ও ঈমান আক্বিদা সংরক্ষনের মালিক হতে পারেনা। যদি কেউ সংরক্ষনের মালিক হওয়ার দাবি করে তাহলে তারা কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ্পাক বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "নিশ্চয় পবিত্র কুরআন (তথা ঈমান আক্বিদার মূল) আমিই নাযিল করেছি এবং একমাত্র আমিই উহার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছি"। (সূরা হিজর আয়াত নং ৯) ঈমান আক্বিদা সংরক্ষন এবং হেফাজতে ইসলাম নামধারী কমিটির সকল সদস্য তাদের কমিটির নামকরন করে তারা দাবি করতে চায় যে তারা সমস্ত মানুষের ঈমান-আক্বীদা এবং ইস্লামের হিফাযতের মালিক। নাউযুবিল্লাহ্!!

সম্মানিত পাঠক! আমরা ফতওয়া দিবো না। ফতওয়া আপনারাই দিবেন। মানুষের ঈমান-আক্বীদা এবং ইসলামের হিফাযতের মালিক 'আল্লাহ পাক', না 'মানুষ'? নিশ্চয়ই আপনারা উত্তর দিবেন 'আল্লাহ্ পাক'। যদি তাই হয়, তাহলে বগুড়ার দাজ্জালে কাজ্জাব বা উলামায়ে ছু'রা কি নিজেদেরকে 'আল্লাহ' দাবী করলো না? যদি কেউ নিজেকে 'আল্লাহ পাক' বলে দাবি করে তবে সে 'মুসলমান', না 'কাফির'? বিবেক সম্পন্ন মানুষেরা আপনারাই ফতওয়া দিন যে তারা কি? তারা হেফাজতে ইসলাম নাম সেজে অমুসলিমদের

Scanned with CamScanner

নিয়ম- হরতাল, লংমার্চ ইত্যাদিকে জিহাদ নাম দিয়ে ঢাকা বায়তুল মুকাররম মসজিদ মার্কেটে বিভিন্ন দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পবিত্র কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ পুড়িয়ে দিয়ে এবং কয়েকজন পুলিশের আক্রমণের ভয়ে জুতা ফেলে পালিয়ে গিয়ে ইসলাম ও ঈমান ধ্বংসকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত হয়েছে। কারণ পবিত্র কুরআন শরীফে যথার্থই এসেছে জিহাদের নামে ঘর থেকে বের হলে- হয় শহীদ নয়তো বা গাজী বেশে ফিরে আসতে হবে। যদি কেউ জিহাদ হতে পালিয়ে যায় তবে তারা মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়।

আলহাজ্জ আল্লামা মাওলানা ডক্টর মুহম্মদ আশরাফ আলীমুল্লাহ্ ছিদ্দিকী সাহেব সম্পর্কে আওলাদে রসূল আলাইহিস সালাম উনার মোবারাক মন্তব্যঃ-

"আলহাজ্জ মাওলানা ডক্টর মুহম্মদ আশরাফ আলীমুল্লাহ্ ছিদ্দিকী সাহেব একজন হক্কানী-রব্বানী আলিম" ঃ বগুড়ার দাজ্জালে কাজ্জাব বা উলামায়ে ছু'রা যে লিফলেট প্রকাশ করেছে তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হচ্ছে, আলহাজ আল্লামা মাওলানা ডক্টর মুহম্মদ আশরাফ আলীমুল্লাহ্ ছিদ্দিকী সাহেব। কারণ উনার জনপ্রিয়তা, গ্রহণযোগ্যতা ও দলীলভিত্তিক ওয়াজ উলামায়ে ছূদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এতদিন বগুড়াবাসীকে যে জিহালত ও গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছিল সে জিহালতী ও গুমরাহী থেকে বগুড়াবাসীকে ফিরিয়ে হক্ব মত-পথ ও হিদায়েতের দিকে নিয়ে আসছেন আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ আশরাফ আলীমুল্লাহ্ ছিদ্দিকী সাহেব। তিনি যেহেতু আওলাদে রসূল উনার মাহবুব মুরিদ সেহেতু তারা ফুরফুরা সিলসিলা ভূক্ত উনার বিরুদ্ধে মিথ্য অপপ্রচারে নেমেছে। উদ্দেশ্য হলো- যাতে বগুড়াবাসী, ওহাবী, কওমী, দেওবন্দী, ছয় উছূলী তাবলীগী ও চর্মনাই মৌলভীদের হাক্বীকৃত জেনে যাবে। তাদের কথা শুনবে না। তাদের মাদরাসায় যাকাত দিবে না। তাদের ইমাম-মুয়াজ্জিন হিসেবে রাখবে না। তাদের ধর্মব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা উনার বিরোধিতায় একজোট হয়েছে। তাদের এতটুকু ঈমানও নেই যে, মহান আল্লাহপাকই একমাত্র রেযেকদাতা।

উল্লেখ্য, বগুড়ার দাজ্জালে কাজ্জাব বা উলামায়ে ছু'রা আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ আশরাফ আলীমুল্লাহ্ ছিদ্দিকী সাহেবের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করেছে যেমন, হক্কানী উলামায়ে কিরাম, মাদরাসা শিক্ষা, তাবলীগ জামাতের সমালোচনা এগুলো সবই ডাহা মিথ্যা। তিনি ধর্মব্যবসায়ী বা উলামায়ে নাহক্বদের মুখোশ উন্মোচন করেন। কোনো হক্কানী আলিমের সমালোচনা তিনি করেন না। তারা প্রমাণ করুক, তিনি কোন্ হক্কানী আলিমের সমালোচনা করছেন? যারা ছবি তোলে, টিভি দেখে, টিভিতে প্রোগ্রাম করে, বেপর্দা হয়, ইসলামের নামে গণতন্ত্র তথা ভোট- নির্বাচন করে, হরতাল করে, লংমার্চ করে, ব্লাসফেমী আইন চায় নারী নেতৃত্ব করে, গনতন্ত্র করে এগুলোকে সমর্থন করে তাদেরকে কি তারা হক্ব আলীম প্রমাণ করতে পারবে? এত তাশাব্বুহ্ ও হারামকে জায়েজ বলে তারা যদি হক্কানী আলিম হয় তবে নাহক্ব আলিম কে? আর যে মাদরাসায় কুফরী আক্বীদা ও শরীয়ত বিরোধী আমল শিক্ষা দেয়া হয়, জঙ্গি/সন্ত্রাসী পয়দা করা হয় নবীজী ﷺ উনার দুশমনি শিক্ষা দেয়া হয়। সেইসব ধর্ম ব্যবসায়ী দল ও মাদরাসার সমালোচনা করা কি অন্যায়?

Scanned with CamScanner

খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপায়

সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় এক কোটি আলেম বাস করেন। তারা প্রত্যেক যদি ১০ জন করে মানুষ সত্যিকারের আল্লাহ ওয়ালা তৈরী করতে পারে তাহলে তৈরী হবে ১১ কোটি মানুষ। মাত্র ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১১ কোটি মানুষ যদি জান-মাল দিয়ে প্রচেষ্টা করে, দোয়া করে এবং "না" সমর্থন দিয়ে ধর্মের নামে হারাম গনতন্ত্রকে অস্বীকার করে তবে যেকোন মুহূর্তে আল্লাহর অলী ও শহীদ গাজীর দেশ বাংলাদেশে ইসলামী খেলাফত কায়েম হওয়া সম্ভব। কাজেই খেলাফত কায়েমে সবচাইতে বড় বাধা ধর্মের নাম ভেঙ্গে হারাম গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়া।

অকাট্য দলীল দিয়ে খারেজী ওহাবী চরমোনাই ও ছয়উসুলী তাবলীগিরা রসুল ﷺ উনাকে মাটি প্রমান করতে না পেরে লুকিয়ে লুকিয়ে নুর স্বীকার করে লোক লজ্জার ভয়ে বলছে তিনি জান্নাতী মাটির তৈরী। তাদেরই মুরব্বী শায়খুল হাদীস আজিজুল হক্বের অনুদিত বুখারী সিরাত সংখ্যা ৫ম খন্ড ৩ পৃষ্টায় এসেছে اول ما خلق الله نوری-অর্থঃ সর্ব প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা কি হাদীস দিতে পারবে" সর্ব প্রথম জান্নাত তৈরী করা হয়েছে? আর কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল দিয়ে প্রমাণিত যে, জান্নাতের সকল উপাদানই নূরের তৈরী বিধায় জান্নাতিরা খাবার খাবে ও স্ত্রী সহবাস করবে অথচ কখনও তাদের পেশাব পায়খানা হবে না এবং অজু গোসল ফরজ হবে না সুবহানাল্লাহ। আর হুজুর পাক ﷺ মহান আল্লাহ পাক উনার কুদরতি সৃষ্টিকৃত নূরের তৈরী মানুষ বলেই তাঁর ছায়া ছিলনা এবং উনার পেশাব-পায়খানা মোবারক পাক পবিত্র ছিল ও ঘুমের মধ্যে অজু গোসল নষ্ট হত না। যা অকাট্য দলীল (বুখারী শরীফ এবং সুরা মায়েদা ১৫নং আয়াত) দ্বারা প্রমাণিত। কিছু কিছু খারেজী ওহাবী বুঝতে পেরেও না বুঝার ভান করে নিজের ভ্রান্ত মতকে প্রতিষ্ঠার জন্য ছলচাতুরী পূর্ণ খোড়া যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বলছে নূরের মানুষের সেক্স থাকে না, মাটির মানুষ হাসি কান্না শোক-বিলাপ করতে পারে নূরের মানুষ তা পারে না। তাহলে নূরের ফেরেস্তা عليهم السلام গণ হুজুর পাক ﷺ উনার উহুদের ময়দানে দানদান মুবারক শহীদ হলে এবং হযরত ইবরাহীম عليه السلام আগুনে পতিত হলে সমস্ত ফেরেস্তা عليهم السلام উনারা রোনাজারি করে কেঁদেছিল এমনকি আল্লাহ পাক ক্ষমতা দিলে মরা খেজুর কাঠ পর্যন্ত ও নবীজি ﷺ উনার মহব্বতে কাঁদতে পারে তা বুখারী হাদীস দিয়ে প্রমাণীত।

আবার সূরা বাকারা ১২ রুকুর ভিতরে ১০২ আয়াতে এসেছে পরীক্ষা করার জন্য হারুত-মারুত ফেরেস্তা عليهما السلام দ্বয়কে আল্লাহ পাক সেক্স দান করেছেন এবং জোহরা নামের মহিলাকে তারা ভালবেসে ফেলেছিল। শুধু মাটির মানুষ হলেই যদি সেক্স থাকবে তাহলে মানুষের মধ্যে থেকে যারা হিজরা বা ন-পুংশক তাদের ব্যাপারে খারেজীরা কী বলবে। মূলত সবকিছুই আল্লাহ পাক উনার ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল। অতএব নবীগণ গুনাহমুক্ত আর আমরা গুনাহর সাথে যুক্ত মানুষ। হুজুর পাক ﷺ উনাকে আল্লাহ পাক ১৩টি বিবাহ করিয়েছেন আর উম্মত যদি একসাথে চারটির উর্ধে পাঁচটি বিবাহ করা জায়েজ মনে করে তাহলে কুরআন শরীফের সূরা নিছার ৩নং আয়াত অস্বীকার করার কারণে তারা কাফের হয়ে যাবে। কাজেই রেল লাইনে বিছানো পাথর আর হাজরে

Scanned with CamScanner

আসওয়াদ পাথর যেমন নামে ও দেখতে পাথর হওয়ার পরেও হাকিকতে এক রকম নয় কারণ রেল লাইনের পাথরে নাক লাগালে বা চুমু দিলে পেশাব পায়খানার দুর্গন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু হাজরে আসওয়াদ পাথরে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে চুমু দিলে মেশক আম্বরের সুগন্ধি পাওয়া যায় এবং জীবনের সকল গুনাহ্ উক্ত পাথর চুষে নিয়ে আল্লাহর হুকুমে গুনাগার লোকটিকে নিষ্পাপ বানায়ে দেয়। অনুরূপভাবে নবীজি ﷺ উনাকে ও যারা ঈমানের নজরে দেখে মারা যায় তারা নিষ্পাপ হয়ে জান্নাতি হয়ে যায়। যদিও দেখতে তিনি মানুষ হাকিকতে তিনি হাবিবুল্লাহ। নুরের সৃষ্টি আদর্শ মানুষ।

কাফির মুশরিকরা চায় যে নবী রাসুল عليهم السلام উনাদেরকে যদি আমাদের মতই মানুষ বলে প্রচার করা যায় তাহলে প্রমাণীত হবে আমরা যেমন যখন তখন ভুল ও গুনাহ্ করতে পারি তেমনি তারাও ভুল ও গুনাহ্ করতে পারে। নাউযুবিল্লাহ্। তাহলেই নিজেকে বেশি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনেকারী মানুষগুলো ধর্ম নিয়ে সন্দেহ করে বেঈমান হয়ে যাবে। কারণ তারা সহজেই মনে করতে পারবে যে, নবী عليهم السلام গণও যখন আমাদের মত ভুল ও গুনাহ্ করতে পারেন তখন তাদের প্রচারিত ধর্মের ভীতরেও অবশ্যই ভুল ও সন্দেহ থাকতে পারে। নাউযুবিল্লাহ। এই জন্য কোন মুসলমান মুমিনই কখনই নবী عليهم السلام গণকে আমাদের মত বলে মনে করতে পারে না। অত্র পুস্তকটিতে লিখিত সকল বিষয়ের দাবী যদি কেউ খন্ডন করতে চায়, তাহলে আমাদের দেয়া প্রতিটি আয়াত খন্ডনের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত দিতে হবে। হাদীস খন্ডন করতে হলে অনুরূপ মানের হাদীস দিয়েই খন্ডন করতে হবে। ছলচাতুরী করে জাল হাদীস বলে অথবা খোঁড়াযুক্তি দিয়ে আমাদের দলীল খন্ডন করা যাবে না। কারণ হানাফীদের প্রতিটি আমল ও আকীদাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ্ হাদীস দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। যুগে যুগেই বাতিল ফেরকার লোকেরা হাদিসের যে অংশ গুলোর অপব্যাখ্যা করে তাদের ভ্রষ্ট দল ও মতের পক্ষে দলিল পেশ করতে পারে সেগুলোকে ছহীহ্ হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। আর যে হাদীস শরীফগুলো সরাসরি আম্বিয়া عليهم السلام গণ, ছাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم ও অলি আওলিয়াদের শান-মান ও ইজ্জতের পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে জাল, দ্বয়ীফ ও মাওযু হাদীস নামে তারা অপ প্রচার চালায়। আবার কথায় কথায় বলে যে বুখারীতে থাকতে হবে। আসলে সিহাহ্ সিত্তাহ্ নামের ছয়টি কেতাবের লেখকগণ হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম ছিলেন বিধায় হানাফীদের দলীল হাদীস গুলোর অধিকাংশই উপরোক্ত ছয়টি হাদীসের কেতাবেরও দুইশত বছর পূর্বে খইরুল কুরুনে সংকলিত কিতাব আল আছার, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক দারেমীসহ পঞ্চাশটিরও বেশী সহীহ হাদীস শরীফের কিতাবে এসেছে। কারণ বুখারীর লেখকের বাড়ী বুখারা শহরের নামে উক্তকিতাবটির নাম করণ হয়েছে। বুখারী শরীফের কিতাবি নামই হচ্ছে কিতাব আল মুখতাছার তথা হাদীসের সংক্ষিপ্ত কিতাব। যার মধ্যে শরীয়তের সকল দলীল আসে নাই। যা লেখক ইমাম ইসমাইল হোসেন বুখারী রহমতুল্লহি

Scanned with CamScanner

আলাইহি নিজেই স্বীকার করেছেন। (মুকদ্দমা) আর কুরআন ও হাদীস শরীফের কোথাও এ রকম কোন দলীল কেউ দেখাতে পারবেনা যে, দলীল দিতে হলেই বুখারী অথবা সিহ্‌াহ সিত্তাহ্ থেকেই দিতে হবে ইহা ওহাবী খারেজী ও ইহুদী খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ধোকা দিয়ে মুমিনকে বেঈমান বানানোর আরেকটি কুট কৌশল। ওহাবী মতবাদী লা-মাযহাবী ভাইয়েরা তাদের কিতাবে লিখেও বলে থাকে যে, যারা মাযহাব মানে তারা মুশরিক, নাউযুবিল্লাহ। (ফিকহে মুহাম্মদী) তাহলে ইমাম বুখারীসহ সিহাহ-সিত্তার ইমামদের হাদীস তারা কিভাবে মানবে? তারা সকলেই তো শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ছিলেন। (সিহা-সিত্তাহ ইমামদের জীবনীগ্রন্থ)

দুরের মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত ঃ বগুড়া মসজিদে কু'বাতে গিয়ে সাধারণ মানুষ সত্য কথা শুনে উপরোক্ত মৌলভীদের ধর্মের ছদ্মবেশে ধোকাবাজিপূর্ণ আসল পরিচয় যেন না পায় সেজন্য তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ফতওয়া দেয় যে, মহল্লা ছেড়ে অন্য মসজিদে যাওয়া যাবে না, মহল্লার হক্ব আছে ইত্যাদি। এ ব্যাপারে তারা কোন দলীল দিতে পারবে না। অথচ হুজুর পাক ﷺ বলেন" বাড়ী থেকে যে যত দুরে মসজিদে যাবে সে তার প্রতি কদমে এক বছরের নফল ইবাদতের ছওয়াব পাবে"। (মিশকাত বোখারী শরীফের উদ্ধৃতিতে ৬৯৯- ৭০০-৭০২ এবং ১৩৮৮ নং হাদীস)। অথচ নিজেদের মহল্লা ও জেলা ছেড়ে এসে তারা অন্য মহল্লায় ইমামতি করে, তিন চিল্লাদিয়ে এবং মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে বেতন উঠায়ে নিজেদের জীবন ঠিকই চালাচ্ছে। তাদের পক্ষ থেকে তাদের মহল্লার হক্ব কে আদায় করছেন? জিজ্ঞাসা করুন তাদেরকে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত অকাট্য দলীল ভিত্তিক জানতে হলে অত্র কিতাবটির পরবর্তী খন্ড গুলো পাঠ করুন। মোট কথা, যে কোন দল, মত হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি সামান্যতম বেয়াদবী ও দুশমনি আক্বীদা পোষণ ও প্রচার না করে হারামকে হালাল, হালালকে হারাম কোন ফতওয়া না দিয়ে এবং মসজিদে ঘুমিয়ে অবস্থান না করে কুরআন সুন্নাহ সম্মতভাবে যে কোন ভাল কাজ করে থাকে আমরা সেটা সাদরে গ্রহণ করবো। অন্যথায় বুঝবো তারা বাতিল বাহাত্তর দলের একটি দল। কুরআন সুন্নাহ বিরোধী যারা অসংখ্য হারামকে যায়েজ বানিয়েছে তাদের পিছনে নামাজ পড়া তো দূরের কথা তাদের মুরুব্বীদের ফতওয়া মোতাবেকই তাদের ঈমান থাকে না। (শরহে আকায়িদে নসফি, ফিকহে আকবর, আকাঈদে হাক্বাহ ইত্যাদি) কেউ আমাদের বন্ধু নয়, এমনকি কেউ আমাদের শত্রুও নয়। হুজুর পাক ﷺ বলেন, "মহান আল্লাহ্ পাক ও রসুলেপাক ﷺ উনার সন্তোষ্টির জন্যই কারো প্রতি ভালবাসা ও সন্তোষ্টি এবং তাঁদের অসন্তোষ্টির জন্য কারো প্রতি অসন্তোষ্টি প্রকাশ করা মুমিনের দায়ীত্ব। (বুখারী, মুসলিম)। হুজুর পাক ﷺ বলেন- "অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যকথা বলা উৎকৃষ্ট জিহাদ, এবং দলীয় স্বার্থে বা ভয়ে ভীত হয়ে যারা সত্যকে গোপন করে তারা বোবা শয়তান।" মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি। এই অনিবার্য কারনেই প্রতিটি মসজিদকে এবং মুসলিম সমাজকে ধর্মের নামে

Scanned with CamScanner

বাতীল ও প্রতারনাপূর্ণ দলীয় কলুষতা ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও রক্ষা করা প্রতিটি মসজিদ কমিটির সদস্য, প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়ীত্ব এবং সত্যের জিহাদ। কুরআন সুন্নাহর আলোকে এমন জিহাদে অংশ গ্রহন করাকেই ফরজে আইন বলা হয়েছে নচেৎ আল্লাহ্ পাকের নিকটে সকলকেই জবাবদিহী করতে হবে। এমন জিহাদে যারা অংশ গ্রহন করবে তারা আল্লাহ্ পাকের কুদরতি মদদ লাভে ধন্য হবে। বেঁচে থাকলে গাজী হবে এবং মারা গেলে শহীদ তথা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুগন্ধি পেতে পেতে সরাসরি জান্নাতে পৌছে যাবে। (পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও বুখারী, মুসলিম শরীফ সহ অসংখ্য হাদীসের কিতাব)।

হুজুর পাক ﷺ বলেন, "তোমরা ততক্ষন পর্যন্ত মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদের মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিজন, সন্তান-সন্ততি (দলমত, মুরুব্বী) সহ সকল মুহব্বতি জিনিষ ও ব্যক্তি এমনকি নিজের জানের চাইতেও আমাকে বেশী ভালবাসা না দিতে পারবে"। (বুখারী ১/৭১ পৃ:,মিশকাত ১২ পৃ., মুসলিম) মহান আল্লাহ্ পাক সকল মুসলিমকে হাদিস শরীফের ভাষায় উল্লেখিত দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী কায্যাবদের ভ্রান্ত মতবাদ থেকে হেফাজত করত: তাঁরও হুজুর পাক ﷺ উনার সন্তুষ্টির সাথে সাহাবী ﵃ উনাদের পথে, আল্লাহর হক্বানী অলিদের পথ এবং আওলাদে রসুল ﷺ উনাদের পথে কবুল করে আমাদেরকে সমগ্র দুনিয়ায় খেলাফত কায়েম করে আখিরাতে জান্নাতুল ফেরদৌসী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন। উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ে অসংখ্য দলিল সমৃদ্ধ প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব পত্র আমাদের মুফতি বোর্ড গবেষনাগারে মওজুদ আছে। কলেবর বেড়ে যাবে বলে এতটুকুতেই শেষ করলাম।

কারণ- সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْ وَمَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ (رواه الترمذى رقم ١٧١-ابوداود رقم – ٤٥٧٩ مشكوة صفحة – ٣٠- وغير ذالك)

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনি আমর ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল পাক ﷺ বলেন আমার উম্মতেরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে (আমল আকিদার দিক থেকে) ৭২ দল (নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কালেমার স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও) জাহান্নামী হবে এক দল জান্নাতী হবে। সাহাবায়ে কেরাম ﵃ গণ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ কোন দলটি

Scanned with CamScanner

জান্নাতী? তিনি বললেন আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম ﷺ দের মত পথ ও আমল আক্বিদা এবং ব্যাখ্যার সাথে যাদের মত পথ আমল আকিদা ও ব্যাখ্যা মিলে যাবে তারাই জান্নাতী দল। (মিশকাত ৩০ পৃ আবু দাউদ ৪৫৭৯ নং ও তিরমিযী-১৭১ নং হাদীস শরীফ সহ প্রায় ১০৫টি হাদীস শরীফের কিতাব)।

ইসলামী শরীয়তের একটি জায়েজকে নাজায়েজ অথবা- না-জায়েজকে জায়েজ বললে সাথে সাথে সে কুরআন-হাদীসকে অস্বীকার করার কারণে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়।

(আকাইদে নছফী, ফিক্বহে আকবর সহ প্রায় ৩০টি নির্ভর যোগ্য কিতাব।) বিচার করুন মিলাদ, কিয়াম ও মুনাজাত অস্বীকারকারীরা কী?

সহীহ হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ (بيهقى مشكوة صفحة ٣٠)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল পাক ﷺ বলেন আমার উম্মতের মধ্যে দলাদলি তথা ফিৎনার সময়ে যে ব্যক্তি আমরা সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরবে- সে ব্যক্তি একশত শহীদের মর্যাদা পাবে। (মিশকাত ৩০ পৃষ্ঠা বায়হাকী মিরকাত, লুমআত সহ প্রায় ৫০টিরও বেশী হাদীস শরীফের কিতাব) অতএব হাত তুলে মুনাজাত ও মিলাদ-কিয়াম সুন্নাত হিসাবে একশত শহীদের মর্যাদা প্রমানিত হলো।

অসংখ্য দলীল সাপেক্ষে প্রমাণিত হলো যে, খোলাফায়ে রাশেদার চার খলীফাসহ সকল সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم গণ মিলাদ ও কিয়াম শরীফ পালন করেছেন। আমরাও করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ ফুরফুরা, জৈনপুর, মেদিনীপুর, শর্ষিণা, আমশহর, করটিয়া, গাজীপুর সিদ্দীকিয়া দরবার, সোনাকান্দা, ঠেঙ্গামারা, ঠনঠনিয়া এবং আওলাদে রাসূল ﷺ উনাদের দরবার শরীফসহ সকল হক ওলী-আউলিয়াগণ নবীজী ﷺ উনার ভাষায় জান্নাতি ফিরকার সাথে সম্পৃক্ত জাহান্নামী বাতিল বাহাত্তর ফিরকাহ মিলাদ কিয়াম বিরোধী শক্তি থেকে মুক্ত।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে উক্ত ফতওয়া মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন। আর মুনাজাত ও মিলাদ-কিয়াম বিরোধীদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

Scanned with CamScanner

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ ক্বিয়াম

সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন- وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ "হে রসুল ﷺ আপনাকে আমি সাড়া জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" সেই আল্লাহ্ পাকই সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াতে বলেন- قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ "মুমিনদেরকে বলুন যে, রহমত ও ফজল হিসেবে আপনাকে তাদের নিকটে দান করেছি তার জন্য তারা যেন খুশী প্রকাশ করে। কারণ আপনার আগমনে খুশি প্রকাশ করে কুরআন সুন্নাহ মানলে যে ছওয়াব হয় তা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ভাল আমল হতে উত্তম"। সুবহানাল্লাহ্! উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক নুরে মুজাস্সাম হাবিবুল্লাহ্ হুজুরপাক ﷺ উনার আগমনে খুশী প্রকাশ করার আদেশ করেছেন। সে মোতাবেক আল্লাহ্র আদেশ মানা ফরজ হিসেবে ১২ ই রবীউল আওয়াল শরীফে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ পালন করা ফরজ বলেই সাহাবী শ্রেষ্ঠ, নবীদের পরেই শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক رضي الله عنه বলেন, যে ব্যক্তি ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে এক দিনার বা দিরহাম ব্যয় করবে (কুরআন সুন্নাহ্ মান্যকারী হলে) সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ্। -(আন্ নিয়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম ১/১১ পৃঃ) হযরত ওমর ফারুক رضي الله عنه বলেন, যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী ﷺ অনুষ্ঠানে এক দিরহাম ব্যয় করলো আখেরী নবী, নুরে মুজাস্সাম হুজুরপাক ﷺ উনার মহব্বতে সে যেন ইসলামকেই জিন্দা করলো। সুবহানাল্লাহ্।

এমন ছওয়াব পাওয়ার কারন যেহেতু নুরে মুজাস্সাম হুজুরপাক ﷺ উনার মুবারক জীবনী অর্থই হলো ইসলাম। (আন নি'মাতুল কোবরা আলাল আলম ১/১১ পৃঃ)। যার কারনেই বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশে ১২ ই রবীউল আওয়াল শরীফে সরকারী ছুটি ঘোষনা করা হয়েছে। বিশিষ্ঠ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবু দারদা ও আবু আমের আনছারী رضي الله عنهم গণ মিলাদুন্নবী ﷺ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন, হুজুর পাক ﷺ উপস্থিত হয়ে বললেন তোমরা যা করছো এমনটি যারা করবে সকলের জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। (আন নি'মাতুল কুবরা, ছুবুলুল হুদা ফি মাওলুদিল মোস্ত

Scanned with CamScanner

ফা, আত তানবির ফি মাওলুদিল বাশির ও নাযির, হা-বিলিল ফতওয়া ইত্যাদি। আল্লাহপাক বলেন "নিশ্চয় আমি এবং আমার ফেরেশতাগন আমার হাবিবের প্রতি দরুদ পেশ করে থাকি, সুতরাং মু'মিনগন তোমরাও বেশি করে তাঁর ওপরে দরুদ শরীফ পেশ করো ও আদবের সাথে (বার বার) তাঁকে সালাম দাও।" (সূরা আহযাব-৫৬,) প্রকাশ থাকে যে মহান আল্লাহ পাকের হুকুম মানা ফরজ বলেই পবিত্র কুরআন শরীফ" তোমরা ঈমান আনয়ন করো, নামাজ আদায় করো, যাকাত দাও, রোযা রাখ, সামর্থ থাকলে হজ্জ আদায় করো" ইত্যাদি হুকুমের কারনে উল্লেখিত বিষয়গুলো মুসলিমদের জন্য পালন করা যদি ফরজ হয়ে থাকে তাহলে সেই আল্লাহ পাকেরই হুকুম" হে ঈমানদারগন তোমরা আমার নবীর ওপরে (বেশি করে) দরুদ শরীফ পেশ করো এবং আদবের সাথে তাঁকে (বার বার) সালাম দাও।" (সূরা আহযাব ৫৬)। এই হুকুম পালন করাও মুমিনদের জন্য কি হবে? বিবেক সম্পন্ন পাঠকগণ চিন্তা করুন। পবিত্র কুরআন শরীফের ২১নং পাড়া ৩৩নং সূরা শুরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াত যা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। উহাতে যে আল্লাহ পাক খবর দিয়েছেন যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ পাক ও তার ফেরেশতা ﷺ গণ নবী পাক ﷺ উনার প্রতি দরুদ সালাম পেশ করেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত করতেই থাকবেন। সুতরাং হে ঈমানদার গন তোমরা ও তাঁর উপরে দরুদ ও আদরের সাথে সালাম পেশ করো।

উক্ত আয়াত কে খন্ডন করতে হলে পবিত্র কুরআন শরীফের এমন একটি আয়াত পেশ করতে হবে যা উক্ত আয়াতের একদিন হলেও পরে, নাযিল হয়েছে যার অর্থ হবে "নিশ্চয় আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগন দরুদ সালাম পেশ করেন না সুতরাং হে মুমিনগণ তোমরা ও নবীজি ﷺ উনার উপরে দরুদ সালাম পেশ করো না।" (নাউযুবিল্লাহ্)

এমন একটি আয়াত দিয়ে খন্ডন করতে না পেরেও যারা মুখের বলে ও মিথ্যা দলীল ও ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ হয়ে দরুদ সালামের বিরোধীতা করবে তারা উপরোক্ত সূরা আহযারের ৫৬ নং আয়াত শরীফ অস্বীকার করার কারণে কাফির হয়ে যাবে।

Scanned with CamScanner

একনজরে মিলাদ কিয়ামের দলীল সমূহ

কওমী মৌলভীদের সকল কিতাবের লেখক মুরব্বীগনের কিতাব (১) ইমদাদুল মুশতাক ৩৮পৃঃ, (২) মাওয়ায়িজে আশরাফিয়া, (৩) আশরাফুল জাওয়াব, (৪) মাকতুবাতে মাদানী, (৫) মুরকুমাতে ইমদাদিয়াহ, (৬) হাশিয়ায়ে হায়দারী, (৭) তাছাউফ তত্ত ৩৯-৪৩ পৃঃ এবং (৮) ফায়ছালায়ে হাফতি মাসায়েল ৭ পৃঃ সহ -(৯) বুখারী ১/১৭৮, ২/৫৯১ পৃঃ (১০) মুসলিম ২/৯৫, ১/৩১২, ৩১৩পৃঃ (১১) মিশকাত ৪০২, ৪০৩পৃঃ, (১২) মিরকাত, (১৩) লুময়াত, (১৪) আশয়াতুল লুময়াত, (১৫) মুসতাদরেকে হাকিম, (১৬) সুনানুদ দ্বারিমী, (১৭) দ্বারি কুতনী, (১৮) মিলাদে আহম্মদি ১/৪৭পৃঃ, (১৯) তাফসীরে রুহুল বয়ান, (২০) মিসবাহুয যুজাজাহ আলা সুনানে ইবনে মাজাহ, (২১) ফতহুল মুবিন লি ইমাম নববী, (২২) জামিউল ফতওয়া, (২৩) মজমুয়ায়ে ফতওয়ায়ে আযীযিয়া, (২৪) ফতওয়ায়ে বরকতিয়া, (২৫) রুদ্দুল মুহতার, (২৬) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, (২৭) আহকামে শরীয়ত, (২৮) সুন্নীহ বেহেশতী জেয়র, (২৯) জায়াল হক্ব, (৩০) কিতাবুত তানবীর, (৩১) ফি মাওলুদিল বাশীর ওয়ান নাযীর, (৩২) ছুবুলুল হুদা ফি মাওলুদিল মুস্তফা, (৩৩) হুসনুল মাকসিদ, (৩৪) সীরতে শামী ১/৮৪৩, ১/১৪৫পৃঃ, (৩৫) সীরতে নববী, (৩৬) যুরকানী, (৩৭) মা সাবাতা বিছ সুন্নাহ, (৩৮) আদ দুররুল মুনাযযাম, (৩৯) ছাবিলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, (৪০) আল ইনতিবাহ্, (৪১)মিয়াতে মাসায়িল, (৪২) মিরআতুয যামান, (৪৩) আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম ১/১১ পৃঃ, (৪৪) আল মাওলূদুল কবীর, (৪৫) ইশবাউল কালাম, (৪৬) আশ শিফা, (৪৭) আল মুলাখ খাছ, (৪৮) কিতাবুস্ সীরাতিল মুহম্মদিয়া, (৪৯) আল জাওহারুল মুনাজ্জাম, (৫০) আল ইনসানুল উয়ুন ১/১০০পৃঃ (৫১) ইক্বদুল জাওহার, (৫২) আস্ সুলুকুল মুয়াজ্জাম, (৫৩) ক্বিয়ামুল মিল্লাহ, (৫৪) নুযহাতুল মাজালিস, (৫৫) হাবিউল ফাতওয়া ১/২৬২পৃঃ (৫৬) সিরাতে হালবিয়া ১/৮৪, ৯৯পৃঃ, (৫৭) আলগীরী ১/৩৬, ১৩৬পৃঃ (৫৮) কবিরী ১/২৫৬পৃঃ, (৫৯) আশবাউন নাযায়ের ১/১৮০পৃঃ (৬০) কওমীদের কিতাব ইমদাদুল ফতুয়া ৪/২৭১পৃঃ (৬১) মাদারীজুন নবুওয়াত ২/৬১ পৃঃ (৬২) কওমীদের পীর আশরাফ আলী থানোবির তাবলীগ ১/৩৮ পৃঃ, (৬৩) শিফাউছ সুদুর ১/১০পৃঃ,

Scanned with CamScanner

(৬৪) আকাঈদে দেওবন্দ ১/১৯পৃঃ (৬৫) হুসাইন আহম্মদ মাদানী লিখিত মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ১/২৩৯পৃঃ, (৬৬) আবু দাউদ ৪০২ পৃঃ, (৬৭) আইনী ৫/২৫৪ পৃঃ (৬৮) মাজমাউল ফাতুয়া ২/১৬১ পৃঃ (৬৯) মাওয়াহেব ১/৪৪৫ পৃঃ (৭০) মাকতুবাতে মোজাদ্দিদ আলফেসানী ১/৩৫৩ পৃঃ (৭১) আহকামুল কুরআন জাসসাস, (৭২) রুহুল মায়ানী, (৭৩) রুহুল বয়ান, (৭৪) কুরতুবী, (৭৫) কবীর, (৭৬) তাবারী, (৭৭) যাদুল মাছীর (৭৮) মাযহারী, (৭৯) ইবনে কাছীর, (৮০) খাযিন, (৮১) বাগবী, (৮২) দুররুল মনছু'র, (৮৩) ইবনে আব্বাস, (৮৪) বুখারী, (৮৫) মুসলিম, (৮৬) আহমদ, (৮৭) তিরমিযী, (৮৮) আবু দাউদ, (৮৯) ইবনে মাজাহ, (৯০) মুয়াত্তা মালিক, (৯১) মুসতাদরাকে হাকিম, (৯২) দারিমী, (৯৩) বাইহাক্বী, (৯৪) মিশকাত, (৯৫) ফতহুল বারী, (৯৬)উমদাতুল কারী, (৯৭) ইরশাদুস সারী, (৯৮) ফতহুল মুলহিম, (৯৯) শরহে নববী, (১০০) শরহে তিরমিযী, (১০১) আওনুল মা'বুদ, (১০২) বযলুল মাযহুদ, (১০৩) মিরকাত, (১০৪) আশয়াতুল লুময়াত, (১০৫) লুময়াত, (১০৬) শরহুত ত্বীবী, (১০৭) তালিকুছ ছবীহ, (১০৮) মুযাহিরে হক্ব, (১০৯) কিতাবুত তানবীর ফি মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযির, (১১০) সুবুলুল হুদা ফী মাওলিদিল মুস্তফা, (১১১)দুররুর মুনাযযাম, (১১২) হাবীউল ফতওয়া, (১১৩) মাওলুদুল কবীর, (১১৪) ইশবাউল কালাম, (১১৫) মাওয়াহিবুল লাদুননিয়া, (১১৬) আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম, (১১৭) খাছায়িছুল কুবরা, (১১৮) ওসায়িল ফী শরহিশ শামায়িল, (১১৯) রিসালায়ে মওদুদ, (১২০) মাছাবাতা বিস সুন্নাহ, (১২১) মাকতুবাত শরীফ, (১২২) হাক্বীক্বতে মুহম্মাদী ও মীলাদে আহমদী, (১২৩) মজমুয়ায়ে ফতওয়া। ইত্যাদি সহ প্রায় ৪৫০ টি কিতাব।

Scanned with CamScanner

(এই পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

"শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ"

আল্লাহপাক বলেন, "ইসলামের ভিতরে কোন বারাবারি নেই" (বাকারা ২৫৬) "সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা" (ইমরান ১০৩) "ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ডের চেয়েও জঘন্য অপরাধ" (বাকারা ১৯১ এবং ২১৭) আল্লাহপাকের এমন হুশিয়ারির পরেও আওলাদে রসূল ও সমস্ত নবী রসূল ﷺ গণ, এবং সাহাবায়েকেরাম رضي الله عنهم গণ ও হক্কানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত মিথ্যা লিফলেট ও বই- প্রতি বাড়ি বাড়ি, দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগা ভাগি ও ফেৎনা সৃষ্টিকারী বগুড়া জামিল ও কারবালা মাদ্‌রাসার, চরমনাই, তাবলিগী ও আমিনী পন্থি কওমি এবং ওহাবী মৌলভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট এর জাওয়াব দেওয়ার অধিকার নিয়ে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন : ইসলামের দোহাই দিয়ে পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে শ্রমিক মজুরদের পেটে লাথি মেরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা, লংমার্চ করা, কুশপুত্তলিকা তৈরী ও দাহ করা, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি ও খেলা দেখা, জামিল মাদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রাম পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারনের ইজ্জত নষ্ট করা, আমিনী কৃর্তক দশ মিনিটে সারা দেশ অচল করে দেবে বলা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা, নবীগন ভুল করেছেন বলা, ছাহাবীগন মুর্খ ছিলেন বলা, আজ থেকে ৭০ বছর আগে ১৯৪০ সালে কওমি মৌলভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং উহাকে "নবীয়ানা কাম" বলে নবীজি ﷺ উনার ওপরে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্কা বেদয়াতি টুপি, লাল ওড়না ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নত বলে প্রচার করা, মসজিদে একাধারে চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ হুজুরপাক ﷺ ও হক্কানী অলীদের প্রতি দুমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমান করা এবং ডক্টর আশরাফ সিদ্দীকির কোন আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন বাহাছে বসে। তাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার

Scanned with CamScanner

করে ড. আশরাফ সিদ্দীকির পক্ষ থেকে "শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষনা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য" অকাট্য দলীল সাপেক্ষে-নূর হাজীর-নাযীর, ইলমে গইব ও মীলাদ কিয়ামের সঠিক ও 'শরয়ী ফয়সালা' নামক বইটি এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ করুন অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কমের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্বের দাওয়াত প্রচার করুন।" হক্ব কথা প্রচার উত্তম জিহাদ"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" (আল হাদীস)

লেখক ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাচ্ছির, আলহাজ্ব-ড. মুফ্তী মুহম্মদ এম. এম. আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকি- ট্রিপল টাইটেল, বিএ অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড) এম এ (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), খতিব-মস্জিদে কু'বা-ছয়তলা বগুড়া, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল-শেখ পাড়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, সাবগ্রাম, বগুড়া (×), কেন্দ্রীয় সভাপতি (১) মুফতী বোর্ড, খেলাফত কায়েম গবেষনা কেন্দ্র ঢাকা- মহানগরী, (২) নবী, সাহাবী ও আলীদের মত-পথ প্রচার প্রসার কমিটি, (৩) ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি (৪) কুরআন-সুন্নাহ সংস্থা (৫) ইসলামের ছদ্দবেশে হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষন ও প্রচারকারীমুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি (৬) মহান আল্লাহ্ পাকের হক্ব অলীদের আদর্শ প্রকাশ ও উজ্জীবন কমিটি, বাংলাদেশ এবং সকল হক্কানী ওলীদের দরবার তথা ফুরফুরা, গাজীপুর সিদ্দীকিয়া, করটিয়া, মেদিনিপুর, বশিরহাট, শর্ষিণা, আমশহর, ঠেঙ্গামারা, ঠনঠনিয়া এবং আওলাদে রসুল উনার দরবার শরীফ সহ মসজিদে কু'বার সকল মুসল্লিগন ও লক্ষ্য লক্ষ্য ভক্তদের পক্ষে ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

(প্রাপ্তিস্থান : বড় মসজিদ সংলগ্ন দোকানে, ঠনঠনিয়া ওয়াই এম সি এ স্কুলের সম্মুখ দোকানে এবং মসজিদে কু'বা সরকারী বীমা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে, ২২ তলা ডেল্টা টাওয়ারের উত্তর পার্শ্বে গোরস্তান, কলেজ রোড, বগুড়া। সহ সকল অভিজাত লাইব্রেরী ও সকল হক অলি আওলীয়ার দরবার) তাদের লিফলেটে তারা আরেকটি মিথ্যার প্রমান দেখিয়েছে যে, ড. আশরাফ সিদ্দিকী বাহাছ করার জন্য বসে না। উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে আমরা শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসে বসতে সদা প্রস্তুত যা আমাদের লিখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে বারবারই পেশ করা হয়। অথচ বছরের পর বছর ধরে তারা এখানে সেখানে শুধু মিথ্যাই বলেছে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ তো দূরের কথা মোবাইলেও একটিবারও তাদের কেউই বাহাসে বসার প্রস্তাবটুকুও দিতে সাহস পায় নাই।

বাহাছের প্রাথমিক শর্তসমূহ ঃ ১। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আড়াইশত টাকার সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ নিজ হাতে তাদের পেশার নাম, ঠিকানাসহ নিজ হাতে সহি করবে। বাহাছের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনের দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট এক লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

Scanned with CamScanner

২। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষ প্রশাসনের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে পেশ করতে হবে। কারন দূর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাছ বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনাহ মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা জঙ্গি এবং সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমানিত হবে এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৩। ঢাকা শহরের প্রান কেন্দ্রে অথবা প্রতি জিলা শহরের প্রান কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাছ হতে হবে। (কেননা মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, থানা রূমে অথবা অন্য কোন সংকুচিত পরিসরে বাহাছে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালায়। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমান রয়েছে)

৪। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করতঃ বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের মত পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৫। বাহাছ কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। বাহাছের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতিত কোন তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলিলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমানিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বিচারকের প্রয়োজন বোধ করলে উভয় পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে, উভয় পক্ষ হতে একজন করে অথবা দুইজন করে আলেম বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন।

৬। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ﷺ উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাছের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাছের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে।

৭। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোর ও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষথেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ দেয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার দুই ও তেইশ নং আয়াতে আল্লাহপাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্পাকের কুদরত ব্যতিত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন- সুন্নাহ সম্মত প্রমান করা। কারন তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে।

Scanned with CamScanner

ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলভীদের মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্ত ও জরিপ শেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও সচীবালয়ের প্রতিবেদন : ইসলামের দোহাই দিয়ে ফেৎনাবাজ জঙ্গিপনা সন্ত্রাসী ও ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠ ও প্রশংসার দাবিদার আলবাইয়িনাত এবং ড. আশরাফ সিদ্দিকীর অনুসারিরা কোনক্রমেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও ফেৎনাবাজ নয়। আল বাইয়্যিনাতের মসজিদগুলো অথবা তাঁর অনুসারিদের বিরুদ্ধে কেউ নাশকতা চালালে বা হুমকি দিলে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত ও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে", স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সচীবালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (দৈনিক আল ইহসান সহ সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকার দ্র;)

মসজিদে কু'বার বেজুলেশন ও উহার খতীব ও মুসুল্লীদের জান-মালের হুমকি দাতাদের লিষ্ট প্রেরন : মসজিদে কু'বাসহ অসংখ্য মসজিদে এই মর্মে রেজুলেশন করা হয়েছে যে, একমাত্র নামাজ আদায় ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক/ অরাজনৈতিক দলের দলীয় কাজ অথবা ফাসাদ সৃষ্টির জন্য কেউ অত্র মসজিদে আসলে তারা জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমানিত হবেন এবং অত্র মসজিদ কমিটির সম্মানিত সভাপতি ড. মুফতি আশরাফ সিদ্দিকী তাদেরকে আইন শৃংখলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করে তৎক্ষনাৎ আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। আর কওমী ওহাবী, তাবলিগী, জামাতি, ও চরমোনাই সমর্থক কোন্ কোন্ মৌলভী দ্বারা ড. মুফতি আশরাফ সিদ্দিকী অথবা মসজিদে কু'বার মুছল্লী তথা উনার অনুসারীদের জান-মাল ও ইজ্জতের ক্ষতি সাধিত হতে পারে এবং পরবর্তীতে আমাদের কোন মাহফিলে তাদের মধ্যে কারা ফাসাদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করতে পারে তাদের নামের লিষ্ট এবং মসজিদ কমিটির রেজুলেশন কপি মন্ত্রনালয়, সচিবালয় সহ সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকটে জমা দেয়া হয়েছে।

আমরা কোন রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহওয়ালা তৈরীর লক্ষে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহপাক বলেন "সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা" (সুরা বাক্বারা ৪২) "তোমাদের জন্য দ্বীন পুর্ন করে দিলাম" (সুরা মায়িদা ৩) "অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরন করলে উহা কবুল হবে না। তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে" (সুরা ইমরান ৮৫) "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরন করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে" (আবু দাউদ, মিশকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য কিতাব) "মুমিনগন জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন" (সূরা নূর ৫৫) অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোন অমুসলিমের নিয়ম নীতি ও তন্ত্রমন্ত্র মুসলিমের জন্য গহণ করার অবকাশ নেই। "ইসলামী শরীয়তের কোন হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"। (আকাইদে নছফী, আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্কানী অলী আওলীয়াও আওলাদে রসূল উনাদের নেক ছোহবতে এসে সারা জগতে ছহীহ ভাবে খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ চেষ্টা করি। আল্লাহপাক হক্বের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।

(আলহামদু লিল্লাহ্-আমাদের মুফতী বোর্ড সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মওজুদ রয়েছে।

Scanned with CamScanner

শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ

পরিশেষে আর একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো- তাবৎ বাতিলপন্থী তথা ওহাবী, খারিজী, কওমী, দেওবন্দী, তাবলীগী, চর্মনাইদেরকে আমাদের তরফ থেকে বহুবার ওয়াজ মাহফিল, দৈনিক আল্ ইহসান, মাসিক আল বাইয়্যিনাত সহ অসখ্য পত্র-পত্রিকা ও লিফলেট-হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে 'প্রকাশ্য বাহাছের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে যে,-

"তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, বুকে যদি সাহস থাকে, ইলমের যদি জোর থাকে, তাহলে প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে দলীল-আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ করে দেখাও আওলাদে রসুল এবং আলহাজ্ব ড. আশরাফ সিদ্দীকির কোন আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ? যদি শরীয়তের খিলাফ প্রমাণ করতে পার, তবে আমরা সবাই জনগণের সামনে প্রকাশ্যেই তওবা করে তোমাদের দলীল মেনে নিবো। আর যদি তোমাদের কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদেরকেও প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে তওবা করে আমাদের দলীল মেনে নিয়ে আমাদের মুরিদ হতে হবে।"

কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা আমাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। অথচ তারা আমাদের নামে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ায় যে, 'আমরা নাকি তাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেইনা।' নাউযুবিল্লাহ! তাই এ রিসালার মাধ্যমে তাদেরকে আবারও প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ জানানো হলো।

{বিশেষ দ্রষ্টব্য : লিফলেটটি ফটোকপি করে বেশি বেশি প্রচার করুন। উলামায়ে ছু তথা ধর্ম ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী/জঙ্গিদের হাত থেকে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আমল হিফাযতে সাহায্য করুন। যা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।}

হযরত আবু হুরাইরা রদ্বিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কাযযাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোনদিন শোন নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ কোনদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফেৎনায় ফেলতে পারবে না এবং পথভ্রষ্ঠ (জাহান্নামী) করতে পারবে না"। -মুসলিম, তিরমিযি, মিশকাত, মিরকাতসহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।

বইটি পেতে যোগাযোগ করুন

মসজিদে কো'বা

কলেজ রোড, বগুড়া।

মোবাইল: ০১৭৩৯-৮৭২১৮৪, ০১৭৩৭-৭১৯৫০২, ০১৭৫০-৬৮১৬৯২

web : www.daalis.com

Scanned with CamScanner

ফিতনাবাজদের দাঁতভাঙ্গা জবাব ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র অসংখ্য অকাট্য দলীলসহ লেখকের চ্যালেঞ্জ ভিত্তিক অন্যান্য প্রকাশিতব্য কিতাবসমূহ

হক্ব অলী আউলিয়া তথা হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্

১ম খন্ড- প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সুন্নতী সহীহ্ নামায শিক্ষা ও মহিলা-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল। (খুত্‌বাহসহ)

পবিত্র কুরআন শরীফের সুন্নতের আলোকে সঠিক অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত তাফসীর-

তাফসীর-এ আশরাফ সিদ্দীকি ৩০ খন্ড

২য় খন্ড- প্রসঙ্গ ঃ হাত তুলে মুনাজাত (অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা)

৩য় খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে দিনরাত তথা ২৪ ঘন্টার সুন্নতী জীবন। এক একটি সুন্নত একশত শহীদের মর্যাদা।

৪র্থ খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মিলাদ কিয়াম শরীফের বিধান এবং সাদা গুটলিওয়ালা কোনাবন্ধ জামা, মাযার শরীফ জিয়ারত, খুৎবাতে লাঠি ব্যবহার ও পাগড়ী পড়া সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৫ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে পবিত্র শব-ই-বরাতের আমল, আঙ্গুলী দ্বারা চোখে চুম্বন এবং তারাবীহ্ নামাজ বিশ রাকাত সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৬ষ্ঠ খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে নূরে মুজাস্‌সম, হাজীর-নাযীর ও ইলমে গইবের বিরোধীতাকারী প্রকারান্তরে আখেরী রসুল হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে অস্বীকারকারী বাতিল ফিরক্বাহ।

৭ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মাযহাব মানা, হক্ব অলীর কাছে বায়আত হওয়া ও পর্দা করা কুরআন সুন্নাহের আদেশ হিসেবে ফরজ।

৮ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে ইসলামের নামে গণতন্ত্র, ছবি, ভিডিও এবং টিভি-কুরআন সুন্নাহের নিষেধ হিসেবে হারাম ও কবীরা গুনাহ। তবে দাওয়াত ভিত্তিক সত্যিকার কুরআন সুন্নাহের খেলাফত কায়েমের প্রচেষ্টা করা প্রতিটি মু'মিনের জন্য ফরজ।

৯ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে ছয় উসুলী তাবলীগ করা ও মহিলাদের জামায়াতে নামাজ পড়া কুরআন সুন্নাহর নিষেধ হিসেবে বাতিল ফিরকাহ্'র আমল।

১০ম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে আম্বিয়া আলাইহিমুস সাল্লাম মা'ছুম তথা নিস্পাপ এবং উনাদের আশ্চর্যজনক জীবনকাহিনী ও মু'জেযা।

১১তম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সাহাবায়েকেরাম রদ্বিআল্লাহু আনহু ও হক্ব আউলিয়ায়েকেরাম (রহঃ) গণের আশ্চর্যজনক জীবনকাহিনী ও কারামত

১২তম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে বারো চাঁদের ফজিলতপূর্ণ দিন-রাত এবং সুন্নতী খুৎবাহ (অর্থসহ)

১৩তম খন্ড- প্রসঙ্গঃ অল্প সময়ে সুন্নতের আলোকে পবিত্র কুরআন শিক্ষার ফজিলত ও নিয়ম (কায়েদা) এবং অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ভিত্তিক কিতাবসমূহ।

Scanned with CamScanner

হক্ব ইসলামের প্রচারের স্বার্থে

pdf টি বেশি বেশি শেয়ার করুন।

Pdf তৈরিতে-

মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম

এডমিন | হক্বের দাওয়াত

Scanned with CamScanner